[illegible]ট্, ও সম্রাট্-মহিষীর ভারত-পরিদর্শন

([illegible]ণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট সঙ্কলিত “১৯১১ সনের রাজদম্পতীর
ভারত-পরিদর্শনের ইতিবৃত্ত” নামক ইংরাজি
গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ)

রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি. এ.
কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

এস্, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং
৫৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

মূল্য ৩৷৷৹ মাত্র।

ভূমিকা

১৯১১ সনের ১১ই নবেম্বর আমাদের মহামান্য রাজা পঞ্চম জর্জ্জ ও রাণী মেরী ভারতপরিদর্শনার্থ লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া এ দেশাভিমুখে যাত্রা করেন। শুভ রাজ্যাভিষেক বার্ত্তা স্বয়ং জ্ঞাপন পূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় প্রজাপুঞ্জকে কৃতার্থ করিবার জন্য এবং ব্রিটিশ শাসনকে এদেশবাসীর হৃদয়ের অনুরাগে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের এই শুভসঙ্কল্পিত ভারত পরিদর্শন। চারিটি ক্রুইজার পরিরক্ষিত সুপ্রসিদ্ধ 'মেদিনা' জাহাজ ক্যাপটেন চ্যাত্‌ফিল্ডের অধীনে বিচিত্র সাজসজ্জামণ্ডিত হইয়া এতদুপলক্ষে কয়েক মাসের জন্য রাজকীয় সামুদ্রিক নিকেতনে পরিণত হইয়াছিল। ১৪ই নবেম্বর রাত্রি ৯টা ৫ মিনিটের সময় 'মেদিনা' জিব্রল্টারে পৌছিল; এই সময় উক্ত স্থানের শাসনকর্ত্তা স্যার আর্চ্চবল্ড হাণ্টার রাজদম্পতীকে সংবর্দ্ধনা করিলেন। ২০শে নবেম্বর সায়ংকালে 'মেদিনা' সৈয়দবন্দরে পৌছিলে মিশরের খেদিব ও তুরস্কের যুবরাজ প্রিন্স জিয়াএদ্দিন এফ্‌ফিণ্ডি রাজদম্পতীকে আদর-আপ্যায়ন করিলেন। ২৭শে নবেম্বর রাজকীয় জাহাজ এডেনের শিলাময় বেলাভূমি স্পর্শ করিল। এই স্থানের জনসাধারণের পক্ষ হইতে হুর্ম্মাসজি কোয়াসজি মহোদয় তাঁহাদিগকে সংবর্দ্ধনা করিলেন। ২রা ডিসেম্বর রাজদম্পতী ভারতের দ্বারস্বরূপ বোম্বাই-বন্দরে উপস্থিত হইলেন। বোম্বাই নগরীর সংবর্দ্ধনা অতীব সমারোহপূর্ণ হইয়াছিল। ৭ই ডিসেম্বর সম্রাটের দিল্লী-আগমনে যে দরবার-উৎসব সম্পাদিত হইয়াছিল এবং রাজনৈতিক যে সমস্ত পরিবর্ত্তন ও দানমূলক ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছিল তাহা ভারতেতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। ১৬ই ডিসেম্বর সম্রাট্ দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া নেপালাভিমুখে যাত্রা করিলেন; রাজ্ঞী ইত্যবসরে জয়পুর, আজমীর, বুন্দি, কোটা প্রভৃতি রাজপুতনার বিখ্যাত নগরীগুলি পরিদর্শন করিয়া রাজপুত-রাজগণের চির-ঈপ্সিত ভক্তিমূলক কামনা পূরণ করিলেন। অতঃপর রাজদম্পতী বাঁকীপুরে সম্মিলিত হইয়া কলিকাতাভিমুখে রওণা হইলেন। ৩০শে ডিসেম্বর বেলা ১২টার সময়ে তাঁহারা হাওড়া ষ্টেশনে উপনীত হইলেন। তাঁহাদের কলিকাতায় অবস্থান স্বল্পস্থায়ী হইলেও রাজভক্তির ইতিহাসে অতীব স্মরণীয় ঘটনা। ৮ই জানুয়ারী রাজদম্পতী কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ১০ই তারিখ রাজকীয় স্পেশাল ট্রেনে বোম্বাই নগরীর 'ভিক্টোরিয়া টারমিনাস্' নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন; তথা হইতে 'মেদিনা'য় আরূঢ় হইয়া ১৪ই তারিখ সুদানবন্দরে, ২০শে সৈয়দ পোর্টে, ৩০শে জিব্রল্টরে বিবিধপ্রকার অভিনন্দন গ্রহণ পূর্ব্বক ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ইঁহার ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সম্রাট্‌দম্পতীর আগমনে এই বিশাল রাজ্য অভূতপূর্ব্ব রাজভক্তির বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল। ভারতের জনসাধারণ বহুনায়কশাসনপ্রণালীতে এখনও অভ্যস্ত হয় নাই, তাহারা রাজাকেই প্রত্যক্ষ দেবতা জানিয়া পূজা করিতে চাহে। আমাদের দয়ালু রাজা পঞ্চম জর্জ্জ ও দয়াময়ী রাজ্ঞী মেরী এদেশবাসীর অনুরক্ত প্রজামণ্ডলীর সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধে সম্মিলিত হইয়া বুঝিয়া গিয়াছেন যে এই দেশবাসীর রাজভক্তির সঙ্গে অন্য কোন দেশের রাজভক্তি তুলিত হইতে পারে না। ভারতপরিদর্শন ব্যাপারটি শুধু রাজনৈতিক অনুষ্ঠান নহে—ইহা ভারতবাসীর হৃদয়ের অলঙ্কার—তাহাদের রাজভক্তির উৎসব। ভক্তির যে নৈবেদ্য সম্রাট্‌দম্পতীকে উপহৃত

হইয়াছিল তাহা দাতা ও গ্রহীতাকে তুল্যরূপেই কৃতার্থ করিয়াছিল। জয়পুরের মহারাজ দরবার-উপলক্ষে প্রজাকে ৫০ হাজার টাকা মাপ দিয়াছিলেন; কাশ্মীরের রাজা প্রজাকে স্বায়ত্তশাসন দান করিয়া তাঁহার রাজ্যে এই উৎসব স্মরণীয় করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে উদয়পুরের মহারাণা স্বীয় প্রজাদিগকে ২ লক্ষ টাকাপরিমিত ঋণের ভার হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। শিখদিগের অন্যতম গুরু তেগ বাহাদুর ১৬৭৫ খৃঃ অঃ ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন—"আমি দেখিতে পাইতেছি—সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া একজাতি এতদ্দেশে আসিবেন এবং শান্তি আনয়ন পূর্ব্বক সমস্ত অত্যাচারের অবসান করিবেন।" শিখগণ এই কথা লইয়া রাজদম্পতী সকাশে উপহৃত অভিনন্দনপত্রে গৌরব-প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমাদের বঙ্গদেশে সম্রাটের সিংহাসনপার্শ্বে মহারাজ প্রদ্যোৎকুমার 'রাজছত্র' ও নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ 'সূর্য্যমুখী' ধারণ করিয়া বঙ্গদেশের রাজপূজাকে সমুজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছিলেন।

সম্রাট্‌জর্জ্জ এই দেশের প্রাণের আকর্ষণ অন্তর্য্যামীর মতই হৃদয়ে অনুভব করিয়া নানা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই দেশের প্রাণ তাঁহাকে কি ভাবে চাহে, তিনি তাহা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বড়লাট ও জঙ্গীলাট-সহ সম্রাট্ যেদিন খিদিরপুর-রোডে যাইতেছিলেন এবং পথের দুই পার্শ্বে তাঁহার দর্শন লাভের জন্য অতিশয় ব্যগ্র জনসংঘ বেড়া ভাঙ্গিয়া পুলিশকর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়াছিল, সেদিন সম্রাট্ হাত তুলিয়া পুলিশকে নিষেধ করিয়াছিলেন। প্রজাদিগের প্রাণের উদ্বেল তাঁহাকে নিয়তই এই ভাবে স্পর্শ করিয়াছিল;—বিশাল সাম্রাজ্যের মহামহিম অধিপতি এমনই ভাবে তাঁহার সামান্য প্রজাদিগের আকাঙ্খা পূর্ণ করিয়াছিলেন। সম্রাটের ভারতপরিদর্শন এ দেশের চিরস্মরণীয় ঘটনা। এই বিচিত্র জনপদের সমবেত রাজন্যবর্গের প্রীতিভক্তির মহোৎসবস্বরূপ এই ঘটনা মহাভারতোক্ত রাজসূয়-যজ্ঞের কথাই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট সম্রাট্ ও মহারাজ্ঞীর এই ভারতপরিদর্শনের একখানি বৃহদাকার ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিয়াছেন। লণ্ডনের সুবিখ্যাত জন মারে-কর্ত্তৃক এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের আদেশে সেই গ্রন্থের এই সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ সঙ্কলিত হইল। এই অনুবাদসঙ্কলনে আমি মাননীয় মিঃ কে, সি, দে ও মিঃ জে, এন, রায় মহোদয়দিগের নিকট নানাপ্রকার উপদেশ পাইয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন।

বিষয় সূচী

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বাভাষ

ভারতবর্ষে অভিষেকোৎসবের প্রাচীনত্ব ১ পৃঃ, ভারতীয় রাজভক্তি ২ পৃঃ, ভারতে একাধিপত্য ৩ পৃঃ, কোম্পানির আমল ৩পৃঃ, মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার প্রজাপ্রীতি ও তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টি ৪—৫ পৃঃ, ভারতে অভিনব ঐক্যের সৃষ্টি ৫—৬ পৃঃ, প্রিন্স অব্ ওয়েলসের ভারতে পদার্পণ ও ভিক্টোরিয়ার উদারনীতির ফল ৬—৭ পৃঃ, ১৮৭৭ এবং ১৯০৩ সালের দরবারে প্রভেদ ৮—৯ পৃঃ, লর্ড কর্জ্জনের মহৎ উদ্দেশ্য ৯-১০ পৃঃ, ১৯০৫ সালে যুবরাজ ও তৎপত্নীর ভারত আগমন ১০—১১ পৃঃ, নবজাগরণ ১১—১৩ পৃঃ, রাজদম্পতীর অভিষেক ১৩—১৪ পৃঃ, পূর্ব্বকার শুভাগমনের স্মৃতি ১৪—১৫ পৃঃ, ভারতের ভাবপ্রবণতা ১৬ পৃঃ, সম্রাট্ আসিবেন, তাঁহার অভিপ্রায় প্রচার ১৭—১৮ পৃঃ, ভারতাগমনের প্রকৃত কারণ—সম্রাটের স্বীয় আগ্রহাতিশয় ১৮—২০ পৃঃ, ঘোষণা পত্র ২০—২১ পৃঃ, ঘোষণা পত্রের ফলে সার্ব্বজনীন আনন্দ ২১—২৩ পৃঃ, ভারতবাসীর প্রকাশ্যভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ২৩ পৃঃ, ভারতেশ্বরীর প্রতিশ্রুতি ২৩—২৪ পৃঃ, দরবারের দৃশ্য ২৪ পৃঃ, সম্রাটের প্রীতি ২৫—২৬ পৃঃ, ঐক্যের সুফল ২৬ পৃঃ, ভারতবাসীদের তার-সংবাদ ২৭ পৃঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সম্রাট্ দম্পতীর সমুদ্রযাত্রা

সম্রাট-দম্পতীর সমুদ্রযাত্রা ২৮—২৯ পৃঃ, রেলপথে সংবর্দ্ধনা ও ইংরেজদের উৎসাহ ২৯-৩০ পৃঃ, রাজপোত মেদিনা ৩১ পৃঃ, মেদিনার বন্দোবস্ত ৩১—৩৪ পৃঃ, সমুদ্রপথে ৩৫—৪০।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতের দ্বারে

বোম্বাই ৪১ পৃঃ, ১৯১১ সনের ২১ই ডিসেম্বর ৪২ পৃঃ, বোম্বাই নগরে ৪৩ পৃঃ, প্রবেশ-পথ ৪৩—৪৪ পৃঃ, সম্রাটের অবতরণ ৪৪—৪৫ পৃঃ, অভ্যর্থনা ও পরিচয় ৪৫—৪৬ পৃঃ, অভিনন্দন ৪৬ পৃঃ, উত্তর ৪৭—৪৮ পৃঃ, শোভাযাত্রা ৪৮ পৃঃ, বোম্বাইএর সাজসজ্জা ৪৯—৫০ পৃঃ, নগরবাসিগণের আন্তরিকতা ৫০—৫১ পৃঃ, আলোকমালা ৫২ পৃঃ, তার-সংবাদ ৫২ পৃঃ, রবিবার ৫২-৫৩ পৃঃ, সংবর্দ্ধনা ৫৩—৫৪ পৃঃ, বিদায় ৫৪—৫৫ পৃঃ, দিল্লী অভিমুখে ৫৫—৫৬ পৃঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দিল্লী

দিল্লীর গৌরব ৫৭—৬০ পৃঃ, দিল্লীর অসুবিধা ৬১—৬২ পৃঃ, দিল্লীর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ৬৩—৬৪ পৃঃ, নূতন করিয়া গড়া ৬৪—৬৭ পৃঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দিল্লী প্রবেশ

পূর্ব্ববর্ত্তী দরবারগুলির সঙ্গে এই দরবারের বিভিন্নতা ৬৮ পৃঃ, রেল-কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ উদ্যোগ ৬৮—৬৯ পৃঃ, নবগঠিত রাজপথ ৬৯ পৃঃ, রাজপথের সাজসজ্জা ৭০—৭১ পৃঃ, রাজদর্শনের প্রতীক্ষা ৭১ পৃঃ, প্রজামণ্ডলীর আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা ৭২ পৃঃ, বস্ত্রাবাসে অভ্যর্থনার ব্যবস্থা ৭৩ পৃঃ জনসাধারণের বিচিত্রতা ৭৩—৭৪ পৃঃ, সৈন্যশ্রেণীর স্থান-নির্দ্দেশ ৭৫ পৃঃ, রাজার দিল্লী প্রবেশ ৭৬ পৃঃ, অভ্যর্থনা ৭৬—৭৭ পৃঃ, রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ ৭৭—৭৯ পৃঃ, শোভাযাত্রা ৭৯—৮৩ পৃঃ, রাজগণের শ্রেণী ৮৩—৮৭ অভিনন্দন পত্র ৮৮—৮৯ পৃঃ, সম্রাটের উত্তর ৮৯ পৃঃ, বস্ত্রাবাসে প্রত্যাবর্ত্তন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দিল্লী শিবির

শিবিরের ব্যবস্থা ৯০—৯১ পৃঃ, কার্য্যের দুরূহতা ৯১ পৃঃ, শিবিরমণ্ডলী ৯২—৯৩ পৃঃ, আইন কানুন ৯৩ পৃঃ, রাস্তা আলো খাদ্য প্রভৃতি ৯৩—৯৫ পৃঃ, শিবিরের সাজসজ্জা ৯৫—৯৬ পৃঃ, জঙ্গীলাটের শিবির ৯৭ পৃঃ, পাঞ্জাব ৯৭ পৃঃ, বোম্বাই ৯৭ পৃঃ, মান্দ্রাজ ৯৮ পৃঃ, ব্রহ্মদেশ ৯৮ পৃঃ, আগ্রা ও অযোধ্যা ৯৯ পৃঃ, দরবার কমিটি ৯৯ পৃঃ, পুলিস ও প্রেস-শিবির ১০০ পৃঃ, বিচিত্রতা ১০০—১০৩ পৃঃ, প্রাচীন সেনানায়ক দল ১০৩।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভারতের রাজন্যবর্গ

সংবর্দ্ধনা ও ভদ্রতার বিনিময় ১০৪—১০৫ পৃঃ, করদ নৃপতিবর্গ ১০৬—১০৭ পৃঃ, রাজপুতজাতি ১০৭—১০৯ পৃঃ, দক্ষিণ ভারত ১১০ পৃঃ, পূর্ব্ব প্রান্ত ১১০ পৃঃ, হাইদ্রাবাদ ১১০ পৃঃ, ভূপাল ১১০ পৃঃ, খয়েরপুর ১১০ পৃঃ, মারাঠা ও শিখ ১১০—১১২ পৃঃ, মহীশূর ১১২ পৃঃ, কুচবিহার ১১৩ পৃঃ, কাশী ১১৩ পৃঃ, ব্রহ্মদেশ ১১৩ পৃঃ, আগা খান ১১৩—১১৪

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অভিষেক-দরবার

ই১২ ডিসেম্বর ১১৫ পৃঃ, অনুগ্রহ প্রদর্শন ১১৫ পৃঃ, স্থান নির্দ্দেশ ১১৬ পৃঃ, দরবার, গৃহের নক্সা ১১৬ পৃঃ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব দরবারের সঙ্গে প্রভেদ ১১৬—১১৭ পৃঃ রাজসিংহাসন ১১৭—১১৮ পৃঃ, সূচনা ও বিকাশ ১১৮—১২৩ পৃঃ, সম্রাটের আগমন ১২৪ পৃঃ, সংবর্দ্ধনা ১২৪ পৃঃ, সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর দরবার গৃহে প্রবেশ ১২৫—১২৬ পৃঃ, সম্রাটের অভিভাষণ ১২৬—১২৭ পৃঃ, ভক্তি ও বশ্যতা প্রদর্শন ১২৮ পৃঃ, নিজাম ১২৮ পৃঃ, গাইকোয়ার, মহীশূর প্রভৃতি ১২৮ পৃঃ, মধ্যভারতের রাজন্যবর্গ ১২৯ পৃঃ, বেলুচিস্থান, ভুটান প্রভৃতি ১২৯ পৃঃ, বঙ্গদেশের হাইকোর্টের বিচারকগণ প্রভৃতি ১২৯—১৩০ পৃঃ, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইএর প্রধান ব্যক্তিগণ ১৩০ পৃঃ, বঙ্গদেশের ছোটলাট, কুচবিহার, দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি ১৩১ পৃঃ, পাঞ্জাব ১৩১ পৃঃ, ত্রিপুরা ও মণিপুর প্রভৃতি ১৩১—১৩২ পৃঃ, দরবার শেষ ১৩২—১৩৩পৃঃ

ঘোষণা পত্র

ঘোষণা পত্র ১৩৪—১৩৭পৃঃ, রাজধানী পরিবর্ত্তন ও বঙ্গ ভঙ্গ রদ ১৩৭—১৩৮—পৃঃ, রাজভক্তির উচ্ছ্বাস ১৩৮ পৃঃ।

নবম পরিচ্ছেদ

আনন্দোৎসব

প্রাদেশিক বিচিত্র উৎসবে রাজভক্তির অভিব্যক্তি ১৩৯ পৃঃ, বাঙ্গালা ১৩৯—১৪০ পৃঃ, মান্দ্রাজ ১৪০ পৃঃ, বোম্বাই ১৪০ পৃঃ, সিন্ধুদেশ, বিজাপুর ও যুক্তপ্রদেশ ১৪০ পৃঃ, পাঞ্জাব, ব্রহ্মদেশ ও সানদেশ প্রভৃতি ১৪১ পৃঃ, কারারুদ্ধের মুক্তি ও নানাপ্রকার হিতানুষ্ঠান ১৪২—১৪৩ পৃঃ, ১৩ই ডিসেম্বরের উৎসব ১৪৩ পৃঃ, তেগ বাহাদুরের ভবিষ্যদ্বাণী ১৪৩ পৃঃ, মিছিল ১৪৪ পৃঃ, খ্রীষ্টানদিগের প্রার্থনা ১৪৫ পৃঃ, মুসলমান-দিগের প্রার্থনা ১৪৫ পৃঃ, শিখ প্রার্থনা ১৪৫—১৪৬ পৃঃ, হিন্দুর প্রার্থনা ১৪৬ পৃঃ বাদসাহী মেলা ১৪৭—১৪৮ পৃঃ, "রাজদর্শন" ১৪৮—১৪৯ পৃঃ, উদ্যানভোজ ১৪৯—১৫০ পৃঃ, ভারতীয় মহিলাগণের সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রভৃতি ১৫০—১৫১ পৃঃ।

দশম পরিচ্ছেদ

সম্রাট্ ও সৈন্যবর্গ

সৈন্যদলের গুরুতর কর্ত্তব্য ১৫২—১৫৩ পৃঃ, সৈন্যপ্রদর্শনী ১৫৩—১৫৪ পৃঃ, পতাকা উপহার ১৫৪—১৫৮ পৃঃ, ভারতীয় সৈন্যদলে পতাকা বিতরণ ১৫৮—১৫৯ পৃঃ, সিপাহী বিদ্রোহের সময়কার সেনাদের অভিনন্দন ১৫৯ পৃঃ, ইহাদের প্রতি যত্ন ১৬০ পৃঃ, সৈন্য—পরিদর্শন ১৬০—১৬৩ পৃঃ, দুইটি ঘোষণা পত্র ১৬৪ পৃঃ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

দিল্লী শিবির

সপ্তম এডোয়ার্ডের প্রতিমূর্ত্তি ১৬৫ পৃঃ, অভিনন্দন ও উত্তর ১৬৬—১৬৭ পৃঃ, সম্রাট এডোয়ার্ডের স্মৃতিশিলা ১৬৭—১৬৮ পৃঃ, দিল্লীর ভিত্তিস্থাপন ১৬৮—১৭০ পৃঃ, মহিলাগণের অভিনন্দন ১৭০—১৭২ পৃঃ, মান্দ্রাজ ও দিল্লী মিউনিসিপালিটী ১৭২—১৭৫ পৃঃ, রাজনিমন্ত্রণ ও উপাধি বিতরণ ১৭৬—১৭৮ পৃঃ, পুলিস পরিদর্শন ১৭৮ পৃঃ, দিল্লীত্যাগ ১৭৯ পৃঃ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

নেপাল ও রাজপুতানা

নেপাল

নেপালে ব্রিটিশ অভিযান ১৮০ পৃঃ, সম্সের জঙ্গ বাহাদুরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ ১৮০—১৮১ পৃঃ, নেপালের পথে ১৮১ পৃঃ, সম্সের জঙ্গ বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ১৮২ পৃঃ, শিকার ১৮২—১৮৩ পৃঃ, মন্ত্রী মহারাজের উপহার ১৮৩ পৃঃ, মন্ত্রী মহারাজের উপাধি ১৮৪ পৃঃ, শিকার, হস্তীর খেলা দর্শন প্রভৃতি এবং নেপাল ত্যাগ ১৮৪—১৮৫ পৃঃ।

রাজপুতানা

সম্রাজ্ঞীর তাজমহল প্রভৃতি পরিদর্শন ১৮৬ পৃঃ, জয়পুর যাত্রা ১৮৬—১৮৭ পৃঃ, আজমিরে যাত্রা ১৮৮—১৯০ পৃঃ, বুন্দিতে ১৯০—১৯২ পৃঃ, কোটায় ১৯২—১৯৩ পৃঃ, কলিকাতা অভিমুখে ১৯৩ পৃঃ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কলিকাতা

হাওড়ায় ১৯৪ পৃঃ, গঙ্গাবক্ষে ১৯৪ পৃঃ, গঙ্গায় অভিনন্দন ১৯৫ পৃঃ, প্রিন্সেপ ঘাটের ব্যবস্থা ১৯৫ পৃঃ, করপোরেশনের অভিনন্দন ১৯৬ পৃঃ, সম্রাটের উত্তর ১৯৭ পৃঃ, ঘাট হইতে নগরাভিমুখে ১৯৮ পৃঃ, রাজপথের সাজসজ্জা ১৯৮ পৃঃ, লোকের ভিড় ১৯৮—১৯৯ পৃঃ, গভর্ণমেণ্ট হাউসে ১৯৯ পৃঃ, চিড়িয়াখানা দর্শন ১৯৯ পৃঃ, সেণ্টপল গির্জ্জায় ২০০ পৃঃ, অপরাপর স্থানে ২০০ পৃঃ, সোমবারের কার্য্যাবলী ২০০ পৃঃ, প্যারেড ২০০—২০১ পৃঃ, উদ্যান ভোজ ২০২ পৃঃ, লেভি ২০২ পৃঃ, পোলো খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ২০৩ পৃঃ, ঘোড়দৌড় ২০৩ পৃঃ, সৈন্যগণের সামরিক ক্রীড়া ২০৩ পৃঃ, ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিমন্দির ২০৪ পৃঃ, যাদুঘরে ২০৪ পৃঃ, উপাধিবিতরণ ও রাজদরবার ২০৫ পৃঃ, হিন্দু ও মুসলমানী মিছিল ২০৫—২০৬ পৃঃ, রাজভক্তির উচ্ছ্বাস ২০৬—২০৭ পৃঃ, নাচ এবং সামরিক শিবির পরিদর্শন ২০৭ পৃঃ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত অভিনন্দন ২০৭—২১০ পৃঃ, বিবিধ স্থান পরিদর্শন ২১১ পৃঃ, কলিকাতা ত্যাগ ২১২ পৃঃ, ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার অভিনন্দন ২১২ পৃঃ, সম্রাটের উত্তর ২১৩ পৃঃ, বিদায় ২১৩—২১৪ পৃঃ,।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

প্রত্যাবর্ত্তন

নাগপুরে ২১৫ পৃঃ, উপাধি বিতরণ ও প্রীতি জ্ঞাপন ২১৬ পৃঃ, বোম্বাই এ অভিনন্দন ২১৬ পৃঃ, সম্রাটের প্রত্যুত্তর ২১৭ পৃঃ, 'মেদিনায় যাত্রা' ২১৮ পৃঃ, প্রধান সচিবের নিকট তার ২১৯ পৃঃ, উত্তর ২১৯ পৃঃ, বড়লাট বাহাদুরের তার ২১৯ পৃঃ, উত্তর ২১৯—২২০ পৃঃ, বঙ্গদেশের ছোটলাট বাহাদুরের তার ২২০ পৃঃ, উত্তর ২২০ পৃঃ, কলিকাতা করপোরেসনের তার ২২০ পৃঃ, উত্তর ২২০ পৃঃ, সুদানের অভিনন্দনের উত্তর ২২১ পৃঃ, সিন্‌কাট ২২১ পৃঃ, পোর্টসইদে ২২২ পৃঃ, পোর্টসমাউথে ২২২ পৃঃ, রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন এবং সংবর্দ্ধনা প্রভৃতি ২২৩ পৃঃ, ভারতীয় রাজগণের তড়িৎ-বার্ত্তা ২২৪ পৃঃ, সম্রাটের উত্তর ২২৪—২২৫ পৃঃ।

সম্রাট্ ও সম্রাট্-মহিষীর ভারত-পরিদর্শন।

পূর্ব্বভাষ।

ভারতবর্ষে রাজকীয় অভিযান ও তদানুষঙ্গিক বিচিত্র সমারোহ, রাজ্যাভিষেক ও দরবার চিরকালই হইয়া আসিয়াছে। ঐতিহাসিক যুগের প্রাক্কালে, এমন কি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত এদেশে যত কাহিনী প্রচলিত আছে, তৎসমুদয়ই রাজা, রাজপুত্র এবং তাঁহাদের সিংহাসন-লাভ, দেশজয়, অনুগ্রহ ও নিগ্রহের কথায় পরিপূর্ণ। মহাভারতে বর্ণিত আছে, অতি প্রাচীনকালে বর্ত্তমান দিল্লী মহানগরীর বহির্ভাগস্থ বহুবাদ্যমুখরিত পুণ্যনিদান প্রশস্ত সমতলক্ষেত্রে—বিচিত্রবর্ণানুরঞ্জিত ছায়াপ্রদ চন্দ্রাতপতলে বৃত্তাকারে সজ্জিত সুদর্শন বিরাট্‌মঞ্চে—রাজাপ্রজা একত্র সম্মিলিত হইয়া এক মহৎ রাজকীয় উৎসব সন্দর্শন করিয়াছিলেন। রামায়ণেও যুবরাজের অভিষেকোৎসবে দিগ্‌দেশ হইতে সমাগত জনসংঘের বিবরণ আমরা পাঠ করিয়াছি।

ভারতবর্ষে অভিষেকোৎসবের প্রাচীনত্ব।

পুরাযুগের অভিষেকসম্মিলনের অনেক কাহিনী বহুশতাব্দী হইতে এতদ্দেশীয় প্রজাবৃন্দের নিকট সুপরিচিত। এদিকে অভিষেকোৎসবের পদ্ধতি ও ক্রিয়া-কর্ম্মের নিয়মাবলী আমরা ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদে বর্ণিত দেখিতে পাই। সেই সুদূর বৈদিক যুগের বহুকাল পরে য়ুরোপে সভ্যতার উষালোক প্রথম প্রবেশ করিয়াছিল। বৈদিক যুগ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে সেই সকল অনুষ্ঠান, নিয়মাবলী এবং রাজকীয় চিহ্নসমূহের কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। সুতরাং এ ব্যাপার যে ভারতবাসিগণের জীবনের সহিত দৃঢ়সম্পর্কবদ্ধ এবং তাহাদের জাতীয় জীবনের অনুপ্রাণনার অঙ্গীভূত হইয়াছে, তাহাতে বিস্ময়ের কথা কি ?

আবহমানকালের ইতিহাস বিজড়িত থাকায় এই সমস্ত বিরাট্ জাতীয়

উৎসব ভারতবাসীর নিকট কিরূপ ভক্তি ও আদরের বিষয়, বৈষয়িক ব্যাপারে অতিমাত্র অভিনিবিষ্ট য়ুরোপবাসী তাহা বুঝিতে পারিবেন না। এইপ্রকার উৎসবে যদি রাজা স্বয়ং সংশ্লিষ্ট থাকেন, তবে ভারতের অধিবাসী ইহা যে চক্ষে দেখেন য়ুরোপবাসিগণ তাহা ধারণাও করিতে পারেন না। ভারতবাসীর রাজভক্তি শুধু চিরাগত একটা রাজনৈতিক সংস্কারের ফল নহে। সেই রাজভক্তি পার্থিব ব্যাপারের ঊর্দ্ধে, উহা প্রাচ্যজাতির মজ্জাগত চিরন্তন বিশ্বাস-মূলক। রাজশক্তির উপর তাহাদের যে ভক্তি-বিশ্বাস, তাহাতে পার্থিব ও অপার্থিবের অপূর্ব্ব মিশ্রণ দৃষ্ট হয়।

ভারতীয় রাজভক্তি।

মুসলমানের নিকট রাজা "পৃথিবীতে ঈশ্বরের ছায়াস্বরূপ, বিপন্ন ও *শরণাগত প্রজার আশ্রয়স্থান"। হিন্দুর নিকট রাজা কেবল রাজনৈতিক শক্তির অভিব্যক্তি নহেন; তিনি সেই শক্তিকে বিশ্বজনীন হিতের সহস্রপথে* পরিচালনা করিতে নিযুক্ত। তাঁহার উপরই সনাতনধর্ম্ম রক্ষার ভার; তিনিই ন্যায় ও পুণ্যের আশ্রয়স্বরূপ। ঐ হিসাবে রাজপদে দৈব শক্তি ও রাজদেহে পবিত্রতা আরোপ করা হয়।

এইজন্যই ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মনু বলিয়াছেন, "ইনি (রাজা) সবিতার ন্যায় নয়ন ও হৃদয়ের আনন্দদায়ক। জগতে এমন কেহ নাই, যিনি তাঁহার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিতে সাহসী হইতে পারেন।"

এইজন্য ভারতবর্ষে রাজপদ বিশেষরূপ মহিমান্বিত। ভারতীয় রাজভক্তি অপরাপর দেশের রাজভক্তি হইতে পৃথক্, কারণ সেই সকল দেশের লোকেরা রাজাকে শুধু শ্রেষ্ঠতম শাসনকর্ত্তা বলিয়া জানেন এবং তাঁহাকে তৎপদোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন। সুনিয়মিত রাজনৈতিক বিধানের প্রতি সশ্রদ্ধ হইয়া তাহা দ্বিধা শূন্যচিত্তে গ্রহণ করিতে ভারতবাসীর মত অতি অল্প জাতিই সমর্থ। ভারতের অধিপতি স্বজাতীয়ই হউন বা ভিন্নজাতীয় হউন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ন্যায় এখনও প্রজাপুঞ্জ তাঁহাকে "মা বাপ" বলিয়া জানেন। রাজবাক্যের কখনও প্রতিবাদ হইতে পারে না, এবং তাঁহার অতি সামান্য ইচ্ছাও প্রজার নিকট আদেশের তুল্য গুরুতর। তিনিই স্বরাষ্ট্রগগনে সূর্য্যস্বরূপ। তাঁহার রাজপদ চিরসম্মানার্হ। প্রজাগণ তাঁহার জন্ম-দিবস, বিবাহ-দিবস প্রভৃতিতে বিবিধ উৎসবের অনুষ্ঠান করে বলিয়া তাহাদের জীবন এমন মধুময় হয়।

ভারতবর্ষীয় ক্ষমতাশালী নৃপতিগণও সমগ্রভারতে একাধিপত্য করিতে পারেন নাই। অশোকের সাম্রাজ্য পালার নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কুশালবংশীয় রাজগণ বারাণসীর পূর্ব্বাঞ্চল কোনকালেই অধিকার করেন নাই। মহম্মদ ঘোরিও মধ্যভারত অতিক্রম করেন নাই। আলাউদ্দিনের নিকটে বাঙ্গালা দেশ সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। আকবর মাত্র দাক্ষিণাত্যের সীমা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। আর আওরঙ্গজেবের বিশাল সাম্রাজ্য কেন্দ্রস্থলেই ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই দেশজয়ে মনোনিবেশ করিয়া বিজয়ী হইয়াও কালচক্রের আবর্ত্তনে বিজিত হইয়াছিলেন।

ভারতে একাধিপত্য।

ইংরাজরাজের নিকট হইতে সনন্দপ্রাপ্ত এক সাহসিক বণিক্‌সম্প্রদায় ভাগ্যচক্রের অদ্ভুত পরিবর্ত্তনে সমগ্র ভারতে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কেবল ভারতে নহে, মিশর হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমস্ত পূর্ব্ব মহাসাগরে তাঁহারা আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কোম্পানি ভারত অধিকার করিলেও পূর্ণভাবে রাজকীয় সম্মানলাভ করিতে পারেন নাই; কারণ ভারতবাসিগণ চিরকালই সুপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তিকে সম্মান করেন; বহুদূরে অবস্থিত ব্যক্তিত্ব-বর্জ্জিত একটি সমিতিকে রাজসম্মান প্রদান করিতে এদেশবাসিগণ অভ্যস্ত ছিলেন না।

কোম্পানির আমল।

এই হেতু ভারতবর্ষ ইংরাজরাজত্বের প্রাক্কালে শুধু ভৌগোলিক সংজ্ঞায় এক সাম্রাজ্য বলিয়া পরিগণিত রহিল। কিন্তু তাহা প্রকৃতপক্ষে এক হইতে পারে নাই, কারণ এই বিস্তৃত দেশ অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তাহার কোনটি বা দেশীয় রাজার অধীন ছিল, আর কোনটি বা কোম্পানীর নিযুক্ত শাসনকর্ত্তৃগণ শাসন করিতেন। প্রজাপুঞ্জ সেই সেই স্থানীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে মানিয়া চলিতেন। যদিও কোম্পানীর নিযুক্ত বড়লাট বাহাদুরের উপর এই সমগ্র দেশটির শাসনের ভার ছিল, তথাপি ক্ষুদ্ররাজ্যগুলি সমস্ত একত্র হইয়া তখনও এক অখণ্ড ভারতে পরিগণিত হয় নাই। ব্যক্তিগত হিসাবে কোন কোন ইংরেজ রাজপুরুষ দেশীয়দিগের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেন সত্য, কিন্তু তবুও শাসনপ্রণালী তখন একটি প্রাণহীন যন্ত্রের মত ছিল। "কোম্পানী বাহাদুর" নামক এতদ্দেশীয় লোককল্পনার অতীত যন্ত্রটি ভক্তি ও

শ্রদ্ধা আকর্ষণে যেরূপ অসমর্থ ছিল, প্রজাগণের অবিশ্বাস ও অসন্তোষ দমনেও তদ্রূপই অকৃতকার্য্য হইয়াছিল। বিদেশীয়ের শাসনকার্য্যে এরূপ অসুবিধা কতকটা স্বাভাবিক। মোগলশাসনকালে একজন প্রবীণ ব্যক্তি এ সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়াছিলেন, "নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, অনিশ্চিতমতিগতি একদল ব্যক্তির শাসন অপেক্ষা প্রকৃত সম্মানার্হ, রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির শাসন এসিয়ার প্রজাপুঞ্জের নিকটে সর্ব্বদাই অধিকতর মর্য্যাদাব্যঞ্জক।"

মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার প্রজা-প্রীতি ও তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক জ্ঞান।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হিন্দু ও মুসলমানগণ স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মভাবের অনুপ্রাণনায় ভারতের শেষ নৃপতি দিল্লীর নামমাত্র বাদসাহের আশ্রয়ে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। ইহারই ফলে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এক ভীষণ অভিনয় হয়। তখন এই অনর্থের কারণ ও তাহার প্রতিষেধক উপায় একমাত্র মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভিন্ন অপর কেহই নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। তৎকালে তিনি অলক্ষিত ভাবে যেরূপ সহজ রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিপ্রভাবে তিনি ভারতহৃদয়ের ক্ষতস্থান আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং স্বাভাবিক স্নেহের বশে ভারতবাসীকে ঘনিষ্ঠ ভাবে স্বীয় সিংহাসনের সন্নিহিত করিয়া, সেই ক্ষত আরোগ্য করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

ইংরেজ রাজেশ্বরীর ভারতের শাসনভার সাক্ষাৎসম্বন্ধে গ্রহণ করিবার ঘোষণাপত্র এখন পাঠ করিলে উহা একটি সহজ ব্যাপার বলিয়া অনুমিত হইবে। কিন্তু তখন ইহা সহজ ব্যাপার ছিল না। সে সময়ে ইহা মহারাজ্ঞীর প্রখর রাজনৈতিক বুদ্ধির পরিচায়ক ছিল। ভারত শাসন-সম্বন্ধে এই ঘোষণাপত্র এক অভিনব ঐক্যের সূত্রপাত করিয়া নূতন যুগের অবতারণা করিয়াছিল। মহারাণীর ঘোষণাপত্র প্রাচ্যজাতির মনে যে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। তখন হইতে শাসনযন্ত্রে যেন একটি নূতন সুর বাজিয়া উঠিল। এই সুপ্রসিদ্ধ ঘোষণাপত্রে মন্ত্রী মহারাজ্ঞীর আদেশ প্রচার করিয়া লিখিলেন, শোণিতবর্ষী নিষ্ঠুর যুদ্ধবিগ্রহের পর, তিনি শাসনযন্ত্রের পরিচালনার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া কোটি কোটি প্রাচ্যপ্রজার রাজ্ঞীস্বরূপ তাহাদিগকে সম্ভাষণ

হিজ্ এক্সেলেন্সি ব্যারন হার্ডিঞ্জ, পি. সি. জি. এম. এস. আই,
জি. এম. আই. ই—ভারতের রাজপ্রতিনিধি

[৪ পৃঃ

হার এক্‌সেলেন্সি লেডী হার্ডিঞ্জ, সি. আই [২৫ পৃঃ

করিতেছেন ; তিনি যে সব আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দান করিলেন, তাহা ভবিষ্যতে পালন করিবেন, এবং, যাহাতে তাঁহার উদার শাসনপ্রণালী প্রজাগণকে বুঝাইতে পারেন, তজ্জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিবেন। তাঁহার অদ্যকার এই অঙ্গীকারপত্র উদারতা, পরহিতসংকল্প ও দয়ার দ্বারা প্রবর্ত্তিত ; ইহাতে ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রজাগণের স্বাধীনতা রক্ষিত হইল এবং ভারতবাসিগণ অন্যান্য ব্রিটিশ প্রজার সমকক্ষ হইয়া কি কি অধিকার লাভ করিলেন, তাহা বিঘোষিত হইল।

ঘটনাসঙ্কুল বর্ত্তমান ঐতিহাসিক যুগের পৃষ্ঠায় এই ঘোষণাপত্র উজ্জ্বলতম অক্ষরে লিখিত থাকিবে। এখন হইতে ভারতের ইতিহাসের এক অভিনব অধ্যায় উদ্ঘাটিত হইল। রুশিয়া বাদ দিলে সমগ্র য়ুরোপ যত বৃহৎ, ভারতবর্ষ তদপেক্ষা বৃহত্তর। এই বিশাল ভূভাগ কেবল যে এক রাজশক্তির অধীন হইল তাহা নহে, পরন্তু এক ব্যক্তির নেতৃত্বে পরিচালিত হইতে লাগিল।

কিন্তু, ভারতবর্ষের প্রাদেশিক রাজ্যগুলি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইতে কতক সময় লাগিয়াছিল। যুদ্ধবিগ্রহের পরে রাজাপ্রজার পরস্পরের প্রতি সন্দেহ দূরীভূত হইতেও কতকটা সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। তৎকালে যাতায়াতের এরূপ সুবিধা ছিল না। ভারতবর্ষ কতকগুলি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। তাহাদের মধ্যে ভাববিনিময়ের কোন উপায় ছিল না। তাই রাজপ্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং, মহারাজ্ঞীর ঘোষণাপত্র প্রকাশ্যভাবে প্রচারের জন্য একস্থানে মহাসভা আহ্বান না করিয়া, ভারতীয় নানা প্রদেশে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক খণ্ড রাজ্যের রাজধানীতে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া এতৎসংক্রান্ত স্বকীয় কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছিলেন।

ভারতে অভিনব ঐক্যের সৃষ্টি।

এইরূপে রাজকীয় দরবার ও রাজাপ্রজার সম্মিলনের ব্যবস্থায় ভারতীয় প্রাচীন রাজভক্তির সংস্কার জাগরিত হইল এবং প্রজাপুঞ্জ বুঝিতে পারিল যে, এই পরিবর্ত্তন পরম মঙ্গলকর হইবে। কিন্তু, প্রাচ্যদেশে রাজনৈতিকক্ষেত্রে ভয় ও সন্দেহ দূর হওয়া সময়সাপেক্ষ। ১৮৭৫—৭৬ খৃঃ অব্দে যে দিন "প্রিন্স্ অব্ ওয়েলস্" (ভাবী রাজা সপ্তম এডোয়ার্ড) ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলেন, সেদিন মহারাণীর ঘোষণাপত্রের উদার প্রতিশ্রুতি যে শুধু বাক্যচ্ছটা নহে, প্রজাপুঞ্জ যে তাহার উপর নির্ভর করিতে পারে, একথা সকলে বুঝিতে পারিল। যুবরাজের পদার্পণে শাসনপ্রণালীর অধিকতর

উন্নতির ব্যবস্থা হইবার সময় উপস্থিত হইল। মহারাণী স্বীয়পুত্রের নিকটে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সকল কথা শ্রবণ করিলেন। তাঁহার আগমনে এ দেশবাসিগণের মধ্যে কেমন সমপ্রাণতা জাগিয়াছিল তাহাও জ্ঞাত হইলেন। রাজ্ঞী যে এই মহাদেশের প্রজাপুঞ্জের সুখদুঃখে সহানুভূতিশালিনী এবং তাহাদিগের রাজভক্তিতে যে তিনি অকপটভাবে বিশ্বাসপরায়ণা, ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য তিনি "ভারত-সাম্রাজ্ঞী" উপাধি ধারণ করিয়া এ দেশের সহিত স্নেহ ও ভক্তির সম্বন্ধ দৃঢ়তর এবং সেই সম্বন্ধের ভিত্তি প্রসারিত করিলেন। দেশীয় নৃপতিবৃন্দ ইহাতে অভিনব গৌরবলাভ করিলেন; তাঁহারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক নূতন জগতে প্রবিষ্ট হইলেন। ইহাতে সাধারণের মঙ্গল নানাভাবে সাধিত হইল এবং জ্ঞান বিস্তারের পথ পরিষ্কৃত হইল। শাসন সম্বন্ধে সাম্যবাদের নূতন অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত হইল; অধীনতার পরিবর্ত্তে প্রজাশক্তির সহায়তা ও অন্ধজড়তার স্থলে উন্নতির প্রবাহ সূচিত হইল।

প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের ভারতে পদার্পণ ও ভিক্টোরিয়ার উদার নীতির ফল।

ইহার পূর্ব্বেই অবিশ্বাস ও সন্দেহ অন্তর্হিত হইয়াছিল। এদিকে রেলওয়ে প্রস্তুত হওয়াতে দূরদেশগুলি যেন নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িল। সামাজিক প্রতিবন্ধকতাও যেন ক্রমশঃ শিথিল হইতে চলিল। এই সকল কারণেই রাজপ্রতিনিধি মহোদয় এবার মহারাণীর পক্ষ হইতে দেশীয় নৃপতি-বৃন্দ এবং উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদিগের অবাধ সম্মিলন সংঘটনের সুবিধা করিতে পারিয়াছিলেন, এবং এই জন্যই তিনি এই সুবৃহৎ দরবারের সফলতা সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতেই নিশ্চিত ছিলেন।

অতি প্রাচীনকালে "আলেক্‌জান্দার দি গ্রেট্‌" কল্পনা করিয়াছিলেন যে, এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জাতিকে শাসন করিবেন, এবং এই শাসনে তাহারা পরস্পরের ভেদ ভুলিয়া সকলে মিলিয়া তাঁহাকেই সম্রাট্‌ বলিয়া জানিবে। কিন্তু তিনি অথবা তদীয় সেনাপতিগণের মধ্যে (যাঁহারা পরবর্ত্তী কালে গিরিপথ ভেদ করিয়া ভারতে উপনীত হইয়াছিলেন,) কেহই এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। তাঁহারা যাহা পারিলেন না, তাহা একজন উদারচেতা মহিলা স্বীয় স্বাভাবিক মহত্ব, সহানুভূতি ও রাজনীতিজ্ঞানদ্বারা সাধন করিলেন।

ইংরেজ ও ভারতবাসিগণের সম্মিলিত রাজভক্তিদ্বারা উভয় জাতির সৌহার্দ্দের ভিত্তি যেন দৃঢ়তর হইল। বহিঃশত্রুগণকর্ত্তৃক উপদ্রুত ও পরা-

ধীনতায় জীর্ণ ভারতবর্ষ, এই অভিনবসম্বন্ধে এক নব জীবনের স্পন্দন অনুভব করিল। এবং রাজাপ্রজার সম্বন্ধের প্রাচীন আদর্শ যে ফিরিয়া আসিবে, তাহা আশা করিল। যে দিন শত্রু-মিত্র ও ভিন্ন ভিন্ন জাতি একত্র হইয়া বড়লাট লিটনের দরবারে উপস্থিত হইল, সেদিন স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, রাজকীয় উদার উদ্দেশ্য সফল হইতে চলিয়াছে। ভারতের ইতিহাসে এই নবজাগরণ বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। বিশালসাম্রাজ্যের হিতার্থ যুদ্ধের জন্য, ভারতীয় সৈন্যগণ আনন্দের সহিত সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে প্রস্তুত হইল। জুবিলী উপলক্ষে, ভারতীয় নৃপতিবৃন্দ সাম্রাজ্যব্যাপী মহা আনন্দের অংশভাগী হইতে উৎফুল্লচিত্তে ইংলণ্ডে গমন করিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের সৈন্যের কতকাংশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য নিয়োজিত করিলেন। পঞ্চবিংশ বৎসরের মধে এই দেশে যে আভ্যন্তরীন্ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল তাহা ভারতের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব। কি শিক্ষা, কি চিকিৎসা, কি গমনাগমনে সুবিধা, কি দুর্ভিক্ষদমন, সকল বিষয়েই দেশে অভূতপূর্ব্ব উন্নতি পরিলক্ষিত হইল। এই সব বিষয়ের সুখ সুবিধা জাতিনির্ব্বিশেষে সকলেই সমানভাবে উপভোগ করিতে লাগিল। প্রাচীনকালে যে সর্ব্বতোমুখী বিরাট্ উন্নতি কল্পনার অতীত ছিল, ভারত গভর্ণমেণ্ট সাহসিকতার সহিত সমস্ত বিষয়ে সেই উন্নতির ভিত্তি-স্থাপন করিলেন। বাণিজ্য পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। সাম্রাজ্ঞী স্বয়ং ভারতবাসীদিগের সাহচর্য্য ভালবাসিতেন। কয়েকটি ভারতীয় নিত্যসহচরে পরিবৃত হইয়া তিনি ভারতবর্ষের প্রতি তদীয় কর্ত্তব্যের চিন্তা হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগ্রৎ রাখিতেন। এইজন্য তিনি তাহাদের রীতিনীতি ও ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। অবশেষে যখন তাঁহার দীর্ঘ ও গৌরবময় জীবনের অবসান হইল, তখন, ভারতবাসীরা তাঁহার জন্য এরূপ অনন্যসাধারণ শোকপ্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয়। ভারতবাসিগণের হৃদয়মন্দিরে তিনি মাতৃরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সম্রাট্ যথার্থই বলিয়াছিলেন, "যদিও তিনি (মহারাণী ভিক্টোরিয়া) ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া এদেশবাসীদিগকে দেখিবার সুযোগ পান নাই, তথাপি তিনি তাঁহার অপূর্ব্ব সহানুভূতির বলে ভারতবাসী সকল শ্রেণীর লোকের মনোগতভাব বুঝিয়া তাহাদের প্রতি করুণাময়ী ছিলেন।"

১৯০১ খৃঃ অব্দে ভারতসম্রাট্ এডোয়ার্ড সিংহাসনাধিরোহণ করিলেন।

এই সময়ে এদেশে যেরূপ আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইল তাহা বর্ণনাতীত। তিনি যুবরাজরূপে একবার এদেশে আসিয়াছিলেন, তাই তাঁহাকে সম্রাট্‌রূপে লাভ করায় তাহাদের যে আনন্দ হইয়াছিল, তাহা বিশেষভাবে জানাইবার জন্য কোন প্রকাশ্য অনুষ্ঠান করিতে তাহারা ব্যগ্র হইয়াছিল। অভিষেকোৎসব উপলক্ষে শুধু প্রত্যেক প্রদেশ ও করদরাজ্যসমূহের প্রতিনিধিগণের একত্র সম্মিলিত হওয়াই যথেষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইল না। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে এক দরবার আহূত হইয়াছিল। এইরূপ দরবারের প্রয়োজন ছিল, কারণ কোম্পানীর অধিকার লোপের সঙ্গে ভারতশাসন এখন রাজবংশগত হইয়াছিল ও প্রত্যেক রাজার অভিষেকোৎসব কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। রাজশাসন সংক্রান্ত সর্ব্ববিষয়ে দেশীয় করদরাজগণ মহারাজ্ঞীর প্রতিনিধি-মহোদয়ের সহায় হইয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন; পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল, এবং তাহার আশ্চর্য্যফল চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। জাতীয় জীবনের এই অভিনব অধ্যায়ের একটা চিহ্ন স্থায়ী ও স্মরণীয় করিবার জন্য চিরন্তন প্রথানুযায়ী দরবার পুনর্ব্বার আহ্বান করা অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। ইহার ফলে ১৯০৩ সনে দিল্লীতে বিরাট্ দরবার আহূত হয়। লর্ড লিটনের দরবারে দেশীয় নৃপতিবৃন্দ ও প্রাদেশিকশাসনকর্ত্তৃগণ রাজপ্রতিনিধি হইতে সুদূরে অবস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ স্বতন্ত্র ছিল, আর তাঁহারা দরবার ব্যাপারে যেন কতকটা নির্লিপ্ত ছিলেন। রাজপ্রতিনিধিই সমস্ত করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারের সঙ্গে সাধারণ প্রজাবৃন্দের কোন সংস্রবই ছিল না। তাহারা তামাসা দেখিবার জন্য পশ্চাৎদিকে ভিড় করিয়া ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী লর্ড কার্জনের দরবারে, করদরাজগণ ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ রাজপ্রতিনিধির নেতৃত্বে একত্র সম্মিলিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে দেশীয় নৃপতিবৃন্দ অত্যন্ত আনন্দ ও প্রকৃত উৎসাহের সহিত স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন।

১৮৭৭ এবং ১৯০৩ সালের দরবারে প্রভেদ।

সাধারণ প্রজাপুঞ্জ এই উৎসবে যোগদানের কতকটা অধিকার পাইয়াছিলেন; কিন্তু সে অধিকার খুব বেশী ছিল না। বহুসহস্র ব্যক্তি এই দরবার পরিদর্শন করিতে উপস্থিত হইয়াছিল। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে দরবার শুধু দিল্লীতে সীমাবদ্ধ ছিল; কিন্তু ১৯০৩ সনে দিল্লীর অনুকরণে

ভারতের অনেকস্থানে দরবার হইয়াছিল। সর্ব্বসাধারণ এই উপলক্ষে বুঝিয়াছিল যে, ভারতে ইহার পূর্ব্বে যত রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে ভারতসম্রাট্ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রাজভক্তি পাইলেন এবং বৃহত্তম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন।

কিন্তু, কেহ যেন মনে না করেন যে এই দরবারটি কেবলমাত্র সময়ের প্রয়োজন সূচনা করিয়াছিল। এই উৎসবের একটা নিজস্ব গৌরব ছিল—তাহা সমস্ত অনুষ্ঠানটি উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। ইহাতে এই কথা প্রতিপন্ন হইল যে, সমগ্র ভারতবর্ষ জীবন্ত। বড়লাট সত্যই বলিয়াছিলেন, এই ব্যাপারে দেশীয় রাজাপ্রজা সকলেই বুঝিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ কতকগুলি ছিন্নবিচ্ছিন্ন অণুপরমাণুর সমষ্টি নহে;—ইহার প্রতি দেশ, প্রতি জাতি এক গৌরবান্বিত শাসনযন্ত্রের অংশ, পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতীয় রাজ-সিংহাসনে যে সম্রাট্ অধিষ্ঠান করিলেন, তিনি ত্রিশকোটি এসিয়াবাসীর আশা, উদ্যম ও আকাঙ্ক্ষাকে নবপ্রাণে অনুপ্রাণিত করিতে সমর্থ; তাঁহারা আরও বুঝিলেন যে, সর্ব্বসাধারণের ঐক্যের উপর, সমগ্র ভারতবর্ষের শান্তি ও কল্যাণ নির্ভর করে। কিছুকালের জন্য ভারতবাসীরা তাহাদের স্বীয় সংকীর্ণ পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্র আশা-উদ্যমের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া এক বৃহৎ ক্ষেত্রে উপনীত হইল। সেই ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া ভারতের সমগ্র জাতীয় উন্নতির পথ যে সকল গূঢ় উপায়ে সংসাধিত হইতে পারে তাহারা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইল। লর্ড কার্জ্জনের উদ্দেশ্য এই ছিল যে ভারতের আভ্যন্তরীন্ সকল বিষয়ে তিনি শৃঙ্খলাবিধান করিবেন, এবং বাহির হইতে কেহ আক্রমণ করিলে তাহা উপযুক্তভাবে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিবেন। এই মহাসাম্রাজ্য-শাসনে ভারতবাসীরা অসংশ্লিষ্ট নহেন, ইহাতে তাঁহাদের দায়িত্ব এবং অধিকার উভয়ই আছে, লর্ড কার্জ্জন ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, ভারতবর্ষ যে বন্ধনে আবদ্ধ, তাহা দুর্ব্বল প্রজার উপর প্রবল শাসনকারীর অত্যাচারার্থ নির্ম্মিত হয় নাই, ইংলণ্ডের সহিত এ দেশের সংযোগ সামান্য কারণে বিচ্ছিন্ন হইবার নহে; উভয়জাতির প্রতি পরস্পরের শ্রদ্ধা, কর্ত্তব্যজ্ঞান, স্বার্থত্যাগ এবং প্রীতির সূত্র-দ্বারা যে রজ্জু প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা কুসুম-কোমল হইলেও সুদৃঢ় এবং ভারবহ।

লর্ড কর্জ্জনের মহৎ উদ্দেশ্য।

দরবারের পর কিছুকাল গত হইলে করদরাজগণ ভারতশাসনে অধিকতর সাহায্য করিতে মানস করিয়া—"ইম্পিরিয়াল সার্ব্বিসের" ভিত্তি দৃঢ়তর করিতে অগ্রসর হইলেন। ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন দেশে শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে শাসনসংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে যোগদান করিবার বাসনা জাগরিত হইয়াছে দেখা গেল। দরবার শেষে ভারতে নূতন জীবনের প্রবাহ দৃষ্ট হইল, এবং, ঐক্য ও অধিকার প্রাপ্তির আশা নবভাবে বিকাশ পাইল। কিন্তু তখনও এক বিষয়ের অভাব রহিল। অনেকে আশা করিয়াছিলেন, নব উদ্দমের জীবন্ত বিগ্রহস্বরূপ সম্রাট দরবার উপলক্ষে ভারতে আগমন করিবেন। কিন্তু তিনি গুরুতর রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় গ্রেটব্রিটেন ছাড়িয়া আসিতে পারিলেন না। ভারতবাসিগণ সম্রাটের মুখখানি দেখিয়া চক্ষুর তৃপ্তিসাধন করিতে আগ্রহশীল ছিলেন। যাঁহারা—১৮৭৬ খৃঃ অব্দে "প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্‌কে" দেখিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প-লোকই জীবিত ছিলেন। যাঁহারা জীবিত ছিলেন তন্মধ্যে অতি অল্প লোকেই ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন যে সেই যুবরাজ এখন সমগ্র মানবজাতির এক চতুর্থাংশের ভাগ্যনিয়ন্তা। দূর হইতে সম্রাট্‌ স্নেহ ও সহানুভূতিপূর্ণ তার-সংবাদ প্রেরণ করিলেন; তাহা পাইয়া ভারতবাসীর আনন্দের সীমা রহিল না। কিন্তু তিনি দূরে ছিলেন বলিয়া প্রাচ্যজাতির মন কতকটা ক্ষুব্ধ রহিয়া গেল।

১৯০৫ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে সম্রাট্‌ তাঁহার সদিচ্ছা ও প্রজাহিতসংকল্পের বশবর্ত্তী হইয়া, নিজ জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজকে ভারতে প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণে সকলেই অতিশয় সুখী হইল। বোম্বাইএর একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি জন-সাধারণের পক্ষ হইতে, এই উপলক্ষে বলিয়াছিলেন,

১৯০৫ সালে যুবরাজ ও তৎপত্নীর ভারতাগমন।

"ভারতবাসীর নিকট জগতে যাহা কিছু মহৎ ও শুভকর রাজা তাহার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ। সুতরাং ভবিষ্যৎ সম্রাট্‌কে দর্শনলাভ করিয়া স্বতঃস্বতঃই আমাদের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ, ভক্তি ও শ্রদ্ধায় উদ্বেলিত হইয়া পড়িবার কথা। রাজদর্শনে কেবল যে রাজভক্তির স্রোত প্রবাহিত হয় তাহা নহে; প্রজাবর্গ রাজকুমারদিগের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচিত হইবার সুবিধা পায়। এই উপলক্ষে প্রজারা তাহাদের আশাভরসা ও আকাঙ্ক্ষা সমস্তই সাক্ষাৎসম্বন্ধে জানাইতে পারে। এই মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়াই স্বর্গগতা মহারাণী

নিজ পুত্রগণকে তাঁহার সহানুভূতি এবং ভালবাসা প্রকাশ করিবার জন্য ভারতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমাদের সম্রাট্ও মাতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যুবরাজ এবং যুবরাজপত্নীকে ভারতে প্রেরণ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট রাজনীতি-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। যুবরাজ এবং তৎপত্নীকে ভারতে প্রেরণ করিয়া তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এ দেশের কথা তাঁহার উদার হৃদয়ে সর্ব্বদাই জাগরিত আছে, এবং দেশের লোক তাঁহার স্নেহ হইতে কখনও বিচ্যুত হয় নাই।

তাঁহাদের আগমনে ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষা আশাতীতরূপে পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। যুবরাজ ও তাঁহার পত্নীর মনোভাব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অবগত হইয়া কেবল মাত্র যে প্রজাদের আনন্দ ও প্রীতি বর্দ্ধিত হইল এরূপ নহে, স্বয়ং যুবরাজও ভারতবর্ষের অবস্থাসম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিলেন। এই ভারতপরিদর্শন আমোদপ্রমোদে পর্য্যবসিত হয় নাই। ইহা গুরুতর কর্ত্তব্যসাধনে ব্যয়িত হইয়াছিল। ভারতবাসীর প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ ও হিতাকাঙ্ক্ষা এই কর্ত্তব্যের প্রণোদক। যুবরাজ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিয়াছিলেন, “ভারতে যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহাতে আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে ভারতশাসনে যদি আমরা সহানুভূতি প্রদর্শন করি—তবেই সে দেশ-শাসনের গুরুতর কর্ত্তব্যভার আমাদের পক্ষে অনেক সহজ হইয়া আসিবে। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে এইরূপ সহানুভূতির ফল অনিবার্য্য।” ইহা শুধু অসার বা কাল্পনিক উক্তি নহে। যুবরাজ গোয়ালীয়রের দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত প্রজাদিগের মধ্যে ঘুরিয়া, ব্রহ্মদেশের কৃষকগণের স্বচ্ছন্দ অবস্থা ও আফগানিস্থানের উষর পার্ব্বত্য ক্ষেত্র পরিদর্শন করিয়া এবং কলিকাতার সমৃদ্ধ রাজপথে ভ্রমণপূর্ব্বক—এই সহানুভূতির মর্ম্ম স্বয়ং হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

কিন্তু, যুবরাজের আগমন-জনিত শুভফলের কথা এখানেই শেষ হয় নাই। সভ্যতার এই নবজাগরণে ভারতবর্ষ কোন আদর্শের পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহা এ দেশবাসী লোকেরা সমধিক পরিমাণে উপলব্ধি করিতে লাগিল।

নবজাগরণ।

পুরাতন সংস্কারের বাধা ক্রমেই অন্তর্হিত হইতে লাগিল; এবং নব আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য শুধু রাজকীয়-দরবার অপেক্ষা কোন স্থায়ী ব্যবস্থার বিশেষরূপ প্রয়োজন হইল। ইহা স্পষ্টই

অনুভূত হইল যে কোম্পানীর শাসনকালে ভারতবর্ষ যেখানে অবস্থিত ছিল এখন তাহা হইতে বহুদূরে অগ্রসর হইয়াছে; ইহার জনসংখ্যা বাড়িয়াছে, এই দেশ নবশিক্ষায় জাগ্রত হইয়াছে, পাশ্চাত্য দেশ-সমূহের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইয়াছে; ইহার রাজনৈতিক আশাভরসা নূতনরূপ হইয়াছে এবং রাজসিংহাসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া এইদেশ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লাভবান্ হইয়াছে। সম্রাট এডোয়ার্ড বলিয়াছিলেন, "হয় ত বা কাহারও এরূপ মনে হইতে পারে যে, কোন কোন দিকে এখনও তাদৃশ ক্ষিপ্রগতিতে উন্নতির প্রবাহ লক্ষিত হইতেছে না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, ইংরেজ শাসনে ভারতের বহুধা-বিভক্ত সমাজ, এবং ত্রিশকোটী লোকের ঐক্য ও মিলন কতকটা ধীর ভাবে হইলেও নিশ্চিত রূপে সম্পন্ন হইতেছে।" কিছু পূর্ব্বে ইংরেজদিগের চেষ্টা পুরাতন আদর্শের উন্নতি-কল্পেই অধিকতর নিবদ্ধ ছিল। নূতন সভ্যতার দিকটা তখনও উন্মুক্ত হয় নাই। কর্ম্মের ও ন্যায়-অন্যায়ের নূতন আদর্শ সংস্থাপন, অশিক্ষিত জনসাধারণকে শিক্ষার আলোকে আনয়ন করিবার চেষ্টা, সীমান্ত প্রদেশগুলি রক্ষা করা, ভারতের আভ্যন্তরীণ শান্তিস্থাপন এবং ইংরেজ রাজের প্রজাহিত-সাধনের অক্লান্ত চেষ্টা এই বহুবিধ ব্যাপারের মধ্যে, অল্প সংখ্যক শিক্ষিত লোকের মনে ভারতবর্ষের ভাবী নবজীবনের আশাভরসা ফুটিয়া উঠিতেছিল। লর্ড কার্জ্জনের দরবারের সময় ভারতবর্ষ, আপনার এই অভিনব রূপ প্রথম দেখিবার অবকাশ পাইয়াছিল—স্বীয় জীবনে কি মহাপরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার কতকটা আভাষ পাইয়াছিল। যুবরাজের ভারতভ্রমণ উপলক্ষে ভারতবর্ষের এ সম্বন্ধে ধারণা পূর্ণরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইল। যুবরাজ এইদেশের সর্ব্বশ্রেণীর সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের মনোগত ভাব অবগত হইয়াছিলেন, তাঁহার মুখে সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া, ভারতবর্ষ ঐক্যের পথে কতটা অগ্রসর হইয়াছে এবং উন্নতির কি আদর্শ অনুসরণ করিতেছে তাহা সম্রাট্ সম্যক উপলব্ধি করিলেন। ১৯০৮ খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসে সম্রাট্, তদীয় প্রতিনিধি লর্ড মিণ্টোর দ্বারা, যোধপুরে, তাঁহার শুভ উদ্দেশ্য জনসাধারণের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এই ঘোষণায় তিনি বিগত পঞ্চাশবর্ষের ভারতীয় ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া এই দেশ যাহাতে শাসন সম্বন্ধে অধিকতর ক্ষমতালাভ করে তাহারই ব্যবস্থা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। তিনি এতৎ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন

"প্রথম হইতে ভারতে স্বায়ত্ব শাসনের বীজ অঙ্কুরিত করা হইয়াছে। এখন, মদীয় প্রতিনিধি এবং মন্ত্রীবর্গের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি, যে শাসনসম্বন্ধে ভারতবাসীকে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়ার সময় আসিয়াছে। তোমাদিগের মধ্যে যাহারা উচ্চ শিক্ষিত, এবং যাহাদের আদর্শ ও জীবন, ইংরেজ শাসনের ফলে নূতন সভ্যতাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, তাহারা ব্রিটিশ রাজ্যের প্রজাগণের সঙ্গে তুল্য অধিকার পাইবার যোগ্য এবং স্বদেশ পালন সম্বন্ধেও তাহারা অধিকতর ক্ষমতালাভের দাবী করিতে পারে। ইহাদের ন্যায়সঙ্গত আশাভরসা পূরণ করিলে রাজশক্তি বরং উত্তরোত্তর পুষ্টি লাভ করিবে,—তাহা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা নাই। রাজ্যশাসনে যাহারা ফলভাগী—এবং প্রজাবর্গের মতামত সম্বন্ধে যাহারা প্রকৃত মুখপাত্র, তাহাদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিলে, রাজপুরুষগণ শাসনকার্য্য সহজে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিবেন।"

সম্রাট্ এডোয়ার্ড দেহত্যাগ করিলে সমস্ত ভারত ব্যাপিয়া ক্রন্দনের রোল শুনা গিয়াছিল। ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজভক্তির সহিত সার্ব্বজনীন ঐক্যের এই নব আদর্শ মিশ্রিত হইয়া এই অভূতপূর্ব্ব শোকের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই জন্যই নূতন অভিষেকোৎসব সর্ব্বত্র অনুষ্ঠিত করিতে লোকের এত আগ্রহ।

সম্রাট্‌দম্পতি লণ্ডন মহানগরীতে রাজমুকুট ধারণ করিবেন এবং সেই স্থানেই সাম্রাজ্য শাসনের সমস্ত অধিকার লাভ করিবেন। তবে, ইহার অতিরিক্ত কিছু করিবার আর দরকার কি? যাহারা প্রাচ্যদেশের রাজভক্তির আদর্শের সহিত পরিচিত নহেন তাঁহাদিগের মুখেই এইরূপ কথা শোনা গিয়াছিল। যাঁহারা এদেশে অভিষেকের সময় সামন্তগণ ও প্রজাগণের রাজার সহিত মিলিত হইবার গভীর আকাঙ্ক্ষার বিষয় অবগত আছেন তাঁহাদের মনে ঐরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে না। লর্ড কার্জ্জন বলিয়াছিলেন, "ভারতবাসী এইপ্রকার কোনরূপ উৎসব অসাধারণ বলিয়া মনে করে না। ইহা তাহারা সর্ব্বদা দেখিয়া অভ্যস্ত,—পবিত্র বলিয়া মনে করে। প্রত্যেক করদ নৃপতি, এমন কি উপাধি বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও জমিদারগণ এখনও এই নিয়ম পালন করিয়া থাকেন। নূতন রাজাকে বরণ করিয়া লইবার উপলক্ষে

রাজদম্পতির অভিষেক।

অভিষেকোৎসব ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র একটি চিরাগত ও অপরিহার্য্য প্রথা। যে দেশে ইহা সতত সংঘটিত, সুপরিচিত ব্যাপার, সেখানে রাজাধিরাজের অভিষেকোৎসব একটা বৃহৎ উৎসবে পরিণত করা স্বাভাবিক। রাজার মৃত্যুর পর, তৎস্থলে অন্য একব্যক্তি সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন। রাজ-গৃহে অনুষ্ঠিত এই সিংহাসনারোহণ ব্যাপারটিতে চিত্তাকর্ষক কিছুই নাই, কিন্তু ইহা যখন প্রজাগণের আনন্দোৎসবে পরিণত হয়, তখন তাহার একটা বিশেষ সার্থকতা উপলব্ধি হয়। এক রাজার স্থলে অন্য রাজার অভ্যুদয়ে সুদূরে অবস্থিত কোটী কোটী প্রজার জীবনে কি পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে? কিন্তু, এইরূপ অভিষেকোৎসবে যখন রাজার সহিত প্রজার ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ তাহারা অনুধাবন করিতে পারে, তখন তাহার ফল হিতকর না হইয়া যায় না।

ভারতে দুইটী দরবার হইয়া গিয়াছে। ১৮৭৭ অব্দের দরবার উপলক্ষে সকলে জানিল, এই দেশের শাসনভার ভারত-সাম্রাজ্ঞী গ্রহণ করিলেন। দ্বিতীয় দরবারটীই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দরবারে সম্রাট্-ভ্রাতা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এবং ইহা ভারতেতিহাসের একটী স্মরণীয় ঘটনা।

ইতিমধ্যে শাসক ও শাসিতের মিলনের পথ প্রশস্ততর ও সেই মিলনের ভিত্তি দৃঢ়তর হইল। যাতায়াতের সুবিধা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিস্তার লাভের ফলেও অনেক দেশহিতৈষী ব্যক্তি দরবার-ব্যাপারে যোগ দান করিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ ও মঙ্গলের কথা এই যে, ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নূতন সম্রাট্-দম্পতি সাক্ষাৎসম্বন্ধে সকলের নিকটেই পরিচিত ও প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ইহার পূর্ব্বেই ভিক্টোরিয়ার বংশের দয়ার কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত ছিল। সম্রাট্-দম্পতির অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দয়ার কার্য্যে এই ভাব প্রকাশ পাইল। যুবরাজ-দম্পতিরূপে সম্রাট্ এবং তৎপত্নী যখন এই দেশে আসিয়াছিলেন, তখন তাহাদের সৌম্যমূর্ত্তি ও দয়ার অনেক কথা সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। দাতব্য-চিকিৎসালয় হইতে প্রত্যাগত রোগী পল্লী-গ্রামে আসিয়া, যুবরাজ ও তদীয় পত্নীর সহসা হাস্পাতাল পরি-দর্শনের কথা ও তাহাদের প্রতি অনুগ্রহের কথা গল্পচ্ছলে প্রচার করিয়াছিল। রাজদর্শনের অভূতপূর্ব্ব ফলে তাহাদের ব্যাধি-যন্ত্রণা প্রশমিত হইয়া গিয়াছিল এ কথাও তাহারা বলিতে বিস্মৃত হয় নাই। এই বিশাল ভূখণ্ডের অধিপতি

পূর্ব্বকার শুভাগমনের স্মৃতি।

একদিন রাওলপিণ্ডিতে সৈন্যগণের ক্রীড়া ও ব্যায়াম পরিদর্শন করিয়াছিলেন, এ কথা তাহারা নবাগত সৈন্যগণের নিকট গৌরবের সহিত ঘোষণা করিল। মধ্য-ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত পল্লীবাসিগণ গৌরব করিয়া বলিল, সম্রাট্ একদিন নিজ হস্তে তাহাদিগের অভাব মোচন করিয়াছিলেন ও তাহাদের পল্লীর মঙ্গলহেতু স্বীয় পবিত্র পদ স্পর্শ দ্বারা ভূমির উর্ব্বরতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। অব্যবস্থচিত্ত সংবাদপত্র-পরিচালকগণের সহিতও যুবরাজ ঘনিষ্টভাবে আলাপ করিয়াছিলেন, ইহার ফলে তাঁহাদের সুর অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছিল,—এ কথা তাহারা বিস্মৃত হয় নাই। এই সকল কারণেও সম্রাটের অভিষেকোৎসব সার্ব্বজনীন প্রীতির কারণ হইয়াছিল, এই অনুষ্ঠানের প্রয়োজন সকলেই বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কারণ, তাহা হইলে ভারতীয় নৃপতিবৃন্দ ও প্রজাকুল সম্রাটের নিকট বশ্যতা স্বীকারের সুযোগ পাইবেন এবং সম্রাটের অভয়বাণী ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইবেন।

নূতন পথের যাত্রী পথপ্রদর্শক-আলোর অভাব অনুভব করিয়া থাকে। এ দেশের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল দেখা গিয়াছিল সত্য, কিন্তু রাজনীতির নব আদর্শ কোন্ দিকে লইয়া যাইতেছে, তাহা ভারতবাসী সম্যক্ ধারণা করিতে পারে নাই। এ দিকে প্রাচ্য-জাতির শাসনসম্বন্ধে যে আদর্শ ছিল, গ্রীক্-পণ্ডিতগণ যে আদর্শকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, নব শাসনপদ্ধতি সে আদর্শ বিচ্যুত হইয়া বণিক্-বৃত্তি ও শুধু বিতর্কমূলক বিচারে পরিণত হইয়াছিল। রাজা-প্রজার যে পবিত্র ভক্তিমূলক সম্বন্ধ, তাহা লাভ ক্ষতির হিসাব ও বাদানুবাদ দ্বারা অনুশাসিত হইতেছিল। শাসন বিষয়ে অবশ্যই লোকেরা ক্রমে বেশী অধিকার লাভ করিতে লাগিল। ইহার ফল যে সর্ব্বতোভাবে শুভকর তাহা বলা কঠিন। ভারতবাসীর হৃদয় চিরকাল একতন্ত্র শাসনের পক্ষপাতী। বহু ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা যাওয়াতে তাহাদের ধারণারও পরিবর্ত্তন হইল। আমাদের শাসনপ্রণালী এই কারণে প্রজার হৃদয়তন্ত্রী স্পর্শ করিবার শক্তি হারাইয়া ক্রমেই নীরস ও শুষ্ক হইয়া পড়িতেছিল।

১৯০৪ খৃঃ অব্দে রাজপ্রতিনিধি কয়েকটী সুন্দর কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমরা প্রাচ্যদেশবাসীর মন অধিকার করিতে না পারিলে তাহাদিগকে শাসনের আয়ত্ত রাখিতে পারিবে না। যে মুহূর্ত্তে

এই ভাবপ্রধান-রাজ্য-শাসন বিষয়ে তোমরা ভাবহীনতা দেখাইবে, সেই মুহূর্ত্তেই এদেশের সাম্রাজ্য নিশ্চিতরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।" রাজাই এদেশের প্রজার মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন। রাজনৈতিক অন্য কোন কথা এদেশবাসীরা বুঝে না। রাজা নিজেই শাসনের একমাত্র নিয়ন্তা, এবং প্রজাদের চক্ষে ইহকাল ও পরকালের সহায়স্বরূপ। সুতরাং পরিচিত সম্রাটের সিংহাসনাধিরোহণের পর সকলেই যে উপদেশ ও সাহায্যের জন্য তাঁহার মুখাপেক্ষী হইবে, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। সকলেরই খুব বিশ্বাস ছিল যে, এই উপলক্ষে সম্রাটের ভারতের সহিত পরিচয় ও সহানুভূতির ফল কার্য্যতঃ প্রকাশ পাইবে। যদিও এ সম্বন্ধে ভারতবাসীর ধারণা কোন সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে নাই, তথাপি তাহাদের মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে, এদেশে উৎসব এমনভাবে অনুষ্ঠিত হইবে যে, তাহাতে ভারতবাসীর আশাভরসা সফল হইবার নূতন পথ আবিষ্কৃত হইবে। "পুরাতন সমাজ নূতন পৃথিবীতে ধীরে ধীরে পদার্পণ করিতেছে, এই জন্য তাহার উপযোগী" করিয়া শাসনযন্ত্রের পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে, এবং রাজার সহিত গাঢ়তর সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইবে। কিন্তু এই আশাভরসা সত্ত্বেও চিরাগত প্রথা অন্যরূপ, রাজসম্বর্দ্ধনার সুযোগ এ দেশে হয় নাই, তদনুসারে সম্রাটের উপস্থিতির উপর ভারতবাসী কোন দাবী করিতে পারে নাই। ফলতঃ ভারতসম্রাট্ পদে অভিষিক্ত হইবার জন্য, তাঁহার ভারতবর্ষে আসিবার কোন আবশ্যক ছিল না। ইংলণ্ডের রাজমুকুট ভারতেরও বটে। তিনি যে স্বর্ণময় পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া ইংলণ্ডে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন তাহাতে ব্রিটিশ রাজ্য ও ভারতসাম্রাজ্য এই উভয় রাজ্যেরই আধিপত্য চিহ্ন গ্রথিত আছে। সুতরাং দূর হইতেই ভারতবাসীর তৃপ্তিলাভ করাই স্বাভাবিক।

ভারতের ভাবপ্রবণতা।

১৯০৩ সনের অনুকরণে বর্ত্তমান দরবার তাঁহারই নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি-দ্বারাই সুসম্পন্ন হইতে পারিত। কিন্তু, লর্ড কার্জ্জন যে আশা দিয়াছিলেন ভারতবাসী তাহা বিস্মৃত হয় নাই। "বিজ্ঞানের প্রভাবে, যেরূপ স্থান ও সময়ের দূরত্ব ক্রমেই অন্তর্হিত হইতেছে, আমরা এখন আশা করিতে পারি,— কোন ভবিষ্যত রাজপ্রতিনিধির সময় এইরূপ অভিষেকোৎসবে যিনি স্বয়ং রাজ্যের কর্ণধার তিনি উপস্থিত হইবেন, এবং তাঁহার প্রতিনিধি তখন একটা

অনাবশ্যক ছায়ার ন্যায় উৎসব ক্ষেত্র হইতে অদৃশ্য হইবেন।" ১৯১০ সনে এই আশা পূরণের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তাহার কারণ ছিল।

সম্রাট্ আসিবেন, তাঁহার অভিপ্রায় প্রচার।

যুরোপীয় রাজনৈতিক গগন তখন বড়ই ঘনঘটাচ্ছন্ন ছিল। বিশেষতঃ অল্পদিন পূর্ব্বেই সম্রাট্ যুবরাজরূপে ভারত দেখিয়া গিয়াছিলেন, তাই রাজপ্রতিনিধিই দরবারের ব্যাপার সমাধা করিবেন এরূপ স্থির হইয়া গিয়াছিল। কেবল সম্রাটের নিজের ইচ্ছায়ই ইহার অন্যরূপ হইল। সিংহাসনাধিরোহণের অব্যবহিত পরক্ষণেই, সম্রাট্ তাঁহার প্রাচ্য প্রকৃতিপুঞ্জের নিকট তদীয় শুভকামনা জ্ঞাপন করিলেন। "ভারতের প্রতি সহানুভূতি ও মঙ্গলেচ্ছা আমার শাসনের মূল মন্ত্র হইবে; আমি এবিষয়ে অগৌণে তোমাদের সাহায্য চাই।" তাঁহার অভিষেকের তিন সপ্তাহ মধ্যেই তিনি স্বীয় প্রধান মন্ত্রিগণকে জানাইলেন যে তিনি অবিলম্বে ভারত যাত্রা করিবেন।

সম্রাট্ স্বীয় রাজ্যশাসনসম্বন্ধে নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে কেবল ভারতের নহে, সমগ্র সাম্রাজ্যের ছিন্নবিচ্ছিন্ন অংশ সমুদায় এক করিয়া শাসনকেন্দ্র সজীব এবং লোকহিতকর করিয়া তুলিতে শুধু রাজাই সমর্থ। তিনি এই মহদুদ্দেশ্য-সাধনের জন্যই ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধ্রুববিশ্বাস ছিল, ভারতের মঙ্গলার্থে তিনি ইংলণ্ড হইতে অনুপস্থিত থাকিলে, ইংরেজদিগের যে ক্ষতি হইবে, তাহা তাহারা অম্লানবদনে সহ্য করিবে। শুধু ইহাই নহে। তিনি ইহাও ধারণা করিয়াছিলেন যে ভারতবাসিগণ এই বিষয়ে তাঁহার সাহায্য করিবে এবং তাঁহার আগমন ইংরেজদিগের ভারতপ্রীতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে গণ্য করিবে। তাঁহার নিজের কথায় বলিতে গেলে, ভারতবর্ষের সঙ্গে শুধু প্রাচীন সম্বন্ধগুলি দৃঢ়তর করাই তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য ছিল না। রাজাপ্রজার মধ্যে নূতন প্রীতি-বন্ধন সৃষ্টি করাও তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন যেন ভগবান্ অনুগ্রহ করিয়া ইংলণ্ডের সহিত ভারতসাম্রাজ্যের মিলন সর্ব্বতোভাবে সুগম করিয়া তোলেন;—যেন এই সম্মিলনে কুসংস্কার নষ্ট হয়, মিথ্যাভীতি দূর হয় ও সহানুভূতি এবং ভ্রাতৃত্ববন্ধন জাগিয়া উঠে।

স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও তদীয় স্বর্গগত পুত্র সম্রাট্ এডোয়ার্ড, উভয়েই, ভারতবর্ষকে একান্ত প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। ভারতের

প্রজামণ্ডলী, রাজবৃন্দ ও সর্ব্বসাধারণের স্বার্থের দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য চিরকাল অটুটভাবে নিবদ্ধ ছিল। বর্ত্তমানে সম্রাটের ভারতপ্রীতি কেবলমাত্র বংশগত সংস্কারের ফল নহে। ১৯০৫-০৬ সনের ভারতভ্রমণে এই প্রীতি নবভাবে উদ্দীপিত হইয়াছিল। এই সময়ে শ্রেণীনির্ব্বিশেষে সকলের সহিত মিশিয়া, তিনি এদেশবাসীর চরিত্রের ধৈর্য্য, আড়ম্বরহীনতা, রাজভক্তি ও ধর্ম্মোৎসাহ সম্যগ্‌রূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের অধিবাসিগণের মধ্যে বোধ হয় তিনিই ভারতবর্ষ প্রকৃতপক্ষে কি চাহে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল রূপে বুঝিয়াছিলেন। রাজকীয় অনুগ্রহ ও উৎসাহব্যতীত ভারতের রাজনৈতিক জীবন যে নিতান্ত নিরুৎসাহ ও শুষ্ক হইয়া পড়িবে, একথা তিনিই বিশেষ রূপে জানিতেন। ভারতরাজ্য স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহার স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল যে তিনি এদেশের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। এ সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং বলিয়াছিলেন :—

"১৯০৫ সনে তোমাদের প্রীতিপূর্ণ সাদরসম্ভাষণে উৎসাহিত হইয়া বোম্বাই হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম। এই বিশাল দেশের অন্ততঃ কিয়দংশ পরিদর্শন করা এবং এই দেশবাসিগণের সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভ করাই সেই ভ্রমণ-ব্যাপারের উদ্দেশ্য ছিল। তৎকালে আমি যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলাম তাহাতে এদেশে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলের উপর আমার গভীর সহানুভূতি জন্মিয়াছিল। পূজনীয় পিতা মহাশয়ের শোকাবহ মৃত্যুর পর, আমি পৈতৃকসিংহাসনে আরোহণ করিয়া সর্ব্বপ্রথমেই আমার প্রিয় ভারতীয় প্রকৃতিপুঞ্জকে দর্শন করিবার প্রবল ইচ্ছা অনুভব করিয়াছিলাম।"

সম্রাটের ভারতাগমনের নানা রাজনৈতিক কারণ উল্লিখিত হইয়া থাকে। কিন্তু স্বয়ং সম্রাট্‌, ১৯১১ সনে বোম্বাই নগরে পদার্পণ করিয়া যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে বুঝা যায় যে ভারতে আসিবার ইচ্ছা স্বতই তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইয়াছিল; বাহিরের কোন কারণে তাহা হয় নাই। ভারতবাসীর সহিত সম্মিলিত হইবার ঐকান্তিকী ইচ্ছা ও তাহাদিগের প্রতি গভীর প্রীতির ভাব না থাকিলে, অভিষেকের পরিশ্রম ও কষ্ট সহ্য করিয়া ও তৎসংক্রান্ত গুরুতর রাজকার্য্যের ব্যপদেশে, সম্রাট্‌ ও সাম্রাজ্ঞী এমন শ্রমসাধ্য ও অসুবিধাজনক বিদেশযাত্রার জন্য লালায়িত হইতেন না। দরবারমণ্ডপে সম্রাট্‌ বলিয়াছিলেন, "সাম্রাজ্ঞীর

ভারতাগমনের প্রকৃত কারণ সম্রাটের স্বীয় আগ্রহাতিশয়।

সহিত আমি উপস্থিত হইয়া ভারতীয় রাজভক্ত মিত্ররাজগণকে ও বিশ্বস্ত জনসাধারণকে আমাদের প্রীতি দেখাইতে উৎসুক হইয়াছি।" প্রত্যাগমনের সময় তিনি মুক্তকণ্ঠে এদেশের জনসাধারণের রাজভক্তি স্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন, "প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয়ে আমাদের প্রতি ভালবাসা এবং ভক্তি বদ্ধমূল হইয়াছে। আমরা আমাদের একান্ত মনোমত কাজ সুসম্পন্ন করিয়াছি বলিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছি।"

অভিষেকোপলক্ষে সম্রাটের ভারতে পদার্পণ এদেশের ইতিহাসে এক অভিনব ব্যাপার। ইংলণ্ডের কোন রাজা তাঁহার পরিচিত গণ্ডী হইতে এতদূরে আসেন নাই। কিঞ্চিদধিক সাতশত বৎসরপূর্ব্বে কেবলমাত্র একজন ইংরেজরাজ এসিয়ার সীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডার, তৈমুর প্রভৃতি অনেক বৈদেশিক শত্রুরাজার আগমনে ভারতবর্ষ পর্য্যুদস্ত হইয়াছে। কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন রাজাই সদ্ভাব এবং অনুগ্রহের শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্য লইয়া এদেশে আগমন করেন নাই।

সম্রাটের ভারতযাত্রার অভিনব প্রস্তাব তাঁহার মন্ত্রী ও বন্ধুগণের মধ্যে স্বভাবতই অত্যন্ত ভয় ও সন্দেহের উদ্রেক করিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই ভারতযাত্রাকে অত্যন্ত বিপদ্‌জনক মনে করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রাজনৈতিক গগন সে সময়ে ঘনঘটাচ্ছন্ন ছিল; এ সময়ে সম্রাটের দীর্ঘকাল অনুপস্থিতি বাঞ্ছনীয় ছিল না। ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও তখন কতকটা অশান্তিপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। প্রতিকূল কারণের ইহাই শেষ নহে। ১৯১১-১২ সনের শীতকালে ভারতাভিমুখে যাত্রা করিতে নানারকম অসুবিধা ছিল। এই সময়ে সমুদ্রপথে দুই প্রবলজাতি যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন এবং ভারতেও এমন অনাবৃষ্টি হইয়াছিল যে সকলেই অনুমান করিয়াছিল, সে সময়ে ভারতবর্ষ সম্রাটের উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা করিতে পারিবে না। উল্লিখিত কারণ সমূহে সম্রাট্ নিরুৎসাহ হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি বিচলিত হইলেন না, কারণ এই ব্যাপারে তিনি শুধু ভারতবর্ষের প্রতি গভীর প্রীতির দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছিলেন। "স্বীয় ঐকান্তিকী ইচ্ছা এবং কর্ত্তব্যজ্ঞান তদীয় পথ পরিষ্কার ও সুগম করিয়া দিয়াছিল।"

স্বয়ং সম্রাট্ এ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা সমীচীন মতে কেহই উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কারণ সম্রাট্‌দম্পতী সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া ব্রিটীশ সাম্রাজ্য সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। এমন কি ভারতে যাঁহারা সমস্ত জীবন রাজকার্য্য করিয়া এদেশসম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও কেহই সম্রাট্‌দম্পতীর মত এদেশের অনেকস্থান দেখেন নাই এবং তাঁহাদের মত ইহার আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন না। সৌভাগ্যক্রমে সম্রাট্ লর্ড হার্ডিঞ্জের ন্যায় রাজপ্রতিনিধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সম্রাটের পিতার অতীব বিশ্বস্ত বন্ধু ও মন্ত্রী ছিলেন।

সম্রাটের ভারতে আগমন তাঁহার এ দেশের প্রজাপুঞ্জের প্রতি কতটা গভীর প্রীতির পরিচায়ক, এই ব্যাপারে তিনি হৃদয়ের কতটা দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাহা অনেকে ধারণাই করিতে পারিবেন না। তাঁহার অকপট ও দৃঢ়-সংকল্পিত ভালবাসা ও বিশ্বাসের বলে তিনি কোনরূপ বাধাবিঘ্নের আশঙ্কায় স্বীয় স্থির অভিপ্রায় হইতে বিচ্যুত হন নাই। তিনি অবশ্যই জানিতেন যে এতদূরের পথপরিভ্রমণে তাঁহাকে ও সাম্রাজ্ঞীকে অনেক অসুবিধা ও অস্বচ্ছন্দতা ভোগ করিতে হইবে। ভারতের জন্য স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এইরূপ কষ্টস্বীকারের ফলে ভারতীয় প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়াছে।

সম্রাটের এই সাধু ইচ্ছা প্রচারিত হইলে, ভারতবাসী যেরূপ আনন্দলাভ করিয়াছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না। ১৯১০ সনের ১৮-ই নভেম্বর লর্ড হার্ডিঞ্জ বোম্বাই গমন করিয়া সম্রাটের ভারতে আগমনের সংকল্প জ্ঞাপন করিলেন। ১৯১১ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারী মাসে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় সম্রাট্ স্বয়ং তাঁহার সাধুসংকল্পের কথা—সকলের নিকট প্রকাশ করিলেন। পরিশেষে ১৯১১ সনের ২৩শে মার্চ্চ নিম্নলিখিত কথাগুলি ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে সকলের নিকট বিধিমত ঘোষণা করা হইল।

ভারতবর্ষে অভিষেকোৎসব সম্পন্ন হওয়া সম্বন্ধে সম্রাটের ঘোষণাপত্র।

ঘোষণা পত্র।

"যেহেতু পুণ্যশ্লোক রাজা এডোয়ার্ড ১৯১০ খৃঃ অব্দের ৬ই মে লোকান্তরিত হওয়ায় আমরা সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছি, ভগবানের অনুগ্রহে এই উপলক্ষে আমরা গ্রেট ব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের যুক্তরাজ্য এবং সমুদ্র পারস্থ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সমূহের রাজা, ধর্ম্মরক্ষক এবং ভারত সম্রাট্ স্বরূপ পঞ্চম জর্জ উপাধি গ্রহণ করিয়াছি;

এবং, যেহেতু, ১৯১০ সালের ৭ই নভেম্বর তারিখে—আমাদের রাজত্বের

প্রথম বর্ষে আমাদের রাজকীয় ঘোষণা পত্র দ্বারা প্রকাশ করিয়াছি যে সর্ব্ব-শক্তিমানের আশীর্ব্বাদে ১৯১১ সনের ২২শে জুন, আমরা, আমাদের রাজকীয় অভিষেকোৎসব সম্পাদন করিব; এবং যেহেতু, আমাদের গভর্ণরগণ, লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণরগণ, অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ, রাজগণ, সামন্তগণ, আমাদের আশ্রিত করদ রাজ্য সমূহের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, এবং আমাদিগের ভারত-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিবর্গকে আমাদিগের সম্মুখে আহ্বান করিয়া প্রীতিভাজন ভারতীয় প্রজাগণকে, উক্ত উৎসব সুসম্পাদিত হইয়াছে, একথা আমাদিগের স্বয়ং জ্ঞাপন করা আবশ্যক;

সেই জন্য এখন আমরা আমাদিগের এই রাজকীয় ঘোষণা পত্রদ্বারা জ্ঞাপন করিতেছি যে, আগামী ১৯১১ সনের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীতে দরবার করিতে মনস্থ করিয়াছি। অভিষেকোৎসবের কথা জ্ঞাপন করাই ইহার উদ্দেশ্য। আমরা এতদ্বারা ভারতবর্ষে আমাদের রাজকীয় প্রতিনিধি ও গভর্ণর জেনেরাল—আমাদের অতি-বিশ্বাসী এবং অতিপ্রিয় মন্ত্রণাদাতা চার্লস্ ব্যারন পেন্সহার্সটের হার্ডিঞ্জকে উল্লিখিত ব্যাপারের সমস্ত বন্দোবস্ত করিবার ভার দিতেছি এবং আদেশ করিতেছি।

১৯১১ সনের ২২শে মার্চ্চ, আমাদিগের রাজত্বের প্রথম বর্ষে, বাকিংহাম প্রাসাদস্থ রাজসভা হইতে ঘোষণা পত্রটী প্রকাশিত করা হইল।"

ঘোষণা পত্রের ফলে সার্ব্বজনীন আনন্দ।

রাজকীয় ঘোষণা-পত্রটী দেশব্যাপী যে আনন্দ ও উৎসাহের সৃষ্টি করিল তাহা বর্ণনাতীত। ভারতীয় সংবাদপত্র সমূহের আর মতদ্বৈধ রহিল না। সাধারণ আনন্দের এই মহোৎসবে তাহারা সম্মিলিত কণ্ঠে যোগদান করিল। ভারতবর্ষের আত্মমর্য্যাদাবোধ চরিতার্থতা লাভ করিল। ভারতেশ্বর দ্বিতীয়বার ভারতবাসীকে দর্শনদান করিবেন। এই ব্যাপারে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অপরাপর প্রদেশ হইতে এদেশের প্রতি যে অধিকতর অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইল তাহা ভারতবাসীরা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিল। অভিষেকোৎসবের অব্যবহিত পরেই সম্রাট্ ভারতে পদার্পণ করিবেন, এই সংবাদে ভারতবাসী আনন্দে আত্মহারা হইল। অল্পকাল মধ্যে এই শুভসংবাদ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রচারিত হইল এবং নিতান্ত সামান্য লোকও যেন এক অলৌকিক সুখস্বপ্নে বিভোর হইল। ভারতবাসীর বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল। বহুদিন পরে রাজদর্শন তাহাদের ভাগ্যে ঘটিবে, ইহা হইতে

আনন্দের কথা আর কি হইতে পারে? রাজদর্শনে ভারতবাসীর মনে যে ভাব উদ্রেক করে, তাহা পাশ্চাত্য জাতির অনুধাবন করা কঠিন। রাজাকে একবার চক্ষে দেখিলেই তাঁহারা কৃতার্থ হন, কিন্তু এই উপলক্ষে তাঁহাদের মনে, আরও নানাপ্রকার আশঙ্কার সঞ্চার হইয়াছিল। উৎসবে নানারূপ অনুগ্রহ বিতরণের রীতি আছে। ভারতীয় রাজগণ এইরূপ উৎসবের সময়ে অর্থ, খিলাত ও বিবিধ ব্যক্তিগত অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু রাজরাজেশ্বর অবশ্যই এমন কিছু করিবেন, যাহার ফল স্থায়ী এবং দেশ ব্যাপক হইবে। সকলের মুখেই প্রফুল্লতার চিহ্ন দেখা গেল। মোকদ্দমাকারিগণ মোকদ্দমা স্থগিত রাখিল। কারণ তাহাদের বিশ্বাস হইল যে সম্রাট্ আসিলেই তাহারা ন্যায়ানুমোদিত প্রতিকার পাইবে। রাজকর্ম্মচারিগণ রাজসান্নিধ্যে স্বকীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনে গৌরব অনুভব করিতে লাগিল। কৃষক অনাবৃষ্টিতে ক্ষুব্ধ হইল না, সে বিশ্বাস করিল, রাজপদার্পণে ধরিত্রী স্বভাবতই শস্যশালিনী হইবে। বহুদূর হইতে যাত্রিগণ রাজাকে একবার দেখিতে পাইবে বলিয়া আসিতে লাগিল। গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধবাদিগণের জিহ্বা নীরব হইল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই সর্ব্বপ্রথম শুধু একটী মানবকে দর্শন করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিবার জন্য, ত্রিশকোটী লোকের সম্মিলিত দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে এই ঘটনা একটী গুরুতর ব্যাপার। ইহাতে দেশময় রাজনৈতিক নব আকাঙ্ক্ষা জাগ্রৎ হইল। স্বদেশপ্রেম উন্নততর ও গভীর হইল; জাতীয় জীবনে এক নূতন গৌরব প্রতিষ্ঠা পাইল, এবং এক রাজার প্রজা বলিয়া জাতিধর্ম্ম ও বর্ণনির্ব্বিশেষে ভারত ও ইংলণ্ডের অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার বৃদ্ধি এবং জাতিগত সম্বন্ধ ঘনীভূত হইল।

আবার সম্রাট্ শুধু একক আসিবেন না। সাম্রাজ্ঞীও তাঁহার সঙ্গে এই দেশে পদার্পণ করিবেন। সাম্রাজ্ঞীর আগমন-সংবাদে লোকের বৈদিক যুগের কথা মনে পড়িল। বৈদিক যুগে রাজ্ঞী এবং পুরনারীগণ সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাদের স্বামিগণের সমকক্ষ ছিলেন। ইংরেজজাতি রাজ্ঞীর প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে তাহা এবার ভারতবাসীর চক্ষে সমুজ্জ্বল হইল এবং এই মহিমান্বিত আদর্শ সম্মুখে দেখিয়া ভারতবাসী পুনরায় তাহাদের নারীজাতির অবস্থা উন্নত করিতে শিক্ষা করিল। রাজাভিষেকের আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে যে গভীর ধর্ম্মভাব নিহিত ছিল, তাহা ভারতবাসীর হৃদয়ে বিশেষভাবে স্পর্শ করিয়াছিল। ভারতের রাজন্যবর্গের কয়েকজন

এবং ভারতীয় সৈন্যদলের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিবর্গ ও প্রজাবর্গের প্রাদেশিক প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকিয়া অভিষেক ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। অভিষেকের দিনটি ভারতবর্ষে শুভ উৎসব-দিবসরূপে গণ্য হইয়াছিল। চতুর্দ্দিক হইতে রাজভক্তিপূর্ণ লিপি ও সংবাদ এত আসিয়াছিল যে রাজপ্রতিনিধি তাহাদ্বারা একরূপ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রত্যেক শ্রেণীর লোকই স্বকীয় মনোভাব এরূপ সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে তাঁহাদের প্রত্যেকের উক্তিতেই, কিছু না কিছু চিত্তাকর্ষক বিশেষত্ব ছিল। কিন্তু এই উপলক্ষে যে আনন্দ ব্যক্ত হইয়াছিল, তদপেক্ষা অধিক অব্যক্ত আনন্দের ভাব সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইল।

ভারতবাসীদের প্রকাশ্যভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

বোম্বাইএর এক সম্মিলনীতে, কোন বিখ্যাত ভারতবাসী, রাজার ভারতাগমন উপলক্ষে বলিয়াছিলেন যে, "আমরা যে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যে নগণ্য নহি, এবং অপরদেশের প্রজাদের সঙ্গে সমান অধিকার পাইবার যোগ্য, তাহা রাজাগমনে বিশেষভাবে সূচিত হইতেছে।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন, "আমাদের শুভাশুভের প্রতি সম্রাটের যে সতত সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি আছে, এখন তাহা আমরা বিশেষভাবে বুঝিতেছি। আমাদের প্রতি তাঁহার উদার প্রীতি এই দেশকে উন্নতির পথে প্রবর্ত্তিত করিবে, এবং যাঁহারা এই দেশ শাসনে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইবে। সম্রাটের আগমন আমাদের বর্ত্তমানের আনন্দ ও ভবিষ্যতের আশার উৎস স্বরূপ। স্বর্গীয়া ভারতেশ্বরী মহারাণী ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিয়া ১৮৫৮ সনে যে উদার সহানুভূতির কথা বলিয়াছিলেন তাহা এবার সম্পূর্ণভাবে কার্য্যতঃ সফল হইতে চলিল।

ভারতেশ্বরীর প্রতিশ্রুতি।

ভারতেশ্বরী বলিয়াছিলেন, "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অপরাপর দেশের প্রজাবর্গের সম্বন্ধে আমাদের যাহা কর্ত্তব্য ভারতবাসীর সম্পর্কেও তাহাই। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের আশীর্ব্বাদে বিশ্বস্তভাবে এবং বিবেক-বুদ্ধির সহিত এই দায়িত্ব পালন করিব।" সুতরাং ভারতসম্রাট্ ও সাম্রাজ্ঞীর আগমন উপলক্ষে যে গভীর আনন্দ, উৎসাহ এবং রাজভক্তি প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। সত্যসত্যই রাজদম্পতী যে সম্বর্দ্ধনা লাভ করিয়াছিলেন তাহা জগতের ইতিহাসে বিরল। এই উপলক্ষে কোন অশুভ ঘটনার লেশমাত্র সূচিত হয় নাই। সম্রাট্ যে উপযুক্ত পাত্রেই বিশ্বাস ন্যস্ত করিয়াছেন তাহাতে কাহারও কোন

সন্দেহ রহিল না। চিরাগত প্রথানুসারে দিল্লীর এই উৎসব শুধু প্রাচীন ব্যাপারের অনুকরণে পর্য্যবসিত হয় নাই। ইহা ভবিষ্যত জীবনের নবপ্রতিষ্ঠা সূচনা করিয়াছে। প্রাচীন কালে পরাভূত বা বন্দী রাজার দৈন্যধ্বনি, অথবা তাহাদিগের প্রতি গর্ব্বিতের দয়া প্রদর্শনে এইরূপ উৎসবের একদিকে ব্যথা জাগিয়া উঠিত। কিন্তু বর্ত্তমান উপলক্ষে তাহা কিছুই ছিল না। রাজগণ উৎসাহ ও আনন্দের সহিত বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। প্রজাগণ সর্ব্বপ্রথম এইরূপ অভিষেকোৎসবে যোগদান করিবার অধিকার পাইয়াছিল। সহস্র সহস্র প্রজা রাজদর্শনের অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইল। তাহাদের চক্ষে রাজা শুধু একটা বড় উৎসবের কেন্দ্র, কিংবা বৃহৎ শাসন যন্ত্রের শীর্ষস্থানীয় নহেন—তিনি প্রজাদের সর্ব্ববিষয়ে আদর্শস্থানীয়,—রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সকল ব্যাপারের মূলাধার। রাজা তাহাদের চক্ষে উন্নত কর্ত্তব্যের উপদেষ্টা এবং ধর্ম্ম বিশ্বাসের আদিগুরু। এ বিষয়ে কালিফ্‌গণও তাঁহার সমকক্ষ নহেন। দরবারের সময় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন এবং যাঁহারা উপস্থিত হইতে পারেন নাই—সকলেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্বন্ধে অন্ততঃ কিছু নূতন অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছিলেন, এবং ভারত যে নবজীবনলাভ করিয়াছে তাহা অনুভব করিয়াছিলেন। দিল্লী মহানগরীতে কোন কোন ব্যক্তিকে, সম্রাটের আগমন উপলক্ষে, আনন্দের আতিশয্য হেতু, গলদশ্রুলোচনে, অপরকে আলিঙ্গন করিতে দেখা গিয়াছিল। সম্রাট্ যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন সে স্থানে অনেকে ভূলুণ্ঠিত হইয়াছিল। বৃদ্ধগণ অপরের সাহায্যে পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল—উদ্দেশ্য—যেন তাহারা সম্রাটের আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া সুখে মরিতে পারে। ভবিষ্যৎ জীবন সুখময় হইবে এই আশায় অনেকে তাহাদিগের শিশুগণকে উত্তোলন করিয়া সিংহাসন স্পর্শ করাইয়াছিল, প্রত্যেকেই নিজস্বভাবে প্রত্যেক্যের ভালবাসা ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল। এবং কেহ কেহ অপূর্ব্ব আবেশে উদ্বেলিতহৃদয়ে কি কথা বলিতেছিল তাহা নিজেরাও ভাল বুঝিতে পারে নাই।

দরবারের দৃশ্য।

প্রজার ভালবাসা ও রাজার প্রজারঞ্জন-চেষ্টা অন্য সকল চিন্তা ও কার্য্যকে পরিচালিত করিয়াছিল। ১৯০৩ খৃঃ অব্দে সমস্ত ভারতবর্ষ—"পূর্ব্ব দেশবাসী এডেনের শেখগণ হইতে পশ্চিমে চীনপ্রান্তস্থ মেকং দেশের সান দলপতি পর্য্যন্ত—সকলেই সার্ব্বজনীন রাজভক্তির গভীরতা অনুভব

করিয়াছিল এবং একই উদ্দেশ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল।" রাজমুকুট যাঁহার শিরঃশোভা সম্পাদন করিয়াছিল তিনি কিন্তু তখনও ঘোর সমুদ্রের অপর পারে কোন দূর স্বপ্নরাজ্যে বাস করিতেছিলেন। ১৯১১ সনে সম্রাট্ ব্যক্তিগত প্রভাবে, প্রজার হৃদয়ে প্রীতি জাগাইয়া তুলিলেন। এই প্রীতিতেই প্রাচ্য দেশবাসিগণের মধ্যে একতা সম্পাদিত হইয়া থাকে। সম্রাট্ বলিয়াছিলেন, "আমি বিশ্বজনীন সম্বর্দ্ধনা পাইয়াছি। আমাকে আন্তরিক সাদর সম্ভাষণ করিতে জাতি ও শ্রেণীনির্ব্বিশেষে সকলে যে মিলিত হইয়াছে, ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই একতা ও মিলন কি তাহাদের দৈনন্দিন ব্যক্তিগত জীবনে এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে সুফলপ্রদ হইবে না? ইহা হইলেই বুঝিবে, আমাদের ভারতে আগমনের প্রকৃত সুফল ফলিয়াছে।"

সম্রাটের প্রীতি।

সম্রাট্ ও সাম্রাজ্ঞী ভারতে অতি অল্পদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে কয়েকদিন ছিলেন তাহা আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত, রাজা-প্রজা সকলের পক্ষেই সর্ব্ববিষয়ে শুভকর হইয়াছিল। সম্রাটের আগমনে উৎসব ও বাহ্যাড়ম্বর কতকটা অপরিহার্য্য; কিন্তু যে অল্প কয়েকদিন তিনি এই দেশে ছিলেন তাহার মধ্যেই, গুরুতর রাজকার্য্যের অবসরসময়ে অনেক সামান্য সামান্য বিষয়ে তিনি মনোযোগী হইয়াছিলেন। প্রজার আবেদন-শ্রবণ, দাতব্যচিকিৎসালয় পরিদর্শন, দরিদ্রদিগকে খাদ্য বিতরণ এবং কলিকাতা ও বোম্বাইএর রাজপথে অগণিত ব্যবসায়ীদিগকে দর্শন করিয়া তিনি আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের দ্বারা তিনি ভারতবাসীদিগের হৃদয় আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। এতদ্বারা যে মহাসুফল-লাভ হইয়াছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। যে কাজ মহারাণী-ভিক্টোরিয়া আরম্ভ করিয়াছিলেন ও সম্রাট্ সপ্তম-এডোয়ার্ড সুসম্পন্ন করিতে যত্নপরায়ণ হইয়াছিলেন, আজ বর্ত্তমান সম্রাট্ তাহা সম্পূর্ণ করিলেন। এরূপ ঘটনা এইভাবে আর ভবিষ্যতে ঘটিবে বলিয়া মনে হয় না। এই ঘটনা কালে বিস্মৃতির গহ্বরে লীন হইয়া যাইতে পারে, কারণ মানুষের স্মৃতিশক্তির একটা সীমা আছে। সেই ভাবটী পুনরায় উদ্দীপিত করিবার জন্য এবং সম্রাট্ পরিবারের সহিত সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিতে ভারতবাসী এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি অভিলাষ করিবেন সন্দেহ নাই। রাজা জর্জ্জ ও রাণী মেরী ভারতকে প্রীতির সুবর্ণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছেন। ভারত এখন নিঃসন্দেহে বিরাট্ সাম্রাজ্যের

একাংশ হইয়াছে এবং সম্রাট্ ও সাম্রাজ্ঞীর সুশাসনের সদুদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত এবং আন্তরিক সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতবাসীরা নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছেন যে এই মহাদেশ আর এখন শুধু একটা বিজিত রাজ্য নহে; এখন ইহা গাঢ় প্রীতি ও আন্তরিক ভক্তির শৃঙ্খলে সম্রাটের সহিত আবদ্ধ হইয়াছে। সম্রাট্ তাঁহার অগণিত গুরুতর কর্ত্তব্যের মধ্যেও ভারতের মঙ্গলের দিকে সতর্ক দৃষ্টিপাত করিতেছেন, এবং তাঁহার সাম্রাজ্যের ভিতর ভারতকে অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় সমান স্থান প্রদান করিতে সচেষ্ট আছেন। সম্রাট্ তাঁহার বিস্তৃত পৃথিবীব্যাপি সাম্রাজ্যের প্রজাপুঞ্জকে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে বদ্ধ করিতে সচেস্ট, কারণ তিনি জানেন এই ভাবের উপরই তাঁহার রাজ্যের পূর্ণ মঙ্গল নির্ভর করে। এদেশে শাসনকর্ত্তৃগণ বিদেশী; এখানে ৪৩টী জাতি বিদ্যমান এবং ২১টী ভাষায় প্রত্যহ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এবং এখানে সমাজ এখনও "অসম্বদ্ধ, বহুধাবিভক্ত ও প্রতিদ্বন্দ্বিস্বার্থে বিজড়িত, এবং এখানে বহুকালাগত বংশগত ধারণায় এবং পূর্ব্বোক্ত কারণে সমাজ এরূপভাব গ্রহণ করিয়াছে যে এতদিন সমগ্রদেশের ঐক্য ও সমবেত কর্ম্ম এখানে অসম্ভব বলিয়া মনে হইয়াছে। এরূপ দেশে নবপ্রবর্ত্তিত এই ঐক্যের মূল্য অল্প নহে। ইহা সম্পাদন করা অতি কঠিন।" রাজা সপ্তম এডোয়ার্ড নিজেই বলিয়াছিলেন, "ঐতিহাসিক যুগে রাজাপ্রজাসম্পর্কিত যত ব্যাপার ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে ইহা অতীব উজ্জ্বল ও গৌরবজনক ঘটনা, তৎবিষয়ে সন্দেহ নাই।"

ঐক্যের সুফল।

রাজা জর্জ্জ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "য়ুরোপ এবং ভারতবাসীরা পরস্পরের জ্ঞান ও আশাভরসায় সম্মিলিত হউন এবং পরস্পরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হউন,—এই ঐক্যের উপরই ভারতের ভবিষ্যৎ মঙ্গল অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন, "ছয়বৎসর পূর্ব্বে আমি ইংলণ্ড হইতে ভারতে প্রীতি ও সহানুভূতির বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছিলাম। অদ্য ভারতবর্ষে আগমন করিয়া আমি এই মহাদেশকে ভবিষ্যতের আশা প্রদান করিতেছি। প্রত্যেক দিকেই নবজীবনের লক্ষণ দেখিতেছি। শিক্ষালাভ করিয়া আপনারা ভবিষ্যতের আশা গঠন করিতেছেন। শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে আরও উন্নততর আশা আপনাদের হৃদয় অধিকার করিবে।"

ভারতের রাজাপ্রজা সকলে মিলিয়া প্রধান মন্ত্রীর নিকট তার যোগে যে

সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে এই কথাগুলি ছিল। "ভারতের রাজাপ্রজা একত্র হইয়া রাজকীয় আগমন উপলক্ষে ইংলণ্ডের মহাজাতির প্রতি স্বীয় সদ্ভাব এবং বন্ধুত্ব জ্ঞাপন করিতেছেন। জগদ্ব্যাপি মহা-সাম্রাজ্যের সহিত তাঁহারা মিলিত হওয়াতে তাঁহাদের ভাগ্যসূত্র চিরদিনের জন্য একত্র গ্রথিত হইয়াছে। তাঁহারা এই রাষ্ট্রীয় ঐক্যজনিত গভীর প্রীতি এই সুয়োগে আজ জ্ঞাপন করিতেছেন। সম্রাট্‌দম্পতীর ভারতাগমন ব্যাপার এখন নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ইহা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র গভীর প্রীতিভক্তির উদ্রেক করিয়াছে। সম্রাট্‌দম্পতী তাঁহাদের অপার সহানুভূতি, এবং সমস্তশ্রেণীর প্রজার হিতকামনাদ্বারা ইংলণ্ড ও ভারতের সৌহার্দ্দবন্ধন দৃঢ়তর করিয়াছেন এবং যে চিরন্তন রাজভক্তি ভারতবাসিগণের বিশেষত্ব তাহা ব্যক্তিগতভাবে গাঢ়তর করিয়াছেন।

ভারতবাসীদের তার সংবাদ।

"ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের সংস্পর্শে আসিয়া যে অনেক সুখ ও সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন তাহা সর্ব্বজনবিদিত। ভারতবাসীরা আজ গৌরবসহকারে সম্রাটের প্রতি তাঁহাদের অটলভক্তি জ্ঞাপন করিতেছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস যে সম্রাটের ভারতাগমন এক মহা ব্যাপার। ইহা ভারতবর্ষের পক্ষে নূতন যুগের প্রারম্ভ সূচনা করিতেছে। ভারতবাসীরা বিশ্বাস করেন, এই ঘটনায় তাঁহাদের ভবিষ্যৎ সুখ, উন্নতি ও সৌভাগ্যের পথ আরও উজ্জ্বল হইয়াছে।"

তাঁহারা যে সকল কথা এই সরল উক্তিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা ছাড়াও তাঁহাদের একটা প্রাণের কথা অকথিত ছিল। তাহা কোটী কোটী প্রজার হৃদয়ের অনভিব্যক্ত আনন্দ। তাঁহাদের চক্ষে সম্রাট্ বিশ্বের সমস্ত শুভ ও মহত্বের জীবন্ত বিগ্রহস্বরূপ, একথাটি তাঁহারা প্রকাশ করিবার ভাষা পান নাই।

সম্রাট্-দম্পতীর সমুদ্রযাত্রা।

১৯১১ সনের ১১ই নভেম্বর প্রাতে রাজা ও রাণী লণ্ডন হইতে ভারতযাত্রা করিলেন। এই উপলক্ষে চতুর্দ্দিকে এক অপূর্ব্ব আনন্দ ও উৎসাহের সাড়া পড়িয়া গেল। এতদুপলক্ষে বিশেষ আনন্দের কারণ আছে। সম্রাট্ ও তদীয় পত্নী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া সাম্রাজ্যের মঙ্গলহেতু উৎসাহ প্রকাশপূর্ব্বক এই গুরুতর শ্রমসাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্যের গুরুত্ব ও অভিনবত্ব ইংলণ্ডবাসীদিগের কল্পনাকে বিশেষরূপে উৎসাহিত করিয়াছিল।

ইংরেজ প্রজামণ্ডলীর প্রীতি।

কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে রাজা বলিয়াছিলেন, "সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কেন্দ্র এই রাজধানী আমাদিগের যেরূপ চিন্তা ও যত্নের বিষয়ীভূত, সাম্রাজ্যের অতিদূর দেশগুলিও আমাদের চক্ষে ঠিক তাহাই, আমরা ইহা বুঝাইতে চাহি।" ইংলণ্ডবাসীরা রাজার এই হিতেচ্ছা বিশেষ উৎসাহের সহিত উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনশত বৎসর পূর্ব্বে যে দিন রাজ্ঞী এলিজাবেথ "এক বণিক্ সম্প্রদায় ও তাঁহাদের দলপতিকে প্রাচ্যের সহিত বাণিজ্য করিবার জন্য" সনন্দদান করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে ইংলণ্ড ভারতের সহিত বিশেষ সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংলণ্ডবাসীরা চিরদিনই উৎসাহশীল। নভেম্বরের তুষরাচ্ছন্ন আবিলতা ভেদ করিয়া সূর্য্যদেব ঈষৎ কিরণ প্রকাশ করিতেছিলেন; সেই প্রগাঢ় শীত সত্ত্বেও দশটা বাজিলে সেই অসময়ে ব্যাকিংহাম রাজপ্রাসাদ হইতে রেল ষ্টেসন পর্য্যন্ত রাজপথে সম্রাটের কল্যাণ-কামনায় এক বৃহৎ জনতা সমবেত হইয়াছিল। রাজার যাত্রা উপলক্ষে কোন প্রকার সামরিক উৎসব হয় নাই, এবং নগরবাসিগণও কোনরূপ প্রদর্শনী দেখিতে সে দিন রাজপথে বহির্গত হয় নাই। তাহারা কেবল রাজা ও রাণীর যাত্রা উপলক্ষে শুভকামনা করিতে এবং হৃদয়ের গভীর প্রীতি ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছিল। যতদিন সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী স্বদেশে অনুপস্থিত ছিলেন, সে পর্য্যন্ত দেশের সমস্ত খ্রীষ্টীয় উপাসনামন্দিরে সতত এই প্রার্থনা করা হইত যে, "তাঁহাদের ভারতযাত্রা যেন তদ্দেশীয় প্রজাবর্গের সঙ্গে প্রীতির বন্ধন দৃঢ়তর করে।" গ্রেট ব্রিটেনের অধিবাসিগণ রাজার অনুপস্থিতি হেতু

রাজকার্য্য পরিচালনের জন্য যে প্রকার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহাদের ভারতবর্ষের প্রতি প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্য বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। রাজার অনুপস্থিতির মহৎ উদ্দেশ্য যদি ইংলণ্ডবাসীরা সহৃদয়তার সহিত উপলব্ধি না করিতেন তবে সেই সময়ের জন্য দেশশাসনের যে ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহাতে হয়তঃ অসন্তোষের সূত্রপাত হইতে পারিত।

প্রথমে প্রস্তাব হইল, রাজার অনুপস্থিতে রাণীই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, কিন্তু রাণী রাজার সহিত গমন করিতে কৃতসংকল্প হওয়াতে তাহা ঘটিল না। অতঃপর যাত্রার পূর্ব্বদিন প্রিভি কাউন্সিলের সভা বসিলে রাজা যুক্ত সাম্রাজ্যের বৃহৎ সিলদ্বারা সইমোহর করিয়া কন্নটের প্রিন্স আর্থার, ক্যাণ্টারবারির আর্চবিশপ্, লোরবার্ণের আর্ল এবং ভাইকাউণ্ট মর্লিকে তাঁহার অনুপস্থিতি কালে তাঁহার হইয়া কাজ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলেন।

রাজা ও রাণী 'কনষ্টিটিউসন হিল,' 'ওয়েলিংটন প্লেস্,' 'গ্রস্‌ভেনর গার্ডেন্স,' এবং 'ব্যাকিংহাম প্যালেস্ রোড' এর পথে ভিক্টোরিয়া ষ্টেসনে আসিয়া পঁহুছিলেন। তাঁহারা খোলা ল্যাণ্ডো গাড়ীতে চড়িয়া রেলষ্টেসনে আসিয়াছিলেন। মেজর লর্ড টুইডমাউর্থ পরিচালিত "রয়েল হর্শ গার্ডস" এর কতিপয় অশ্বারোহী সৈন্য পথে শরীর-রক্ষকের কার্য্য করিয়াছিল। যুবরাজ এবং রাজকন্যা মেরী তাঁহাদের জনকজননীর সহিত এক গাড়িতে ছিলেন। আরও দুইটি গাড়িতে রাজসঙ্গীদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকজন ইঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়াছিলেন।

রেলপথে সম্বর্দ্ধনা ও ইংরেজদের উৎসাহ।

রেলষ্টেসনে ইংলণ্ডের প্রায় তিনশত শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি রাজাকে বিদায়-সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য ভিড় করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। সেখানে রাজপরিবারের সকলেই উপস্থিত ছিলেন। প্রধান মন্ত্রী য়্যাস্‌কুইথের নেতৃত্বে মন্ত্রিগণ সেখানে অপেক্ষা করিতেছিলেন। বৈদেশিক দূতগণ, ইণ্ডিয়া হাউসের কর্ম্মচারী বৃন্দ এবং আরও অনেকে এই বিদায়-সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে ষ্টেসনে আগমন করিয়াছিলেন। কোল্ডষ্ট্রিম গার্ডস্ সৈন্য দলের দ্বিতীয় দল রাজদেহ সংরক্ষকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা মাননীয় এল্, হ্যামিণ্টনের নেতৃত্বে রেজিমেণ্টের পতাকা ও বাদ্যদল সহ রাজকীয় ট্রেনের সম্মুখে অশ্বারোহণে দণ্ডায়মান ছিলেন। রাজা এই অশ্বারোহী

সৈন্যদল পরিদর্শন করিলেন। ইতিমধ্যে যে রেলওয়ে দিয়া তাঁহারা যাইতেছিলেন, সেই রেলওয়ে কোম্পানীর সভাপতি বিস্‌বরোর আর্ল এর কন্যা লেডী গুইনেথ পন্‌সন্‌বি রাণীকে একটি ফুলের তোড়া উপহার দিয়াছিলেন।

অতঃপর সম্মিলিত বন্ধুগণের নিকট বিদায় লইয়া রাজা ও রাণী লণ্ডন, ব্রাইটন এবং সাউথকোষ্ট রেলওয়ে এর স্পেশেল ট্রেনে প্রবেশ করিলেন। বেলা ১০টা ৩২ মিনিটের সময় গাড়ী ছাড়িল। রাজার নিজ পরিবারও তৎসঙ্গিগণ ভিন্ন রাণী আলেকজান্দ্রা, নরওয়েয় রাণী, রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া, কন্নটের রাজকুমার আর্থার, পোর্টস্‌মাউথ পর্য্যন্ত রাজা ও রাণীর সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। ট্রেন সাড়ে বারটার সময় পোর্টস্‌মাউথ পোতাশ্রয়ে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল ও ক্রমে ক্রমে জেটীতে পহুঁছিল। ট্রেন এই পথ ধীরে চলাতে সকলেরই দেখিবার সুবিধা হইল। চতুর্দ্দিকে তুমুল আনন্দধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। এদিকে জেটী রক্তবর্ণ ও অন্যান্য নানারূপ বস্ত্রে এবং পতাকামালায় সজ্জিত হইয়াছিল। রাজা যে জাহাজে যাইবেন, তাহা এইখানে প্রস্তুত ছিল। গাড়ী থামিলে, তাঁহারা সামরিক এবং সাধারণ ও নৌবিভাগের উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণকর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইলেন। হ্যাম্পশায়ার কাউণ্টির অস্থায়ী লর্ড লেফটেনেণ্ট ডিউক অব্ ওয়েলিংটন, ফার্ষ্ট সিলর্ড অব্ দি এড্‌মিরালটি, রাইট অনরেবল উনষ্টন চার্চহিল, পোর্টস্ মাউথের প্রধান নৌসেনাপতি, সঙ্গিগণসহ ফ্লাগ অফিসারগণ, কমোডরগণ, রয়েল ম্যারিন আর্টিলারী ও রয়েল ম্যারিন লাইট ইন্‌ফ্যাণ্ট্রির কর্ণেল সৈন্যধক্ষ্যগণ, ক্যাপ্টেনগণ ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ রাজসম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন।

রয়েল ন্যাভাল ব্যারাক্ এবং রাজকীয় "এক্‌সেলেণ্ট" নামক যুদ্ধ জাহাজের দুইশত উৎকৃষ্ট নৌসেনা রাজদেহ রক্ষার কার্য্য করিতেছিল। সৈন্যগণ জেটীর উপর দাঁড়াইয়াছিল। রাজা ইহাদিগকে পরিদর্শনের পর "মেদিনা" নামক জাহাজের অভিমুখে চলিলেন। তাঁহার অগ্রে অগ্রে রিয়ার আড্‌মিরাল সার্ কলিন কেপেল ও পশ্চাতে পশ্চাতে রাণী এবং রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ যাইতে লাগিলেন। রাজা "মেদিনা"তে আরোহণ করিলেন।

ছয় হাজার মাইল ব্যাপী সুদীর্ঘ ভারত পথে এই মেদিনাই রাজপ্রাসাদ

হইল। রাজার জাহাজে উঠিবার সময়টি বড়ই উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয়। যে মুহূর্ত্তে তিনি জাহাজে প্রবেশ করিলেন, সেই মুহূর্ত্তে জাতীয় সঙ্গীত সহ একতান বাদ্য বাজিয়া উঠিল, সমুদ্রতীর হইতে দুর্গসমূহ রাজ-সম্মানের উপলক্ষে কামান দাগিতে লাগিল। সমুদ্রবক্ষে যুদ্ধপোত সমূহের কামানগুলিও অগ্নি উদ্‌গিরণ করিতে লাগিল। রাজার জাহাজরক্ষক যুদ্ধপোতসমূহ ভিন্ন অন্যান্য সকল যুদ্ধ জাহাজই এই সময়ে পতাকামালায় বিভূষিত হইয়াছিল।

রাজপোত মেদিনা।

মেদিনা "পেনিন্‌সুলার ও ওরিয়াণ্টাল ষ্টিম ন্যাভিগেশন কোম্পানীর" সর্ব্বাপেক্ষা নূতন জাহাজ। এই কোম্পানী প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষ যাবৎ ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিবার পক্ষে দক্ষতার সহিত সহায়তা করিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং রাজা ও রাণী এই উপলক্ষে কোম্পানীর জাহাজ মনোনীত করিয়া তাঁহাদিগকে যে সম্মান করিয়াছেন, তাহা সমুচিতই হইয়াছে। জাহাজটিকে মাত্র তৎপূর্ব্ব বৎসর ১৪ই মার্চ্চ জলে নামান হইয়াছিল। ইহার ওজন ১২৩৫৮ টন এবং ইহা ১৬০০০ অশ্বের ক্ষমতা বিশিষ্ট ছিল। গ্রিনকের মেসর্স কেয়ার্ড কোম্পানী সাধারণ ডাক জাহাজরূপে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই যাত্রিবাহক জাহাজখানিকে সাগরাধিপতি সম্রাটের জন্য সামুদ্রিক প্রাসাদরূপে পরিবর্ত্তিত করা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। কিন্তু কোম্পানী এই ব্যাপার আশ্চর্য্য ক্ষমতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। প্রতি সপ্তাহে ভারত-সাম্রাজ্যের সহিত মিলিত হইবার উপায়স্বরূপ কর্ম্মঠ কৃষ্ণবর্ণ ডাক-জাহাজের সহিত এখন আর পালিশ করা ডেক্, সুন্দর শ্বেতবর্ণ নীল ও স্বর্ণরেখাঙ্কিত মেদিনার কি ভিতরে কি বাহিরে কোন প্রকার সৌসাদৃশ্য রহিল না। মেদিনার আকৃতিরও অনেক পরিবর্ত্তন করা হইল। রাজা ও রাণীর জন্য ভোজনকক্ষের সম্মুখভাগে কয়েকটি বিশেষ কক্ষ নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজার কক্ষগুলি "পোর্টসাইড্" এবং রাণীর কক্ষগুলি "ষ্টারবোর্ডের" উপর ছিল। বন্দোবস্ত সমস্তই নৌ-বিভাগের ডিরেক্টার অব্ ষ্টোরস্ সার জন ফর্‌সীর তত্ত্বাবধানে হইয়াছিল। কিন্তু জাহাজখানি বর্ণ ও গঠনে যে বিচিত্রতা প্রদর্শন করিল, তাহার মূলে রাজ-দম্পতীর রুচি ও নির্ব্বাচন শক্তি। তাঁহাদেরই ইচ্ছানুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া উহা এত সুদর্শন হইয়াছিল। আনন্দের চিহ্ন শ্বেতবর্ণ প্রধানবর্ণরূপে

মেদিনার বন্দোবস্ত।

ব্যবহৃত হইয়াছিল। বসিবার কক্ষের সমস্তই মেহগনি কাষ্ঠ নির্ম্মিত এবং শয়ন কক্ষে সাটিন কাষ্ঠ ছিল। প্রসাধন কক্ষ সমূহও এইরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাণীর কক্ষগুলির আকৃতি ও অবস্থা রাজার কক্ষের ন্যায় হইলেও সেগুলির শ্বেতবর্ণের উপর সবুজবর্ণের কাজ করা ছিল। আসবাবপত্র সমস্তই সাটিন কাষ্ঠ নির্ম্মিত ছিল। অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্য কক্ষগুলির বিশেষত্ব ছিল। রাজা ও রাণীর জন্য নির্ম্মিত এই দুই সারি কক্ষের মাঝখানে একটি বড় কক্ষ ছিল। সেই কক্ষের একধারে সিঁড়ি—ইহা উপরে গীত বাদ্যের কক্ষে যাইবার পথ। দুইটি ক্ষুদ্র কক্ষ রাজা রাণীর ঝড়ের সময় ব্যবহারের জন্য রাখা হইয়াছিল।

মেদিনা কয়েক দিনের জন্য রাজার জাহাজরূপে গণ্য হইল। ৪ঠা অক্টোবর তারিখে "মেদিনা" এই ব্যাপারের জন্য বিশেষ কমিশন প্রাপ্ত হইয়াছিল। জাহাজ পরিচালন প্রভৃতি কর্ত্তৃত্বের ভার রাজকীয় নৌবিভাগ গ্রহণ করিয়া রাজার উপস্থিতি-জ্ঞাপক পতাকা বহনের জন্য তৃতীয় একটি মাস্তুল উত্থিত করিলেন। তিনটি মাস্তুলের প্রথমটি প্রধান মঞ্চের উপর স্থাপন করিয়া রাজার পতাকা উড়ান হইল। দ্বিতীয় মাস্তুল নৌবিভাগের পতাকা বহন করিয়া সম্মুখের মঞ্চে ও তৃতীয়টি সকলের পশ্চাতে রহিল। রাজকীয় জাহাজ রক্ষা করিবার জন্য ৪টি ক্রুইজার জাহাজ সঙ্গে সঙ্গে চলিল। রাজার জাহাজ সহ মোট এই পাঁচখানা জাহাজে একটি মণ্ডলী গঠিত হইল। নৌসেনাপতি স্যর কোলীন কেপেল ইহার ভার গ্রহণ করিলেন। মেদিনা জাহাজের কাপ্তানের নাম ক্যাপ্‌টেন এ, ই, এম্‌, চ্যাট্‌কিল্‌ড্‌, আর্‌, এন্‌,। মেদিনার মোট লোকসংখ্যা সাত শত তেত্রিশ জন ছিল। ইহার মধ্যে ৩২ জন প্রধান কর্ম্মচারী, ৩৬০ জন রাজকীয় নৌবিভাগের নিম্ন কর্ম্মচারী ও সাধারণ নৌসেনা। রয়েল ম্যারিনের ৪ জন কর্ম্মচারী, ২০৬ জন অন্যান্য কর্ম্মচারী ও নৌসৈন্য ছিল। এতদ্ভিন্ন জাহাজের কোম্পানীরও ৫৯ জন কর্ম্মচারী ও নাবিক দল এই জাহাজে ছিল। তাহার মধ্যে একজন কার্য্য নির্ব্বাহক কর্ম্মচারী ছিল এবং কলঘরের জন্য যত লোক প্রয়োজন সবই এই কোম্পানী সরবরাহ করিয়াছিলেন। রাজা ও রাণীর নিজেদের সঙ্গীর লোক সংখ্যা ২২ জন—ইঁহারা সকলেই রাজগৃহভুক্ত ও রাজা ও রাণীর ভারতবর্ষে অবস্থানকালে সঙ্গে সঙ্গে থাকিবার জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন রাজার ভারত-ভ্রমণের সুবিধার জন্য ভারতীয়

সিবিলিয়ান কয়েক জন নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের কেহ বোম্বাইতে কেহ বা দিল্লীতে রাজার সঙ্গে থাকিবেন, এরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল। এই কর্ম্মচারিদলের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আর্, ই, গ্রিমষ্টন। ইনি সম্রাট্ যখন যুবরাজরূপে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সহচর হইয়াছিলেন। এখন তিনি রাজার সামরিক সচিব পদে নিযুক্ত হইলেন। অন্যান্য ভারতীয় কর্ম্মচারিদলের কয়েক জন ভারতীয় বিশেষ কতকগুলি সেনাদলভুক্ত ছিলেন। রাজা স্বয়ং এই সকল সেনাদলের অধিনায়কের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাই সেই রেজিমেণ্টগুলির প্রতি নিজের বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইবার জন্য রাজা তাহাদিগের কতকগুলি কর্ম্মচারীকে নিজের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

রাজা জাহাজে প্রবেশ করিয়া ক্রুইজার সমূহের কাপ্তেনগণের সহিত আলাপ করিলেন। অতঃপর রাজা ও রাণীর জলযোগের ব্যবস্থা হইল। তাহাতে রাজপরিবার ভিন্ন অনেকে উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে সার্ ওয়াল্টার লরেন্স, সার্ টমাস সাদারল্যাণ্ড এবং সার্ রিচ্মণ্ড রিচির নাম উল্লেখযোগ্য। সার্ ওয়াল্টার লরেন্স রাজার যুবরাজরূপে ভারতভ্রমণ সময়ে রাজসহচরগণের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। অপর দুই ব্যক্তির মধ্যে ছিলেন, সার্ টি সাদারল্যাণ্ড, 'পি এণ্ড ও' কোম্পানীর চেয়ারম্যান এবং সার্ আর রিচি, ইণ্ডিয়া অফিসের আণ্ডার সেক্রেটারী। অতঃপর রাজপরিবার সহ রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রা বিদায় গ্রহণ করিলেন। ৩টা বাজিবার ১০ মিনিট বাকী থাকিতে 'মেদিনা' জেটী হইতে ছাড়িল। তাহার দুই দিকে টরপেডো বোটের একটি বহর প্রহরীর কার্য্য করিতে করিতে চলিল। জাহাজ ও দুর্গসমূহ হইতে একযোগে সম্মানসূচক তোপধ্বনি হইল। প্রবল বাতাস ও বৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও 'সাউথসি'র তীরে যথেষ্ট জনতা হইয়াছিল। তাহারা ঝড়বৃষ্টির ভিতরেও রুমাল উড়াইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছিল। রাজার ভারতযাত্রা তৎক্ষণাৎ ভারতে তারযোগে জ্ঞাপন করা হইল। শুভ সংবাদ এই দেশে পৌঁছিলে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরা সম্রাট্-দম্পতীর মঙ্গল-কামনায় স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মমন্দিরে সমবেত হইয়া বিশেষ ভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

'মেদিনা' ধীরে ধীরে নীল জলরাশি ভেদ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। প্রহরী জাহাজগুলি চতুর্দ্দিকে পাহারা দিতে লাগিল। ট্রিনিটি হাউসের

সুখতরী 'আইরিন' বিশেষ অধিকার-প্রাপ্ত বলিয়া সর্ব্বাগ্রে ও তৎপশ্চাৎ নৌবিভাগের সুখতরী 'এন্‌চ্যান্ট্রেস্' অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল। তখনকার শোভা অপূর্ব্ব, তেমন মহিম-ব্যঞ্জক সৌন্দর্য্য মাত্র সমুদ্রেই সম্ভবে। বিশাল সমুদ্রের বিশালতা ভেদ করিয়া অর্ণবযানের গমনভঙ্গী অনির্ব্বচনীয়। রাজার অগণিত প্রজাপুঞ্জের আন্তরিক শুভকামনা এবং উদ্দেশ্যের গুরুত্ব হেতু এই ব্যাপার সমধিক মহিমশালী হইয়াছিল। রাজা ও রাণীর জন্য ইংলণ্ড-বাসিগণের বদনে যেন দুঃখের রেখাপাত দৃষ্ট হইল। তাহার কারণ বিগত গ্রীষ্মের সময়কার ঘটনা হইতে সেই দেশবাসিগণ সম্রাট্‌কে অত্যন্ত ভাল বাসিয়াছে, তাই এত আনন্দেও তাহারা কিছু নিরানন্দ হইয়াছিল।

যে চারিটী ক্রুইজার রাজার সঙ্গে চলিল, তাহাদের নাম 'কক্রেন', 'আরগিল', 'ডিফেন্স', 'ন্যাটাল'। চারিখানি ক্রুইজারই 'মেদিনা'র পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমসূত্রে চলিতে লাগিল।

অতঃপর রাজা নৌবিভাগের প্রধান ব্যক্তিদিগকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করাতে 'এন্‌চ্যান্‌ট্রেস' জাহাজ তাঁহাদিগকে লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। যাইবার পূর্ব্বে তাঁহারা আন্তরিক শুভকামনাসূচক বিদায়-সংবর্দ্ধনা দ্বারা সম্রাট্‌কে অভিনন্দিত করিলেন। উত্তরে রাজা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন। 'নাব' নামক স্থানের আলোকজাহাজের সন্নিকটে আর একটি বিরাট্ নৌদৃশ্য দেখা গিয়াছিল। এখানে যুদ্ধজাহাজ ও ক্রুইজারগুলির মধ্য দিয়া রাজকীয় পোত চলিতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে দশটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট.বৃহত্তম যুদ্ধজাহাজ এবং ক্রুইজার ছিল। যুদ্ধজাহাজ কয়েকটির নাম, 'নেপ্‌চুন', 'সেণ্ট ভিন্‌সেণ্ট', 'ভ্যান্‌গার্ড', 'টেমেরেইর', 'ড্রেড্‌নট', 'সুপার্ব্ব', 'কোলিংউড্', আর ক্রুইজার কয়েকটির নাম "ইন্‌ডমিটেবেল" (অদম্য) 'ইন্‌ডিফ্যাটিগেবেল' (অশ্রান্ত), এবং 'ইন্‌ভিন্‌সিবল্' (অজেয়); এই দশটি যুদ্ধজাহাজ রাজা ও রাণীকে অভিবাদন করিয়া ইংলিশ-প্রণালীর পথে সঙ্গে সঙ্গে গেল। সমুদ্রে রাজকীয় বিরাট্ জাহাজপংক্তি সজ্জিত হইয়া যে দৃশ্য উৎপাদন করিয়াছিল, তাহা অপূর্ব্ব, তাহা বৃটিশ নৌবলের পরিচায়ক। রাজদম্পতী বিস্কে উপসাগরে পশ্চিমে ঝড়বৃষ্টি ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু দক্ষিণে টাগাম নদীর মুখ অতিক্রম করিলে, প্রকৃতি অনেকটা শান্ত ভাব ধারণ করিল। ঝড়েতে 'আরগিল' ও 'ন্যাটাল' এই দুই খানি জাহাজ কিছু জখম হইয়াছিল। ১৩ই নভেম্বর রাজা ও রাণী

পর্ত্তুগেলের প্রেসিডেণ্টের নিকট হইতে এক তারহীন বার্ত্তা পাইলেন। এই পর্ত্তুগেলের সহিত ভারতের ইতিহাসের অতি নিকট সম্বন্ধ। বার্ত্তার মর্ম্ম এইরূপঃ—"ব্রিটিশ রাজদম্পতী পর্ত্তুগিজ জলসীমার সন্নিকট দিয়া গমন করিতেছেন, এই সংবাদ অবগত হইয়া আমি আপনাদিগকে স্বয়ং এবং ইংলণ্ডের প্রতি চির প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ পর্ত্তুগীজ জাতির পক্ষ হইতে সংবর্দ্ধনা করিতেছি।"

সমুদ্র পথে।

'মেদিনা' জিব্রাণ্টারের সান্নিধ্যে স্পেনের অধিকারে পৌঁছিলে, তদ্দেশের রাজা ও রাণী আমাদের রাজা ও রাণীর নিকট স্নেহপূর্ণ সংবর্দ্ধনাসূচক সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। স্পেনের রাণী আমাদের রাজার সম্পর্কে ভগিনী। ১৪ই নভেম্বর বৈকালে ৪টার সময় 'মেদিনা' জিব্রাণ্টার পৌঁছিবার কথা ছিল। কিন্তু জাহাজ পৌঁছিল রাত্রি ৯টা ৫মিনিটের সময়। দুর্যোগের জন্যই এই বিলম্ব ঘটিয়াছিল। রাত্রি ৯টা ৫মিনিটের সময় মেদিনা প্রাচ্যের পথে "প্রথম বিরাট্ প্রহরী জিব্রাণ্টারে" পৌঁছিল। রাজদম্পতী তৎপর-দিবস প্রাতে সাড়ে দশটায় পুনরায় যাত্রা করিলেন। ইহার মধ্যে জিব্রাণ্টারের গবর্ণর জেনারেল সার আর্চিবোল্ড্ হাণ্টার রাজার সহিত দেখা করিলেন। ইনি ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষে পুনাতে কার্য্য করিতেন। নিকটবর্ত্তী স্পেনীয় নগর 'এলজিয়ার্স'এর শাসনকর্ত্তা এবং জিব্রাণ্টার ও ইংলাণ্ডের আট্‌লাণ্টিক্ রণতরীসমূহের প্রধান প্রধান সৈনিক ও নৌ-সৈনিকগণ অতঃপর সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। এই কর্ম্মচারিগণ ভাইস্ এড্‌মিরাল সারজন্ জেলিকোর নেতৃত্বে পূর্ব্ব হইতেই বন্দরে একত্র হইয়াছিলেন। জিব্রাণ্টার হইতে জাহাজ ছাড়িলে পর পাঁচ দিন বেশ শান্তিতে কাটিয়া গেল। আকাশে কোন দুর্যোগের চিহ্ন ছিল না, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অন্য প্রকার অশান্তি ঘনাইয়া আসিতেছিল। রাজার জাহাজ তুর্ক-ইতালীয় রণ-মথিত জলসীমায় পৌঁছিয়াছিল। আমাদের রাজাকে এই ঘোর যুদ্ধের ভিতর দিয়াই যাইতে হইত, কিন্তু তাঁহার প্রতি সকলেরই এমন শ্রদ্ধা ও ভক্তি যে রণোন্মত্ত উভয় পক্ষই তাঁহার গমনের রাস্তায় যুদ্ধ হইতে নিরস্ত হইলেন। যুবরাজরূপে ভারতাগমন সময়ে আমাদের রাজা একবার তোনোয়াতে ইটালীয় রাজকীয় রণতরীসমূহ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। যদিও এই রণতরীসমূহ যুদ্ধে নিযুক্ত ছিল, তথাপি সেই সময়েও রাজকীয় ভ্রমণকারীদিগের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল। ইটালী ও

তুর্কীর গবর্ণমেণ্টদ্বয় যুদ্ধোপলক্ষে ভারতের পথে তাহাদের আলোকমালা নির্ব্বাপিত করিয়াছিলেন, তাহা রাজদম্পতীর গমনোপলক্ষে কিছু কালের জন্য পুনরায় প্রজ্বলিত হইল।

রাজা ও তাঁহার সঙ্গিগণ এখান হইতে রীতিমত নৌজীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই জীবন নাবিক-রাজের চিরদিনই অতি প্রিয় ছিল। যে পর্য্যন্ত জাহাজে ছিলেন, রাজা ও রাণী প্রত্যহ উপাসনায় যোগদান করিতেন। ২০শে নভেম্বর সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে 'মেদিনা' প্রাচী, প্রতীচী এবং অবাচীর সঙ্গমস্থল সৈয়দ বন্দরে পৌঁছিল। জাহাজ অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এখানে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিল; কারণ এই স্থান হইতে কয়লা লইবার ব্যবস্থা ছিল। বিলম্বের আর এক কারণ এই যে মিশরের খেদিব রাজ-অতিথির সংবর্দ্ধনা করিতে উদ্যত হইলেন এবং তথাকার ব্রিটিশ এজেণ্ট ভাইকাউণ্ট কিচেনার রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি পাইলেন। রাজার আগমন উপলক্ষে যে সকল অশ্বারোহী সৈন্য তাঁহার শরীর-রক্ষকরূপে উপস্থিত হইলেন, তন্মধ্যে পাশাপাশি ব্রিটিশ এবং মিশর উভয় জাতির সৈন্যই দেখা গেল। সৈয়দ বন্দরে তুরস্কের সুলতানের পুত্র প্রিন্স জিয়া এদ্দিন এফেন্‌ডি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া রাজা ও রাণীকে তাঁহার পিতার নিম্নলিখিত ভাবের একখানি পত্র প্রদান করিলেন। "আপনাদের ভারতযাত্রা উপলক্ষে আমি আমার পুত্রকে আপনার নিকট এই পত্র দিয়া পাঠাইলাম। আপনাদের সহিত আমার আন্তরিক বন্ধুত্ব চিরদিনই আছে। আপনাদের প্রতি ও সমস্ত ব্রিটন-বাসীদের প্রতি আমি সর্ব্বদাই শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া থাকি। সেই জন্য আমার অভিবাদন এবং প্রীতি-ভাব জানাইয়া যুবরাজকে আপনাদের নিকট প্রেরণ করিলাম।" সৈয়দ বন্দরে ইটালীর রাজারও শুভকামনাসূচক তার-সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল।

২২শে নভেম্বর প্রাতে বেলা ৬টার সময় 'মেদিনা' সৈয়দ বন্দর পরিত্যাগ করিয়া সুয়েজখালের ভিতর দিয়া চলিল। 'মেদিনা'র গমনকালে ঈজিপ্টের সৈন্যদল এবং উষ্ট্রারোহী প্রহরিদল খালের ধারে আগাগোড়া পাহারায় নিযুক্ত রহিল। 'মেদিনা' সন্ধ্যা ৭টার সময় সুয়েজ বন্দরে পৌঁছিল। সেখানে অল্প কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিল। এখন হইতে রাজদম্পতী যে জলভাগ অতিক্রম করিতে লাগিলেন তাহা প্রতীচ্যের কোন নরপতি কোনকালে দর্শন করেন নাই। আরগিল নামক একটি মাত্র ক্রুইজার

'মেদিনা'র রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত রহিল। অন্যান্য ক্রুইজারগুলি ইহার পূর্ব্বেই কয়লা তুলিবার জন্য এডেন বন্দরে গিয়াছিল। রাজার জাহাজ এখনও যুদ্ধসীমা অতিক্রম করে নাই, কারণ ইতালীর নৌশক্তি আরবের তীরভূমি আক্রমণে নিযুক্ত ছিল। রাজা লোহিতসাগর অতিক্রম করিয়া চলিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত ইতালীর রাজার সেনাপতিগণ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া 'মোখা' ও 'সেখ সৈয়দ' এই দুই স্থানে গোলাবর্ষণ ক্ষান্ত রাখিয়াছিলেন। এই চারি দিন প্রকৃতি কতকটা শান্তভাবাপন্ন ছিল এবং বায়ুও অপেক্ষাকৃত শীতল ছিল। ২৭শে নভেম্বর ৯টা ৪৫ মিনিটের সময় এডেনের শিলাময় পাহাড়শ্রেণী দৃষ্টিগোচর হইল। বেলা ১১টা ১৫ মিনিটের সময় 'মেদিনা' বন্দরে আসিয়া লাগিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময়ে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে এডেন প্রথম ইংরেজাধিকারভুক্ত হয়। এডেনে কোন দিন কোন রাজা আসেন নাই। তাই রাজার আগমনোপলক্ষে অতি প্রত্যূষ হইতে অভিনব উৎসাহে সকলেরই উৎফুল্লভাব পরিলক্ষিত হইতেছিল। জাহাজ তীরে লাগিলে, ভারতসাম্রাজ্যের দ্বারে পৌঁছিবার চিহ্ন-জ্ঞাপক অভিবাদনসূচক তোপধ্বনি হইল। এই তোপধ্বনিকারী যুদ্ধজাহাজগুলির মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ জাহাজ "রয়েল আর্থার"ও ছিল।

পূর্ব্বদেশে ভ্রমণকারিগণের পক্ষে এডেনের ভীষণদর্শন সূক্ষ্মাগ্র-শৃঙ্গবিশিষ্ট পাহাড়গুলি এবং তাহাদের সম্মুখভাগের সমুদ্রবিহারী পোতশ্রেণীর শ্বেতবর্ণের পালসমূহ ও প্রফুল্লদর্শন হর্ম্ম্যপংক্তি চিরপরিচিত দৃশ্য। আজ তাহাদের রূপ যেন সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতি আর কাহারও লক্ষ্য নাই, কেবল জনস্রোতই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। জাহাজসমূহ সুন্দর ভাবে সজ্জিত হইয়াছে এবং তীর ও ক্ষুদ্র পাহাড়শ্রেণী পুষ্পমালায় ভূষিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে; সমস্তই জনপূর্ণ। তুরকী, পারসীক, আরবীয়, সোমালী, মৈশরিক, আর্ম্মাণি, ইহুদী, গ্রীক্, হাবসী, সুদানী, প্রভৃতি প্রধান প্রাচীন জাতীয় লোকবৃন্দের সকলেই তাহাদের চিরশ্রুত বহুআরাধ্য রাজা ও রাণীর সন্দর্শনলাভের জন্য অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এমন কি বিগত রাত্রির দুর্যোগ এই শুভ মুহূর্ত্তে কাটিয়া গেল, অন্য রাজসংবর্দ্ধনার সাহায্য করিবার জন্যই যেন মেঘাবরণ অপসারিত করিয়া উজ্জ্বল সূর্য্যালোক ফুটিয়া উঠিল; এবং আরাম-প্রদায়ী শীতল বায়ু বহিতে লাগিল। 'মেদিনা' তীরে লাগিবার কিছু পরেই

মেজর জেনারেল জেমস্ বেল তাঁহার কর্ম্মচারিবৃন্দ সহ জাহাজে উঠিলেন। সম্রাট্ তাঁহাদিগকে সমাদর প্রদর্শন করিলেন। তিনি বিশেষ উৎসব উপলক্ষে ভারতে যাইতেছেন, তাই জেমস্ বেলকে কে, সি, ভি, ও, উপাধিতে ভূষিত করিলেন। জলযোগের পর সম্রাট্-দম্পতী তীরে অবতরণ করিলেন। 'প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্'-বাঁধে রেসিডেণ্ট এবং সামরিক ও রাজনৈতিক কর্ম্মচারিগণ, বাণিজ্যদূতগণ এবং বন্দরের পরিচালনসমিতির সভ্যগণ সম্রাট্‌কে অভ্যর্থনা করিলেন। রেসিডেণ্ট সম্রাট্-দম্পতীকে সকলের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। তাঁহারা বাঁধের উপর সুন্দর চন্দ্রাতপের নিম্নে দাঁড়াইয়া সকলের সহিত করমর্দ্দন করিলেন। সম্রাট্ আড্‌মিরালের শুভ্র পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন ও তাঁহার গাত্রে 'ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া'র ফিতা বাঁধা ছিল।

কাপ্তান ডি, এইচ্, এফ্, গ্রাণ্টের নেতৃত্বে লিঙ্কল্‌ন্‌সায়ার সৈন্যদলের ১ম দল সম্মানিত দেহরক্ষকের কার্য্য করিবার জন্য জেটীর পূর্ব্বদিকে অশ্বারোহণে প্রস্তুত ছিলেন। সম্রাট্ তাঁহাদিগকে পরিদর্শন করিলেন। এডেন-সৈন্যদলের একাংশ বাম ভাগে দণ্ডায়মান ছিল। এই সৈন্যদলের পুরোভাগ বর্শাধারী সৈন্যে ও পশ্চাদ্ভাগ উষ্ট্রারোহী বন্দুকধারী সৈন্যে পূর্ণ ছিল। এডেনে যে সকল জাহাজ রসদাদি আনয়নকার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহাদিগের রক্ষার্থ ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এই সৈন্যদলের সৃষ্টি করা হইয়াছিল।

সম্রাট্-দম্পতী স্থানীয় প্রধান বণিক্ মিষ্টার কোয়াসজি দিন শা মহোদয়ের গাড়ীতে আরোহণ করিয়া ওভেনের উপর নির্ম্মিত তাবুর নিকট গেলেন। এই স্থানটিতেই ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ডিউক অব্ কন্নট্ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিমূর্ত্তি উন্মোচিত করেন। সম্রাটের সহিত রক্ষকস্বরূপ এডেন-সৈন্যদলের একাংশ ছিল। সম্রাটের গাড়ীর ঘোড়ার উপর দুইজন অশ্বরক্ষক বসিয়া ছিল। অবশিষ্ট গাড়ীগুলিতে সম্রাটের সঙ্গীয় অন্যান্য সকলে ছিলেন। কাপ্তেন ওয়ালারের নেতৃত্বে 'গার্ড অব্ অনার' সৈন্যদল পরিদর্শন করিবার পর সম্রাট্-দম্পতী কিছুকালের জন্য উপবেশন করিলেন। উপবেশনের জন্য দুইটি বিচিত্র কারুকার্য্যালঙ্কৃত সিংহাসন সমুদ্রের দিকে মুখ করিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিমূর্ত্তির নিম্নে স্থাপন করা হইয়াছিল। সম্রাট্-দম্পতীর প্রবেশসময়ে পারসী বালকবালিকাগণ মিষ্টার কোয়াসজি দিনশা মহোদয়ের বাড়ীর সম্মুখভাগে গুজরাটী ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত গান করিয়াছিল।

এডেনস্থ প্রধান প্রধান অধিবাসিগণ পটমণ্ডপে সমবেত হইলে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হরমাসজি কোয়াসজি দিনশা মহোদয় যে অভিনন্দন পাঠ করিলেন তাহার স্থূল মর্ম্ম এইরূপ :—সম্রাট্-দম্পতীর আগমনে আমরা নিরতিশয় সুখী হইয়াছি। আমরা এই দিনের কথা ভবিষ্যতে আনন্দ ও গর্ব্বের সহিত স্মরণ করিব। জ্ঞানী, দয়াল ও প্রজারঞ্জক সম্রাট্ ও সম্রাট্-মহিষীর এই দেশে পদার্পণের জন্য আমরা চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিব। পরিশেষে প্রার্থনা করি, আপনার শাসনে ব্রিটিশ ও ভারতবাসী যেন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে বদ্ধ থাকে। আপনাদের সুখ, শান্তি ও দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি।

অভিনন্দনটি সুদর্শন রৌপ্যাধারে পুরিয়া কৈকবাদ কোয়াসজি ও ইব্রাহিম আব্দুল্লা হাসান আলি মহোদয়দ্বয় সম্রাট্‌কে প্রদান করিলেন। সম্রাট্ প্রীত হইয়া যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই :—

আমি নিজের ও রাণীর উভয়ের পক্ষ হইতে এই রাজভক্তি-সূচক সংবর্দ্ধনার জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। আমার পিতামহী স্বর্গীয়া রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিমূর্ত্তির নিম্নে বসিয়া আপনাদিগকে আমার আন্তরিক প্রীতি জ্ঞাপন করিতেছি। এই ব্যাপারে ইহা হইতে উৎকৃষ্ট স্থান আর কি হইতে পারে! এডেন গ্রেটব্রিটেন ও অষ্ট্রেলিয়ার সংযোগ সাধন করিতেছে। ইহা ভারতেরও বহির্দ্বার বিশেষ। এই জন্য ব্রিটিশসাম্রাজ্যের মধ্যে এডেনের বিশেষত্ব আছে। আপনারা এই মহাসাম্রাজ্যের অধিবাসি-স্বরূপ ক্রমশঃ অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ অধিকার লাভ করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন, আপনাদের বাণিজ্যবৃদ্ধির সংবাদে আমরা সুখী। এই স্থানে উপযুক্ত পরিমাণে ভাল জলের ব্যবস্থা সত্বরই হইবে ও তাহার চেষ্টা চলিতেছে, শুনিয়া প্রীত হইলাম। সমুদ্রতীরের কতক অংশ আপনারা ব্যায়াম ও ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত করিবার যে চেষ্টা করিতেছেন তাহাও শ্রেয়ঃ। আপনাদের রাজভক্তি ও সদুদ্দেশ্যের জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।

সম্রাটের উত্তরের পর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি কোয়াসজি মহোদয়কে এবং সমিতির সাতজন সভ্যকে রেসিডেণ্ট মহোদয় সম্রাটের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। সভ্যগণ অধিকাংশই বোম্বাইএর বণিক্‌সমাজ-ভুক্ত। ইঁহারা বিশ্ব-ইতিহাসের প্রাচীন কালের বণিক্‌সম্প্রদায়। পয়গম্বর এজেকিয়েলের যুগেও এডেনবাসিগণ "নীল বস্ত্র, কারুকার্য্যময় এবং বহুমূল্য

বস্ত্রপূর্ণ সিন্ধুকের ব্যবসায়ী” বলিয়া প্রথিত ছিলেন। সমিতির দুইজন সভ্য (দিন্‌শা ও মেসা মহোদয়দ্বয়) সম্রাট্‌-দম্পতীর স্বদেশপ্রত্যাবর্ত্তন সময়ে “ভি, ও” উপাধিমণ্ডিত হইয়াছিলেন। আরব বালকগণ ইউনিয়ন ক্লাবের সম্মুখে স্বদেশীয় ভাষায় ও সমস্বরে জাতীয় সঙ্গীত গাইয়াছিল। সম্রাট্‌-দম্পতী “ক্রেসেণ্ট” (অর্দ্ধচন্দ্র) নামক স্থানে ঘুরিয়া রেসিডেন্সিতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কাপ্তেন লেগেটের অধীনতায় অস্ত্রবিভাগের ৫২ সংখ্যক অশ্বারোহীর দল প্রহরিস্বরূপ নিযুক্ত ছিল। এই খানে রাজদম্পতী চা পান করিলেন। অতঃপর এডেনের প্রধান প্রধান নাগরিকগণ রাজদর্শনের জন্য আসিলেন। ইতিমধ্যে স্থানীয় ইহুদীসমাজের নেতা মেসা মহোদয় রাণীকে ও রাজকন্যা মেরীকে উটপক্ষীর পালকনির্ম্মিত সর্পাকৃতি হার উপহার দিলেন। সন্ধ্যা ৫টা বাজিবার অল্প পরেই সম্রাট্‌ ও সম্রাট্‌-মহিষী প্রিন্স অব্‌ ওয়েলস্‌ এর জন্য নির্ম্মিত কাষ্ঠমঞ্চে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রেসিডেণ্ট ও অন্যান্য কর্ম্মচারী এখান হইতেই বিদায় লইলেন। সম্রাট্‌-দম্পতীর বন্দর হইতে জাহাজে উঠিবার সময় বড়ই একটি সুন্দর দৃশ্য দেখা গিয়াছিল। অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মির উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা সহসা কোথায় মিলাইয়া গেল; অকস্মাৎ দেখা গেল, নগর দীপ্তিশালী আলোকমালায় বিভূষিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। সন্ধ্যা ছয়টার সময় ‘মেদিনা’ বন্দর ত্যাগ করিল। সঙ্গে চারি খানি ক্রুইজার পূর্ব্বের ন্যায় পাহারা দিতে দিতে চলিল।

এডেনের পূর্ব্ব সীমায় পঁহুছিলে সম্রাটের নিকট রেসিডেণ্টের বিদায়-অভ্যর্থনা-সূচক বার্ত্তা পৌঁছিল। সম্রাট্‌ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া উত্তর দিলেন। ভারতের বড়লাটের তারসংবাদও এডেনে পঁহুছিল। সম্রাট্‌ স্বয়ং ইহার উত্তর দিলেন। বোম্বের গবর্ণরও এক বার্ত্তা পাঠাইলেন। সম্রাট্‌ ইহারও উত্তর দিলেন।

তারযোগে এই সকল বার্ত্তায় সম্রাট্‌-দম্পতীর শুভাগমন এত সন্নিকট জানিয়া সমগ্র ভারত উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এত শীঘ্র যে আশা পূর্ণ হইবে ভারতবাসী তাহা কল্পনাও করে নাই। এডেন ও বোম্বাইর ব্যবধান পাঁচ দিনের পথ। ভারতবাসী এই অল্প কয়েক দিন পরে সম্রাট্‌-দম্পতী দর্শনের আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল।

ভারতের দ্বারে।

বোম্বাই বন্দর নানাকারণে "ভারতের দ্বার" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল, সম্রাট্-দম্পতী ভারতের এই বন্দরেই প্রথম পদার্পণ করিয়া ইহাকে সম্মানিত করিবেন; বোম্বাই ইংরাজদিগের প্রথম অধিকার। আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে ইহা ইংরেজাধিকারভুক্ত হইয়াছিল। গত পঞ্চাশ বৎসর মধ্যে এই নগরে ক্রমান্বয়ে দুইজন ব্রিটিশ যুবরাজ পদার্পন করিয়াছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের দূতস্বরূপ—ষ্টীমার লাইনের পূর্ব্বসীমার শেষ ষ্টেশন—বোম্বাই। আধুনিক বাণিজ্য-শ্রীশালী নগরসকলের মধ্যে বোম্বাইএর একটু বিশেষত্ব আছে। নগরটীকে প্রাচ্যভাবাপন্ন পাশ্চাত্য এবং পাশ্চাত্যভাবাপন্ন প্রাচ্য, এই উভয় আখ্যায় অভিহিত করা যায়। বাণিজ্যদ্রব্য ও ভাবের আদানপ্রদান উপলক্ষে বোম্বাই আজ ভারতের সিংহদ্বার স্বরূপ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণের সুফল বোম্বাইএর মত আর কোথায়ও ফলে নাই। এই নগর ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানাপেক্ষা ইংলণ্ডের অধিকতর

বোম্বাই।

নিকটবর্ত্তী, এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রধান বন্দর ছিল। তথাপি বহুদিন যাবৎ ইহা শুধু শুষ্ক মৎস্য ও নারিকেলের বাণিজ্য চালাইয়া কোম্পানির অতি ক্ষুদ্র উপনিবেশরূপে গণ্য হইয়াছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যাতায়াতের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহারও উন্নতি হইতে লাগিল। আজ বোম্বাই লোকসংখ্যা হিসাবে শুধু কলিকাতার পরেই স্থান পাইয়াছে। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় দশলক্ষ। কিন্তু অন্যান্য অনেক বিষয়ে বোম্বাই জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। পৃথিবীব্যাপি-বাণিজ্য-গর্ব্বে, বিচিত্র রাজকীয় হর্ম্ম্যরাজিতে, অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে, এবং বহুলোক-সঙ্কুল বন্দরসমূহে পরিশোভিত হইয়া আজ বোম্বাই অতুলনীয় হইয়াছে। এমন কি ৪০ বৎসর পূর্ব্বে যে বোম্বাই রাজা এডোয়ার্ড দেখিয়াছিলেন, এখনকার নগরের সঙ্গে তাহারও বিস্তর প্রভেদ। পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হইয়াও ইহা প্রাচ্যের গৌরব ও বিশেষত্ব বজায় রাখিয়াছে।

এই জনপূর্ণ-কর্ম্মস্রোতের কেন্দ্র মহানগর ১৯১১ সনের ১১ই ডিসেম্বর প্রাতে যে অপূর্ব্ব উৎসাহ এবং প্রগাঢ় প্রীতিতে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল

তাহা সম্পূর্ণ অভিনব। সম্রাটের শুভাগমনে সকলেরই মনের উপর যেন এক তাড়িৎপ্রবাহ বিস্তার করিয়াছিল। সকলেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা করিতেছিল; পূর্ব্বদিবস রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রার জন্মদিবস থাকাতে ধূমধামের মাত্রা খুববেশী হইয়াছিল। নগরের বহির্দ্দেশের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণগুলি সৈন্যগণে পূর্ণ ছিল, অবিরাম জনস্রোতঃ রেল ও অন্যান্য পথে বোম্বাই আসিতে লাগিল। সূর্য্যোদয়ের বহুপূর্ব্বেই রাজপথসমূহ জন-পরিপূর্ণ হইল। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সমস্ত প্রদেশ, এমন কি অন্যান্য দেশ হইতে আগত নানাভাষাভাষী, বিচিত্র পরিচ্ছদে ভূষিত জনমণ্ডলীর অপূর্ব্ব দৃশ্য নেত্রপথে উদ্ঘাটিত হইল। বেলা আটটা বাজিবার কিছু পরে কামানের তিনটী উচ্চশব্দে সকলেই জানিতে পারিল দক্ষিণপূর্ব্বের "প্রঙ্গস্" আলোগৃহ হইতে সম্রাটের জাহাজ দেখা গিয়াছে। অমনি একযোগে সকলের দৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ হইল।

১৯১১ সনের ১১ই ডিসেম্বর।

এই বিচলিত জনস্রোতের পার্শ্বে সমুদ্র যেন ঘুমাইয়া ছিল। অতি ক্ষীণ বায়ুপ্রবাহে ইহার উপরিভাগ সময়ে সময়ে মৃদুভাবে আন্দোলিত হইলেও, বিশাল জলরাশি নিস্তব্ধ ছিল। উহা বার্নিস করা পিত্তলের ন্যায় মসৃণ দেখাইতেছিল। সমুদ্রতীর অল্প কোয়াসাবৃত থাকাতে দিবাভাগে প্রখর উত্তাপ হইবার আশঙ্কা জন্মিয়াছিল। বন্দরের প্রত্যেক জাহাজই সুন্দররূপে সজ্জিত হওয়ায়, তাহাদের উজ্জ্বল ও বিচিত্রবর্ণরাশির ছটা যেন চতুর্দ্দিকে রূপের হিল্লোল তুলিয়াছিল। পূর্ব্বভারতীয় ষ্টেশনের প্রধান রণতরী "এইচ্, এম্, এস্" "হাইফ্লাইয়ার" এবং "এইচ্, এম্, এস্" "স্ফিঙ্কস্" ও "এইচ্ এম্ এস্" "ফক্স" নামক রণতরীত্রয়ও ইহাদের মধ্যে ছিল। ইহারা কিছুকাল পূর্ব্বে পারস্য উপসাগরের যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত ছিল। বন্দর হইতে রাজকীয় জাহাজগুলির বিরাট্পংক্তি প্রথমতঃ শুধু মুষ্টিমেয় ধূমের আকারে দেখা গেল। অনতিবিলম্বে শ্বেতবর্ণ "মেদিনা" সমান ব্যবধানে অবস্থিত ক্রুজার চতুষ্টয়সহ অগ্রসর হইতেছে স্পষ্ট দেখা গেল। ধীরে ও নীরবে জাহাজগুলি বন্দরে পৌঁছিল এবং সাড়ে নয়টার সময় "মেদিনা" "মিড্‌ল্ গ্রাউণ্ডের" পূর্ব্ব তীর হইতে আড়াই মাইল দূরে নঙ্গর করিল। তখন "হাইফ্লায়ার" রণপোত এবং বন্দরের সমস্ত যুদ্ধজাহাজ যুগপৎ তোপধ্বনি পূর্ব্বক সম্রাটের শুভাগমনে আনন্দঘোষণা করিয়া অভিবাদন করিল।

সেই সময়ে "মেদিনা" অনেকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ তরী কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইল। সেইগুলি ত্রস্ততার সহিত "মেদিনার" চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিতে লাগিল। এইরূপ একটী তরীতে "ব্রিগেডিয়ার জেনারেল" (Brigadier General) গ্রিমষ্টন্ এবং সাতজন

বোম্বাই নগরে।

সৈনিক কর্ম্মচারী ছিলেন। সম্রাটের ভারতে অবস্থানকালে তাঁহারা সম্রাটের সহচর থাকিবেন এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল। বেলা সাড়ে দশটার কিছু পরে প্রধান নৌসেনাপতি, এবং রাজকীয় পোতাধ্যক্ষ মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া বড়লাট মহোদয় ইহার পূর্ব্বরাত্রেই স্পেশালট্রেনে দিল্লী হইতে বোম্বাই নগরে পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি "এ্যাপোলো" বন্দর হইতে মেদিনায় আসিয়া ১০টা ৪৫ মিনিটের সময় সম্রাট্ ও সাম্রাজ্ঞীর সহিত দেখা করিলেন। তিনি সম্রাটের সহিত জলযোগের জন্য কিয়ৎকাল জাহাজেই রহিয়া গেলেন। ইহার পূর্ব্বেই (২৫শে নভেম্বর তারিখে) সম্রাট্ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে তাঁহাদের ভারতাবস্থানকালে বড়লাটের ক্ষমতা, কর্ত্তব্য এবং পদসম্মান অক্ষুণ্ণ থাকিবে। অতঃপর প্রধান নৌসেনাপতি, রাজকীয়পোতাধ্যক্ষ এবং রণপোতসমূহের কাপ্তেনগণ সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বেলা ১১টা ১৫ মিনিটের সময় বড়লাট বাহাদুর বোম্বাই প্রদেশের গভর্ণরকে সম্রাটের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। বোম্বাইর প্রধান বিচারপতি, বোম্বাইর বিশপ, গভর্ণরের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সদস্যগণ, বোম্বাইর গভর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারি এবং ভারতীয় সেনাসমূহের ৬নং (পুনা) দলের সেনাপতি, লাট মহোদয়ের সঙ্গে ছিলেন। লাটবাহাদুর তাঁহাদিগকে সম্রাটের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। অল্পক্ষণ পরেই গভর্ণরের সহিত ইঁহারা তীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ইহার মধ্যেই সমুদ্রতীরে অসংখ্য নরনারী সমবেত হইয়াছিল। তাহারা সম্রাট্-দম্পতীকে একটীবার দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুকভাবে অপেক্ষা করিতেছিল। জনতা হইতে উল্লাসজ্ঞাপক উচ্চ চীৎকারধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। ইহা তাঁহাদের অসামান্য আনন্দ-সূচক, কারণ প্রতীচ্যদেশবাসীরা সাধারণতঃ এরূপ চীৎকার করেন না। এ্যাপোলো বন্দরের যেস্থানে সম্রাট্ অবতরণ করিবেন, সেই-

প্রবেশ পথ।

খানে "ভারতের দ্বার" নামক একটী দ্বার প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ইস্লামীয় রীতি অনুসারে এই দ্বারটী একটী সুন্দর

পট্টাবাসের মত করা হইয়াছিল। ইহার গম্বুজ ও স্বর্ণচূড়াগুলি নয়নাভিরাম হইয়াছিল। দুইশত পঁচিশ ফিট্ ব্যবধানে আর একটী ছোট বস্ত্রাবাস ছিল। তাহার চতুর্দ্দিকে ব্রিটিশসাম্রাজ্যের চিরপরিচিত-চিহ্ন শ্বেতপতাকাসমূহ, মনোমুগ্ধকর চন্দ্রাতপ এবং ঊর্দ্ধে রাজমুকুটচিহ্ন বিরাজিত ছিল। এই বস্ত্রাবাসেই সিংহাসন স্থাপিত করা হইয়াছিল। সিংহাসনের সম্মুখভাগে তিনসহস্র ব্যক্তির জন্য গোলাকৃতি প্রকাণ্ড উপবেশনমঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহা দুইশত চল্লিশফিট্ বিস্তৃত, ৩৩টী মঞ্চে বিভক্ত এবং ২৪ ফিট্ উচ্চ করা হইয়াছিল। এই বিশাল উপবেশন-মঞ্চটী শ্বেত ও স্বর্ণবর্ণে অনুরঞ্জিত ছিল এবং সবুজাভ বর্ণের বস্ত্রে উপবেশনের স্থান ও পথ মণ্ডিত হইয়াছিল। পটমণ্ডপ দুইটী ইস্লামীয় রীতিতে নির্ম্মিত হইয়াছিল ও রাস্তা দ্বারা সংযুক্ত করা হইয়াছিল। পথের দুই পার্শ্বে ইস্লামীয় রীতিতে নির্ম্মিত স্তম্ভসমূহের উপর গিল্টিকরা সিংহমূর্ত্তিসমূহ ছিল এবং পথটীর উপরে রক্তবর্ণ গালিচা বিস্তৃত করাতে অতীব সুন্দর দেখাইতে ছিল। বস্ত্রাবাসের সিংহাসনদ্বয় অতি চমৎকার কারুকার্য্যভূষিত হইয়াছিল। বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের প্রধান শিল্পী (আর্কিটেক্ট) মিঃ উইটেট্ ইহাদের নির্ম্মাণের ভার পাইয়াছিলেন। সিংহাসন দুইটী ৯ ফিট্ উচ্চ ও তাহাদের কেন্দ্রস্থলে ব্রিটীশ অস্ত্রচিহ্ন অঙ্কিত ছিল। স্বর্ণসূত্রে সুরাটের কারিগর কর্ত্তৃক রচিত বিচিত্র বস্ত্রে উহা মণ্ডিত ছিল। যদিও প্রধান পট্টবাসটী শুধু রাজসংবর্দ্ধনার জন্য বিরচিত হইয়াছিল, তথাপি সুখের বিষয় এই যে বোম্বাইসহরবাসিগণ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে একযোগ হইয়া স্থির করিয়াছিলেন যে এই শুভব্যাপারটী চিরস্মরণীয় করিবার জন্য পট্টবাসটী স্থায়িভাবে নির্ম্মিত হইবে।

এদিকে বেলা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে অসহনীয় গরম পড়িল। বৈকাল বেলা ৩টার সময় কয়েকটী ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড দেখিয়া অবশ্য সকলেই কিছু আশ্বস্ত হইলেন। সাড়ে তিনটার সময় গভর্ণর বন্দরে আসিলেন। ৪টা বাজিবার কিছু পূর্ব্বে বড়লাটবাহাদুর 'মেদিনা' হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বোম্বাইর লাটবাহাদুর এবং প্রাদেশিক উচ্চরাজ-কর্ম্মচারিগণ বন্দরে সম্রাট্-দম্পতীর অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত রহিলেন।

সম্রাটের অবতরণ।

৪টা বাজিতে ১৫ মিনিট বাকি থাকিতে সেই বিশাল জনতার মধ্যে অভিনব ঔৎসুক্য দেখা গেল, কারণ এই সময়েই সম্রাট্-দম্পতীর 'মেদিনা' পরিত্যাগ করিবার কথা।

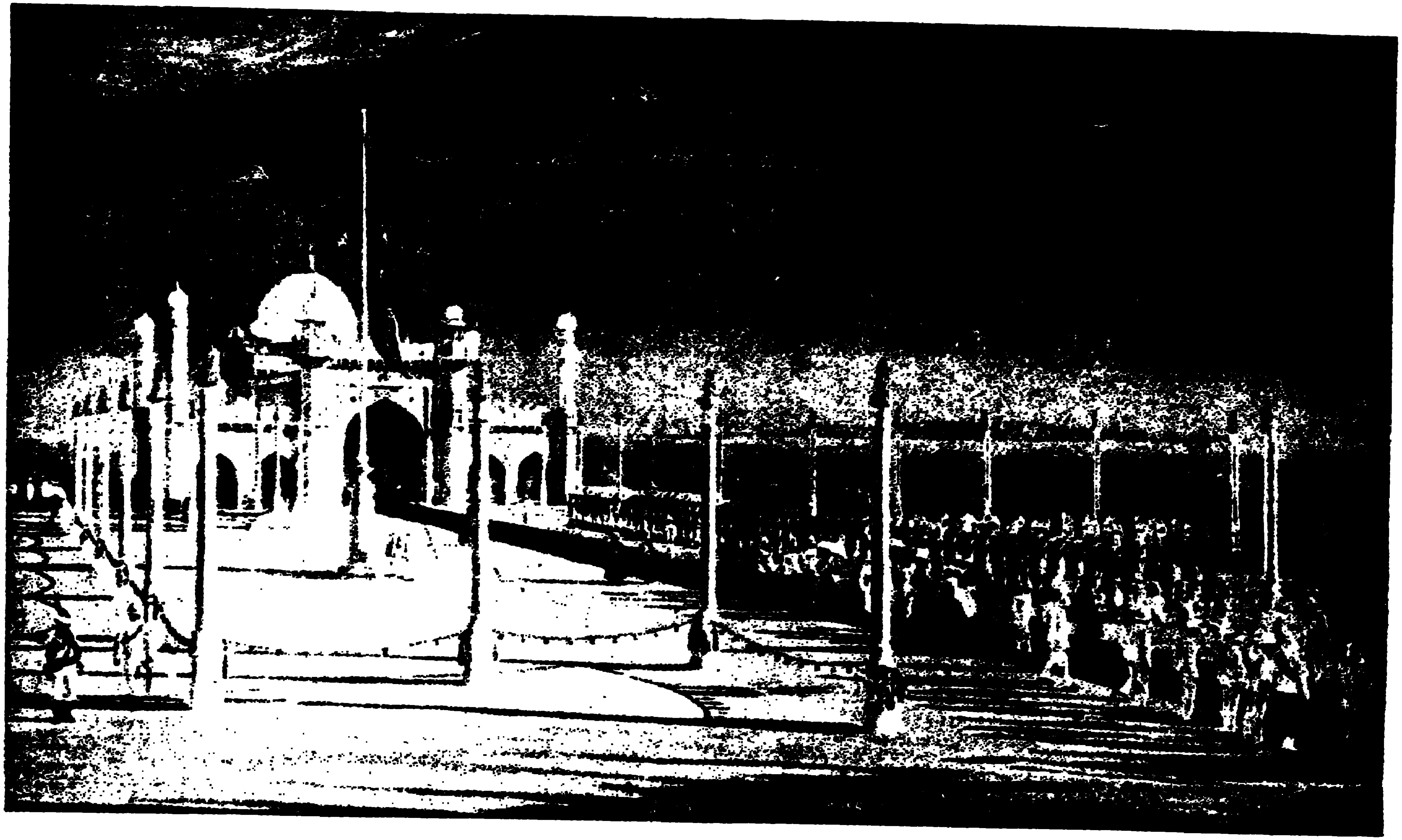

সম্রাট্ দম্পতীর বোম্বাই পদার্প

৪৫ পৃঃ

শীঘ্রই তাঁহাদের সে আশা পূর্ণ হইল। প্রথমে "ডিকেন্স্" হইতে ও তৎপর অন্যান্য রণপোত হইতে ধূম্‌রাশি নির্গত হইল; সঙ্গে সঙ্গে তীরবর্ত্তী দুর্গসমূহ হইতেও তোপধ্বনি হইল। সকলেই তখন বুঝিল, সম্রাট্ আসিতেছেন। কয়েক মিনিট পরে দেখা গেল পিত্তলের কারুকার্য্যভূষিত উজ্জ্বল গাঢ়নীলবর্ণ একটি ক্ষুদ্রতরী সম্মুখভাগে রাজকীয় পতাকা এবং পশ্চাৎভাগে শ্বেতরাজচিহ্ন ধারণ করিয়া সুন্দর স্বচ্ছজলরাশি ভেদ করিতে করিতে দ্রুতবেগে তীরের দিকে আসিতেছে। "মেদিনা" হইতে তীরভূমি পর্য্যন্ত দুইসারি ছোট ছোট বোট অপেক্ষা করিতেছিল। রাজকীয় তরী এই দুইসারি বোটের মধ্য দিয়া যাইবার সময় প্রত্যেক বোট দাঁড় উচু করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই রাজতরীখানি তীরে লাগিল। এইবার সর্ব্বপ্রথম ব্রিটিশ রাজা ভারতে পদার্পণ করিলেন। এদেশের ইতিহাসে ইহা চিরস্মরণীয় ঘটনা। ভারতীয় রাজনৈতিকবিভাগের বিশেষ চিহ্ন শ্বেত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বড়লাটবাহাদুর ও তাঁহার সঙ্গিগণ সিঁড়ির নীচের ধাপে অপেক্ষা করিতেছিলেন। সম্রাট্ই প্রথমে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। সম্রাটের পশ্চাতেই সম্রাট্মহিষী, তৎপরে বড়লাট-বাহাদুর ও পরে অন্যান্য রাজকর্ম্মচারী যাইতে লাগিলেন। সম্রাটের এই সময়কার প্রফুল্ল ও সৌম্যমূর্ত্তিদর্শনে বোধ হইয়াছিল তিনি যেন ভারতে পুনরায় আসিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। সম্রাট্ নৌসেনাধ্যক্ষের উপযোগী শ্বেতপরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন। তাঁহার গাত্রে ভারতনক্ষত্রযুক্ত ফিতা এবং গার্টারের ও ভারত-অর্ডারসংক্রান্ত অপর দুইটী তারকাচিহ্ন ছিল। সম্রাট্মহিষীও গার্টারের ফিতা ধারণ করিয়াছিলেন।

অভ্যর্থনা ও পরিচয়।

বোম্বাইর গভর্ণর এবং প্রধান নৌসেনাপতি তাঁহাদের পত্নীসহ এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান প্রাদেশিক কর্ম্মচারী ও কয়েকজন করদ নৃপতি সর্ব্বোচ্চ সিঁড়িতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইঁহাদের সকলকেই গভর্ণর সম্রাটের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পরেই সম্রাট্ "গার্ড অফ্ অনার্" পরিদর্শন করিলেন। অতঃপর শুভ্রপরিচ্ছদ-পরিহিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সিংহাসননিম্নস্থ উচ্চ মঞ্চসমীপে উপস্থিত হইলেন। রক্তবর্ণ এবং স্বর্ণময় "সূর্য্যমুখী" ও ছত্রের জন্যই সম্রাট্-দম্পতীকে চিনিতে বিলম্ব হয় নাই; নতুবা তাঁহাদিগকে ঠিক করিতে পারা দায় হইত। এখানে, সম্রাট্

ও সম্রাট্‌মহিষী সিংহাসনে বসিলেন। উপবেশন-মঞ্চ হইতে এবং বাহিরের বিশাল জনতা হইতে তখন আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। সম্রাট্ এই বিপুল রাজভক্তির উচ্ছ্বাসদর্শনে প্রীত হইলেন। বড়লাটবাহাদুর এবং অন্যান্য উচ্চরাজকর্ম্মচারী সিংহাসনের দক্ষিণপার্শ্বে এবং গভর্ণর ও সম্রাট্‌মহিষীর সঙ্গীয় মহিলাগণ বামপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। অন্যান্য সকলে পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিলেন। পশ্চাৎদিক পোতসমূহে এবং উজ্জ্বল সমুদ্রজলের শোভায় শোভান্বিত হইয়াছিল।

অতঃপর বোম্বাইর মিউনিসিপ্যাল্ কর্পোরেশনের প্রেসিডেণ্ট সার্ ফিরোজ সা মেটা গভীর সম্মান প্রকাশপূর্ব্বক সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সম্রাটের অনুমতিক্রমে মিউনিসিপ্যালিটীর পক্ষ হইতে অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলেন। এই অভিনন্দন পত্রে সম্রাট্ ভারতবর্ষ পরিদর্শন ব্যাপারে বোম্বাইতে প্রথম পদার্পণ করিয়াছেন এইজন্য গভীর আনন্দ ব্যক্ত হইয়াছিল। বোম্বাই ভারতের প্রথম ইংরেজ-অধিকার এজন্য গৌরবের কথা ছিল, ছয়বৎসর পূর্ব্বে সম্রাট্ যখন যুবরাজ ছিলেন, তখন এইস্থানে আসিয়া তিনি সহৃদয়তা ও প্রীতির বহু পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা উল্লিখিত ছিল, এবং রাজ্ঞীর জীবনের পুণ্য আদর্শ ভারতবাসীর চিরস্মরণীয়, তাহাও কৃতজ্ঞতার সহিত লিখিত হইয়াছিল।

অভিনন্দন।

অভিনন্দন পাঠান্তে সার্ ফিরোজ সা উহা একটী বিচিত্র কারুকার্য্যমণ্ডিত রৌপ্যাধারে নিবদ্ধ করিয়া সম্রাট্‌কে প্রদান করিলেন। রৌপ্যাধারটীর উপরিভাগে বোম্বাই মহানগরীর বিভিন্ন জাতির বিচিত্র চিহ্নসমূহ খোদিত ছিল। উহার নিম্নদেশে পার্সী জাতির চিহ্ন বিরাজিত থাকিয়া এই নগরের সমৃদ্ধির ভিত্তি যে পার্সী জাতির বাণিজ্যদ্বারা গঠিত হইয়াছিল তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছিল।

অতঃপর লেডী মেটা স্বজাতীয় বিচিত্রবর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, সম্রাট্‌মহিষীর সম্মুখে আসিয়া একটী ফুলের তোড়া উপহার দিলেন। মহিষী প্রীতির সহিত উহা গ্রহণ করিলেন। এই সময় মিউনিসিপ্যালিটীর ৭০ জন সদস্য অর্দ্ধচন্দ্রাকার মণ্ডলী রচনা করিয়া সম্রাটের পশ্চাৎভাগে দণ্ডায়মান ছিলেন। সভাপতি সার্ ফিরোজ সা মেটা একে একে তাঁহাদিগকে সম্রাটের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন।

সম্রাট্‌দম্পতীর অভিভাঃ

পৃঃ

সলিমগড়ে সম্রাট্‌দম্পতী প্রবেশ

অতঃপর সম্রাট্ অতি পরিষ্কারস্বরে তদীয় অভিনন্দনের নিম্নলিখিত উত্তর পাঠ করিলেন। "আমি আপনাদের কাছে নূতন নহি, ইহা আপনারা ঠিকই বলিয়াছেন।

উত্তর।

ছয়বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন এই সুন্দর নগরে প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলাম তখন অপরিচিত ছিলাম বটে। কিন্তু সেই সময় আপনারা আমাকে যে আন্তরিক ও সহানুভূতিপূর্ণ সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন তাহা এখনও আমার মনে আছে। যখন প্রথম আমি এই অপূর্ব্বদেশ সমুদ্র হইতে দর্শন করিয়াছিলাম, তখন তীরস্থ খর্জ্জুরতরুপংক্তি যেন সমুদ্রভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইয়াছিল, সেই সৌন্দর্য্যের ছবি এখনও আমাকে মুগ্ধ করিতেছে। ১৯০৫ সনে আপনাদের সংবর্দ্ধনায় বিশেষ প্রীত হইয়া এই বিশালদেশের অন্ততঃ কতকটা দেখিয়া অধিবাসীদের সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলাম। আমি যে জ্ঞানলাভ করিয়াছি তাহাতে এদেশের সকলজাতি ও শ্রেণীর প্রতি আমার প্রীতি, সৌহার্দ্দ্য ও সহানুভূতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূজনীয় পিতৃদেবের শোকাবহ মৃত্যুর পর আমি যখন পৈতৃক সিংহাসন লাভ করিলাম। তখন সর্ব্বপ্রথম আমার প্রিয় ভারতীয় প্রজাদিগকে পুনর্দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগিয়া উঠিল।

আমি যে অদ্য মহিষীসহ আমার সেই ইচ্ছা পূরণ করিতে পারিয়াছি ইহাতে আমি যথেষ্ট আনন্দলাভ করিয়াছি। অনাবৃষ্টিতে এই প্রদেশের অন্নকষ্ট হওয়ার আশঙ্কা হইয়াছিল। সময়মত সুবৃষ্টি হওয়াতে সেই আশঙ্কা নিরাকৃত হইয়া বাসন্তিক শস্যপ্রাচুর্য্যের সম্ভাবনা হইয়াছে। আমাদের এখন আর দুশ্চিন্তার কারণ নাই, এ জন্য কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিতেছি।

বোম্বাই কোন সময়ে এক ব্রিটিশরাজ্ঞীর যৌতুক ছিল, ইহা আপনাদের সুলিখিত অভিনন্দনপত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। হাম্ফ্রে কুক্ দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যেদিন বোম্বাই ইংলণ্ডের শাসনাধীনে আনিয়াছিলেন সেদিন ইহা মৎস্যজীবীদিগের গ্রাম মাত্র ছিল। আপনারা এবং আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ইহাকে ব্রিটিশ রাজমুকুটের মণিস্বরূপ করিয়া তুলিয়াছেন। আমি অদ্য এই নগরের বিচিত্র হর্ম্ম্যরাজি আনন্দের সহিত পুনরায় দর্শন করিতেছি। অপেক্ষাকৃত অনাড়ম্বর অথচ বিশেষ সুফলপ্রদ যে সমস্ত অনুষ্ঠান নিঃশব্দে চলিতেছে, তাহাও আমাকে বিশেষ আশা ও আনন্দ প্রদান করিতেছে।

সর্ব্বোপরি নগরবাসীদিগের শান্তি, সুখ এবং আর্থিকোন্নতিকল্পে অধ্যবসায় ও চেষ্টার বিবিধ চিহ্ন দর্শনে আমি গর্ব্বানুভব করিতেছি। এমন রত্নের ইহাই জ্যোতিঃস্বরূপ হওয়া উচিত।

অদ্য রাজ্ঞীকে ও আমাকে উদারতার সহিত সংবর্দ্ধনা করাতে আমরা অন্তরের সহিত আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আমাদের ভারতসাম্রাজ্যের উপর যেন ভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হয়, এবং প্রজাপুঞ্জ যেন ভগবানের অনুগ্রহে সুখশান্তি ভোগ করে, ইহাই আমরা অন্তরের সহিত প্রার্থনা করি।"

যাঁহারা দরবারগৃহে প্রবেশলাভের অধিকার পাইয়াছিলেন, তাহা ছাড়াও বাহিরের বহুলোক সম্রাটের এই সদয় সম্ভাষণ শুনিতে পাইয়াছিলেন। সকলেই তাঁহার প্রীতি-পূর্ণ কথায় বিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। সম্রাট্‌ও ঘন ঘন অভিবাদন-পূর্ব্বক আনন্দজ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর সম্রাট্‌-দম্পতীর "ল্যাণ্ডো"-গাড়ি সিংহাসনের পশ্চাৎভাগেস্থিত রাস্তার উপরে আনীত হইল। ইহা ছয়ঘোড়ার গাড়ী ছিল এবং ইহার উপর রাজকীয় "ছত্র" ও "সূর্য্যমুখী" বাহিত হইয়াছিল।

শোভাযাত্রা।

সম্রাটের নগর দিয়া গমনের জন্য মিছিল পূর্ব্ব হইতেই রাস্তায় প্রস্তুত ছিল। ইহা এক মাইল ব্যাপক। বড়লাট বাহাদুর, লাটবাহাদুর, সম্রাটের সঙ্গী ও অনুচরগণ, অন্যান্য উচ্চরাজকর্ম্মচারী এবং উচ্চ সৈনিককর্ম্মচারীরা সম্রাটের সহিত চলিলেন। মিছিল ধীরে ধীরে চলাতে, সাত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নির্দ্দিষ্টস্থানে পৌঁছিতে দেড় ঘণ্টারও বেশী সময় লাগিয়াছিল। সম্রাটের ইচ্ছানুসারে নগরের প্রায় প্রত্যেক দ্রষ্টব্যস্থান তাঁহাকে দেখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, এজন্য এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া মিছিল চলিতে লাগিল। এ্যাপোলো বন্দর রোড, এস্‌প্লেনেড্‌ রোড্‌, এবং অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ক্রেসেণ্ট পথ দিয়া সম্রাট্‌ গিয়াছিলেন। পুরাতন দুর্গের খাদের একেবারে দক্ষিণের সীমায়, "ক্রেসেণ্ট" অবস্থিত। সমস্ত রাস্তায় সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান ছিল। নগর সাজাইবার ভার মিঃ উইটেটের উপর পড়িয়াছিল। তিনি অতি উত্তমরূপে নিজকর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন।

রাজ-আগমন উপলক্ষে বোম্বাই সুচারুরূপে সজ্জিত হইয়াছিল। ইহার

ব্যয়ের কতকাংশ সাধারণ এবং কতক বা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বহন করিয়াছিলেন। নগরসজ্জার বিশেষত্ব এই ছিল যে ইহা স্থানগুলির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নষ্ট না করিয়া তাহাদের শ্রী আরও বিশেষভাবে বর্দ্ধিত করিয়াছিল। ভারতীয় প্রথা সর্ব্বথা রক্ষিত হইয়াছিল। এমন কি নগরের বিশেষ বিশেষ স্থান তথাকার বিশেষ বিশেষ অধিবাসীদের পরিচায়ক চিহ্নদ্বারা বিভূষিত হইয়াছিল। সাজসজ্জার প্রথম অংশই বস্ত্রাবাস-সিংহদ্বার। এই সিংহদ্বারটী বেশ উচ্চ ছিল। দীর্ঘ ও সূক্ষ্মাগ্র চূড়াবিশিষ্ট স্তম্ভসমূহের উপর সুবর্ণখচিত গম্বুজগুলি কারুকার্য্যখচিত হইয়া শোভা পাইতেছিল। প্রতি স্তম্ভে পুষ্প-মালিকা ও ভারতীয়-নিদর্শন চিত্রিত পতাকা-মালায় দ্বারটী অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। এই স্তম্ভপংক্তি এস্‌প্লেনেড্-রোডের কোণে আর একটী খিলান পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। সম্রাট্ স্বীয় অনুচরগণ-পরিবৃত হইয়া মৃত সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ডের প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখ দিয়া গমন করিলেন, এবং সেই সময় ভক্তিভরে প্রতিমূর্ত্তিটীকে অভিবাদন করিলেন। সম্রাট্‌মহিষীও এই সময়ে মস্তক অবনত করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিলেন। অতঃপর তাঁহারা সম্রাটের নূতন প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখস্থ "হর্ণবি রোড্" নামক রাস্তা ধরিয়া গমন করিলেন। এই নূতন প্রতিমূর্ত্তিটী "প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ মিউজিয়মের" সম্মুখে স্থাপিত হইয়াছিল। হর্ণবি রোডের দুই ধারের সুন্দর গৃহরাজি এবং অগণিত স্তম্ভোপরি খিলানসমূহ আধুনিক বোম্বাই সহরের অপূর্ব্ব দৃশ্য। এই রাস্তায় সুদীর্ঘ স্তম্ভরাজি সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত নয়নাভিরাম ও প্রকাণ্ড পারসী খিলান পর্য্যন্ত বিস্তারিত ছিল। এই খিলানটী পারসী সমাজের প্রাচীন কালের স্মরণীয় সিংহদ্বার। উহা খোর্শাবাদ নগরস্থ সার্গনের প্রাসাদ সম্মুখস্থ সিংহদ্বারের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই দ্বারের নিম্নভাগে কারুকার্য্যময় পক্ষসমন্বিত আসিরিয় সিংহসমূহ ও ঊর্দ্ধভাগে সূর্য্যমণ্ডলের বহু প্রতিকৃতি অঙ্কিত ছিল।

বোম্বাইএর সাজ-সজ্জা।

"ভিক্টোরিয়া টারমিনস্" (এই স্থানেই মুম্বই—যাহা হইতে বোম্বাই নাম হইয়াছে—দেবীর পুরাতন মন্দির ছিল)। তৎপরে সোজা—"ক্রুক্‌স্যাঙ্ক রোড" দিয়া সম্রাট্ দেশীয় লোকদিগের আবাসভূমির দিকে অগ্রসর হইলেন। এই সময় ক্রুক্‌স্যাঙ্ক রোডের ধারে কতকগুলি বৃক্ষের নিম্নে সহস্র সহস্র স্কুল-বালক একত্র হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতাকা আন্দোলন করিয়া—সম্রাট্-দম্পতীকে

অভ্যর্থনা করিল। "ভেন্দী বাজারের" মুসলমানগণ সুদীর্ঘ স্তম্ভ চতুষ্টয় ধৃত সবুজবর্ণের রেশমী বস্ত্র নির্ম্মিত চন্দ্রাতপের নিম্নে রাজঅতিথিদিগকে বিশেষরূপ অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় করদরাজগণ নগরীর সম্মুখভাগে একটী অতি মনোরম দ্বার নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। সম্রাট্ এইস্থানে "কল্বদেবী রোডে" পড়িলেন। এই রাস্তার ধারে একটী কালীমন্দির আছে। "কল্বদেবীর রোড্" অতিক্রম করিয়া সম্রাট্ "পাইধোনী" নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এক সময়ে এই স্থান দিয়া একটী ক্ষুদ্র নির্ঝর বহিয়া যাইত। পথিশ্রান্ত পথিকগণ তাহাতে পা ধুইয়া ক্লান্তি অপনোদন করিত। উপবেশনান্তে তাহারা পাদধৌত করিত বলিয়াই স্থানটীর নাম "পাইধোনী" হইয়াছে। দলবলসহ সম্রাট্-দম্পতী তৎপরে প্যারেল রোড্ এবং "স্যাণ্ডহার্ষ্ট রোড্" অতিক্রম করিলেন। প্যারেল্ রোডের অগণিত "মিল" দর্শনীয় ব্যাপার বটে। স্যাণ্ডহার্ষ্ট রোডের শেষ সীমায় মোড়ের উপর আটটী নাতিবৃহৎ স্তম্ভ চক্রাকারে পুষ্পমালাদ্বারা সংযুক্ত করা হইয়াছিল। এইরূপ সাজসজ্জা স্যাণ্ডহার্ষ্ট রোড্ হইতে এই উপলক্ষে নির্ম্মিত কার্পাস-নির্ম্মিত নূতন মনোজ্ঞদ্বার ছাড়াইয়াও অনেকদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। উক্ত দ্বার বারহাজার পাউণ্ড ব্যয়ে শুধু কার্পাশের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহা ৩৭ ফিট উচ্চ করা হইয়াছিল এবং দেখিতে খুব জমকালো ছিল। ইহার সন্নিকটে গোয়ার ঔপনিবেশিকগণের জাতীয় চিহ্ন লইয়া মধ্যযুগের প্রথায় দুইটী স্তম্ভ বিরচিত হইয়াছিল। স্যাণ্ডহার্ষ্ট সেতু অতিক্রম করিলেই বৃক্ষরাজিশোভিত "কুইন্স রোড্"। তথা হইতে কোনও কৃত্রিম সাজ-সজ্জার বাহুল্য ছিল না। স্বভাবের সৌন্দর্য্য তথায় অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু রাজকীয় কর্ম্মচারিগণের বিশালগৃহ হইতে বন্দর পর্য্যন্ত আধুনিক য়ুরোপীয় পল্লীর ভিতর দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে তাহা মুসলমান প্রথায় সজ্জিত হইয়াছিল।

নগরবাসিগণের আন্তরিকতা।

সহরের এই বাহিরের অঙ্গরাগ দর্শনীয় হইলেও দেশবাসিগণ বিচিত্র বর্ণের পরিচ্ছদসহকারে যেরূপ মানসিক একাগ্রতা ও উৎসাহে এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন, তাহাই প্রকৃত বর্ণনীয় বিষয়। বিশাল জনতার এইরূপ অদ্ভুত বৈচিত্র্য পাশ্চাত্য জাতির কল্পনাতীত। বোম্বাই-বাসিগণ কোনকালে এমন আন্তরিকতার সহিত কোনও উৎসবে সমবেত হয়

নাই। এমন প্রকৃত সংবর্দ্ধনাও এদেশে কেহ কখনও পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। প্রত্যেক ছাদ, প্রত্যেক অলিন্দ এবং প্রত্যেক গবাক্ষ প্রফুল্লবদন এবং সুন্দর বর্ণের পরিচ্ছদ-পরিহিত ব্যক্তিবর্গে পরিশোভিত হইয়াছিল। রাস্তার মুক্তপ্রাঙ্গণ ও প্রশস্ত পথের প্রায় সকল স্থানেই লোকবৃন্দের দাঁড়াইয়া দেখিবার জন্য স্থান রচিত হইয়াছিল। ভারতবাসীর বিপুল জনতার মধ্যে মধ্যে অল্পসংখ্যক য়ুরোপীয় দর্শকও দৃষ্ট হইতেছিল। রাস্তায় ঘনসন্নিবিষ্ট জনতা ঠেলাঠেলি করিয়া অগ্রে যাইবার চেষ্টা করিতেছিল। বহুপ্রদেশাগত দর্শকমণ্ডলীর এই রাজদর্শন জন্য আগ্রহ বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য। যেন জীবনের একটী প্রধান স্মরণীয় ঘটনায় উপস্থিত হইবার জন্য কতস্থান হইতে কতলোক আসিয়াছিল। ঈপ্সিত রাজদর্শনের জন্য দীর্ঘকাল সেই দারুণ গ্রীষ্ম সহ্য করিয়াও তাহারা যেরূপ ধৈর্য্য ও শৃঙ্খলা সহকারে অপেক্ষা করিতেছিল, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। সহস্র সহস্র স্কুল বালকগণ একত্র হইয়া আনন্দপূর্ণ কলরবে গগন প্রতিধ্বনিত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিশানগুলি আন্দোলন পূর্ব্বক সম্রাট্-দম্পতীকে সংবর্দ্ধনা করিয়াছিল; রাজা ও রাণী এই দৃশ্যে বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। লোকালয়ের কোন কোন স্থানে জনতা নীরব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু সে সকল স্থানেও তাহাদের আনন্দের চিহ্ন তাহাদের হাবভাবে সুস্পষ্ট হইয়াছিল।

প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, এমন সময় সম্রাট্-দম্পতী এ্যাপোলো বন্দরে পৌঁছিলেন। অনুচরবর্গ রাজসংবর্দ্ধনার্থ রচিত গোলাকৃতি মঞ্চে প্রতীক্ষা করিতেছিল। সম্রাট্-দম্পতী ক্যাপ্টেন লজের পরিচালিত 'নর্ফোক রেজিমেণ্টের' সৈন্যদিগকে পরিদর্শন করিয়া জনমণ্ডলীর নমস্কার শিরঃসঞ্চালন পূর্ব্বক ঘন ঘন গ্রহণ করিয়া "মেদিনাতে" প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহারা ছোট নৌকায় উঠিবার সময় দুর্গসমূহ হইতে পুনরায় সম্মানসূচক তোপধ্বনি হইল।

সন্ধ্যাবেলায় মেদিনার ডেকের উপরে ভোজের ব্যবস্থা হইল। তাহাতে বড়লাট বাহাদুর ও নৌসেনাধ্যক্ষ মহোদয়প্রমুখ অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিরা আহূত হইয়াছিলেন।

সন্ধ্যা সমাগতা। সমস্তদিন রাজদম্পতীর গতিবিধির দিকেই লোকের লক্ষ্য ছিল। বোম্বাই সহরের সৌধরাজি এবার সূর্য্যাস্তের পরই আলোক-মালায় সজ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভাধারণ পূর্ব্বক সকলের দর্শনীয়

হইয়া উঠিল। বড় বড় রাস্তাগুলি তাড়িতালোকে আলোকিত হইলেও অধিকাংশস্থলে ভারতবর্ষের চিরপুরাতন ও সুন্দর প্রদীপের আলোই সারি সারি জ্বলিতে লাগিল। পৃথিবীতে এখন স্নিগ্ধ নয়নাভিরাম আলোকমালা আর কোথায়ও দেখা যায় না। বন্দরের জাহাজগুলিও সুন্দর আলোকহার পরিয়া জ্যোতিষ্মান্ হইয়াছিল। সমুদ্রের তীরে নগরের এই সময়ের নৈশ সৌন্দর্য্য বস্তুতঃ অপূর্ব্বভাব ধারণ করিয়াছিল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জনমণ্ডলী রাজপথে বিচরণ করিতেছিল, এবং সম্রাটের আগমনরূপ অভাবনীয় ব্যাপার সত্যই ঘটিয়াছে এই আনন্দের কথা লইয়া আলোচনা করিতেছিল।

আলোকমালা।

সেদিন সম্রাটের নিকট রাজভক্তিজ্ঞাপক অনেক তারের সংবাদ আসিয়াছিল। তন্মধ্যে একটী মান্দ্রাজের লাট, একটী "অল্ ইণ্ডিয়া মোস্‌লেমলিগ, এবং একটী পারসী জননায়ক দাদাভাই নৌরজী হইতে আসিয়াছিল। দাদাভাই নৌরজী জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, "আমি সম্রাট্ চতুর্থ জর্জ্জের রাজত্বের মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আজ ৮৬ বৎসর পরে পঞ্চম জর্জ্জ ও তদীয় পত্নীর সংবর্দ্ধনা জানাইয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিতেছি।" সম্রাট্ ইহার যথাযোগ্য উত্তর দিয়াছিলেন।

তার-সংবাদ।

সম্রাট্-দম্পতী ক্রুজার সুরক্ষিত মেদিনাতে রাত্রি কাটাইলেন। পরদিন রবিবার। সম্রাট্ ও সম্রাট্‌মহিষী অন্যান্য কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া ধর্ম্মকার্য্যে অতিবাহিত করিলেন। প্রাতেই তাঁহারা উপাসনায় যোগদান করিলেন। বেলা ১টা ১৫ মিনিটের সময় তীরে অবতরণ করিয়া লাটভবনে উপস্থিত হইলেন ও লাট ক্লার্ক ও তদীয় পত্নীর সহিত জলযোগ করিলেন। গভর্ণমেণ্ট হাউসের দিকে মোটরে যাইবার সময় মেজর জেনারাল সার ষ্টুয়ার্ট বিট্‌সন্ তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। জলযোগের পরক্ষণেই তাঁহারা জাহাজে প্রত্যাগমন করিলেন। অপরাহ্ণ পাঁচটার পূর্ব্বে সম্রাট্-দম্পতী "ক্যাথেড্র্যাল্ চার্চ্চে" উপাসনা করিবার জন্য পুনরায় তীরে অবতরণ করিয়াছিলেন। লর্ড বিশপ উপাসনার পর, ভারতবাসীর প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য কি, এ সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। উপাসনাদি সমাধা হইলে সাড়ে ছয়টার সময় তরীতে আরোহণ করিয়া "মেদিনাতে" গেলেন। রওনা হইবার সময়ই প্রথমত সম্মানসূচক

রবিবার।

তোপধ্বনি হইল। সন্ধ্যাকালে বোম্বাইর লাট বাহাদুর ক্লার্ক মহোদয় ও তদীয় পত্নী সম্রাটের সহিত সেদিনাতে আহার করিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে হিজ হাইনেস্ আগাখান এবং বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। সেই দিন রাত্রেই বড়লাট বাহাদুর রাত্রি ১১টার সময় স্পেশাল ট্রেণে দিল্লীযাত্রা করিলেন। আর একটী ট্রেণে রাজানুচরবর্গের কেহ কেহ দিল্লীতে পৌঁছিলেন।

তৎপরদিবস সম্রাট্ ও সম্রাট্মহিষী প্রাতে সাড়ে নয়টার সময় তীরে অবতরণ করিলেন। বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক বিভাগের সেক্রেটারি মহাশয় সংবর্দ্ধনার জন্য পূর্ব্ব হইতেই বন্দরে উপস্থিত ছিলেন। ১২৭ সংখ্যক বেলুচীগণ রাজদেহরক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। সম্রাট্-দম্পতী এস্প্লেনেড রোড দিয়া পুরাতন বোম্বাই প্রদর্শনীর অভিমুখে চলিলেন। প্রদর্শনীটী সার্ জর্জ্জ ক্লার্ক মহোদয় অল্প কয়েকদিন হইল খুলিয়াছিলেন এবং ইহাতে পুরাতন কেল্লার অংশবিশেষ ও ভারতীয় কলাবিদ্যা ও কারুকার্য্যের যথেষ্ট নিদর্শন সংগৃহীত ছিল। এই স্থানে বৃত্তাকৃতি প্রকাণ্ড উপবেশনমঞ্চে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ২৬ হাজার স্কুলবালক বিচিত্র পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া সম্রাট্দম্পতীকে দর্শন করিবার জন্য একত্র হইয়াছিল। বিরাট্ আনন্দধ্বনিদ্বারা সম্রাট্-দম্পতী সংবর্দ্ধিত হইলেন। এই মহাশব্দে জাতীয় সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা একেবারে ডুবিয়া গেল। এদিকে বালকগণ অসংখ্য নীলবর্ণপতাকা উড়াইতে লাগিল। সেই আন্দোলিত পতাকারাজি মন্দানিল-চালিত কুসুমরাজির ন্যায় দেখাইতে লাগিল। সম্রাট্-দম্পতী গাড়ী হইতে নামিলে, লাটমহোদয়, প্রধান বিচারপতি, সার ফিরোজ সা মেটা প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে সংবর্দ্ধনা করিয়া প্রধান মঞ্চের উপর লইয়া গেলেন। সেখানে তাঁহারা সকলেরই ভালরূপে দৃষ্টিগোচর হইলেন।

সংবর্দ্ধনা।

এই সময়ে বিভিন্ন জাতীয় বালকবৃন্দ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল; এবং ইংরেজি, গুজরাটী, মারাঠী ও উর্দ্দু, এই কয়েকভাষায় জাতীয় সঙ্গীত গাইতে লাগিল। প্রথমোক্ত তিনপ্রকারের সঙ্গীতে ইংরেজী-স্বর যোজিত হইয়াছিল, কিন্তু উর্দ্দু গানটী দেশীয়সুরেই গীত হইয়াছিল। অতঃপর গুজরাটী সমাজের দুইশত ত্রিশজন বালিকা নৃত্য করিয়া তাহাদের

ধর্ম্মসঙ্গীত গাইতে লাগিল। তিনটি বৃত্তাকার কেন্দ্রের দিকে তাহারা বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীসহকারে হাতে তালি দিতে দিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া নাচিতে লাগিল।

অতঃপর সম্রাট্-দম্পতী মঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া পুরাতন বোম্বাই প্রদর্শনী দেখিতে গেলেন। সেখানে ১৭৬২ খৃঃ অব্দের সপ্তদ্বীপ বোম্বাই ও আধুনিক বোম্বাই—উভয়েরই প্রতিকৃতি দেখিয়া পরম সন্তোষলাভ করিলেন।

বেলা ১১টার সময় সম্রাট্-দম্পতী জাহাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তৎপরদিন রাত্রি বিশ্রামসুখ উপভোগ করিলেন। এই সময়ের ভিতর রাজকার্য্যও কতক শেষ করিলেন। দিল্লীর গুরুতর কার্য্যাবলীতে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে একটু বিশ্রামভোগ করার দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। এই দিন সন্ধ্যাকালে সর্ব্বসাধারণের আনন্দবর্দ্ধনার্থ "ব্যাক্‌বে"তে বাজি পোড়ান হইল। ইহা দেখিবার জন্য সমুদ্রের সমগ্রতীর ব্যাপিয়া লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। তিনটী স্থান হইতে বাজি পোড়ান হইয়াছিল। তীর হইতে দেখাইতেছিল যেন সমুদ্রগর্ভ হইতে নানারূপ অদ্ভুতকাণ্ড সংঘটিত হইতেছে। ৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যাকালে সম্রাট্ ও সম্রাট্‌মহিষী অষ্টম শতাব্দীর "এলিফ্যাণ্টা" দ্বীপস্থ গুহামন্দিরসমূহ দেখিতে গমন করিয়াছিলেন। রাত্রি ১০টা ১৫ মিনিটের সময় দিল্লী রওনা হইবার জন্য তাঁহারা তীরে নামিলেন। এ্যাপোলো বন্দরে অল্প সময়ের জন্য বিলম্ব করিলেন; এইখানে রাজদম্পতী তাঁহাদের নামাঙ্কিত প্রতিকৃতি বিশিষ্টব্যক্তিগণের মধ্যে বিতরণ করিলেন। অতঃপর দলবলসহ "ভিক্টোরিয়া টারমিনাস্" ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে ২৬নং অশ্বারোহী দল পূর্ব্বের ন্যায় দেহরক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। জনমণ্ডলী সম্রাট্-দম্পতীর বিদায় দেওয়া উপলক্ষে তাঁহাদিগের দর্শন পাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহপ্রকাশ করিয়াছিল।

বিদায়।

রেলষ্টেসন পীত ও শ্বেতবর্ণে সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছিল। রেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ এবং প্রাদেশিক সমস্ত উচ্চরাজকর্ম্মচারীই সম্রাট্-দম্পতীর বিদায়-সংবর্দ্ধনা উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে—লাটমহোদয় ও তৎপত্নী, প্রধান বিচারপতি, লর্ডবিশপ, বোম্বাইএর সেরিফ, লাটসভার সদস্য প্রভৃতি ব্যক্তিগণ উল্লেখযোগ্য। রাত্রি ১০টা ৪৫ মিনিটে গাড়ী ছাড়িল।

বোম্বাইএর সংবর্দ্ধনা প্রকৃতই গৌরবজনক ব্যাপার। দিল্লী ও কলিকাতার

বিরাট্ আনন্দোৎসবের পূর্ব্বাভাষ বোম্বাই সহরই প্রথম অভিনয় করিয়া দেখাইয়াছে। এই সর্ব্বজনীন রাজভক্তিতে যে আন্তরিকতা ছিল তাহা সম্রাট্‌কে বিশেষরূপ মুগ্ধ করিয়াছিল। যাহাদের ভাগ্যে রাজদর্শন ঘটিয়াছিল, তাহারা পল্লীনিবাসে ফিরিয়া গেলে তাহাদিগকে সকলে পবিত্র মনে করিল। এই উপলক্ষে বোম্বাই নগরের সমস্ত বন্দোবস্তই অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। এইজন্য লাট মহোদয়, মিউনিসিপ্যাল্ সদস্য মিঃ ক্যাডেল্, এবং পুলিসের নেতা মিঃ এডোয়ার্ডস্‌এর নাম বিশেষরূপে উল্লেখ-যোগ্য। ইঁহারাই এই মহাব্যাপার এরূপ সুখপ্রদ করিয়া তুলিয়াছিলেন। যেখানে এরূপ প্রকাণ্ড ভিড় সেখানে পুলিশ ও এ্যাম্বুলেন্স ব্রিগেড্ অত্যাচার ও আকস্মিক বিপদ হইতে লোকরক্ষা করিবার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু এই অভিনব উৎসবে তাহারা প্রায় চিত্রার্পিত পুত্তলীর মতই দাঁড়াইয়া ছিলেন। রাজ-আগমনে সহসা যেন পাপ ও অত্যাচার বোম্বাই হইতে অন্তর্হিত হইল; সম্রাট্-দম্পতীর পুণ্যপ্রভাবে কোথাও বিপদ্ বা অত্যাচার হইল না। কেবল আনন্দময় উৎসবে এই বিরাটকার্য্য সমাহিত হইল।

সম্রাট্-দম্পতী বরদা ও রাটলামের পথে গমন করিলেন। তাঁহারা মুকুন্দোয়ারের অপূর্ব্ব গিরিপথের দৃশ্য দেখিয়া চলিলেন। তাঁহাদের পথে জয়পুরের বিশাল পাহাড়শ্রেণী রহিল। মথুরা হইয়া তাঁহারা দিল্লী চলিলেন। এই গিরিপথে গাড়ী অতি সাবধানতার সহিত ধীরে ধীরে অতিক্রম করিয়া চলিল, এইজন্য বোম্বাইএর লাটমহোদয় কিছু পরে রওনা হইয়াও সম্রাটের অগ্রেই দিল্লীতে পৌঁছিয়াছিলেন।

দিল্লী অভিমুখে।

লেফ্‌টেনেণ্ট-কর্ণেল এ, ডি, জি, শেলির উপর সম্রাটের ট্রেণ সাজাইবার ও পরিচালনার ভার ছিল। ট্রেণটী অতি সুন্দররূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাতে দশখানি গাড়ি সংযোজিত ছিল; তাহার দৈর্ঘ্য ৬৯৯ ফিট্ এবং ওজন ৪২৭ টন। যুবরাজরূপেও সম্রাট্ একবার এই গাড়ীতেই যাতায়াত করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন উহা সম্পূর্ণ নূতনভাবে গঠিত হইয়াছিল। গাড়ীগুলিতে শ্বেতবর্ণের উপর সোণার রেখা ছিল। সম্রাট্ ও সম্রাট্‌মহিষীর জন্য তিন তিনটী করিয়া ছয়টী কামরা নির্ম্মিত হইয়াছিল। সম্রাটের কামরার আসবাব সবুজাভ কালো মরক্কোমণ্ডিত ছিল ও সম্রাট্‌মহিষীর আসবাব সবুজ রেশমে

পরিশোভিত করা হইয়াছিল, বিলাস ও সুখের আদর্শে সেগুলি নির্ম্মিত হয় নাই। রাজদম্পতীর রুচির সারল্য তাহাতে দেদীপ্যমান ছিল।

এই দিল্লীগমন ব্যাপারে ব্রিটিশশাসনে এদেশের উন্নতি সূচিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে যখন তাঁহারা এই দেশে আসিয়াছিলেন তখন এই রেল লাইন প্রস্তুত হয় নাই। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যে পথ অতিবাহিত করিতে বহু সপ্তাহ অতিবাহিত হইত ও যাহা দস্যুগণের অত্যাচারে বিপজ্জনক ছিল,—এখন তাহা অতিক্রম করিতে একদিনের কিছু বেশী সময় লাগিয়াছিল।

দিল্লী।

প্রাচীনকালে যে সকল রাজকীয় উৎসব হইয়া গিয়াছে, তাহাদের ভাব যথাসাধ্য জাগাইতে পারিলে বর্ত্তমান উৎসবগুলি পূর্ণতালাভ করে। প্রাচীন ভাবের সঙ্গে যোগ রাখিয়া এই ভাবের উৎসবগুলিকে সার্থকতা দান করা ভারতবর্ষের চিরাগত রীতি।

যে দিল্লীর প্রাচীনতম ইতিহাস গঙ্গার উৎপত্তিস্থলের ন্যায় অদৃশ্য এবং যে দিল্লীতে একদা এদেশের প্রাচীনতম দৃশ্যাবলী উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, সম্রাটের এতদ্দেশে আসিবার সম্ভাবনা হইতে সেই দিল্লীর নাম সকলের ওষ্ঠাগ্রে বিরাজ করিতে লাগিল। প্রায় তিনসহস্র বর্ষ যাবৎ দিল্লী কত সাম্রাজ্যের উত্থানপতন দর্শন করিয়াছে। এই নগরীতেই একবার ব্রিটিশ জাতি ভারত সাম্রাজ্য হারাইয়া পুনঃপ্রাপ্ত হ'ন, দিল্লীতেই ভারতীয় নৃপতিসমাজ সমবেত হইয়া ব্রিটিশরাজমুকুটের নিকট ভক্তি-বিনম্র হৃদয়ে বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

দিল্লীর গৌরব।

ভারতসম্রাট্ স্বয়ং বলিয়াছেন, "দিল্লীর প্রাচীন ইতিহাস এই নগরীকে সকলের চক্ষে অপূর্ব্ব মহিমা-মণ্ডিত করিয়াছে।" ভারতের প্রত্যেক যুগ এই নগরীর প্রভাব-চিহ্নিত। কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই দিল্লীকে ভারতসাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্বরূপ গণ্য করিয়া থাকেন, ইহা চিরকাল বিরাট্ ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্বরূপ বিরাজ করিবে। একজন প্রাচীন ঐতিহাসিক বলিয়াছিলেন যে, দিল্লী ভারতদেহের প্রাণস্বরূপ এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রদেশসমূহ সেই দেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ন্যায়।

দরবারের পক্ষে কেহ কেহ আগ্রা অথবা কলিকাতা প্রশস্ত মনে করিয়াছিলেন। আগ্রার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও নানাপ্রকার সুবিধা, এবং আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্র—ব্রিটিশশাসনে নবশ্রীসম্পন্ন—কলিকাতা সম্বন্ধে অনেকে পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু এই মহানগরীদ্বয়ের কোনটিই কুরুক্ষেত্র ও ইন্দ্রপ্রস্থের, নারায়ণ ও পাণিপথের চিরস্মরণীয় এবং আবহমান কালপ্রসিদ্ধ ইতিহাসের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। ভারতে অন্যান্য প্রাচীন মহানগরীর কোন কোনটি এখনও লুপ্তগৌরব হইয়া কোন-প্রকারে বিদ্যমান রহিয়াছে, কিংবা অসীম কাল মহাসাগরে বুদ্বুদের মত মিলাইয়া

গিয়াছে। পুরাতন তক্ষশীলা একবারে লুপ্ত হইয়াছে, বিজয়নগরের অস্তিত্ব শুধু ইতিহাসে বর্ত্তমান, ফতেপুরসিক্রি প্রাণহীন দেহে পরিণত হইয়াছে। ভূধরাশ্রিত পবিত্র মহানগর রোমের ন্যায় দিল্লী কালচক্রের ঘোর পরিবর্ত্তনের মধ্যে এখনও প্রাণধারণ করিয়া আছে। এই নগরীর ইতিহাস ভারতবর্ষের ইতিহাসের সঙ্গে অবিছিন্নভাবে জড়িত। ইহার ভূমি প্রাচীনতর যুগের "শস্যের তুষে" পূর্ণ বলিয়া অবজ্ঞার সামগ্রী নহে। "পথিভ্রান্ত নৈশপথিক অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রস্তরমধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিবার সময় এখনও সৈন্যদলের প্রেতাত্মাদের বিজয় চীৎকার এমন কি তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রের ঝনৎকার, এবং অশ্বরাজির হ্রেষারব শুনিয়া থাকে।" এরূপ কিংবদন্তী সত্ত্বেও দিল্লী প্রেতপুরীতে পরিণত হয় নাই। বহুশতাব্দীযাবৎ এই ঘটনাপ্রবাহ দ্বন্দ্ব-কোলাহলপূর্ণ। কিন্তু দিল্লীর একটা গৌরবের দিক্ আছে। প্রাচীনতর যুগের যবনিকা উদ্‌ঘাটন করিলে সেই দিক্‌টা উজ্জ্বল হয়; নব নব সভ্যতার স্রোতঃ এই মহাকেন্দ্র হইতে সমস্ত ভারতে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার অতীত স্মৃতি চিরকাল পবিত্র ও গৌরবময়। এই নগরী চির-ঐশ্বর্য্য ও উন্মাদনাময়, সমস্ত ভারতের রক্ত এই কেন্দ্র হইতে উৎসারিত। এমন স্থান ছাড়িয়া ভারতসম্রাট্ কোথা হইতে আবার তাঁহার প্রজাপুঞ্জকে দেখা দিবেন?

ইংরেজদিগের চক্ষেও কি দিল্লী পবিত্র নহে? তাঁহাদিগের নিকট "এরূপ করুণাস্মৃতিজড়িত গৌরবময় নগরী সাম্রাজ্যে আর দ্বিতীয় নাই।" ইহার রাজপথ দিয়া লেক্ একদিন বিজয়গৌরবে অশ্বারোহণে গমন করিয়াছিলেন। ইহার সিংহদ্বার সম্মুখে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল; ইহার প্রাচীরসমূহ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 'সম্রাজ্ঞী' উপাধিগ্রহণকালীন ঘোষণা-উপলক্ষে কামানের বজ্রধ্বনিতে ধ্বনিত হইয়াছিল। এই মহানগরী সমগ্রভারতের "প্রথম ব্রিটিশসম্রাটের সিংহাসনাধিরোহণ-উপলক্ষে কামানের গম্ভীরমন্দ্র শ্রবণ করিয়াছিল।" নবসম্রাট্ যে এই নগরীতে পদার্পণ করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কথা কি?

ভারতের এই পুরাতন রাজধানীকে দরবারের জন্য সম্রাট্ স্বয়ং নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। ভারতের যাহা কিছু শুভ ও হিতকর সম্রাট্ তৎসমুদয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হইতে ইচ্ছুক ছিলেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কারগুলির প্রতিও তিনি শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন। যুবরাজরূপে ভারত-পরিদর্শন করিয়া সম্রাট্ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনানন্তর বলিয়াছিলেন, "আমরা

ভারতের যাহা কিছু দেখিয়াছি, তাহাতেই এইদেশ আমাদের অনুরাগের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা ভারতসম্বন্ধে আরও অধিক তথ্য জানিতে চাই,—জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে এই দেশবাসী সকলের সঙ্গে আমাদের প্রীতি ও অনুরাগ আরও বদ্ধমূল হয় এবং ইহাঁদের সর্ব্বপ্রকার হিতানুষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের সংযোগ হয় ইহাই আমার ঐকান্তিক বাসনা।" এই দিল্লীই ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের জাতীয় ইতিহাসের কেন্দ্রস্বরূপ এবং দেহে যেরূপ মর্ম্মস্থান,—সমস্ত ভারতবর্ষের পক্ষে দিল্লীও তাহাই—এইজন্য স্বভাবতই তাঁহার দিল্লীতে দরবার করিবার সংকল্প হইয়াছিল। দিল্লী যখন ভারতের রাজধানী ছিল, তখন তাহাতে বিংশতিলক্ষ লোক বাস করিত, এরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য এখন এই নগরের সেরূপ কোন গৌরব নাই। ইহা এখন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সামান্য গৃহ ও দুর্গন্ধপূর্ণ গলিতে পরিপূর্ণ। ইহার চতুর্দ্দিকে বহুক্রোশব্যাপক ধ্বংসচিহ্ন এবং সম্রাট্‌গণের সমাধি। বর্ত্তমান কালে আড়াই শত বর্ষের অধিক পূর্ব্বের গৃহাদি ইহাতে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহার বহির্ভাগে ক্ষুদ্র শ্বেতাঙ্গপল্লী। মোগলরাজত্বের শেষকালে দিল্লীর বহিঃপ্রাচীরের সন্নিকটে এমন কি অন্তর্ভাগেও ইহার নামে মাত্র রাজগণের অর্থগৃধ্নুতায় সর্ব্বদা যুদ্ধবিপ্লব ঘটায় দিল্লীর স্বাভাবিক উন্নতির পথে বিশেষ বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। অবশেষে ইংরাজশাসনের সময় ইহার গর্ব্ব আরও খর্ব্ব হয়, পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরের নীচে ইহার আসন প্রদান করা হয়। ক্রমে ইহা দ্বিতীয় শ্রেণীর সামান্য নগরে পরিণত হইয়া যথাসম্ভব অল্পব্যয়ে শাসিত হইতে লাগিল। এমন একদিন ছিল যখন দিল্লীবাসী রাজপ্রাসাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে সম্রাট্‌কে দিবসে একবার দর্শন না করিয়া আহার্য্য স্পর্শ করিতেন না। সাজাহানের ন্যায় সম্রাট্‌গণ শুধু প্রজাদিগের এই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য প্রত্যহ ঝরোকা হইতে একবার দর্শন দিতেন। আজ আর দিল্লীর সে সুদিন নাই, কারণ ইহা আর ভারতসাম্রাজ্যের কেন্দ্র নহে। এখন স্বল্পসংখ্যক রাজকর্ম্মচারী ও নিতান্ত অল্প কয়েকদল দুর্গস্থিত সৈন্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের শাসন প্রচার করিতেছে। সত্য বটে কদাচিৎ রাজপ্রতিনিধি কিংবা ছোটলাট বাহাদুর পরিদর্শনার্থে দিল্লীতে পদার্পণ করেন, কিন্তু পুরাতন ঐশ্বর্য্যের স্বপ্ন এখন একবারে চলিয়া গিয়াছে। এই সকল ব্যাপারের মধ্যে দিল্লীর সেই প্রাচীন সমৃদ্ধির কিছু চিহ্ন যে এখনও থাকিতে পারে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয়। কিন্তু সেই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দিল্লীর

নয়নাভিরাম রাজপ্রাসাদটি এখনও বর্ত্তমান আছে, প্রাসাদগাত্রে খোদিত লিপি উহাকে মর্ত্ত্যের স্বর্গ বলিয়া আজও ঘোষণা করিতেছে। সেই প্রাচীন মস্‌জিদটি "মহম্মদের" উপস্থিতির সুখস্বপ্ন আজও বক্ষে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছে।

১৯১১ সনের দিল্লী অন্যান্য প্রাচ্যনগরীর ন্যায় পরস্পরবিরোধী দৃশ্য-পূর্ণ। একদিকে অপরিমিত ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন, অন্যদিকে দারিদ্র্যের কঙ্কালসার। একদিকে রাজমুকুট, অন্যদিকে দরিদ্রের জীর্ণকন্থা। আধুনিক দিল্লী বহুরাজ্যের শ্মশান, অথচ লোকপূর্ণ। বাতান্দোলিত শস্যসমুদ্র ইহার প্রাচীর পর্য্যন্ত আসিয়াছে, এমনকি ভিতরেও প্রবেশ করিয়াছে। পুরাতন মৃত্তিকা গৃহগুলি এমনই জীর্ণ হইয়াছে যে মনে হয় এগুলি বর্ষা আসিলেই ধসিয়া পড়িবে। অপরদিকে, এই নগরের মাঝে মাঝে বৈদ্যুতিক ট্রাম লাইন, চলন্ত মিল সমুহ এবং কলকারখানা প্রভৃতি আধুনিক জীবনোপযোগী যাহা আবশ্যক তাহা সমস্তই আছে। হিন্দুস্থানের উর্ব্বরতম অংশে বহুবৎসর সুখশান্তি ভোগ করায় দিল্লীর জনসংখ্যা একদা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৯১১ সনের আদমসুমারিতে দেখা গিয়াছে, এখানকার লোকসংখ্যা দুই লক্ষ তেত্রিশসহস্র, অর্থাৎ ইহা ভারতবর্ষের মহানগরী সমুহের মধ্যে সপ্তম স্থান অধিকার করিয়াছে। এই সঙ্গে দিল্লীর ব্যবসায়িশ্রেণীর উত্থান এবং রেলওয়ের বিস্তৃতি হেতু (দিল্লী হইতে রেলওয়েতে কলিকাতা, করাচী, পেশোয়ার ও বোম্বাই সমদূর) স্থানীয় ব্যবসায় ও বাণিজ্যের এমন উন্নতি হইয়াছে যে ইহা এখন সমস্ত উত্তরভারতের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইবার লক্ষণ দেখাইতেছে। ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে এই নগরের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে মিউনিসিপালিটির আয় কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। এই স্থানের প্রত্যেক অংশেই জনসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, অথচ উপযুক্ত স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা কিছুতেই হইয়া উঠিতেছে না। রাজপথগুলি অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং যাতায়াতের অসুবিধা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। মনে হয় দিল্লী যেন তাহার প্রাচীন দৈনন্দিন জীবনের উপকরণ ছাড়া হঠাৎ এতটা শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত ছিল না!

সম্রাট্ যদি কলিকাতা কিংবা বোম্বাইতে দরবার করিতে মনস্থ করিতেন, তবে উৎসবের মুখ্য ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুরই ব্যবস্থার জন্য ভাবিতে হইত না, কারণ এই মহানগরীদ্বয়ের ঐশ্বর্য্য ইউরোপীয় মহানগরী সমুহের অনুরূপ।

যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা এই দুই নগরীতে অনায়াসে সংগৃহীত হইতে পারিত। কিন্তু দিল্লীর অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। অতি সাধারণ দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিষ ভিন্ন অপর কিছু এখানে পাইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং সম্রাট্ ও তদুপলক্ষে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির দিল্লীতে আগমন হইলে উপযুক্ত সংবর্দ্ধনা করা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার মনে হইয়াছিল। নগরীতে লোকসংখ্যা অধিক হওয়াতে এখানে আর স্থান সংকুলান হয় না। এদিকে এমন একটিও রাজপথ নাই, যাহার ফুটপাথ আছে। সুতরাং আধুনিক মহানগরীগুলির যাতায়াতের সুবিধার কোন উপায় এখানে বর্ত্তমান নাই। দিল্লী ও তাহার আশে পাশে খুঁজিলে ১২টি মটরকারও পাওয়া যাইবেনা এবং ৩০ জনের গৃহেও টেলিফোঁ আছে কিনা সন্দেহ। সম্রাট্ ও সম্রাট্মহিষীর বাসের উপযুক্ত একটি সৌধও এখানে নাই। মোগলসম্রাট্দিগের অতুল-সমৃদ্ধিজ্ঞাপক রাজপ্রাসাদও অবহেলাহেতু এবং কালবশে অস্বাস্থ্যকর ও বাসের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। যুবরাজদম্পতী প্রথমবার এখানে আসিয়া 'সারকিট'-গৃহে ছিলেন। অতি সামান্য কালের জন্য তাহা কোনরূপে তাঁহাদের আবাসযোগ্য করিয়া লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু এইরূপ বৃহৎব্যাপারে সারকিটহাউস রাজদম্পতীর বাসস্থান কিরূপে হইতে পারে?

দিল্লীর অসুবিধা।

দরবার উপলক্ষে দিল্লীমহানগরীর রাজপথসমূহ নূতনভাবে প্রশস্ত করিয়া নির্ম্মিত করা হইয়াছিল। কুটিল ও বক্রপথগুলি সহজ ও সুন্দর করা হইয়াছিল, ভাঙ্গা বাড়ীগুলি সম্মুখ হইতে অপসৃত করিয়া প্রধান প্রধান স্থানগুলিকে নবশ্রী প্রদান করিতে চেষ্টা হইয়াছিল। এইরূপ অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার সম্পাদন করিবার জন্য বহুবিধ চেষ্টা চলিয়াছিল, কিন্তু এই সমস্ত কার্য্যই যে খুব সুন্দর হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না; কারণ নগরের বাহ্যদৃশ্যের আমূল পরিবর্ত্তন অকস্মাৎ সাধন করা যায় না। কিন্তু তথাপি বলিতে হইবে যে ১৯১১ সনের দিল্লীর সঙ্গে এগার মাস পূর্ব্বের দিল্লীর তুলনাই হইতে পারে না। ইহার রাজপথসমূহের কদর্য্যতা লুপ্ত হইয়াছিল এবং অনেক স্থলে সেগুলি পুনরায় সুন্দররূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল। চূণকাম করাতে শ্বেতবর্ণ গৃহগুলিকে আর চেনা যাইতেছিল না। নগরীর বহুবৎসরের যাহা কিছু বিসদৃশ ছিল, সমস্তই যেন যাদুমন্ত্রে কোথায় অপসৃত হইল। ভারতের নগরগুলির রাজকীয় সাহায্য ব্যতীত কোন কালে

উন্নতিলাভ হইতে প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রজাবর্গের ব্যক্তিগত অযাচিত যথেষ্ট সাহায্য বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। প্রজাবর্গ সম্রাটের সম্মাননাহেতু বহু অর্থব্যয় করিয়া নগরের শ্রী একরূপ ফিরাইয়া দিয়াছিলেন।

যাঁহারা সভ্যতার ক্রোড়ে পালিত আধুনিক নগরগুলিতে বাস করিয়া থাকেন এবং দরবারের সময়ে মাত্র দিল্লী দেখিয়াছেন, তাঁহারা পুরাতন দিল্লীকে নূতন করিয়া গঠন করিতে যে কি বিপুল উদ্যমে কার্য্য করিতে হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিবেন না। প্রত্যেক বিষয়ই বহু পূর্ব্ব হইতে সুচিন্তিত হইয়াছিল। যন্ত্রাদি সমস্তই বিলাত হইতে আনিতে হইয়াছিল। পথনির্ম্মাণের উপকরণ বহু মাইল দূর হইতে আহৃত হইয়াছিল। এমন কি, মাখন ও ডিম্বের আমদানীর জন্য রাজকর্ম্মচারিগণ অনেক পূর্ব্ব হইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৯০২ সনে লর্ড কার্জ্জনের সময়ে দিল্লীতে দরবারের ব্যবস্থা করার জন্য সম্বৎসরকাল বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল। তথাপি সেই সময় রাজা আগমন করেন নাই, প্রতিনিধি দ্বারা দরবার সম্পন্ন হইয়াছিল। তখনও দিল্লীর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী মাঠ ও জলার্দ্র নিম্নভূমি হইতে যেন কোন যাদুমন্ত্রে স্বল্পস্থায়ী এক নব নগর গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ১৮৭৭ সনের লর্ড লিটনের দরবার অপেক্ষা লর্ড কার্জ্জনের দরবার অনেকাংশে শ্রেষ্ঠতর হইলেও গৌরব ও গুরুত্বের হিসাবে সম্রাটের দরবারের সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী অনুষ্ঠানগুলির তুলনাই হইতে পারে না। এই বিশালকার্য্যের সুব্যবস্থার পথে অনেক নূতন অসুবিধা ঘটিয়াছিল। ১৯১০ সনের শেষভাগে যখন সম্রাটের ভারতাগমনের সংকল্প প্রকাশিত হইল, তখন নূতন রাজপ্রতিনিধি সবেমাত্র এতদ্দেশে পদার্পণ করিয়াছেন; তখনও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা হয় নাই। লর্ড কার্জ্জনের দরবার, যুবরাজের আগমন এবং লর্ড মিণ্টোর আগ্রার সম্মিলন যে সকল উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর চেষ্টায় সুনির্ব্বাহিত হইয়াছিল, তাঁহারা এখন আর এতদ্দেশে ছিলেন না— অভিজ্ঞতার ফল লাভ করার কোনরূপ সুযোগ ছিল না। এমন ক্ষেত্রে লর্ড হার্ডিঞ্জকে যে কিরূপ উৎকট সমস্যায় পড়িয়া কার্য্যারম্ভ করিতে হইয়াছিল, তাহা সহজেই বোঝা যাইতে পারে।

সম্রাট্-দম্পতী দিল্লী, বোম্বাই এবং কলিকাতা এই তিনটি স্থান দেখিবেন, এরূপ স্থির হইল। বোম্বাই ও কলিকাতা আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্র, সুতরাং

এই দুই স্থানে বন্দোবস্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ। এজন্য লর্ড হার্ডিঞ্জ দিল্লীর ব্যবস্থার জন্যই বিশেষরূপ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বড়লাট স্বীয় অনন্যসাধারণ রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি ও প্রতিভাবলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে বিগত দিল্লীদরবারের পর হইতে গভর্ণমেণ্টের কার্য্য এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে শাসনসংক্রান্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া, রাজকর্ম্মচারীদের এমন অবসর হইবে না, যে অভিষেক-দরবারের গুরুভার তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারিবেন। বড়লাট সম্রাটের অনুমতি লইয়া দিল্লীর দরবারের জন্য একটি "কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতি" গঠনের ইচ্ছা করিলেন। "সমিতি বড়লাটের সাধারণ পরিদর্শন ও অধীনতায় ১৯১১ সনের দিল্লীর করোনেশন দরবার সম্পর্কীয় কার্য্য সম্পাদন করিবেন।" সমিতির সভাপতি এমন একজন দক্ষ উচ্চ রাজকর্ম্মচারী হইবেন, যে তিনি নিজ স্কন্ধে এই অতি গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের অধিকাংশ ভার বহন করিতে পারেন; এবং সদস্যগণও এমন রাজকার্য্যদক্ষ ও অভিজ্ঞ হইবেন যেন প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় বিশেষ কার্য্য উপযুক্তরূপে সমাধা করিতে পারেন। বড়লাটের দ্বারা এই ভাবে নিম্নলিখিতরূপে সমিতি গঠিত হইল। সম্রাটের ইচ্ছানুক্রমে চারিজন ভারতীয় নৃপতিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইলেন।

দিল্লীর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি।

সভাপতি—মানীয় শ্রীযুক্ত স্যার জে, সি, হিওয়েট কে, সি, এস, আই, সি, আই, ই, যুক্ত প্রদেশের ছোট লাট।

সদস্যগণ—(১) মেজর জেনারেল গোয়ালিয়রের মহারাজ সিন্ধিয়া জি, সি, এস, আই, জি, সি, ভি, ও।

(২) (কর্ণেল) বিকানীরের মহারাজ জি, সি, আই, ই, কে, সি, এস, আই।

(৩) (মেজর জেনারেল) ইডারের মহারাজ জি, সি, এস্, আই, কে, সি, বি (পরে, যোধপুরের রিজেণ্ট মহারাজ স্যার প্রতাপ সিং)।

(৪) (কর্ণেল) রামপুরের নবাব—জি, সি, আই, ই।

(৫) মাননীয় শ্রীযুক্ত স্যার টি, আর, উইন, কে, সি, আই, ই, ভি, ডি, রেলওয়ে বোর্ডের সভাপতি।

(৬) মাননীয় শ্রীযুক্ত স্যার এ, এইচ, ম্যাকমোহন, কে, সি, আই, ই, সি, এস্, আই, ভারতগভর্ণমেণ্টের অন্তর্গত ফরেন ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী।

(৭) লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল শ্রীযুক্ত সি, এম, ডালাস—দিল্লী ডিবিসনের কমিসনার।

(৮) কর্ণেল শ্রীযুক্ত এইচ, ভি, কক্স।

(৯) কর্ণেল শ্রীযুক্ত সি, জে, ব্যাম্বার, আই, এম, এস।

(১০) কর্ণেল শ্রীযুক্ত আর, এস, ম্যাক্লাগন—সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার—পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট, পাঞ্জাব।

(১১) লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল এফ, এ, ম্যাক্সওয়েল, ডি, সি, ডি, এস, ও, সামরিক বিভাগের সেক্রেটারী।

(১২) মিঃ ডবলিউ, এম, হেলী—আই, সি, এস।

(১৩) লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল মিঃ আর, ই, গ্রীমষ্টন, সি, আই, ই।

(১৪) লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল সি, এফ, টি মুরে।

সেক্রেটারী—মিঃ ভিঃ গ্যাব্রিএল সি, ভি, ও, আই, সি, এস।

এই সমিতি দরবার সংক্রান্ত সমস্ত বন্দোবস্তের ভারগ্রহণ করিলেন। সমিতির সভাপতি সাপ্তাহিক কার্য্যবিবরণীসহ সমস্ত গুরুতর প্রশ্ন বড়লাটবাহাদুরের নিকট উপস্থিত করিতেন। কমিটির অধীনে একশত জনের অধিক উচ্চকর্ম্মচারী ও বহুসহস্র লোক নিযুক্ত ছিলেন এবং এই ব্যাপারে অর্দ্ধলক্ষ পাউণ্ডের খরচ হইয়াছিল। ১৯১১ সনে সম্রাটের আগমনের কয়েকদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও মেম্বরগণ প্রতি সপ্তাহে সভা আহ্বান করিতেন। কমিটিতে সাত শতেরও অধিক প্রস্তাব (রিজলিউসন) গৃহীত হইয়াছিল এবং কার্য্যসৌকর্য্যার্থ ইহা ৪০টি সবকমিটিতে বিভক্ত হইয়াছিল, প্রতি সবকমিটিতে চারি পাঁচ জন করিয়া সভ্য ছিলেন। কমিটি নানা বিচিত্র বিষয় নির্দ্ধারণের ভার লইয়াছিলেন। তাড়িতালোকের ব্যবস্থা হইতে গীতবাদ্যের ব্যবস্থা, দরবারমঞ্চের (এ্যাম্‌পি থিয়েটার) পরিমাণ গণনা হইতে, বস্ত্রাবাসের জন্য শাকসব্‌জীর সরবরাহের ব্যবস্থা, পোলো খেলার মাঠ তৈয়ার করা হইতে দোকানগুলির স্থাননির্দ্দেশ এবং ভিন্ন ভিন্ন চিকের আকৃতি নির্ণয়, অগ্নিনির্ব্বাপক দলের (ফায়ার ব্রিগ্রেড্) কার্য্যের তালিকা হইতে সিংহাসনের কারুকার্য্য প্রভৃতি নির্ণয় করা এইরূপ সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্র বৃহৎ কার্য্য লইয়া কমিটি দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ১৯১১ সনের জানুয়ারী মাসে কমিটির কার্য্যারম্ভ হয়, তখন যে স্থান শস্যপূর্ণ প্রান্তর ছিল, তাহা নভেম্বর মাসের মধ্যে

নূতন করিয়া গড়া।

বিচিত্র রাজপথ, উদ্যান ও বৈদ্যুতিক আলো সুশোভিত হইয়া আধুনিক সভ্যতার পূর্ণ-শ্রীসম্পন্ন নগরে পরিণত হইয়াছিল। যে-স্থান দরবারের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা একটা অস্বাস্থ্যকর জলাভূমি ছিল। দুর্গস্থ সৈন্যগণ সেখানে সর্ব্বদাই হাঁস, ওয়াক প্রভৃতি পক্ষী শিকার করিত এবং যমুনার প্লাবনে প্রতিবৎসর উহা জলে ডুবিয়া যাইত। যেখানে রাজার প্রমোদ-উদ্যানের সৃষ্টি করা হইয়াছিল, সেস্থানটি কিছু পূর্ব্বে একটা কর্দ্দমাক্ত ও গর্ত্তপূর্ণ খাদ ছিল, তৎপার্শ্বস্থ সাধারণের জন্য প্রস্তুত প্রাঙ্গণটি সংক্রামক জ্বর ও অন্যান্য ব্যাধির আবাসক্ষেত্র আর্দ্রনিম্নভূমি ছিল।

যাঁহারা এই বিরাট্ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারাই জানেন দিল্লীকে হঠাৎ রাজবাসোপযোগী করা কি অসীম কষ্টসাধ্য চেষ্টার ফল। কিন্তু কি পরিমাণ প্রজাশক্তি ও রাজকীয় শক্তির ঐক্যে এই অসাধ্যসাধন হইয়াছিল, তাহা কতিপয় উচ্চরাজপুরুষ ভিন্ন কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। সহসা এই নগরে আড়াইলক্ষ লোকের বাসের সুবিধা করা সহজ কার্য্য নহে। তারপর ইহার স্থায়ী উন্নতিও অনেকটা সম্পাদন করিতে হইয়াছিল; এই সমস্ত কার্য্য মাত্র এগারটি মাসের মধ্যে নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল। এইসময়ে এরূপ অস্বাস্থ্যকর গ্রীষ্মাতিশয্য হইয়াছিল, যে দিল্লীতেও এরূপ গ্রীষ্ম আর দেখা যায় নাই। এই দুরূহ কার্য্য সম্পাদনে পাইওনিয়ার রেজিমেণ্টের অধ্যবসায় ও শ্রম বিশেষ প্রশংসার্হ। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের নিদারুণ গ্রীষ্মে ইঁহারা বস্ত্রাবাসে থাকিয়া অবিরত খাটিয়াছিলেন। ইঁহারা দরবারের গোলাকৃতি মঞ্চ এবং পূর্ত্ত-বিভাগের অন্যান্য কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। সিন্ধিয়ার মহারাজের লোকেরা সমস্ত বৎসর অবিরত কার্য্য করিয়াছিল, তাহারা বিশেষরূপে প্রশংসার যোগ্য। রেলওয়ে এবং বস্ত্রাবাসনির্ম্মাতৃগণের উৎকট পরিশ্রমের কথাও ভুলিবার নহে। ইহা ছাড়া আরও অনেকেই বিশেষ শ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। দিল্লীর স্থায়ী কর্ম্মচারিগণের উপর স্বভাবতই অত্যধিক কার্য্যের ভার পড়িয়াছিল। বস্ত্রাবাসের স্থান নির্দ্দেশকগণ, স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ম্মচারী ও উদ্যানাদির নির্ম্মাতাগণ বৎসর ভরিয়া অবসরমাত্র গ্রহণ করেন নাই। সাধারণতঃ তাঁহারা গ্রীষ্মের যে চারিমাস ছুটি পাইয়া থাকেন, তাহা হইতে আপনাদিগকে বঞ্চিত করিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন; তাহা ছাড়া এই ব্যাপারে নানারূপ অচিন্তিতপূর্ব্ব অসুবিধা ঘটিয়াছিল। ইংলণ্ডে ধর্ম্মঘট হওয়ায় প্রয়োজনীয় অতি সাধারণ

জিনিষগুলিও সে দেশ হইতে আমদানী করিতে পারা যায় নাই। এমন কি যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছিল, তাহারও কতক কতক জাহাজডুবি হওয়ায় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বৃষ্টি হইলে মাটি নরম হইবে এবং কার্য্যের সুবিধা হইবে, ইঞ্জিনিয়ারগণ এই ভরসা করিয়াছিলেন। খাদ্য-সংগ্রাহকগণ ভাবিয়াছিলেন, বর্ষায় গৃহপালিত পশুখাদ্যসংগ্রহ করা সহজ হইবে। কিন্তু ভয়ানক অনাবৃষ্টিনিবন্ধন এসকল আশা ভরসা পণ্ড হইয়া গিয়াছিল। ভারতবর্ষ এমনি দেশ যে এখানে প্রকৃতিদেবী কদাচিৎ সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করেন। এইদেশে এক হয় অতিবৃষ্টি, না হয় অনাবৃষ্টি। বৃষ্টির অভাবে প্রথমতঃ সকল বিষয়েরই অসুবিধা হইয়াছিল, কিন্তু এমন সময়ে অতিবৃষ্টি আরম্ভ হইল যে তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারেন নাই। অসাধারণ পরিশ্রমে নির্ম্মিত বস্ত্রাবাসসমূহে জল প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিক জলময় করিয়া ফেলিল। ইহার ফলে এই হইল যে সম্রাট্ আসিবার মাত্র ৭ দিন পূর্ব্বে রাজার প্রাসাদ-উদ্যান এবং বাহ্যিক সাজসজ্জার অনেকাংশ নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল। এমন বিপদের সময় রেলের সাহায্য প্রতি মুহূর্ত্তে প্রয়োজনীয়, কিন্তু রেললাইন বর্ষায় নষ্ট হইয়া গেল! জল ও অগ্নি একযোগ হইয়া কার্য্যের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। ভারতীয় করদনৃপতিগণ দুর্গের ভিতরে সম্রাট্‌কে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য একটি অতিসুন্দর বস্ত্রাবাস নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সম্রাটের দিল্লী প্রবেশের দুইদিন মাত্র আগে এই মনোরম বস্ত্রাবাসটি অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়। অতঃপর দুই তিনজন কর্ম্মচারীর অদম্য অধ্যবসায়ের ফলে একরাত্রিতেই আর একটি নূতন বস্ত্রাবাস নির্ম্মিত হইয়াছিল। পঞ্জাব ক্যাম্পের সুন্দর বস্ত্রাবাসগুলি সেই প্রদেশের ছোটলাট বাহাদুরের অত্যন্ত যত্নের সামগ্রী ছিল, তিনি নিজের বাড়ীর অনেক আসবাবপত্র তাহাতে দিয়াছিলেন; তাহাও কয়েকদিন পূর্ব্বে নষ্ট হওয়াতে তাড়াতাড়ি অন্য দ্রব্য দ্বারা সে স্থান পূরণ করা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে শিবিরের ব্যবহারোপযোগী কেরাসিনের ডিপো জ্বলিয়া গিয়াছিল। এই সকল দুর্ঘটনায় কমিটির কার্য্যের প্রচুর ক্ষতি হইয়াছিল। কমিটির কাজের আরও নানারূপ অসুবিধা ছিল। ইষ্টকনির্ম্মাতাগণকে সহস্র সহস্র মাইল দূর হইতে খড় আনিতে হইয়াছিল। গাড়ী পেশোয়ার হইতে, পথ সমতল করার বাষ্পীয় যন্ত্র—ইংলণ্ড হইতে, আসবাবপত্র—কলিকাতা হইতে এবং কল বোম্বাই হইতে দিল্লীতে আনিতে হইয়াছিল,

সুতরাং ব্যাপার কিরূপ কষ্টসাধ্য ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

যদিও উল্লিখিতরূপ বাধাবিঘ্নের জন্য কাজের যথেষ্ট ক্ষতি এবং অসুবিধা হইয়াছিল, তথাপি এই কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিদের উৎসাহের বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই। সম্রাটের উপযুক্ত সংবর্দ্ধনার যাহাতে কোন ত্রুটি না ঘটে, এজন্য তাঁহারা প্রাণপণে সমস্ত বাধাবিপত্তি উৎসাহের সহিত এবং প্রফুল্লচিত্তে অতিক্রম করিয়াছিলেন। বড়লাট সমস্ত কার্য্য ঘন ঘন পরিদর্শন করিতেন, স্বয়ং সম্রাট্ এই ব্যাপারে প্রত্যেক ক্ষুদ্র বিষয়টির সন্ধান রাখিতেন এবং ইহার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। এই সকল কারণে কর্ম্মচারিগণ অদম্য উৎসাহে কাজ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ ইউরোপবাসী কিংবা ভারতবাসী প্রজা কাহারও ব্যক্তিগতভাবে সম্রাটের সেবা করার সুবিধা সচরাচর সুলভ হয় না; এই দুর্ল্লভ সুযোগ লাভ করিয়া তাঁহাদের সমবেত চেষ্টা এরূপ ঐকান্তিক ও এরূপ উৎসাহিত হইয়াছিল।

দিল্লী-প্রবেশ।

দিল্লীতে ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অনেক স্মরণীয়-ঘটনা ঘটিয়াছে। কিন্তু ১৯১১ সালের ৭ই ডিসেম্বরের ঘটনা বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, ইহার জন্য দিল্লীবাসীর হৃদয় উদ্বেলিত আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিল।

অতীত কালে কত রাজাই না দিল্লীতে আসিয়াছিলেন! তাঁহাদের কেহ কেহ বিজয়মত্ত সৈন্যসহ আর কেহ বা বিপুল বাহিনী সহ দিল্লীবাসীর হৃদয় ভীত, সন্ত্রস্ত করিয়া এই মহানগরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বড়লাট লর্ড লিটন ও লর্ড কর্জ্জন গুরুতর রাজকার্য্যোপলক্ষে দিল্লীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের আগমনে কোন বিচিত্রতা ছিল না, কারণ তাঁহারা পরিদর্শনার্থ প্রায়ই দিল্লী আগমন করিতে পারিতেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী দরবারগুলির সঙ্গে এই দরবারের বিভিন্নতা।

কিন্তু ১৯১১ সনের ঘটনা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সম্রাট্ তাঁহার সসাগরা সাম্রাজ্যের কেন্দ্র হইতে দিল্লীতে আসিতেছেন। ইহা রাজ-প্রতিনিধি অথবা বিজয়ী সৈন্যনেতার অভিযান নহে। রাজা স্বয়ং সমস্ত শক্তির আধাররূপে, বিশাল সাম্রাজ্যের সাক্ষাৎ বিগ্রহস্বরূপ দিল্লীতে আগমন করিতেছেন। সম্রাটের এই প্রথম দিল্লীপ্রবেশ শুধু একটা উৎসবব্যাপার নহে; পূর্ব্ববর্ত্তী দরবারসমূহ হইতে ইহার উদ্দেশ্য উচ্চতর ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

সুতরাং তাঁহার দিল্লীপ্রবেশ স্থানীয় শ্রেষ্ঠ রাজশক্তির নিদর্শনগুলির কোন একটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়া উচিত। দিল্লীর প্রাচীন রাজকীয় নিদর্শনগুলির মধ্যে পুরাতন লোহিতদুর্গস্থিত সাজাহানের প্রাসাদই সাধারণ্যের চক্ষে শ্রেষ্ঠ ও প্রধানতম। আর এক কথা এই যে, রাজাধিরাজ 'সাহেনসা' যে সাধারণ পথিকের ন্যায় সর্ব্বসাধারণের ব্যবহৃত রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইবেন—তাহা ভারতবাসীর চক্ষে একান্ত বিসদৃশ। এই সমস্ত অনুধাবন পূর্ব্বক সম্রাটের আগমন-উপলক্ষে দিল্লীতে রেলওয়ের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইষ্ট্ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (এই রেলেই সম্রাট্ দিল্লী আসিয়াছিলেন) যমুনার বালুকাময় তলভাগ অতিক্রম করিয়া দিল্লীর অন্তর্গত

রেল-কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ উদ্যোগ।

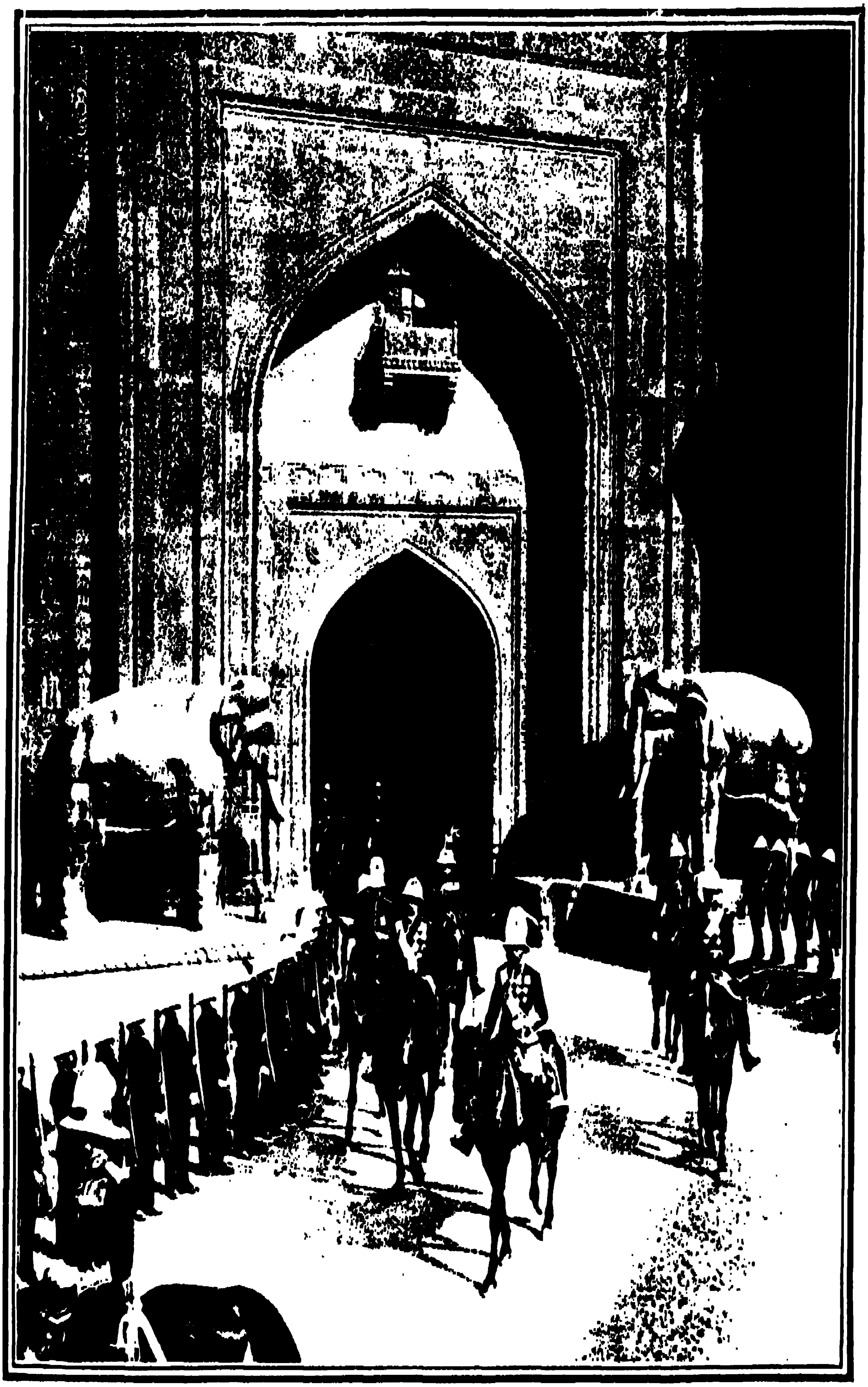

সম্রাট্‌দম্পতীর দিল্লী প্রবেশ [৬৮ পৃঃ

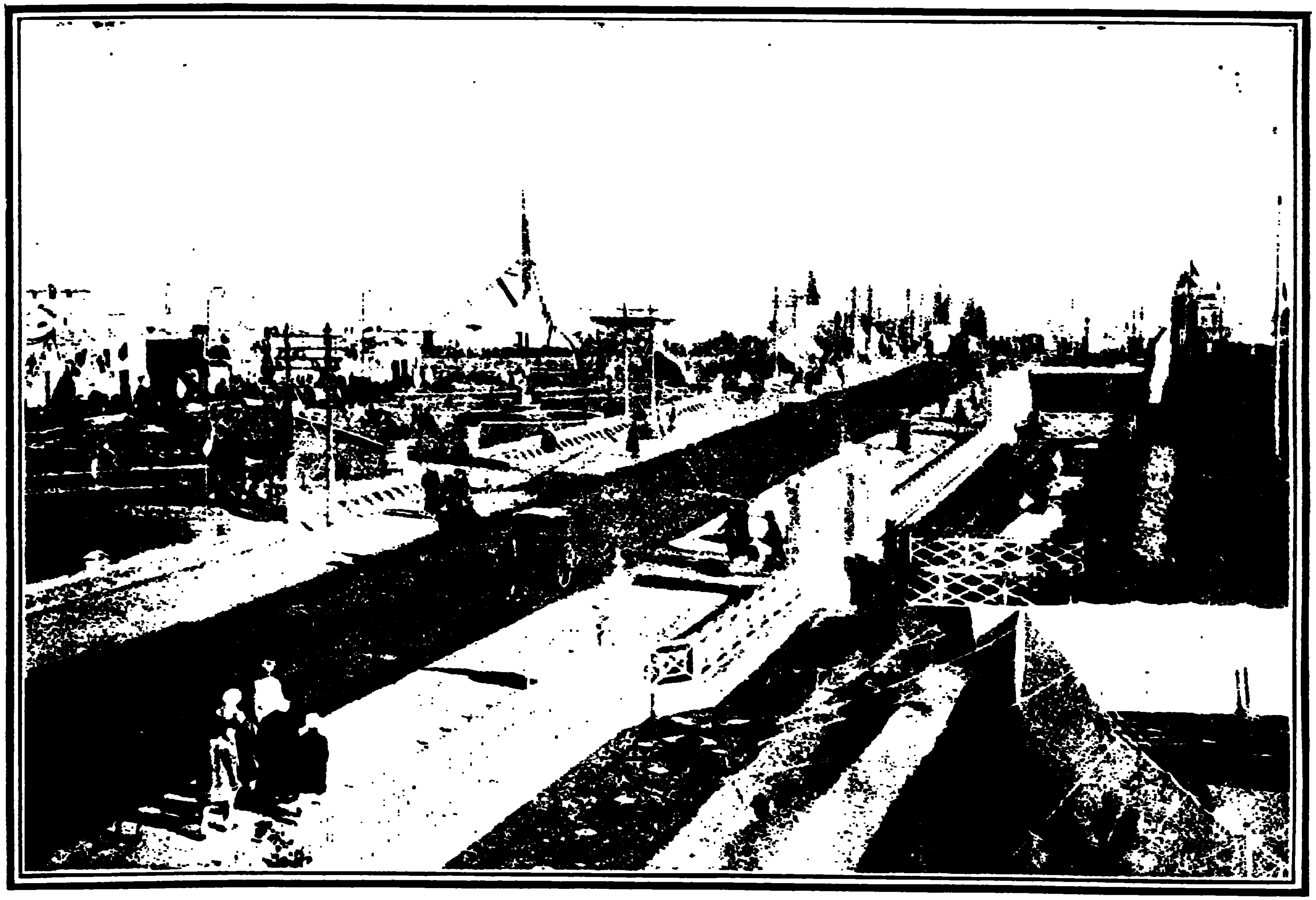

বস্ত্রাবাসসমূহের ম[illegible]র্ত্তী পথ [৬৯ পৃঃ

সেলিমগড়ের সীমার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। সেলিমগড় একসময়ে কোন এক সৌভাগ্যান্বেষী দুঃসাহস আফগানের দুর্গরূপে গণ্য ছিল। এখন বাদসাহী প্রাসাদের উত্তরসীমায় দুর্গের বহির্ভাগস্থ সীমানার সহিত গড়খাইএর উপরে সেতু দ্বারা সংযোজিত হইয়াছে। সেতুর দুই দিকে সু-উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত। রেল লাইন সেলিমগড়ের মধ্য দিয়া আর একটি সেতু অতিক্রম করিয়া আনুমানিক এক মাইল দূরে দিল্লীর প্রধান ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়াছে। সম্রাট্ এই ষ্টেশনে গোপনে অবতীর্ণ হইয়া অকস্মাৎ পুরাতন দুর্গের দ্বারপ্রান্তে প্রজাদিগকে দর্শন দান করিবেন এইরূপ সংকল্প করিয়াছিলেন। সময়ের কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! দুর্গের যে উচ্চ চূড়া প্রায় চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে কোন এক সম্রাটের আগমনের প্রতিরোধের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল, আজ তাহা আর এক সম্রাটের অভ্যর্থনার মঙ্গলচিহ্নরূপে ব্যবহৃত হইল।

রাজদর্শন যে ভারতবাসীর পক্ষে কি ব্যাপার তাহা সম্রাট্ই বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার স্বভাবতই ইচ্ছা হইয়াছিল যেন তিনি বহুসংখ্যক প্রজাকে দর্শন দিতে পারেন। প্রজাবর্গ যে-পথে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবে, সেই পথ নির্ণয় করা একটা গুরুতর চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, রাজপ্রতিনিধি স্বয়ং সেই পথ নির্ব্বাচিত করিয়া দিয়াছিলেন। সম্রাট্-দম্পতী একান্তরূপে ক্লান্ত না হইয়া পড়েন, এবং অনুচরসৈন্যগণ যতটা শ্রম সহ্য করিতে পারে, এই দুই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রাজার নগরপরিদর্শনের পথ যথাসম্ভব দীর্ঘ করা হইয়াছিল। এই রাজপথ মোগল সম্রাট্দিগের চিরন্তন প্রথানুযায়ী দুর্গের অভ্যন্তরস্থিত দিল্লীপ্রবেশদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া ঈষৎবক্রভাবে তরুরাজি-সমন্বিত ভূমিখণ্ডের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া জুম্মা মস্জিদ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছিল। এই মসজিদের দুই পার্শ্ব হইতে নগরের মনোহর সৌধশ্রেণীর ঊর্দ্ধভাগ দৃষ্ট হয়। এই পথ দিয়া প্রাচীনকালে মোগলসম্রাট্গণ সুদর্শন প্রহরিবেষ্টিত হইয়া স্বর্ণমণ্ডিত চৌদোলায় আরোহণপূর্ব্বক সাধারণ প্রজাগণের দৃষ্টির দুর্লভ হইয়া প্রতি শুক্রবার প্রার্থনা করিতে যাইতেন। তৎকালীন ফরাসী পর্য্যটক ট্যাভারনিয়ার এই পথে সহস্রসৈন্যপরিবেষ্টিত আরংজীবকে যাইতে দেখিয়াছেন, তখন তাঁহার পুরোভাগে বিপুলকায় হস্তিদল রাজচিহ্ন বহন করিয়া মন্থরগতিতে অগ্রসর হইত।

নবগঠিত রাজপথ।

একদিকে বিশাল দুর্গ, অন্যদিকে বিচিত্রমসজিদচূড়াবলী মনোরম শীতের

মৃদুপ্রভাতে স্নিগ্ধোজ্জ্বল হইয়া বড় সুন্দর দেখাইতেছিল; সম্রাটের পুর-দর্শনের বিরাট্ উৎসবের পক্ষে ইহা হইতে শুভকাল ও যোগ্যতর স্থান কল্পনা করা যায় না।

রাজপথের সাজসজ্জা।

দুর্গসন্নিকটে ক্রমশঃ নিম্ন বিস্তৃত ভূমিখণ্ডগুলি মৃত্তিকাসাহায্যে উন্নতসমতল ছাদে পরিণত করায় সেগুলি সহস্র সহস্র দর্শকের রাজদর্শন অপেক্ষা করিবার উপযোগী হইয়াছিল। লৌহের বেড়া ঘেরা পথের বামদিকে সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ডের স্মৃতিসৌধসংলগ্ন পুষ্পোদ্যান। দক্ষিণদিকে মিউনিসিপালিটি রাজপথ হইতে ৬০ ফিট দূরপর্য্যন্ত দর্শকমণ্ডলীর জন্য বহুসংখ্যক মঞ্চ সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। মস্‌জিদের পূর্ব্বদ্বারের সম্মুখে রাজভ্রমণপথ বামপার্শ্বে ঘুরিয়া ক্রমে উত্তরদিকে হাসপাতালের সম্মুখ দিয়া নগরীর বহিঃপ্রান্তে এসপ্ল্যানেডে প্রবেশ করিল। রোগীদিগকেও এইভাবে রাজদর্শনের সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল! অতঃপর নবসৃষ্ট রাজপথ ঘনসন্নিবিষ্ট তরুর ভিতর দিয়া মহানগরীর প্রধানস্থান বিখ্যাত চাঁদনীচকের দিকে গিয়াছিল। পথটি এই স্থানে প্রায় এক মাইল ব্যাপক করা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে এক শ্রেণী পিপ্পল গাছ থাকায় পথটি যেন দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল। পথের মধ্যস্থানে টাউনহলে মহারাণী ভিক্‌টোরিয়ার প্রতিমূর্ত্তির চতুষ্পার্শ্বে প্রকাণ্ড মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার ছাদ সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগের উপবেশন মঞ্চ স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। রাস্তাটি ইহার পর ঘুরিয়া ফতেপুর বাজার, ডাফরীন সাঁকো এবং মরিগেট দিয়া গিয়াছিল। ফতেপুর বাজারের একটি সংকীর্ণ গলিপথ বিশেষ। নয়বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানে একদিন সুবর্ণআস্তরণমণ্ডিত বহুসংখ্যক হস্তী রাজপ্রতিনিধির সংবর্দ্ধনার জন্য শ্রেণীবদ্ধ হইয়া এক আশ্চর্য্য দৃশ্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছিল। ইহার পার্শ্বেও অনেক মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ডাফরীন সাঁকো ভারতের বৃহত্তম রেলপথজংসনের ধারে। মরিগেট প্রাচীন বীরত্বের অনেক কাহিনীর সহিত সংশ্লিষ্ট।

মরিগেট হইতে সোজাসুজি রাস্তা ধরিয়া 'রিজ' এর প্রায় একক্রোশ পশ্চাতে সম্রাট্-দম্পতীর জন্য বিরাট্ শিবির উত্থিত হইয়াছিল। রাস্তা প্রথমতঃ মহানগরীর প্রাচীরের বহির্ভাগে খানিকটা খোলা জায়গার ভিতর দিয়া গিয়াছিল; অতঃপর রাজপুররোড দিয়া চৌবারজা রোডে পড়িয়াছিল। প্রাচীরের বাহিরে পার্কের মত স্থানটি দর্শকদিগের জন্য সুদৃশ্য বস্ত্রাবাসে

সজ্জিত করা হইয়াছিল। চৌবারজা রোডের পার্শ্বে যে স্থান উচ্চ হইয়াছে সেই স্থানে গবর্ণমেণ্টের সামান্য সামান্য কর্ম্মচারী ও ভৃত্যবর্গের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। দর্শনমঞ্চের পার্শ্বে এই রাস্তা (৪০ ফিট) সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত ছিল। এখানে প্রায় পাঁচ হাজার লোকের দেখিবার স্থান ছিল। তাহা ছাড়া মঞ্চগুলির সংলগ্ন তৃণাচ্ছন্ন জায়গায় আরও অনেক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া দেখিবেন এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই স্থানে অনতিউচ্চ এক প্রশস্ত বেদিকায় আসীন হইয়া সম্রাট্ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অভিনন্দনপত্র গ্রহণ করিবেন। এখান হইতে সম্রাটের বস্ত্রাবাস অনতিদূরবর্ত্তী, অভিনন্দনপত্র গ্রহণ করার পর রাজদম্পতী প্রস্থান করিবার সময় পথের দুই দিকে শ্বেতবর্ণ শিবিররাশির এক বিরাট্ ও মনোহর সাগর প্রত্যক্ষ করিয়া যাইবেন।

সম্রাটের গমনের রাস্তা কিঞ্চিদধিক পাঁচ মাইল হইবে। সমতল ছাদ, অলিন্দ ও মঞ্চ থাকাতে নগরীস্থ সকলের পক্ষেই রাজদর্শনের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। এই নবগঠিত সুদীর্ঘ রাজপথের দৃশ্য বৈচিত্র্যহেতু অতীব আনন্দদায়ক হইয়াছিল। এই প্রাচীন রাজধানীতে নূতন সাজসজ্জার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু দ্বারে দ্বারে সম্রাট্-দম্পতীর প্রতিমূর্ত্তি ও সুকথা সম্বলিত বিচিত্র বর্ণের পত্রিকায় আবরিত ছিল ; এবং সুন্দর বর্ণের ও সোণার কাজ করা কার্পেট ও শাল দ্বিতলগৃহের অলিন্দ হইতে সূর্য্যালোকে ঝুলিতেছিল। স্থানে স্থানে রাজপথ পুষ্পমালিকায় বিভূষিত করা হইয়াছিল। চাঁদনীচকের ঘটিকাস্তম্ভ-সমীপবর্ত্তী দৃশ্যের কদর্য্যতা এইরূপ পুষ্পমালায় প্রচ্ছন্ন ছিল।

সেদিনের শুভ উষাকালে দিল্লীবাসিগণের অত্যধিক উৎসাহ দেখা গেল। বহুপূর্ব্ব হইতে বিরাট্ জনতার অবিশ্রান্ত সমাগমে দিল্লী ভরিয়া গিয়াছিল।

রাজদর্শনের প্রতিক্ষা।

সহস্র সহস্র ব্যক্তি পূর্ব্বদিবস দিবাভাগেই যার যার স্থান অধিকার করিয়া রাজদর্শনাশায় উৎকণ্ঠার সহিত কাল কাটাইতেছিল। অনেকে তীক্ষ্ণ শীতের প্রকোপ অগ্রাহ্য করিয়া নক্ষত্রখচিত উন্মুক্ত আকাশতলেই রাত্রিতে নিদ্রা গিয়াছিল। ভাষা বিভিন্ন হইলেও সকলের উদ্দেশ্য এক ছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত জনমণ্ডলীর এই রাজদর্শনরূপ তীর্থযাত্রার সম্বন্ধে অনেক গল্প শোনা গিয়াছে। তীব্বতদেশীয় এক সাধু চারিমাস কাল অবিশ্রান্তভাবে ভ্রমণ করিয়া রাজদর্শনলাভের আশায় দিল্লীতে আগমন করিয়াছিলেন ; অতঃপর

রাজাকে রাজপথ দিয়া যাইতে দেখিয়া কৃতার্থ হইয়া সেই রাত্রেই তিনি আহ্লাদ-সহকারে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সমস্ত রাস্তা লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। নানা বর্ণবিশিষ্ট বিচিত্র আকৃতির শিরস্ত্রাণগুলির দৃশ্য অপূর্ব্ব, তদপেক্ষা গৃহের ছাদ, অলিন্দ ও গবাক্ষ পথে রমণীকূলের নানারূপ পরিচ্ছদের সৌন্দর্য্য আরও অপূর্ব্ব দেখাইতেছিল। দুর্গের অতি নিকটে ঢালু জায়গায় দলবদ্ধ হইয়া প্রত্যেক দলের বিশেষত্বব্যঞ্জক পাগড়ি পরিধান করিয়া বহুসহস্র বালক অপেক্ষা করিতেছিল।

প্রজামণ্ডলীর আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা।

পঞ্চসহস্রেরও অধিক বালকবালিকা পতাকা উড়াইয়া রাত্রির ট্রেণে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে দিল্লীতে আসিয়াছিল। এইদেশে এদৃশ্য অভিনব। এখানে করদরাজগণের অনুচরবৃন্দ পতাকা ও বর্শাসজ্জিত হইয়া রাজার অনুগমন করিবার জন্য দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাদের বর্ম্ম প্রভৃতি সূর্য্যালোকে ঝক্‌মক্ করিতেছিল। আশে পাশের প্রত্যেক রাস্তা বিভিন্নবর্ণ অগণিত বর্শাধারীতে ভরিয়া গিয়াছিল। মসজিদের সন্নিকটে বিচিত্রবেশ-পরিহিত একদল তেজস্বী কেডেট সৈন্য দেখা যাইতেছিল। তাহারা অষ্ট্রেলিয়ার প্যারাম্যাটা নগরী হইতে আসিয়াছিল। "কিং এডোয়ার্ড গার্ডেন" নামক বাগানের সন্নিকটে কিছু স্থান খালি ছিল, এতদ্ব্যতীত মস্‌জিদ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। মসজিদের সম্মুখাংশে যেন মানুষের পিরামিড হইয়াছিল, এত লোক! এই দালানের গায়ে স্বর্ণখচিত মাল্যাকারে লেখা ছিল, "আমাদের সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী দীর্ঘজীবী হউন। ভারতীয় মুসলমানসমাজের রাজভক্তিসূচক সংবর্দ্ধনা।" বিশাল মস্‌জিদের প্রশস্ত সোপানগুলিতে প্রধানতঃ স্কুল ও কলেজের মুসলমান ছাত্রবৃন্দ বসিয়াছিল। ইহারাই রাস্তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ অধিকার করিয়াছিল, কারণ এই স্থান দুর্গ ও মহানগরীর সন্ধিস্থলে অবস্থিত, দুই দিকের দৃশ্যই এখান হইতে দৃষ্ট হয়।

অগণিত নরমুণ্ডের দৃশ্য বড়ই বিস্ময়োৎপাদক। কোনস্থলেও জনতা সামান্য ছিল না। ছাদ, রাস্তা, গলি প্রভৃতি সমস্ত স্থানই লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। সংকীর্ণ রাজপথে দাঁড়াইলে অতি নিকট হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে, এই আশায় অনেকে সেইস্থানে অপেক্ষা করিতেছিল। চাঁদনীচকের কাষ্ঠমঞ্চসমূহে ভয়ানক ভিড় হইয়াছিল। মরিগেটের বহির্ভাগে একদল

হিজ্ এক্সেলেন্সি জেনারাল স্যার ও'মুর ক্রেঘ—
রাজপ্রতিনিধি-সভার সদস্য

[৭৩ পৃঃ

সম্রাটের অভিভাষণ

৮৯ পৃ

দেশীয় ছাত্র ইংরাজবালকগণের অনুকরণে উৎসাহসূচক ধ্বনি করিয়াছিল। রাজপুর রোডে অবস্থিত একদল পেন্সনপ্রাপ্ত পাঞ্জাব পুলিসের লোকও উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা পাঞ্জাব পুলিসের ব্যারাকের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে "রিজ" এ অবস্থিত বস্ত্রাবাসে আর একপ্রকার জনসমাগম হইয়াছিল। এই দৃশ্য যেমন জীবন্ত তেমনই মনোরম। এইস্থানে আবরণযুক্ত দুইটি অর্দ্ধচন্দ্রাকার মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মঞ্চদ্বয় কতিপয় সুদৃশ্যভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, তাহাতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশবাসীর জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল; তাহা ছাড়া উহাতে রাজকর্ম্মচারীদের পরিবারের জন্য কতকটা স্থান ছিল। আগন্তুক ভদ্রমণ্ডলীর জন্যও কিছু অংশ পৃথক্ রাখা হইয়াছিল। পার্শ্ববর্ত্তী গোলাকৃতি প্রান্তরভূমিতেও বসিবার বিশেষরূপ ব্যবস্থা ছিল। এই ভূমিখণ্ডকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া রাস্তা গিয়াছে, ভূমিখণ্ডের পূর্ব্বাংশ সমগ্র ভারতের প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ এবং অন্যান্য প্রতিনিধিগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। মধ্যভাগে কার্পেট-আচ্ছাদিত বেদীর অতিনিকটে বড়লাটের কার্য্যকরী সমিতি ও ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের জন্য আসন ছিল। ইহাদের বামভাগে বোম্বাই এবং বাংলার কার্য্যকরী সভা এবং দক্ষিণভাগে মান্দ্রাজ, পাঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণের স্থান করা হইয়াছিল। প্রদেশিক শাসন-কর্ত্তৃগণও সেইসঙ্গে ছিলেন। এই বিশাল প্রান্তরভূমিতে হাইকোর্ট এবং চিফকোর্ট সমূহের বিচারপতিগণ এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের জন্য আসন ছিল। রাজপথের পশ্চিমপার্শ্বে মহিলাগণ ও সম্ভ্রান্ত দর্শকগণের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল।

বস্ত্রাবাসে অভ্যর্থনার ব্যবস্থা।

অতি প্রত্যূষ হইতেই নানাপ্রদেশ হইতে সমাগত বাদকদলের বাদ্য বাজিতে আরম্ভ করিল। মধ্যে মধ্যে বিশ্রামের সময় সমাগত দর্শকমণ্ডলী গল্পগুজব করিতে লাগিল। তখন বিভিন্নজাতীয় মানবের বিভিন্ন ভাষায় কথোপকথনে সেই স্থান অপূর্ব্বভাবে মুখরিত হইয়া উঠিল। এই বিশাল জনতার পরিচ্ছদের বিচিত্রতা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল; বিশেষতঃ রাজকর্ম্মচারিগণের স্বর্ণবর্ণখচিত গাঢ় নীল পোষাক ও ভারতীয় বিভিন্ন ব্যবসায়াবলম্বী ভদ্র-মণ্ডলীর অনাড়ম্বর শ্বেতাভ পরিচ্ছদে এই বিচিত্রতা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত

জন সাধারণের বিচিত্রতা।

হইয়াছিল। ইউরোপ হইতে এই দরবার উপলক্ষে বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা সমাগত হইয়াছিলেন। ভারতীয় উচ্চবংশোদ্ভব রমণীবর্গ নানারূপ উজ্জ্বল পরিচ্ছদ পরিয়া আসিয়াছিলেন। সুবিন্যস্ত কৃত্রিম কেশ পরিহিত বিচারকগণ, ধর্ম্মশাস্ত্রের নিয়মে রচিত শিথিল জামাজোড়াপরা ধর্ম্মযাজকগণ, কৃষ্ণবর্ণ গাউন পরিহিত উকীলবর্গ, বিশেষ বিশেষ পরিচ্ছদবিশিষ্ট সাধারণ বিচার-বিভাগের উচ্চকর্ম্মচারিবৃন্দ ও মনোজ্ঞ দেশীয়পোষাকপরিহিত অপরাপর ভারতবাসী কর্ম্মচারীরা এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে ব্রিটিশ এবং ভারতীয় সৈনিকবিভাগের কর্ম্মচারিগণ, ইংলণ্ডীয় জেলাসমূহের প্রাদেশিকশাসনকর্ত্তৃগণ, পার্ব্বত্যপক্ষিবিশেষের পালকভূষিত শিরস্ত্রাণধারী নেপালীগণ, কুণ্ডলীকৃত কেশবিশিষ্ট ও শ্বেতপরিচ্ছদপরিহিত বেলুচীগণ, স্ব স্ব রেজিমেণ্টের বিশেষ বিশেষ পরিচ্ছদভূষিত জার্ম্মান ও অষ্ট্রীয় সামরিক-কর্ম্মচারিবৃন্দ এবং জাপানী ও তুরকীগণ দরবার-উপলক্ষে একত্র হইয়াছিলেন। কাশ্মিরী, মান্দ্রাজী, মগ, মারাঠা, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসী, আসামী, পাঠান, উড়িয়া, গুর্খা এবং দাক্ষিণাত্যবাসী সকলেই স্বস্ববিশেষত্বব্যঞ্জক বেশভূষা পরিয়া সম্রাট্‌দর্শনাভিলাষে দিল্লী আগমন করিয়াছিলেন। এই মহাসম্মিলন ইংলণ্ডাধিপতির সাম্রাজ্যের বিশালতার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। দিল্লীতে সমাগত বিরাট্ সেনানী রণকৌশল বা ভীতিপ্রদর্শনার্থ আসে নাই। তাহারা সম্রাটের বিশ্বস্ত ভৃত্যস্বরূপ ব্রিটিশশক্তি ও শান্তির দৃশ্যমান চিহ্নরূপে এই মহাপ্রদর্শনীর শোভাবর্দ্ধনার্থ উহাতে যোগদান করিতে আসিয়াছিল। কুয়াসাচ্ছন্ন প্রত্যূষে শিশিরসিক্ত ভূমির উপর দিয়া বিশাল জনস্রোতঃ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সেলিমগড় হইতে রাজকীয় বস্ত্রাবাস পর্য্যন্ত রাজপথে বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের সৈন্যগণ সারি দিয়া দণ্ডায়মান ছিল। এক দিকে ক্ষুদ্র পতাকাধারী ভারতীয় অশ্বারোহী সৈন্য-গণের অতি-উজ্জ্বল লোহিত, পীত এবং নীলাভ পরিচ্ছদ, অপরদিকে ব্রিটিশ বন্দুকধারী সৈন্যগণের কৃষ্ণাভ সবুজ বেশ; চারিদিকে বিচিত্রতা! খাকি বস্ত্র পরিহিত পাঠান ও অশ্বারোহী ড্রাগুন, নানাবর্ণানুরঞ্জিত কার্পাষের পোষাক-সজ্জিত হাইল্যাণ্ডারগণ, সবুজবর্ণের বেশে বেলুচীগণ, অশ্বারোহী গোলন্দাজ সেনা, উষ্ট্রারোহী সেনানী এবং কামানবাহী যানের অধিনায়কগণ প্রভৃতি বহু শ্রেণীতে বিভক্ত সৈন্যদল সারি দিয়া যাইতেছিল, প্রত্যেক দলই বিভিন্ন—কিন্তু সকলের শিক্ষা, দীক্ষা চমৎকার ও একরূপ।

এই বিরাট্ প্রদর্শনীর শোভাসম্পাদনার্থ যে-সকল সৈন্য আনীত হইয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা পঞ্চাশ সহস্র হইবে। রাজপথে সৈন্যগণ দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছিল। তাহার একাংশ লেফ্‌টেনাণ্ট জেনারল উইলকক্স এবং অপরাংশ লেফ্‌টেনাণ্ট জেনারল ব্যারোর অধীনে ছিল। ইহাদিগকে নগরের বাহিরে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজান হইয়াছিল। রাস্তার চৌমাথায় ও খোলা জায়গায় অশ্বারোহী সৈন্য এবং গোলান্দাজসৈন্য পরস্পর হইতে অদূরবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সেনানায়কগণ কর্ম্মচারিগণসহ সৈন্য-শ্রেণীর ঠিক মাঝখানে ছিলেন। ভারতীয় এবং ব্রিটিশ ব্যাণ্ডের সুমধুর ধ্বনি অতি প্রত্যূষ হইতে দর্শকমণ্ডলীর রাজদর্শনপ্রতীক্ষাকাল সুখাবহ করিয়া রাখিয়াছিল। সৈন্যমণ্ডলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সৈন্য-শ্রেণীর স্থান-নির্দ্দেশ।

প্রথম বিভাগ--সেলিমগড় রেলস্টেশন হইতে দুর্গের মধ্য দিয়া দিল্লী-প্রবেশদ্বারের বহির্ভাগে ফুটপাথপর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহার নেতা ছিলেন—বি, টি, মোহন।

দ্বিতীয় বিভাগ—সেনানায়ক লেফটেনাণ্ট জেনারল স্যার পি, লেক। সীমানা—১ম বিভাগের শেষ সীমা হইতে চাঁদনী চক পর্য্যন্ত।

তৃতীয় বিভাগ—সেনাপতি লেফটেনাণ্ট জেনারল স্যার এ, এ, পিয়ারসন। সীমানা—চাঁদনী চকের অবশিষ্টাংশ (প্রায় শেষসীমা পর্য্যন্ত)।

চতুর্থ বিভাগ—সেনাপতি মেজর জেনারল সি, জি, ব্লোমফিল্ড। সীমানা—মরিগেট পর্য্যন্ত।

পঞ্চম বিভাগ। সেনাপতি মেজর জেনারল এফ, এইচ, আর ড্রামণ্ড। ইনি রাজকীয় সৈন্যগণের ইনসপেক্টর জেনারল। সীমানা—মরী গেটের বহির্ভাগস্থ উন্মুক্ত প্রান্তরে বৌলেভার্ড রোড পর্য্যন্ত রাস্তা।

ষষ্ঠ বিভাগ—সেনাপতি পূর্ব্বোক্ত এফ, এইচ, ড্রামণ্ড এই দলেরও অধিনায়ক ছিলেন। সীমানা—'রীজের' উপরে সম্রাটের বস্ত্রাবাস পর্য্যন্ত।

সপ্তম বিভাগ।—সেনানায়ক কর্ণেল এস, টি, বি, লফর্ড। সীমানা—শেষ সীমানা পর্য্যন্ত।

অবশেষে বহুদিনের আশা সফল হইল,—প্রত্যাশিত শুভ মুহূর্ত্ত ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর প্রতিনিধি ড্রিং সাহেবের তত্ত্বাবধানে যমুনার সাঁকোর উপরে রাজকীয় উজ্জ্বল চিহ্ন ধারণ

করিয়া সুদীর্ঘ ট্রেণ খানি দেখা দিল। নগরপ্রাচীর মধ্যে ট্রেন প্রবেশ করা মাত্র সম্রাট্‌ ব্যগ্রভাবে প্লাটফরমে নামিয়া সৈন্যগণের

রাজার দিল্লী প্রবেশ।

অভিবাদন গ্রহণ করিলেন। বেলা ১০টার সময় দিল্লীদুর্গের সুবৃহৎ তোরণের উপর ব্রিটিশ পতাকা উত্থিত হইল-এবং সম্রাটের শুভাগমনসূচক ১০১ বার কামান দাগা হইল;—তখন সত্যসত্যই আমাদের রাজচক্রবর্ত্তী দিল্লীতে উপস্থিত হইয়াছেন, এই আনন্দের সংবাদে সমস্ত নগর অভূতপূর্ব্ব উত্তেজনা অনুভব করিল।

১০১ বার কামান দাগা হইয়াছিল; ৩৪, ৩৩ এবং ৩৪ এই তিনবারে ১০১ সংখ্যার বিভাগ করা হইয়াছিল। প্রত্যেক বিরাম সময়ে দশ মাইল ব্যাপিয়া সজ্জিত সৈন্যগণ যুগপৎ বন্দুক ছুঁড়িয়াছিল।

এই উপলক্ষে দুর্গের অভ্যন্তর দৃশ্য বড়ই চমৎকার হইয়াছিল। সম্মুখ ভাগে ছয়শত ফিট লম্বা রক্তপ্রস্তরের প্ল্যাটফরম গঠিত করিয়া তন্মধ্যভাগে রক্তাভপীতবর্ণ একটি মনোরম বস্ত্রাবাস উত্থিত করা হইয়াছিল। ইহার ভিতরে বহুমূল্য কার্পেটের উপরে দুইটি স্বর্ণসিংহাসন ছিল। অদূরে সাজাহানের দৃঢ়সংস্থিত, গৌরবব্যঞ্জক লৌহপ্রাচীর সূর্য্যোদয়ের প্রাকালিক কুয়াসার সঙ্গে যেন মিশিয়া গিয়াছিল। রেলষ্টেশনে উচ্চকর্ম্মচারিগণসহ বড়লাট-বাহাদুর উপস্থিত ছিলেন। সোপানের দুই পার্শ্বে সৈন্যগণ অশ্ব হইতে নামিয়া বর্শাহস্তে সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার কিয়ৎদূরে দুইজন উচ্চপদস্থ য়ুরোপীয় সশস্ত্র সৈনিক স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ছিল।

অভ্যর্থনা।

ইঁহারা সম্রাটের বিশেষ নিয়োগে এই ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রেট ব্রিটন ব্যতীত তাঁহারা অপর কোথাও এরূপ কার্য্য করেন নাই। সোপানের নিম্নভাগে রক্তবাসপরিহিত ১২৮ নং পাইওনিয়র সৈন্যদল শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত হইয়াছিল। দিল্লীর সমগ্র সৈন্যের মধ্যে প্রত্যেক দল হইতে দুইজন করিয়া সৈন্য লইয়া একটি বিশেষ শ্রেণী গঠিত হইয়াছিল, তাহারাও সেইস্থানে অপেক্ষা করিতেছিল। তৎপরে রয়াল বার্কসায়েরের সৈন্যগণ এবং নানা পরিচ্ছদধারী বিভিন্ন রেজিমেণ্টের অশ্বারোহী এবং নানা পদাতিক সৈন্যের পংক্তি গঠিত হইয়াছিল। যাঁহারা স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য আজীবন উৎকৃষ্টভাবে সমাধান করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, য়ুরোপীয় ও ভারতবর্ষের সেইরূপ প্রবীণ সৈন্যগণ সম্রাট্‌ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে সম্মানিত হইয়া বামদিকে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। দক্ষিণ-

দিকে সৈন্যগণের পশ্চাতে স্বর্ণসূত্রমণ্ডিত উজ্জ্বল পোষাক পরিয়া বাদ্যকরের দল দাঁড়াইয়াছিল। পশ্চাদ্‌ভাগে দুর্গপ্রাকারের উপরে ৩০ নং ল্যান্সার পতাকা হস্তে দণ্ডায়মান ছিল। প্রাতঃসমীরণান্দোলিত পতাকাগুলির সমুজ্জ্বল দীপ্তি সেই উজ্জ্বল ও বিচিত্র জনতাকে যেন দ্বিগুণতর উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। এই সমস্ত সৈন্যের অধিনায়কত্ব করিয়াছিলেন ১৮ নং পদাতিক সৈন্যের কর্ত্তা লেফটেনাণ্ট কর্ণেল ড্রেক ব্রকমান সাহেব।

সম্রাট্ ও সাম্রাজ্ঞী ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলে সস্ত্রীক বড়লাটবাহাদুর উভয়কে অভিবাদন পূর্ব্বক গভীর সম্মান জ্ঞাপন করিলেন। এই সময়ে তাঁহাদের বালিকা কন্যা সাম্রাজ্ঞীকে রক্তবর্ণ একটি সুন্দর পত্রসজ্জিত ফুলের তোড়া উপহার দিলেন।

সম্রাট্ প্রজাপুঞ্জের অধীশ্বর, সৈন্যদলের নেতা। সেনাদল ফিল্ড মার্সেলের বেশে ভারতনক্ষত্রচিহ্নিত ফিতা ধারণ করিয়া তিনি সকলকে দর্শন দান করিলেন। সাম্রাজ্ঞী—শ্বেতাম্বরপরিহিতা ছিলেন। তিনি 'ভারতমুকুট' চিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জের পোষাক নীলাভ কৃষ্ণ ও একান্ত অনাড়ম্বর ছিল, কিন্তু গ্র্যাণ্ড মাষ্টার অফ্ দি 'ষ্টার অফ্ ইণ্ডিয়া' মহান্ চিহ্নটি তাঁহার পোষাকে দেখা যাইতেছিল।

রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ।

অতঃপর যাঁহারা সম্রাট্‌দম্পতীর অন্তরঙ্গ সহচর স্বরূপ সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন, সেই সকল ব্যক্তিকে সম্রাটের সম্মুখে আনয়ন করা হইল। বড়লাট বাহাদুর সম্রাট্‌কে তাঁহাদের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। সর্ব্বপ্রথম উদয়পুরের মহারাণা দেখা করিলেন। তাঁহার বংশগৌরব ও ব্যক্তিগত সদ্‌গুণরাশির জন্য তাঁহাকে সম্রাট্ "ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজসহচর" পদে নিযুক্ত করিয়া সম্মানপ্রদর্শন করিয়াছিলেন। অতঃপর গোয়ালিয়রের মহারাজা, বিকানিরের মহারাজা, যোধপুরের নাবালক কুমারের অভিভাবক মহারাজা প্রতাপসিংহ এবং রামপুরের নবাবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাঁদের পর দরবার কমিটির প্রেসিডেণ্ট স্যার জন হেওয়েট এবং মাষ্টার অফ্ দি সেরিমনিস, স্যার হেনরি ম্যাকমোহন সম্রাটের সহিত পরিচিত হইলেন। ইহার পরে কয়েকটি সামরিক কর্ম্মচারী সম্রাট্‌কে অভিবাদন করিলেন।

অতঃপর সম্রাট্‌দম্পতী সাম্রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ রাজপুরুষগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তন্মধ্যে গবর্ণর, লেফটেনাণ্ট গবর্ণর এবং অন্যান্য প্রাদেশিক

শাসনকর্ত্তৃগণ, ভারতগবর্ণমেণ্টের কার্য্যকরী সমিতির সভ্যগণ এবং অন্যান্য উচ্চরাজপুরুষগণ ছিলেন।

এই উচ্চরাজপুরুষদিগের মধ্যে সম্রাট্ অনেককেই চিনিতেন। সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় সৈন্যগণ ও প্রবীন সেনাপতিগণ তাঁহাকে ভালরূপে দেখিতে পাইয়াছিলেন। বড়লাট ও জঙ্গীলাটকে সঙ্গে লইয়া তিনি এই প্রবীণদের সহিত পরিচিত হইলেন।

অতঃপর দুর্গের অভ্যন্তরে ভারতীয় করদরাজগণের সম্রাট্‌কে অভিবাদন করিবার সময় উপস্থিত হইল। সম্রাট্ সহচরগণপরিবৃত হইয়া এবং বড়লাট-বাহাদুর ও জঙ্গিলাটবাহাদুর প্রভৃতি সহ দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সমস্ত রাস্তায় রাজকীয় রেজিমেণ্টের সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পথে অগ্রে অগ্রে রাজদূতগণ সম্রাটের আগমন ঘোষণা করিতে লাগিল। যে স্থানে করদ রাজগণ সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, সে স্থানে বিচিত্র বস্ত্রাবাস নির্ম্মিত হইয়াছিল। অতি প্রাচীনকালে বিখ্যাত পর্য্যটক বার্ণিয়ার সাজাহানের রাজধানীতে যে প্রকার প্রকাণ্ড এবং সুন্দর বস্ত্রাবাস দেখিয়াছিলেন, ইহা তদনুরূপ। ইহাতে বিচিত্রবর্ণ ও রেশমের কাজ করা ছিল। বিংশতি রৌপ্য নির্ম্মিত স্তম্ভোপরি সজ্জিত বস্ত্রাবাসটি সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা ছিল। সমস্ত ভারতবর্ষে এমন তাম্বু আর ছিল না। সম্রাটের সহিত করদ নৃপতিবর্গ ইহার অভ্যন্তরে সাক্ষাৎ করিবেন। আকস্মিক দুর্ঘটনায় অন্যরূপ হইল। উৎসবের ৪৮ ঘণ্টা পূর্ব্বে অগ্নিতে এমন কারুকার্য্যময় দ্রব্যটি ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছিল। অল্প কয়েকজন কর্ম্মচারীর অদম্য উৎসাহে এবং কাশ্মীর, যোধপুর ও রামপুরের রাজগণের উদারতায় পুনরায় একটি অতিবৃহৎ ও ও সুন্দর বস্ত্রাবাস যেন ফিনিক্‌স পক্ষীর মত সহসা সেই ভস্মরাশি হইতে সমুত্থিত হইল। যদিও এটি আগেকারটির মত তত সুন্দর হয় নাই, তথাপি ইহা বেশ সুন্দর হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। দরজার সম্মুখে কাশ্মিরী শাল ও পশমের নির্ম্মিত তাম্বুটি অতীব মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল। দরজার সম্মুখে ১৬শ রাজপুত ও ১৮নং টিওয়ানা ল্যান্সার।

বস্ত্রাবাসের অভ্যন্তরে ইতিমধ্যে করদনৃপতিগণ একত্র হইলেন। প্রবেশ-দ্বার হইতে যে পথ মোগলদিগের সময়কার চন্দ্রাতপতলে অবস্থিত সিংহাসন পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহার দুইপার্শ্বে রাজগণ স্বীয় স্বীয় রাজ্যের ভৌগলিক সংস্থানানুযায়ী স্থান গ্রহণ পূর্ব্বক সর্দ্দারগণসহ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাজাসনের দক্ষিণপার্শ্বে বেলুচিস্থানাগত পনরজন আমিরের কঠোর মুখভঙ্গিমা এবং নিতান্ত সাধারণ পরিচ্ছদ আশে পাশের জাকজমক হইতে যথেষ্ট পৃথক দেখাইতেছিল। রাজাসনের পশ্চাৎদিকে 'মোরছাল' (ময়ুরপাখা) 'চামরছত্র' এবং 'সূরযমুখী' (দীর্ঘ দণ্ডের উপর স্থাপিত সূর্য্যের প্রতিচ্ছবি) রাজচিহ্ন-স্বরূপ রক্ষিত ছিল। যে সকল ভারতীয় সামরিক কর্ম্মচারী দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য সম্পাদন করিয়া পেন্সন লইয়াছিলেন, তাঁহারাই রাজচিহ্ন বহন করিবার ভার পাইয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। বাদ্যকরগণ সেতুপার্শ্ব হইতে বাদ্যধ্বনি করিয়া সম্রাট্‌দম্পতীর আগমনবার্ত্তা ঘোষিত করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই তাঁহারা সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। এইভাবে ভারতীয় রাজন্যবর্গের সহিত সম্রাটের সর্ব্বপ্রথম মিলন হইল। উৎসব ব্যাপারের অধ্যক্ষ স্যার হেন্‌রি ম্যাকমাহন অতঃপর রাজাদিগকে সম্রাটের নিকট উপস্থিত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সুস্বরে ব্যাণ্ড বাদ্য বাজিতে লাগিল। প্রথম নিজাম, পরে অন্যান্য নরপতিগণ সম্রাট্‌কে অভিবাদন করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে প্রস্থান করিলেন। ইহাঁদের মধ্যে সিকিমের অধীশ্বর একটি রেশমী রুমাল সম্রাট্ ও সাম্রাজ্ঞীর পদপ্রান্তে স্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা রাজোচিত মর্য্যাদার সঙ্গে করা হইয়াছিল, উপস্থিত সকলেই এই বিনয়প্রকাশে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

অভিবাদন কার্য্য শেষ হইলে সম্রাট্ রাজকীয় রক্ষিদলের শ্রেণী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অশ্বারোহণ করিলে রাজ্ঞী গাড়ীতে উপবেশন করিলেন। সেই প্রাচীন দুর্গের আলোহীন বিজনতা সহসা ঘুচিয়া, সেই স্থানগুলি যেন ইন্দ্রজালপ্রভাবে সহসা—চঞ্চল উষ্ণীষ ও আন্দোলিত পতাকামালার বর্ণসৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। এদিকে উচ্চরবে বাদ্য বাজিয়া উঠিল, সম্রাট্ স্বীয় প্রজাপুঞ্জের মধ্যে দর্শন দিতে প্রস্তুত হইলেন।

শোভা-যাত্রা।

শোভাযাত্রা উভয়দিকে প্রসারিত সৈন্যশ্রেণীর মধ্য দিয়া, টেলিগ্রাফ অফিসের নিকট দিয়া, দিল্লীর দ্বার দিয়া বাহির হইল। এই বৃহৎ পুরদ্বারের উপরিভাগে বিস্তৃত বারেণ্ডায় বিচিত্রবর্ণের চিকের অন্তরাল হইতে ভারতীয় রাজন্যবর্গের পুর-মহিলাগণ রাজদর্শনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

দুর্গ হইতে বহির্গত হইবামাত্রই পুনরায় বাদ্য বাজিয়া উঠিল। দর্শকবৃন্দ বহুকালপোষিত আশা সফল হইতে চলিল বলিয়া সানন্দে অধীর হইলেন।

এদিকে ৬টি কামান দাগিয়া ১০১টি তোপধ্বনি করিয়া সম্রাটের ভ্রমণ-বার্ত্তা বিঘোষিত করা হইল।

সম্রাট্ অশ্বারোহণে দলবলসহ সৈন্যশ্রেণীর মধ্য দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। এমন অপূর্ব্ব দৃশ্য মোগলদিগের সময়ও দিল্লীবাসীরা প্রত্যক্ষ করে নাই, কারণ তখন এই সকল স্থান ক্ষুদ্র অলিগলিতে বিভক্ত ছিল, এমন উন্মুক্ত স্থানে এরূপ মহাজনতার আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

শোভাযাত্রা সমগ্র ভারতের আধিপত্যব্যঞ্জক ছিল বলিয়া ইহাতে বিভিন্ন প্রদেশের চিহ্ন সূচিত হইয়াছিল। এই জন্যই ইহা এত সুন্দর ও বৈচিত্র্য-পূর্ণ দেখাইয়াছিল। পাঞ্জাব পুলিশের ডেপুটি ইনসপেক্টর জেনারল লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল ডেন্নিস এই ভাগের অগ্রে, সুতরাং তিনি শোভাযাত্রার সর্ব্বাগ্রে চলিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণের দলবল মধ্যে বোম্বাই ও মান্দ্রাজের রাজপ্রতিনিধিদ্বয়ের শরীররক্ষক-সেনা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ইউরোপের যে কোন অধীশ্বর এমন শরীররক্ষকসেনা পাইলে চরিতার্থ হইতেন। সমগ্র শোভাযাত্রাটিকে প্রধানতঃ তিন অংশে ভাগ করা যায়। প্রথমাংশে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ, দ্বিতীয়-অংশে বড়লাট ও ষ্টেট্ সেক্রেটারীসহ স্বয়ং সম্রাট্ ও তৃতীয়াংশে করদনৃপতিগণ গমন করিয়াছিলেন। প্রথম-অংশে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ নিম্নলিখিত ভাবে পর পর গিয়াছিলেন।

১। মধ্যপ্রদেশের চীফ্ কমিশনার।
২। যুক্তপ্রদেশের লেফ্টেন্যাণ্ট গবর্ণর।
৩। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের লেফ্টেন্যাণ্ট গবর্ণর।
৪। ব্রহ্মদেশের লেফ্টেন্যাণ্ট গবর্ণর।
৫। পাঞ্জাবের লেফ্টেন্যাণ্ট গবর্ণর।
৬। বঙ্গের লেফ্টেন্যাণ্ট গবর্ণর।
৭। মান্দ্রাজের গবর্ণর।
৮। বোম্বাইর গবর্ণর।

দ্বিতীয় অংশে স্বয়ং সম্রাটের দলবল চলিলেন। পাঞ্জাবপুলিশের ইনসপেক্টর-জেনারেল, মিঃ ই, এল, ফ্রেঞ্চ এই দলের অগ্রে অগ্রে গমন করিলেন। মিঃ ফ্রেঞ্চএর হস্তেই দিল্লীর সমস্ত পুলিশের বন্দোবস্তের ভার

থাকায় তাঁহার যথেষ্ট দায়িত্ব ছিল। তিনি অতীব প্রশংসাহঁরূপে স্বীয় কার্য্য-নির্ব্বাহ করিয়াছেন। ইনসপেক্টর-জেনারেলএর পর কর্ণেল ডবলিউ, এ, ওয়াটসন, এবং তৎপরে রাজকীয় "ড্রাগুন" প্রহরিগণের একটি শ্রেণী, তাহাদের পশ্চাতে উজ্জ্বল রক্তিম পোষাক পরিহিত ব্যাটারীর অশ্বারোহী সৈন্যদল কামানসহ যাইতে লাগিল। তারপর সেই "ড্রাগুন" প্রহরীদের অবশিষ্ট শ্রেণী সম্রাটের শরীররক্ষকসেনাদলের নেতা ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল, এইচ, পি, লিভার এবং লেফ্‌টেন্যাণ্ট-জেনারেল স্যার ডগলাস হাইগ ও মেজর-জেনারেল জি, কিটসন গেলেন।

এই দলের পর জঙ্গিলাটের দলবলের যাইবার পালা। ইঁহাদের পরে মধ্যযুগের বিচিত্রপরিচ্ছদপরিহিত রাজদূতদিগকে দেখা যাইতে লাগিল। ইঁহাদের প্রধান ছিলেন—ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল পিটন ও তাঁহার সহকারী ছিলেন—মালিক উমার হায়াৎ খান তিওয়ানা।

অতঃপর অপূর্ব্ববেশে সুসজ্জিত দুইদল অশ্বারোহী দৃষ্টিগোচর হইল। ইঁহারা বড়লাটবাহাদুরের দল এবং সম্রাটের স্বকীয়দলভুক্ত সেনানায়ক। শেষোক্ত কর্ম্মচারিবৃন্দের মধ্যে অনেক সুবিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তন্মধ্যে গোয়ালিয়র ও বিকানীরের মহারাজদ্বয় এবং রামপুরের নবাব বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য। গোয়ালিয়রের মহারাজ মেজর-জেনারেলএর বেশে, বিকানীরের মহারাজ স্বীয় উষ্ট্রারোহী সৈন্যের অধিনায়কবেশে এবং রামপুরের নবাব স্বর্ণখচিত নীল বর্ণের পোষাকপরিহিত অশ্বারোহিদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তারপর বড়লাটের শরীররক্ষক ভারতীয় সেনাদল দেখা যাইতে লাগিল। এই বিশ্বস্ত সেনাদল অতি পুরাতন। ১৭৭৭ খৃঃ অব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস দলটি গঠন করিয়াছিলেন। ইঁহারা সংখ্যায় দেড়শত ছিলেন। সম্রাটের নিতান্ত অন্তরঙ্গ কয়েকটি ব্যক্তি ভিন্ন ইঁহাদের ন্যায় আর কেহ তাঁহার নিকটবর্ত্তী ছিলেন না। এই সান্নিকট্য দ্বারা সম্রাট্ ভারতীয় সৈন্যদিগকে বিশেষ গৌরব প্রদান করিয়াছিলেন। সম্রাটের নিতান্ত সন্নিকটে তিনজন উচ্চকর্ম্মচারী, রাজপরিবারভুক্ত অশ্বারোহীদলের খিদ্‌মদ্‌গারগণ এবং রাজকীয় শরীররক্ষকদলও ছিলেন। ইহাদের সুদীর্ঘ দেহ এবং সমুজ্জ্বল বক্ষ-পরিচ্ছদ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ইহাদের পরেই এক লাইনে প্রধানসেনাপতি, সম্রাটের শ্যালক ডিউক অফ্‌ টেক্ এবং তাঁহাদের পশ্চাতে

লর্ড ফিটজ্মরিস এবং মেজর ক্লাইড উইগ্রাম ছিলেন, শেষোক্ত মহোদয় সম্রাটের সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটারী।

অতঃপর দর্শকদিগের বহুদিনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল,—সহসা সম্রাট্ সকলের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। তিনি অষ্ট্রেলিয়া দেশের একটি কৃষ্ণাভ অশ্বে সমারূঢ়। তাঁহার অনতিদূরে বড়লাট বাহাদুর, এবং প্রধান মন্ত্রী লর্ড ক্রু ছিলেন। মোগলরাজত্বে বাদসাহগণ খুব ধূমধামে রাস্তায় বাহির হইতেন, কিন্তু তাঁহারা বহুদূর পর্য্যন্ত অস্ত্রধারী ওমরাহ ও সৈন্যপরিবেষ্টিত হইয়া চলিতেন, অথবা ওমরাহগণের বেষ্টনীর ভিতর রুদ্ধদ্বার পাল্কীতে গমন করিতেন। প্রজাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য বহু নকিব ফুকরিতে ও বাদ্য বাজিতে থাকিত। কিন্তু আমাদের সম্রাট্ নিঃশঙ্কচিত্তে স্বীয় অগণিত প্রজার মধ্যে উপস্থিত হইলেন।

দ্বিপ্রহরের রৌদ্র হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সম্রাট্ এই সময় যে শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা অনেকটা প্রধানতম সেনাপতিগণের শিরস্ত্রাণের মত ছিল, এবং সেই শিরস্ত্রাণের দ্বারা তাঁহার মুখমণ্ডল ঢাকা পড়িয়াছিল। সেই বিশাল জনতা শোভাযাত্রায় চমৎকৃত হইয়াছিল, বহুসংখ্যক লোক সম্রাট্কে সহসা চিনিতে না পারিয়া যেন কতকটা ক্ষুব্ধ হইয়াছিল, কিন্তু অতি অল্পসময়েই তাহাদের ভ্রম দূর হইল এবং শত শত কণ্ঠের আনন্দধ্বনি দ্বারা সম্রাট্দর্শনলাভ অভিব্যক্ত হইল।

এদিকে সম্রাটের পশ্চাতেই সাম্রাজ্ঞী দৃষ্টিগোচর হইলেন। মহারাজ্ঞীর গাড়ী ছয়টি সুসজ্জিত অশ্বচালিত, দুইটি স্বর্ণকিরীট রাজছত্র এবং বিবিধ রাজকীয়চিহ্নে ভূষিত ছিল। রাণীর সঙ্গে গাড়ীতে ছিলেন, ডিবনসায়ারের ডাচেস, ডারহামের আরল। গাড়ীর দক্ষিণপার্শ্বে, অশ্বারোহণে ছিলেন—শরীররক্ষীদের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন কীঘ্লি এবং বামপার্শ্বে ছিলেন—ইম্পিরিয়াল ক্যাডেট কোরের অধিনায়ক স্যার প্রতাপসিংহ। ইহার পরেই ইম্পিরিয়াল ক্যাডেট কোর—ভারতীয় বহু রাজন্য এই দলটি অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কিষণগড়ের মহারাজ, জেওরার নবাব, ঢোলপুরের রাণা, রাটলামের রাজা, বেরিয়ার রাজা, সাঁচির নবাব, কোটার পৃথ্বীসিং প্রভৃতি অনেকেই ছিলেন; ইঁহাদের জমকাল পরিচ্ছদ সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল, ইঁহাদের প্রত্যেকেরই মুকুটে তিনলহর স্বর্ণসূত্রে “সম্রাটের জন্য” কথাটি ঝক্‌মক্ করিতেছিল।

রাণীর গাড়ীর পশ্চাতে লেডি হারডিঞ্জ এবং রাজপরিবারভুক্ত মহিলাগণ চারিটি ল্যাণ্ডো গাড়ীতে যাইতেছিলেন। সম্রাটের আগমন এই সময় সেই বৃহৎ জনতাকে এতাদৃশ বিচলিত করিয়াছিল, যে সমগ্র দিল্লী একটি সঞ্চরমাণ মধুকরের চক্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। শোভাযাত্রার এইখানেই শেষ নহে। এ পর্য্যন্ত সম্রাট্ স্বীয় শাসনকর্ত্তৃগণ ও অন্যান্য কর্ম্মচারী সহ যাইতেছিলেন। এখন ইঁহাদের পশ্চাতে ভারতীয় করদনৃপতিগণ গমন করিতে লাগিলেন। বৈচিত্র্য ও ঔজ্জ্বল্যে শোভাযাত্রার এই অংশ অতীব কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছিল। রাজন্যবর্গের কেহবা আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ যানে আরূঢ় ছিলেন, কেহবা পুরাকালের অদ্ভুত যানারূঢ় হইয়া চলিতেছিলেন, কোন রাজযানের পুরোভাগে দর্শকদিগকে সতর্ক করিবার জন্য ঢাক বাজিতেছিল, কোন যান বা উষ্ট্রবাহিত ছিল; বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের সকল প্রকার যানের সহিত মধ্যযুগের বিচিত্র শকটাদির অদ্ভুত মিশ্রণ হইয়াছিল। টুডর রাজগণের ও সম্রাট্ 'জনের' সময় ব্যবহৃত যানগুলি কিরূপ ছিল, এই দৃশ্যে সকলেই তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল।

এই দলের ভিতর ১৯৬টি গাড়ী এবং প্রায় দশহাজার ব্যক্তি ছিলেন। ১৬১ জন করদরাজা ইহাতে ছিলেন। টঙ্কের নবাব শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এই কারণে উদয়পুরের মহারাণাও সালিমগড় হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি লইয়াছিলেন।

রাজগণের শ্রেণী।

প্রথমেই হাইদ্রাবাদের নিজাম পরিদৃষ্ট হইলেন। পিতার মৃত্যুর পরে তিনি মাত্র তিনমাস যাবত গদিতে বসিয়াছেন। চতুরশ্ববাহিত ল্যাণ্ডো গাড়ীর মধ্যে নিজামবাহাদুর, রেসিডেণ্ট লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল মিঃ পিনহি এবং নিজামসৈন্যের সেনাপতি নবাব স্যার আফসার-উদ্দৌলাকে লইয়া বসিয়াছিলেন। ইংরেজ অশ্বচালক এবং সহিসগণ পীতবসন পরিহিত ছিল। প্রধান প্রধান সামন্তগণ অন্য তিন গাড়ীতে চড়িয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছিলেন। নিজামবাহাদুরের শরীররক্ষকগণ এবং হাইদ্রাবাদ ইম্পিরিয়াল সারভিসের বর্শাধারী সৈন্যগণের পোষাক কৃষ্ণ-নীল এবং ধূসরবর্ণের ছিল। এই দল গুরুগম্ভীরভাবে সর্ব্বাগ্রে চলিয়া গেলেন।

অতঃপর বরদার অশ্বারোহী সৈন্যদল মহারাষ্ট্রীয় প্রাচীন রীতিতে নির্ম্মিত সোণা ও রূপার আসাসোঁটা এবং অন্যান্য রাজচিহ্নসহ দৃষ্টিগোচর হইল।

গাইকোয়ারের গাত্রে ভারতনক্ষত্র পদক বিরাজিত ছিল, এবং তিনি রেসিডেণ্ট মিঃ এইচ, ভি, কব এবং দেওয়ান মিঃ সি, এন সেড্‌ডনকে সঙ্গে লইয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার দল আধুনিকছন্দে গঠিত ছিল, শুধু মহারাজ চামরধারিগণপরিবেষ্টিত হইয়া কতকটা প্রাচীন ভাব বজায় রাখিয়াছিলেন। বরদার মহারাণী এবং মহারাজকুমারী ও পুরমহিলাগণ দিল্লীগেটের উপর হইতে এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন।

বরদার গাইকোয়ারের পরে মহীশূরের মহারাজ দেখা দিলেন। তাঁহার সঙ্গে রেসিডেণ্ট লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল হিউগ ডেলি এবং দেওয়ান মিঃ টি আনন্দ রাও এবং সর্দ্দার গোপালরাজা উর্‌স ছিলেন।

মহীশূরের মহারাজের পর কাশ্মীরের মহারাজ ও তৎপরে জয়পুরের মহারাজ ছিলেন। জয়পুরের মহারাজের সঙ্গে বড়লাটের রাজপুতানার প্রতিনিধি মিঃ ই, জি, কলভিন ছিলেন। মহারাজের সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনীয় বটে, তাঁহার অনেক সৎকীর্ত্তি, তন্মধ্যে ভারতীয় দুর্ভিক্ষভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহারাজ রয়াল ভিক্‌টোরিয়ান অর্ডার এর ফিতায় সজ্জিত হইয়া জয়পুরের অশ্বারোহী সৈন্যদলের অগ্রে বাহির হইয়াছিলেন।

রাঠোরকুলপ্রধান যোধপুরের যুবকমহারাজ তৎপরে দেখা দিলেন। তাঁহার সঙ্গে তদীয় খুল্লতাতদ্বয়, ও রেসিডেণ্ট মেজর সি, জে, উইণ্ডহাম ছিলেন। সৈন্যদলের মধ্যে যোধপুর ইম্পিরিয়াল সারভিস সেনানী (বিখ্যাত সর্দ্দার রিসালা) সঙ্গে ছিল। এই দল ১৯০০ সনে চীনদেশে ব্রিটিশসৈন্যের সহিত একযোগে যুদ্ধ করিয়াছিল। মহারাজের বয়স নিতান্ত অল্প। তিনি এই সময়ে বিলাতে ওয়েলিংটন কলেজে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। মহারাজের সঙ্গে ছত্র, চামর প্রভৃতি রাজচিহ্ন হস্তে অনুচরগণ এবং অশ্বারোহণে তিনজন শরীররক্ষক পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিল। মারবারের প্রধান্ প্রধান সর্দ্দারগণও আর দুই গাড়ীতে মহারাজার অনুসরণ করিতেছিলেন।

যোধপুরের পর রাজপুতানার অবশিষ্ট নরপতিগণ যাইতে লাগিলেন। বুন্দি, কোটা, ভরতপুর, যশল্মীর, আলোয়ার, সিরোহি, প্রতাপগড়, বংশবরা, সাপুর ও কুশলগড়ের নৃপতিগণ ক্রমান্বয়ে গমন করিলেন। তাঁহাদের পরিচ্ছদের বিচিত্রতা ও দলবলের সাজসজ্জা দর্শকবর্গের সকৌতুক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ইঁহাদের অনেকেরই মহীমরাতিব, করণীয়, মেঘডুম্বর, চামর, মরছাল প্রভৃতি রাজচিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছিল।

রাজস্থানের রাজগণের পর মধ্যভারতের নরপতিগণ দেখা দিলেন। মধ্যভারতীয় রাজগণের মধ্যে কতক রাজপুর, এবং কতক মহারাট্রাজাতীয়, এবং মধ্যভারত ও রাজপুতানা পরস্পর সংলগ্ন থাকায় দুইদেশের অধিবাসী-দের সাজসজ্জায় বিশেষ কোনরূপ প্রভেদ নাই। মধ্যভারতের রাজসংখ্যা ১৩৯। রাজগণের সর্ব্বাগ্রে এই রাজ্যসমূহের এজেণ্ট মি, এম, এফ ও' দ্বায়ের অনুচরগণসহ অশ্বারোহণে চলিলেন। তাঁহার পশ্চাতেই ইন্দোরের মহারাজা হোলকার। সিন্ধিয়া সম্রাটের শরীররক্ষকস্বরূপ অগ্রে গিয়া-ছিলেন। ইন্দোরের যুবকমহারাজের ভায়োলেটের শিরস্ত্রাণ ও দলবলের ঘটা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

অতঃপর ভূপালের বহুরত্নখচিত অবগুণ্ঠনধারিণী বেগম সাহেবা ও ক্রমান্বয়ে রেওয়া, অর্চ্ছা, ধর এবং তৎপরে পুরাতন ও নূতন দেওয়াস, সমথর, পান্না, চারখরি, বিজাওর, ছত্রপুর, সীতামউ, সাইলানা, রাজগড়, নরসিংহগড়, বারয়ানী এবং অলিরাজপুর রাজ্যের রাজগণ এই বিরাট্ শোভাযাত্রার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

অতঃপর মান্দ্রাজের রাজগণ উপস্থিত হইলেন। ইহাঁরা সংখ্যায় বেশী নহেন। মাত্র পাঁচজন। ইহাঁদের মধ্যে প্রথমে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা গিয়াছিলেন, তৎপরে যথাক্রমে কোচিন, পুড্ডুকোটাই, বনগণপাল্লি এবং সন্দর রাজ্যের রাজগণ দেখা দিয়াছিলেন।

মান্দ্রাজের পর বোম্বাই প্রদেশের রাজগণ দর্শকদিগের নয়নপথে পতিত হইলেন। তাঁহাদের সংখ্যা ৩৬৩। এই রাজগণের প্রধান হইলেন ইতিহাস-বিশ্রুত শিবাজীর বংশধর কোলাপুরের রাজবংশ। কোলাপুরের মহারাজ মণিমাণিক্য-খচিত পরিচ্ছদের উপর রয়াল ভিক্টোরিয়ান অর্ডারের ফিতা পরিধান করিয়াছিলেন।

কোলাপুরের মহারাজার পর কচ্ছ, ভবনগর, ইদর, পালানপুর, ধ্রংগদ্রা, রাজপিপলা, ক্যাম্বে, গোণ্ডাল, জাঞ্জিরা, লাহেজ, সের ও মোকাল্লা, ফাধলি, ধরমপুর, বংশদা, ছোট উদয়পুর, বস্কানীর, লিম্বদি, ভোরগক ও মুধোল রাজ্যসমূহের অধিপতিগণ ক্রমান্বয়ে গমন করিয়াছিলেন।

বোম্বাইর পর পাঞ্জাব প্রদেশের করদরাজগণ সকলের নয়নপথে পতিত হইলেন। ইহাঁদের রাজ্য দিল্লীর খুব নিকটে বলিয়া তাঁহারা অপর রাজন্যবর্গ অপেক্ষা খুব বেশী ঘটা করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। প্রথমেই পাতিয়াল

মহারাজার পালা। তৎপরে যথাক্রমে ভাওয়ালপুর, ঝিন্দ, কর্পূরতালা, মণ্ডি, সিরমুর, মালের কোটলা, বিলাসপুর, ফরিদকোট, চম্বা, সুকেত, লোহারু, কালসিয়া, পাতাউদি, দুজানা, বাঘাট, জাববাল, কিওনথাল রাজ্যগুলির নরপতিবৃন্দ অনুসরণ করিয়াছিলেন।

পাঞ্জাব প্রদেশের পর বেলুচিস্থানের মুসলমান অধিপতিগণ দেখা দিলেন। ভারতীয় রাজন্যবর্গের সমারোহের পর তাঁহাদের অনাড়ম্বর পরিচ্ছদ দর্শক-বৃন্দের নিকট অভিনব বোধ হইয়াছিল। ইহাঁরা কালাট, লাসবেলা, কোয়েটা সিবি প্রভৃতি প্রদেশের শাসনকর্ত্তা।

অপূর্ব্ববেশ-পরিহিত অনুচরগণ পরিবৃত দীর্ঘদেহ ভোট-রাজ দেখা দিলেন। তৎপরে সিকিমের করদরাজকে সকলে দেখিতে পাইল। তিব্বত মিশনের সময়ে ভূটানরাজ ভারতগভর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বিগত ১৯০৬ সনে আমাদের সম্রাট্ যুবরাজরূপে ভারত ভ্রমণে আসিলে ভূটানরাজ কলিকাতা মহানগরীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সিকিমের রাজপুত্র দরবারের সময় অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলেন। উল্লিখিত দুইরাজ্যের ব্যক্তিবর্গের আকৃতি, পরিচ্ছদ প্রভৃতি দর্শকবৃন্দের সাতিশয় বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল।

ইহাঁদের পরে আফগান দেশের পশ্চিম সীমান্তবাসী পাঠান সামন্তগণ মিছিলের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ইহাঁরা চিত্রল, দির, নওয়াগাই, বোর প্রভৃতি প্রদেশের শাসনকর্ত্তা।

ইহাঁরা প্রস্থান করিলে দর্শকদিগের দৃষ্টি ভারতসীমান্ত হইতে গঙ্গাযমুনা-বিধৌত মধ্যদেশের কতিপয় রাজার উপর নিপতিত হইল। কাশীনরেশ চতুরশ্ববাহ্য রৌপ্যমণ্ডিতযানে আগমন করিয়াছিলেন। যুক্তপ্রদেশের মাত্র দুইজন রাজা দেখা গিয়াছিল। রামপুরের নবাব শরীররক্ষকরূপে সম্রাটের সঙ্গে থাকায় প্রথমেই কাশীনরেশ গমন করিলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে হিমালয় পর্ব্বতের নিভৃত বক্ষ হইতে টিহরি রাজ্যের রাজা আগমন করিয়াছিলেন।

এইবার বঙ্গদেশের অল্পসংখ্যক করদনৃপতি দেখা দিলেন। এই রাজগণের প্রথমে কোচবিহার ও তৎপরে উড়িষ্যাবিভাগ হইতে যথাক্রমে ময়ূরভঞ্জ, সোনপুর, কালাহাড়ি, বামড়া এবং ধানকেনেলের রাজগণ গমন করিয়াছিলেন। কোচবিহারের মহারাজ চতুরশ্ববাহিতযানে মিঃ ভেণ্টিথের সঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন।

এই রাজগণের পর পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের প্রধান রাজা, পার্ব্বত্য ত্রিপুরাধিপ ও মণিপুরের নৃপতি দর্শনদান করিলেন। ইহাঁরা সবে কৈশোর অতিক্রম করিয়াছেন, ত্রিপুরনরেশের দুইভ্রাতা তাঁহার সঙ্গী ছিলেন এবং ইহাঁদের সঙ্গে পলিটিক্যাল এজেণ্ট ক্যাপ্টেন ম্যারে আগমন করিয়াছিলেন। মণিপুরের রাজা ইহার অল্পপূর্ব্বেই আজমীর মেও কলেজের ছাত্র ছিলেন।

অতঃপর মধ্যপ্রদেশের করদরাজগণ দেখা দিলেন। ইহাঁরা নিতান্ত সাধারণ ভাবে গমন করিয়াছিলেন। ইহাঁরা কঙ্কর, সিরওজা, সারংগড় এবং মাকরাই প্রভৃতি স্থানের অধিপতি।

সর্ব্বশেষে সুদূর ব্রহ্ম এবং চীন সীমান্ত হইতে আগত সান্ দেশের অধিপতিগণ শোভাযাত্রার শেষ দৃশ্য উজ্জ্বল করিলেন। ইহাঁদের বাসস্থানের নাম কেংটাং, সিপউ, ইয়ংউই, লাইবা, দক্ষিণ হুয়েনসি এবং তেয়াংপেং। ইহাঁদের পোষাক মূল্যবান্ ও বিচিত্রবর্ণের রেশম নির্ম্মিত এবং স্বর্ণমুকুট ছোট ছোট বৌদ্ধ মন্দিরের ন্যায় ছিল। ইহাঁদের সঙ্গীদের হস্তে বর্শা, দা, এবং বিবিধছত্র ও দণ্ড বিরাজ করিতেছিল। এই দলপতিগণের সংখ্যা প্রায় একশত। সুবিখ্যাত ১৮শ সংখ্যক অশ্বারোহী বর্শাধারী রেজিমেণ্ট, ইহাঁদের পশ্চাতে শোভাযাত্রা শেষ করিয়া গমন করিলেন।

এদিকে রাজশিবিরে বিরাট্ ব্যাপার আরব্ধ হইল। সম্রাট্-দম্পতী যেইমাত্র দুর্গে প্রবেশ করিলেন, অমনি ব্যাণ্ডযোগে সুস্বরে জাতীয় মহাসঙ্গীত বাজিয়া উঠিল। দর্শকবৃন্দ বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া কার্য্যাবলী দর্শন করিতে লাগিল। প্রথমে বন্দুকের এবং তৎপরে বিউগ্‌লের শব্দে সকলে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ আসিয়াছেন। অতঃপর গম্ভীর নির্ঘোষে কামান গর্জ্জিয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে একটি আরোহিবিহীন অশ্ব অতি দ্রুতবেগে সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। রাজচক্রবর্ত্তীর আগমনসূচক ইহা প্রাচীন হিন্দুরীতি। সম্রাট্ উপস্থিত হইবামাত্র সুমধুরস্বরে ব্যাণ্ড বাজিতে লাগিল। অতঃপর সম্রাট্ প্রজাসাধারণের প্রতিনিধিবর্গের সম্মুখে অভিনন্দন গ্রহণের জন্য আসিলেন। ভারতের সেই এক স্মরণীয় দিবস। সম্রাটের সঙ্গে এই সময়ে লর্ড হার্ডিঞ্জ এবং ভারতের ষ্টেট সেক্রেটরী মারকুইস অফ ক্রু ছিলেন। অনন্তর সম্রাট্ সকলের অভিবাদন গ্রহণ করিলেন। ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ্ কৌন্সিলের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট

অভিবাদন পূর্ব্বক ভারতীয় প্রজাবর্গের পক্ষ হইতে অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলেন।

"আমরা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ গভীর সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক ভারতীয় প্রজাবর্গের পক্ষ হইতে আপনাকে আন্তরিক স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি। সমস্ত ভারতের অধীশ্বররূপে সমাগত বলিয়া আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এই পুরাতন ঐতিহাসিক নগরীতে অনেক রাজা ও সম্রাট্ রাজ্যশাসন করিয়া গিয়াছেন। অদ্যাপি তাঁহাদের অনেক কীর্ত্তিচিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাঁদিগের কেহই কিন্তু আমাদের মহামহিম বর্ত্তমান সম্রাটের তুল্য সমগ্রভারতে একাধিপত্য বিস্তার করেন নাই, সুতরাং আপনার আগমন চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। রাজভক্তি ভারতের ধর্ম্মগত ও আদরের বস্তু। আপনার সমগ্র সাম্রাজ্যের ভিতর রাজভক্তিতে ভারতবাসীদিগের সহিত কাহারও তুলনা হয় না। ভারত সম্রাজ্য বহুভাষাভাষী, বহু জাতি ও বহু ধর্ম্মীর বাসভূমি। হিমালয়ের উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত, সুদূর চীন ও শ্যামের প্রান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগের অধিবাসিগণ অদ্য রাজভক্তি প্রদর্শনার্থ এই মহা-নগরীতে একত্র হইয়াছে। এই স্বল্প প্রবাসেও আপনি দেশব্যাপী এই ভক্তি ও সম্ভ্রমের ভাব লক্ষণ করিবেন। এই উপলক্ষে সাম্রাজ্ঞীও আপনার সহিত ভারতে পদার্পণ করিয়া তাঁহার দাম্পত্য ও বাৎসল্য ভাবের যে আদর্শ আমাদিগকে দেখাইলেন, তাহাতে আমরা বিশেষরূপে কৃতার্থ হইয়াছি। আমরা ভগবানের নিকট আপনাদের মঙ্গল কামনা করিতেছি। তিনি যেন আপনার সুশাসনের ফলে ভারতকে ক্রমশঃ উন্নতি, সুখ ও শান্তির দিকে প্রবর্ত্তিত করেন। আমরা আশা করি যে ভারতের মঙ্গলকামনা আপনার হৃদয় মন্দিরে সর্ব্বদা বিরাজ করে।"

অভিনন্দন পত্র।

অভিনন্দন পত্রখানি কলিকাতা আর্টস্কুল কর্ত্তৃক কারুকার্য্য খচিত হইয়াছিল। ইহাতে ৭২ জন সভ্যের ভিতর ৬৯ জনের দস্তখত ছিল, কারণ অত্যন্ত গুরুতর কারণে তিনজন অনুপস্থিত ছিলেন।

মিঃ জেনকিন্স অভিনন্দন পত্রখানি পাঠান্তে রৌপ্যাধার বদ্ধ করিয়া সম্রাটের ইকুয়েরীর হস্তে প্রদান করিলেন। উক্ত রৌপ্যাধারে নিম্নলিখিত কথাকয়টি খোদিত ছিল।

"১৯১১ সনের ৭ই ডিসেম্বর দিল্লী প্রবেশ উপলক্ষে সম্রাট্-দম্পতীকে

এই অভিনন্দন-পত্রখানি ভারতের অধিবাসিবৃন্দের পক্ষ হইতে বড়লাট-বাহাদুরের ব্যবস্থাপক সভাকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইল।"

অতঃপর সম্রাট্ সুস্পষ্ট এবং শ্রুতিমধুরস্বরে নিম্নলিখিত কথাকয়েকটি বলিলেন। "সম্রাজ্ঞী এবং আমার পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ইংলণ্ডে আমার অভিষেকের সময় ভারতবাসিগণ নানাদেশ হইতে তাঁহাদের রাজভক্তি ও শুভেচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেইরূপ অসংখ্য নিদর্শন আমি পাইতেছি। এবার এদেশে পদার্পণ করিবামাত্র সেই একই সুর গভীর আন্তরিকতার সহিত নানাদিক্ হইতে ধ্বনিত হইতেছে।

সম্রাটের উত্তর।

আমার প্রতিনিধি যে আপনাদের যথেষ্ট সাহায্য পাইয়া থাকেন তাহা আমি তাঁহার নিকটেই শুনিয়াছি।

ভারতবাসীর পক্ষ হইতে যে সম্বর্দ্ধনা প্রাপ্ত হইলাম তাহাতে আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। ভারতবর্ষের উন্নতি সর্ব্বোপরি আমার হৃদয়ে বিরাজ করিবে, এবিষয়ে আমার আশ্বাসবাক্যে আপনারা নির্ভর করিবেন।"

সহজ ও সরল কথাপূর্ণ এই অনুগ্রহবাণীতে সকলেই উৎফুল্ল হইয়া আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। জাতীয় মহাসঙ্গীত গীত হইতে লাগিল। ইহার মধ্যে সম্রাট্ সকলের অভিবাদন গ্রহণ পূর্ব্বক স্থানত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর সম্রাট্‌দম্পতী রাজকীয় বস্ত্রাবাসে গমন করিলেন। সেখানে লেফটেন্যাণ্ট অনারেবল আর, ও, বি, ব্রিজম্যানের অধীনে 'রয়াল নেভি', মেজর পিকটন ফিলিপ্‌সের অধীনে 'রয়াল মেরিনস্', ক্যাপ্টেন পি, ভিলিয়ার্‌স্ ষ্টুয়ার্টের অধীনে রয়াল ফিউসিলিয়ারস্ এবং ২য় সংখ্যকবাহিনীর মেজর সি, এন্ প্রাইসের অধীনে ১৩০ নং বেলুচিগণ অপেক্ষা করিতেছিল। সম্রাট্ অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন, তখন রাজকীয় বৃহৎ রেশমী পতাকা উন্মুক্ত হইয়া সুদূর সমুদ্রপার হইতে মহানগরীতে সমাগত রাজচক্রবর্ত্তীর উপস্থিতি ঘোষণা করিল।

বস্ত্রাবাসে প্রত্যাবর্ত্তন।

ইতিমধ্যে করদনৃপতিগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে দিল্লীর মহাব্যাপারের অপূর্ব্ব সমাধান হইল। সৌভাগ্যক্রমে এই ব্যাপারে কোন প্রকার বাধাবিঘ্ন ঘটে নাই।

দিল্লী-শিবির।

ইউরোপে সকলের ধারণা যে বস্ত্রাবাস যুদ্ধবিগ্রহ অথবা ভ্রমণব্যাপারেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভারতে কিন্তু সেরূপ নহে। এই দেশে যুদ্ধ ভিন্নও শিবিরের যথেষ্ট ব্যবহার আছে। কোন বৃহৎ নগরে অকস্মাৎ যদি অনেক লোকের সমাগম হয়, তবে চিরকালই এদেশে তাঁবু ব্যবহৃত হয়। ইংরেজ রাজপুরুষগণ তাঁহাদের রাজকীয় কার্য্যোপলক্ষে ভারতের নানা দুর্গম স্থানে গমনাগমন করেন, এই জন্য শিবিরবাসে তাঁহারা একান্ত অভ্যস্ত।

শিবিরের ব্যবস্থা।

সম্রাট্ দিল্লীতে দরবার করিতে ইচ্ছা করিলে অসংখ্য শিবির নির্ম্মাণের প্রয়োজন হইয়া পড়িল। দিল্লীতে এত অল্প স্থান ছিল, যে তাঁবু না খাটাইলে এরূপ জনমণ্ডলীর শতাংশের একাংশেরও স্থান সংকুলান হইত না। সুতরাং ভারতে চিরকালগত প্রথানুযায়ী সেই ব্যবস্থাই হইল।

১৮৭৭ এবং ১৯০৩ সনে দিল্লীতে খুব জনতা হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু ১৯১১ সনের মত এরূপ লোকসমাগম কোন সময়েই হয় নাই। রেলগাড়ীযোগে এবং অন্যান্য রাস্তা দিয়া অনবরত এত লোক আসিতে লাগিল যে তাহাদের সংখ্যার ঠিক রাখা অসম্ভব। মহানগরী দিল্লীর জনসংখ্যা সাধারণতঃ দুই লক্ষ তেত্রিশ হাজার। দরবারের সময় এখানে বোধ হয় দশ লক্ষের বেশী লোক হইয়াছিল। লোকগণনায় দেখা গিয়াছিল তাঁবুগুলির ভিতরেই প্রায় আড়াই লক্ষ লোক অবস্থান করিতেছিল, ইহাদের মধ্যে মাত্র একুশ সহস্র ইউরোপীয়, (তন্মধ্যে ১৬,৫০০ ব্রিটিশসৈন্য ছিল)।

এত অধিকসংখ্যক ব্যক্তির বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সরকার বাহাদুর ভিন্ন অন্য কাহারও দ্বারা সম্ভবপর নহে। এই জন্য বিশেষ সাবধানতাসহকারে বন্দোবস্ত করার প্রয়োজন হইয়াছিল। সত্য বটে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়েও উৎসবাদি হইয়াছে। কিন্তু তখনকার কথা স্বতন্ত্র। সেইসময়ে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণের বাসস্থান বেশ ভাল জায়গায় পরস্পরের সন্নিকটে নির্ম্মিত হইত। আর দেশীয় রাজগণ ও সৈন্যগণ যেখানে কিছু স্থান পাইতেন, সেইখানেই থাকিবার স্থান করিয়া লইতেন। সে দিন আর নাই। সম্রাট্ স্পষ্ট করিয়া আদেশ করিয়াছিলেন যে দেশীয় নৃপতিবর্গ, শাসনকর্ত্তাগণ এবং

সেনানায়কগণ তাঁহার নিজের আবাসের চতুর্দ্দিকে যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠভাবে বাস করিবেন। তিনি অন্যান্যের ন্যায় নিজেও বস্ত্রাবাসে থাকিবার সংকল্প করিয়াছিলেন।

বস্ত্রাবাসসমূহের উপযোগী বৃহৎ স্থান মনোনয়ন করিবার জন্য রাজপুরুষগণ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। দরবারকমিটি এবং স্বয়ং বড়লাট যমুনানদীর দুইতীরে অনুসন্ধানের ত্রুটি করিলেন না। অবশেষে লর্ড লিটন এবং লর্ড কার্জ্জন একদা যে স্থানটি মনোনীত করিয়াছিলেন, সেই স্থানটির মত অন্য কোন স্থানই সম্রাটের বাসের পক্ষে উপযোগী বোধ হইল না। 'রিজে'র নিম্নে সারকুইট-হাউস সংলগ্ন এই ভূমিখণ্ড সম্রাটের অপরিচিত নহে, কারণ যুবরাজরূপে তিনি এই স্থানে আসিয়া কিয়ৎকাল বাস করিয়াছিলেন। যাহা-হউক, এই স্থানটিকেও সম্রাটের বাসযোগ্য করিবার পক্ষে বিলক্ষণ বাধাবিঘ্ন ছিল বলিতে হইবে। প্রথমতঃ এই বৃহৎ ভূমির শ্রেষ্ঠঅংশে সম্প্রতি একটি অশ্বারোহী সৈন্যের নিবাস নির্ম্মিত হইয়াছিল, দ্বিতীয়তঃ অবশিষ্টাংশের অনেকটা স্থান জুড়িয়া জঙ্গল ও জলাভূমি ছিল, তাহা পূর্ব্বে কোন কাজেই লাগে নাই। যমুনার বাৎসরিক প্লাবনে এই অংশ অনেকটা ডুবিয়া যাইত।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সত্যই বড় বিপদে পড়িলেন। যে সময়ে কমিটি গঠিত হইয়াছিল, সেই সময়কার অবস্থা বড় শোচনীয়। সভ্যগণ দেখিলেন সেই স্থানটির অনেকাংশ জলে ডুবিয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থানে শস্য বেশ বড় হইয়াছিল, আবার কতকাংশ ইষ্টকগঠনের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। এইসমস্ত স্থান অধিকার করিতে হইবে, কৃষকগণের ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে এবং জলনিঃসরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে; এই সমস্ত কার্য্য একেবারেই সহজ ছিল না। সুখের বিষয় কমিটির কার্য্যতৎপরতায় যে সুফল ফলিয়াছিল তাহা অনেকেই অবগত আছেন। অল্প কয়েক মাসের ভিতরে যেন যাদুমন্ত্রে সমস্ত পরিবর্ত্তিত হইল। পুরাতন রাস্তা নূতন করা হইল এবং অনেকগুলি নূতন রাস্তাও নির্ম্মাণ করা হইল। শিবিরসমূহের স্থান চিহ্নিত করিয়া, বাগানে গাছ লাগাইয়া, জলনিঃসরণের বন্দোবস্ত করিয়া এবং যমুনার তীর বাঁধাইয়া কমিটি দিল্লীকে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিলেন।

কার্য্যের দুরূহতা।

সম্রাটের শিবির কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য শিবির তাহার চতুর্দ্দিকে নির্ম্মিত হইবে, ইহাই ব্যবস্থা। প্রথমে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ, প্রতিনিধিগণ এবং

উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের শিবির, তৎপরে কিছু দূরে করদ-নৃপতিগণের শিবির ও সর্ব্বশেষে সৈন্যনিবাস গঠিত হইয়াছিল।

শিবির-মণ্ডলী।

রাজাদিগের শিবিরের লোকসংখ্যা এবং স্থানের পরিমাণ সম্বন্ধে বিশেষ বন্দোবস্ত করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল; তাঁহাদের পদমর্য্যাদানুসারে শিবির সমূহে একশত হইতে পাঁচশত সহচরের বাস নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল, এবং তাঁহাদের শিবির ১০,০০০ হইতে ২৫,০০০ বর্গগজ পরিমিত স্থানের উপর গঠিত হইয়াছিল। এই ব্যবস্থায়েও স্থানের সংকুলান না হওয়াতে রাজাদের কাহারও কাহারও শিবিরের কতকাংশ কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত করা হইয়াছিল। প্রত্যেক রাজা তাঁহার দেশের প্রচলিত রীতি অনুসারে সুবিধামত থাকিতে পারেন, বড়লাটের তৎবিষয়ে সবিশেষ লক্ষ্য ছিল। যাঁহাদের শিবির একটু দূরে পড়িয়াছিল, তাঁহাদের একটু অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু সে অসুবিধা ১৯০৩ সনের অসুবিধার মত এত বেশী হয় নাই, কারণ "মটরকার" প্রভৃতি যানের প্রাচুর্য্যহেতু দূরত্বের অসুবিধা এবার অনেকটা দূরীভূত হইয়াছিল।

প্রত্যেক শিবির-মণ্ডলী বিস্তৃত রাস্তা দ্বারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। শাসনকর্ত্তাগণ ও দেশীয় নৃপতিবৃন্দের শিবিরসমূহের মধ্যে 'মল' নামক রাস্তা ও আলিপুর রাস্তার কতকাংশ বিস্তৃত ছিল। দেশীয় রাজগণের শিবির এবং সেনানিবাসের মধ্যে উপর্য্যুক্ত রাস্তাদ্বয়ের সমান্তরালে আর একটি রাস্তা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ৭৫টি শিবিরমণ্ডলী এবং তন্মধ্যে ৪০ হাজার তাঁবু ছিল। এত অধিকসংখ্যক তাঁবু প্রভৃতির বন্দোবস্ত করা যে কি কঠিন কার্য্য তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। আধুনিক নগরীসমূহে জল-আলো প্রভৃতির জন্য নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবস্থা আছে, কিন্তু নূতন কোন স্থানে তাহা সংঘটন করার অসুবিধা বিস্তর। তাঁবুগুলির ভিতর পানীয় জল, আলো প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। কোনরূপ সামান্য ত্রুটি হইলেই শিবিরে সংক্রামক ব্যাধি প্রবেশ করিতে পারে, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশের আশঙ্কা। দরবারকমিটি নানাদিক বিবেচনা করিয়া শিবিরের দিকেই বিশেষ মনোযোগ দিলেন। তাঁহারা নিয়ম করিলেন যে করদরাজাদিগের প্রত্যেকের পক্ষ হইতে একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া কমিটির সহিত পরামর্শপূর্ব্বক প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের নির্দ্ধারণ করিবেন।

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক শিবিরেরই আভ্যন্তরীণ বন্দোবস্ত (যথা পুলিশ, 'ফায়ার-ব্রিগেড' প্রভৃতির ব্যবস্থা) যার যার পৃথকরূপে ও সম্পূর্ণভাবে নিজের হাতে রহিল। স্থূল কথা—সমগ্র ব্যবস্থার জন্যই কমিটি, ধনী ও সম্ভ্রান্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহযোগে অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

আইন কানুন।

নূতন দিল্লী নির্ম্মিত হইল বটে, কিন্তু একটা কার্য্য বাকী রহিল। ইহা আইনঘটিত। পুরাতন দিল্লীর বাহিরে অনেক গ্রাম প্রভৃতি লইয়া নূতন দিল্লী গঠিত হইয়াছিল। সেই সকল স্থানে নগরসম্বন্ধীয় আইন কানুন খাটে নাই। অথচ নূতন নগরীতে শাসনসংরক্ষণার্থ নূতন আইনের প্রয়োজন। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর। কারণ, দরবার উপলক্ষে দেশবিদেশ হইতে অনেক সম্ভ্রান্ত ও দেশমান্য ব্যক্তিত আসিবেনই, অধিকন্তু ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে অগণিত দর্শকবৃন্দ আগমন করিবেন। এই সময়ে রাজপথে শকট প্রভৃতি পরিচালনের সুব্যবস্থা করা ও তস্কর প্রভৃতি হইতে নিরীহ দর্শকবৃন্দকে রক্ষা করা ইত্যাদি অনেক গুরুতর কার্য্য ছিল। সুতরাং নূতন দিল্লী-দরবার সংক্রান্ত পুলিশআইন বিধিবদ্ধ হইল।

এই আইন অনুসারে সমগ্র শিবিরমণ্ডলের জন্য লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল এইচ, বি, থর্ন হিল ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন। আবার প্রত্যেক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শিবিরের জন্যও এক এক জন ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সৌভাগ্যের বিষয় যে অপরাধীর সংখ্যা খুব কম ছিল; পুলিশ রাস্তার ভিড় পরিচালনে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল; অসংখ্য উটের গাড়ী, গরুর গাড়ী, রিক্‌স, মটরকার, বাইসাইকেল্, পাল্কী, উট, ইত্যাদির সুনিয়মিত পরিচালন সহজসাধ্য ছিল না। তাহার উপর দিল্লীর এই বৃহৎ জনতা বিংশ প্রকারের বিভিন্ন ভাষায় কথা বলিয়া পুলিশের অসুবিধার মাত্রা যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়াছিল, সন্দেহ নাই।

রাস্তা, আলো, খাদ্য প্রভৃতি।

একশত আট মাইলের অধিক স্থান ব্যাপিয়া রাস্তা প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল, তাহা ছাড়া অনেক ছোট ছোট পথকে বড় করা প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। কৃষিক্ষেত্রের উপর দিয়া রাস্তা নির্ম্মাণ করা সহজেই ব্যয়সাধ্য। তারপর অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টিতে রাস্তা নির্ম্মাণ করা যে কতদূর অসুবিধাজনক,

তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ইহা ছাড়া রেলওয়ে নির্ম্মাণও অতি বৃহৎ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পোষ্ট এবং টেলিগ্রাফ, টেলিফোঁ প্রভৃতিরও বিরাট্ বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল। এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ গ্রীষ্মের রৌদ্র মাথায় করিয়া যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, শরতের তুহিন পাতে তাহা সমাধা করিতে পারিয়াছিলেন। বাহির হইতে দিল্লীতে আগন্তুকগণের যাতায়াতের জন্য রেল প্রস্তুত করা হইয়াছিল, সহরের অভ্যন্তরে ট্রামপথ খোলা হইয়াছিল, নানা কেন্দ্র হইতে দরবারে প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের জন্য সুব্যবস্থা হইয়াছিল। শিবিরগুলি ও তৎসংলগ্ন প্রাঙ্গণের উপযোগী আলো ছাড়া একশত মাইল ব্যাপী রাজপথ বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত হইয়াছিল। এজন্য ৭৫০ মাইল ব্যাপী তার ও দশ হাজার আলোকস্তম্ভের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সমগ্র শিবিরমণ্ডলের চিকিৎসার ভার লইয়াছিলেন—কর্ণেল সি, জে, ব্যাম্বার এবং মেজর ওয়ার্ড ও ক্যাপটেন্ গ্রাইসউড নামক তাঁহার সহকারিদ্বয়। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এরূপ সুচারু বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে রোগবাহুল্য হইতে পারে নাই। বাক্শক্তিহীন পশুদের দুঃখ কর্ত্তৃপক্ষ ভুলিয়া যান নাই—সহরে একটি বৃহৎ পশুচিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছিল, এবং বহুদর্শী চিকিৎসকগণ কার্য্যতৎপরতা দ্বারা প্রশংসালাভ করিয়াছিলেন। জলসরবরাহের কার্য্যও সহজ ছিল না, মাটি রৌদ্রে এত শক্ত হইয়াছিল যে জলনল স্থাপন অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছিল। এতৎসম্বন্ধে মিঃ ডি ডবলিউ আইকম্যান ভারপ্রাপ্ত হইয়া তদীয় কর্ত্তব্য অতিদক্ষতার সহিত সমাধা করিয়াছিলেন। লর্ড কর্জ্জনের দরবারে জলনল ১৩ মাইল পরিমিত স্থানব্যাপক ছিল, কিন্তু এই দরবার উপলক্ষে প্রধান নলগুলি ৫২ মাইল এবং শাখানল ৬৫ মাইল ব্যাপক করিতে হইয়াছিল।

দরবার কমিটি কেবল লোক সমূহের বসবাস ও গতিবিধির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না, সম্ভাবিত বিপদের জন্যও প্রস্তুত ছিলেন। নূতন দিল্লী অধিকাংশ স্থলেই তাঁবুতে পরিপূর্ণ। কোনস্থানে একটু আগুন লাগিলে সমস্ত নগরী ভস্মীভূত হইবার সম্ভাবনা। সেই জন্য "অগ্নিনির্ব্বাপক" (ফায়ার ব্রিগেড) দলের ব্যবস্থা বিশেষরূপ ছিল। প্রতি শিবিরে উহাদের লোক ছিল। প্রতি শিবিরেই অগ্নি-সূচনা-জ্ঞাপক স্তম্ভ, টেলিফোন এবং বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা থাকাতে অগ্নিভীতি নিবারণের আয়োজনের অভাব হয় নাই। দেশীয় রাজন্যবর্গও এই বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

রাত্রে দি   র বস্ত্রাবাসসমূহ

কীয় ব

৯৫ পৃ:

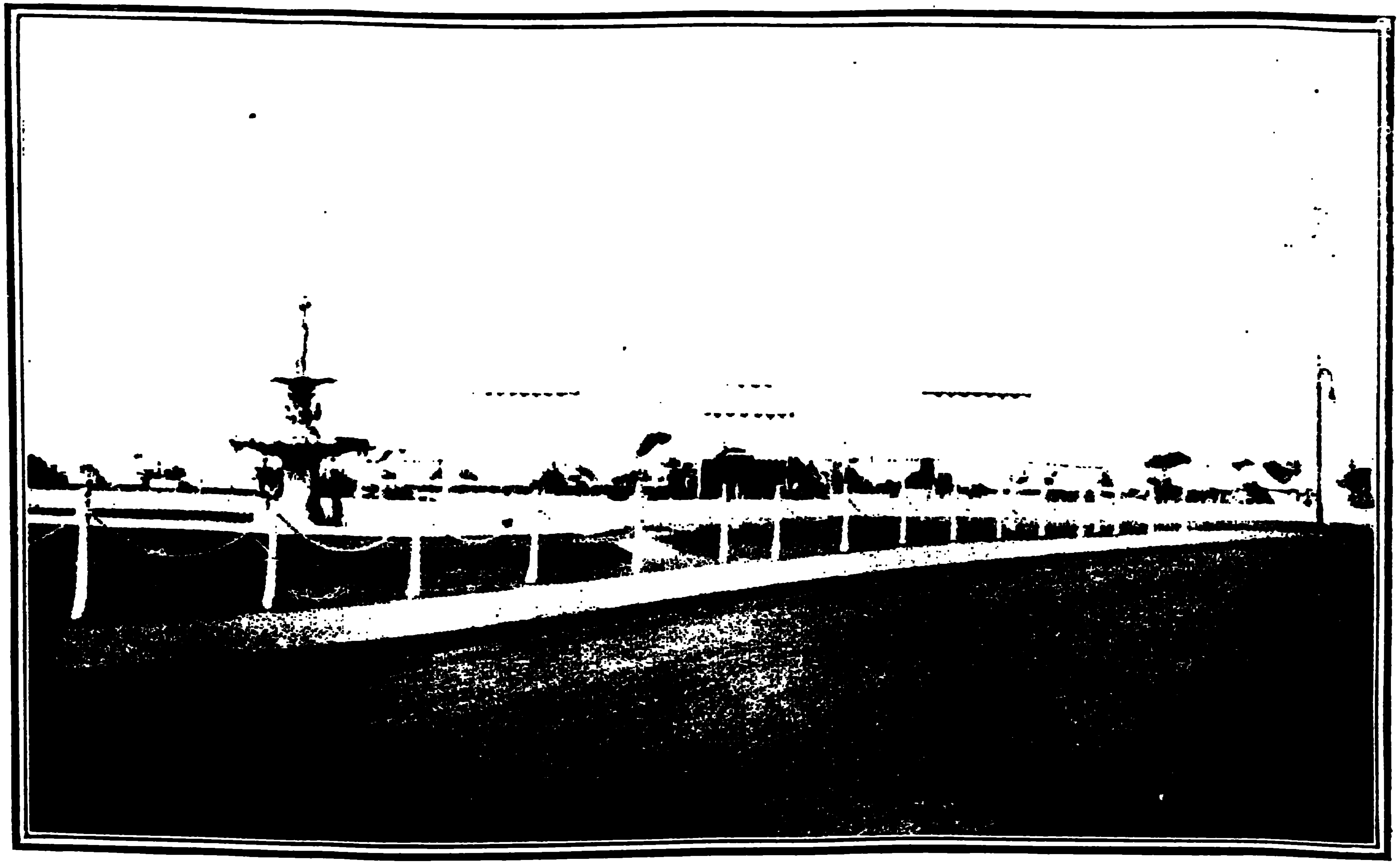

ল্লীতে পূর্ববঙ্গ ও আসামের টলাট ব রের বস্ত্রাবাস ১৯ পৃ

এত বড় বৃহৎ স্থানে খাদ্য সরবরাহ করা খুব শক্ত কাজ, কমিটিকে তজ্জন্য বিশেষ উদ্যোগ করিতে হইয়াছিল। শিবির সমূহের জন্য একটি প্রধান বাজার স্থাপিত করা হইয়াছিল। বিক্রেতাগণ বাঁধা দরে ভাল জিনিষ বেচিতে বাধ্য ছিল। ইহা ভিন্ন ভারতীয় খাদ্য সরবরাহের জন্য প্রত্যেক শিবিরে এক একটি স্বতন্ত্র বাজার থাকাতে লোকের কোনই অসুবিধার কারণ হয় নাই। দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতির জন্য অসংখ্য দোকান পাট বসিয়া গিয়াছিল। এদিকে নগরের সৌন্দর্য্য-সাধনোদ্দেশ্যে শিবিরমণ্ডলের ভিতরে স্থানে স্থানে সুন্দর ফুলের বাগান, খিলান প্রভৃতি নির্ম্মিত হওয়াতে দিল্লী চারুদৃশ্যাবলীময় চিত্রপটের ন্যায় দেখাইয়াছিল।

সম্রাটের শিবির অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্যের আদর্শস্বরূপ হইয়াছিল। সম্রাট্ ও শাসনকর্ত্তাগণের শিবিরের বিশেষত্ব এই ছিল যে তাহাতে বহুব্যয়সাধ্য বৃথা সাজসজ্জার বাহুল্য আদবে ছিল না, অথচ পরিচ্ছন্নতা ও সহজ সৌন্দর্য্যে তাহারা দর্শনীয় হইয়াছিল। করদ রাজবৃন্দের শিবিরসমূহের সাজসজ্জায় পুরাতন ও নূতনের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল।

শিবিরের সাজসজ্জা।

শিবির সম্বন্ধে দুইটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি খেলিবার জন্য খোলা ময়দান এবং আর একটি সৈন্যপ্রদর্শনীর ক্ষেত্র। শেষোক্তটির স্থান শিবিরের একেবারে বাহিরে ছিল। উহা দৈর্ঘ্য দুই মাইল, প্রস্থে এক মাইলব্যাপক। এই স্থানে সম্রাটের জন্য তাঁবু এবং দর্শকবৃন্দের বসিবার স্থান নির্ম্মিত হইয়াছিল।

প্রসঙ্গক্রমে ভিন্ন ভিন্ন শিবিরের একটু উল্লেখের প্রয়োজন। সম্রাটের শিবির ৭২ 'একার'ব্যাপী এবং সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ছিল; দুই হাজার তাঁবুতে দুই হাজার একশত চল্লিশ জন ব্যক্তি বাস করিয়াছিলেন। সম্রাট্-দম্পতীর ইচ্ছাক্রমে এই শিবির অন্যান্য শাসনকর্ত্তাগণের শিবিরের ন্যায় হইয়াছিল। রাজপ্রতিনিধির ভ্রমণকালে ব্যবহৃত তাঁবুগুলিই সম্রাটের শিবিরে স্থাপিত হইয়াছিল। স্বয়ং বড়লাট সম্রাটের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে তাঁহার সহকারী ছিলেন—মিলিটারী সেক্রেটারী লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল এফ, ম্যাক্সওয়েল। লেডী হার্ডিঞ্জ নিজে সম্রাট্-দম্পতীর জন্য আসবাবপত্র সাজাইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে ভারতীয় কতিপয় মহিলাসমিতি নানারূপ জরোয়া কার্য্য ও কলানৈপুণ্যের পরিচায়ক

হস্তনির্ম্মিত আসন প্রভৃতির উপহার দিয়া রাজভক্তি প্রদর্শনের সুবিধা পাইয়াছিলেন। সম্রাট্-দম্পতীর ব্যবহারের জন্য সারকুইট হাউস ও সুসজ্জিত রাখা হইয়াছিল। বড়লাটের উদ্দেশ্য ছিল তাঁহারা অসুবিধা বোধ করিলে তাঁবু ত্যাগ করিয়া সেইখানে অবস্থিতি করিবেন। সম্রাট্-দম্পতীর ব্যবহারার্থে আগ্রা ও বিকানির হইতে নানাবিধ কারপেট সংগৃহীত করা হইয়াছিল; রাজ্ঞীর শয্যাগৃহের গবাক্ষ নিম্নে প্রস্ফুট গোলাপের রমণীয় উদ্যান বিরাজিত ছিল। সম্রাটের শিবিরে আগন্তুকের সংখ্যা ছিল—১১৮ জন। তন্মধ্যে বড়লাট ও লেডী হার্ডিঞ্জ ছিলেন।

'রিজ' নামক স্থানে কারুকার্য্যময় স্তম্ভ উত্থিত হইয়াছিল, তাহার উপরে রাজপতাকা এবং তাহার অব্যবহিত নিম্নেই দরবারশিবির। রাজকীয় শিবিরগুলি অপরাপর শিবির হইতে উচ্চস্থানে অবস্থিত ছিল। ইহা ভারতের চিরাগত প্রথা অনুযায়ী। দরবার গৃহটি দৈর্ঘ্যে ১৬০ ফিট, ৯০ ফিট প্রশস্ত এবং ১৯ ফিট উচ্চ করা হইয়াছিল; ইহাতে শুভ্র এবং স্বর্ণমণ্ডিত ৮০টি সুদর্শন স্তম্ভ বিরাজিত ছিল, এই সকল স্তম্ভের উপর স্বর্ণবর্ণ গম্বুজ শোভা পাইয়াছিল, উপরে সুন্দর চন্দ্রাতপ বিস্তৃত ছিল। যে তাঁবুতে রাজসিংহাসন স্থাপিত ছিল, তাহার কোণ ও পার্শ্বদেশ সোণার গিল্টিতে উজ্জ্বল দেখাইয়াছিল। সারি সারি ঝাড়-পংক্তিতে মণ্ডপটি অপূর্ব্বভাবে সুন্দর হইয়া উঠিয়াছিল, মেঝেতে কৃষ্ণাভ নীল রঙ্গের "ফেল্টের" জমি প্রস্তুত হইয়াছিল।

রাজশিবিরের সম্মুখেই প্রকাণ্ড খোলা প্রাঙ্গণ, এই প্রাঙ্গণের ব্যাস ৩৭৫ ফিট পরিমিত এবং ইহার কেন্দ্রস্থলে উচ্চ রাজকীয় নিশান। এই প্রাঙ্গণে রাজকীয় অশ্বারোহী প্রহরিদল সর্ব্বদা অপেক্ষা করিত; প্রত্যূষে ইহাদের পালা অনুসারে পরিবর্ত্তনের দৃশ্য অপূর্ব্ব; গ্রেটবৃটন ব্যতীত এই দৃশ্য-দর্শনের সুযোগ ইতিপূর্ব্বে আর কোন ভারতীয় প্রজার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই।

সম্রাটের শিবিরের অতি নিকটেই উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদিগের তাঁবু। রাজকীয় শিবিরের দক্ষিণদিকে বড়লাটের "কার্য্যকরী" ও "ব্যবস্থাপক" সভাদ্বয়ের সদস্যগণ এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দ। এখানে কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিগণেরও বাসা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল—এই সুবৃহৎ শিবিরে ৩০০ শত তাঁবু ছিল, এবং ইহার সম্মুখভাগ ৩৬০০ ফিট

বিস্তৃত ছিল। উত্তর দিকে ছিল—অশ্বারোহী সৈন্যশ্রেণী। ইঁহাদের বাসের জন্য তাঁবুগুলি সামরিক পদ্ধতিতে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সম্রাটের শিবিরের সম্মুখেই 'কিঙ্স্‌ওয়ে' নামক রাস্তা। এই রাজপথের দুই ধারে, সম্রাটের শিবিরের অত্যন্ত নিকটেই—জঙ্গীলাট এবং পাঞ্জাবের লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণরের শিবির সন্নিবিষ্ট ছিল। জঙ্গীলাটের শিবিরটি কর্ণেল মেটল্যাণ্ড কাউপার অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাতে সামরিক অতিথিবৃন্দের সংখ্যা একশতের কিছু কম ছিল। বিভিন্ন দেশীয় সামরিক প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে জার্ম্মাণি এবং জাপানের প্রতিনিধিদ্বয় উল্লেখযোগ্য।

জঙ্গীলাটের শিবির।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে জঙ্গীলাটের শিবিরের সম্মুখেই পাঞ্জাবের ছোটলাটের মনোরম বস্ত্রাবাস বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার সম্মুখভাগের সিংহদ্বারের সুন্দর খিলানটির নক্সাটি লাহোরের আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল সর্দ্দার বাহাদুর রামসিংহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ছোটলাট বাহাদুর লাহোরস্থ স্বকীয় প্রাসাদ হইতে অনেক আসবাব্‌ আনিয়া নিজের শিবিরটি সাজাইয়াছিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনাগৃহগুলি সাজসজ্জায় অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় ৩রা ডিসেম্বর কোন দুর্জ্ঞেয় কারণে এই তাঁবুগুলিতে আগুন লাগিয়া উঠে। তাহাতেই কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে সুন্দর অভ্যর্থনাবস্ত্রাবাসগুলি ভস্মে পরিণত হয়। ছোট লাট বাহাদুর স্যার লুইডেন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া এই দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি অনেকাংশে পূরণ করিয়াছিলেন, এই জন্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ (৭০জন) যখন শিবিরে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা কোন অসুবিধা ভোগ করেন নাই।

পাঞ্জাব।

এই শিবিরের পরের পংক্তিতে বোম্বাইর লাট-শিবির। ইহা অনাড়ম্বর, সহজসুন্দর ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার ভিতরকার দীর্ঘ কৃষ্ণ তরুরাজির শ্রেণী তাঁবুগুলির নিরবচ্ছিন্ন শুভ্রতা দূর করিয়া সমস্ত দৃশ্যটিকে বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা একশতের কিছু কম ছিল। ইহাঁদিগের মধ্যে আগা খান, বোম্বাই গবর্ণরের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ, বেসরকারী ভারতীয় সমাজের প্রতিনিধিবর্গ, বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারকগণ এবং এই প্রদেশের পূর্ব্বতন গবর্ণর লর্ড হ্যারিস ছিলেন।

বোম্বাই।

অতঃপরই মান্দ্রাজ শিবির। বোম্বাই এবং মান্দ্রাজ শিবিরের মধ্যে নজফগড় খাল। লণ্ডন হইতে সেণ্টপিটারস্‌বার্গ যতদূর মান্দ্রাজ হইতে দিল্লী প্রায় ততদূর। নিমন্ত্রিত ভদ্র মহোদয়গণ রেলে ৪ দিনের পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিলেন। এই শিবিরের নিমন্ত্রিতের সংখ্যা ৮০ জনের উপরে। শিবিরটির সম্মুখভাগস্থ সুন্দর প্রাঙ্গণ ও বিচিত্র সৌন্দর্য্য দেখিয়া কে বলিতে পারিত যে কয়েকমাস পূর্ব্বে ইহা একটি শস্যক্ষেত্র ছিল!

মান্দ্রাজ।

মান্দ্রাজ শিবিরের সম্মুখেই ব্রহ্ম-শিবির। নানাকারণে ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দিল্লীতে শাসকবৃন্দের যতগুলি বস্ত্রাবাস ছিল, তন্মধ্যে এইটির মত দেশীয়ভাবের অভিব্যক্তি আর কোনটিও দেখাইতে পারে নাই। অন্যান্য চিহ্নের মধ্যে স্ফটিকনির্ম্মিত ময়ূর-চন্দ্রাতপ (ব্রহ্মের পুরাতন রাজ-চিহ্ন) বিশেষ কৌতুকাবহ, রাত্রিকালে তড়িতালোকে ইহার পুচ্ছের বিচিত্র বর্ণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। প্রধান দ্বারের উপরিভাগের অদ্ভুত জীবমূর্ত্তিগুলি কৌতুকাবহ ছিল। ইহারা রেঙ্গুন 'সোয়েড্যাগন প্যাগোডার' অনুকরণে গঠিত হইয়াছিল। ইহাদের এক চক্ষু সবুজ এবং এক চক্ষু লাল, তড়িতালোকে এই দুই চক্ষুর অপূর্ব্ব দীপ্তি পথ দেখাইয়া দিত। ভারতীয় দর্শকগণ অবিরত এই প্রতিমূর্ত্তিগুলি দেখিয়া আনন্দপ্রকাশ করিত। তাহারা ব্রহ্মশিবিরের এই জন্তুগুলির চক্ষু দেখিয়া ইহার নাম দিয়াছেন 'বিল্লি'-শিবির।

ব্রহ্মদেশ।

ইহার পরে ছিল পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের শিবির। রক্তবর্ণ ঝালর সমন্বিত প্রধান প্রধান সমুচ্চ তাঁবুগুলি যেমন গৌরবময়, তেমনই সৌন্দর্য্য পূর্ণ ছিল। শুভ্রবর্ণের নিরবচ্ছিন্ন পংক্তি ভেদ করিয়া এখানে আসিয়া দর্শকগণ সহসা রক্তিমাভা দেখিয়া কুতূহলী হইতেন। শিবির নির্ম্মাণে লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল এইচ ডবলিউ জি কোল বিশেষ যোগ্যতা দেখাইয়াছেন। এই শিবিরের অভ্যন্তরভাগও সৌন্দর্য্যে অপরাপর শিবিরের অনুকরণ-যোগ্য ছিল। শিবিরের মধ্যভাগের কৃত্রিম সরোবর ও তাহার চতুর্দ্দিকের তাঁবুসমূহ বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

অতঃপর আগ্রা ও অযোধ্যা এই দুই যুক্তপ্রদেশের বস্ত্রাবাস; এই শিবিরের বেশবিন্যাসের ঘটা আদৌ ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে ৮০ জনের উপরে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ছিলেন।—তৎপরে বঙ্গদেশীয়

শিবির—ইহার সম্মুখভাগ ঘনচ্ছায়া তরুরাজিমণ্ডিত থাকায় সেই শোভন সুশীতল দৃশ্য চক্ষুর আরামদায়ক হইয়াছিল। এই শিবিরে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বেশ সুবন্দোবস্ত ছিল।

আগ্রা ও অযোধ্যা।

ইহাতে অভ্যাগতদিগের সংখ্যা ছিল ৭৬ জন, তন্মধ্যে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের ধনকুবেরগণের বংশধরও কয়েকজন ছিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম শিবিরের কিছু দূরে প্রিন্সেস রোডের ধারে, পোলো গ্রাউণ্ড এর ঠিক সম্মুখভাগে বিদেশাগত প্রধান রাজপুরুষ এবং দরবার-কমিটির শিবির। আয়তনে ইহা শুধু সম্রাটের শিবির হইতে ছোট, অপর সমস্ত শিবির হইতে বৃহৎ ছিল। দরবারসম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যবস্থা এই শিবির হইতে হইয়াছিল, এবং এই কেন্দ্র হইতে দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত কার্য্যস্রোতঃ বহিয়াছিল। এই শিবিরে এসিয়ার য়ুরোপীয় অধিকারের শাসনকর্ত্তাগণ, বৈদেশিক বাণিজ্যদূতগণের প্রতিনিধিবর্গ এবং দূরাগত কয়েকজন উচ্চরাজ-পুরুষ দলবলসহ অবস্থিতি করিতেছিলেন। এখানে অভ্যাগতের মোট সংখ্যা ছিল, একশত আঠার জন। তন্মধ্যে কতিপয় প্রধান বাণিজ্যদূত ছিলেন। এই সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে—সিংহলের শাসনকর্ত্তা—স্যার এইচ ম্যাক ক্যালাম, লেডি ম্যাক ক্যালাম, ষ্টেট অধিকারের শাসনকর্ত্তা স্যার আর্থার ইয়ং, পারস্য উপসাগরের ব্রিটিশ প্রতিনিধি লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল পি, জেড, কক্স এবং তুরস্কাধিকৃত আরবের বৃটিশ প্রতিনিধি মিঃ জে জি লরিমার এবং আফগানিস্থানের আমীরের দূত কর্ণেল হাজি সাবেগ খান। হংকঙ্গের শাসনকর্ত্তা এবং আর্ম্মেণিয়ান (কেবল পারস্যের) দিগের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ আয়ত্তাদিয়ানের আসিবার কথা ছিল। নানা কারণে তাঁহারা আসিতে পারেন নাই। দূরাগত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের শিবির এবং দরবার শিবিরের সন্নিকটেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি বস্ত্রাবাস ছিল। সেইগুলিতে হায়দারাবাদ ও মহীশূরের ব্রিটিশ প্রতিনিধি, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের চীফ কমিশনার এবং রাজপুতানা ও বেলুচি-স্থানের এজেণ্টদ্বয় এবং কাশ্মীরের ব্রিটিশ প্রতিনিধি অবস্থান করিয়াছিলেন।

দরবার কমিটি।

রাজপুরুষদিগের শিবিরসমূহের শেষ সীমায় একটি সুন্দর খিলান-করা দ্বার ছিল। কলিকাতা চিত্রবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মিঃ পি ব্রাউন ভারতীয় শিল্পপদ্ধতিতে ইহার অতি সুন্দর নক্সা করিয়াছিলেন। এই প্রকাণ্ড

৫০ ফিট উচ্চ দ্বারে যখন রাত্রিকালে আলো দেওয়া হইত, তখন তাহা বহুচক্ষুর উৎসুক দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

উল্লিখিত শিবির সমূহ ভিন্ন আরও কতকগুলি বস্ত্রাবাস কিছুদূরে অবস্থিত ছিল। যথা পুলিশ ও প্রেস শিবির; মধ্যপ্রদেশের চিফ কমিশনার প্রভৃতির শিবিরও উল্লেখযোগ্য। এই দরবারের সংবাদ পাইবার জন্য সমস্ত ভারতবর্ষ কিরূপ উৎকণ্ঠার সহিত প্রতীক্ষা করিবে, তাহা অনুমান করিয়া সম্রাট্ পত্রিকাসংক্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সুবিধার জন্য বিশেষ চিন্তিত ছিলেন; এবং তাঁহাদের সুবিধার জন্য সর্ব্বপ্রকার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। ইহাঁরা সংখ্যায় ৯০ জন ছিলেন, তন্মধ্যে ৪১ জন ভারতবাসী।

পুলিশ ও প্রেস-শিবির।

পাঞ্জাব শিবির অতিবৃহৎ ছিল, ইহাতে এক শতের উপর সম্ভ্রান্ত অতিথি ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে শিখসমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তি, কাঙ্গড়া পাহাড়ের রাজপুত রাজগণ, নওয়াব বহরম খাঁ প্রমুখ বেলুচি "তুমাণ্ডারগণ" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালীদের মধ্যে পাঞ্জাব চিফ্ কোর্টের জজ স্যার প্রতুলচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি এই শিবিরে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। মান্দ্রাজ শিবিরে মাত্র ৩৪ জন অভ্যাগত উপস্থিত হইয়াছিলেন। দিল্লী হইতে উক্ত স্থানের দূরত্ব নিবন্ধনই আগন্তুকগণের সংখ্যার এই স্বল্পতা হইয়াছিল। ইহাঁদের মধ্যে ববিবলির মহারাজ স্যার ভি, রঙ্গরাও, বিজয়নগর রাজবংশের বর্ত্তমান রাজা শ্রীরঙ্গদেব এবং মান্দ্রাজের লাট মজলিসের সদস্যগণ আগমন করিয়াছিলেন।

এই শিবিররাজির বিচিত্রতা দর্শকমাত্রেরই কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছিল। চিত্রলের 'মহত্তর'গণের পার্শ্বে 'খাইবার পাশে'র আফ্রিদিগণ, একদিকে অদ্ভুত পরিচ্ছদধারী সান-সেনাপতিগণের বিচিত্র যানবাহনের ঘটা, অপরদিকে সীমান্তপ্রদেশের কুর‍্যাম জনপদবাসী টুরিশদিগের অপূর্ব্ব সাজসজ্জা,—এই বিপুল শিবিরমণ্ডলীর বিশেষ বিশেষ জাতীয়

বিচিত্রতা।

চিহ্ন এবং সাজপোষাক সমভাবে দর্শকচিত্তে বিস্ময়ের ভাব জাগাইয়া রাখিয়াছিল। দেশীয় রাজগণের শিবিরগুলি বড়ই বিচিত্ররকমের হইয়াছিল। নানাবর্ণে, নানাভঙ্গীতে, পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্র, নিশানাদির বিচিত্রতায়—ইহারা বিশেষভাবে দর্শনীয় হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের কোনটিই অতিরিক্ত সমারোহের চেষ্টায় শিল্পের রুচি লঙ্ঘন করে নাই, প্রত্যেক শিবিরই স্বীয় জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া কতকটা

নূতনশ্রী প্রদর্শন করিয়াছিল। এই শিবিরগুলি পদমর্য্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব হিসাবে সন্নিবেশিত হয় নাই। স্থানের উপযোগিতা ও ব্যবস্থার সুবিধানুসারে অবস্থিত হইয়াছিল। "মল" এবং "করোনেশন রাস্তা"র সংযোগস্থলে হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুরের মনোরম শিবির প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি স্বয়ং এখানে বাস করিতেন না। পুরাতন দিল্লীতে একটি বাঙ্গালাবাড়ীতে (বাঙ্‌লো) তাঁহার বাসের বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়াছিল। এই শিবিরে মন্ত্রী এবং অপরাপর উচ্চ রাজপুরুষগণ বাস করিতেন। ইহার সম্মুখেই মহীশূরের মহারাজের বিপুল বস্ত্রাবাস। মহারাজও এখানে বাস না করিয়া ময়দান হোটেল নামক একটি হোটেলে বাস করিতেন। মহীশূর-শিবির আড়ম্বর-হীনতা এবং তৎসংলগ্ন সুন্দর উদ্যানটির জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ইহার পরেই গোয়ালিয়রে সিন্ধিয়া মহারাজার শিবির। ইহাতে বেশী আড়ম্বর ছিল না। মহারাজ যখন সম্রাটের নিকট না থাকিতেন তখন এইখানে আসিতেন। শিবিরটির প্রধান দ্বারের স্তম্ভের উপর ব্যাঘ্র ও সর্প অঙ্কিত ছিল। কথিত আছে যে প্রথম সিন্ধিয়ার শৈশবাবস্থায় যখন তিনি নিদ্রিত ছিলেন, তখন একটি সর্প মস্তকোপরি ফণা বিস্তার করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল। একদিকে সিন্ধিয়া প্রভৃতি মধ্যভারতের রাজগণের এবং ঠিক অপর দিকেই পাঞ্জাবের নৃপতিবৃন্দের শিবির। শেষোক্ত নৃপতিবৃন্দের মধ্যে পাতিয়ালার শিবির সর্ব্বপ্রথম। এই শিবিরটি আড়ম্বরের প্রাচুর্য্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য ছিল। ইহার বহুকারুকার্য্যভূষিত-দ্বার সমূহে অঙ্কিত সিংহমূর্ত্তি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এই শিবিরের গিল্টি করা কয়েকটি কামান এত উজ্জ্বল ছিল যে রাত্রিতে আলোর মত দেখা যাইত। ইহার অভ্যন্তর-ভাগও সুন্দর বাগান প্রভৃতিতে যথেষ্ট সুসজ্জিত ছিল। স্বর্ণ ও রৌপ্যমণ্ডিত দুইটি অভ্যর্থনাগৃহ কারুমণ্ডিত। খিলানও সৌন্দর্য্যে অতুলনীয় ছিল। অভ্যর্থনাগৃহে দুইটি দশফিট দীর্ঘ বিপুল ঝাড় দোদুল্যমান ছিল—তাড়িতা-লোকে ইহাদের নৈশ শোভা বড়ই চমৎকার হইত। গোয়ালিয়রের শিবিরের পরই ইন্দোরশিবির। এই শিবিরটি অনাড়ম্বরতা হেতুই বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। ইন্দোরের মহারাজ সিন্ধিয়ার নরাধিপের ন্যায় অনেক য়ুরোপীয় বিখ্যাত ব্যক্তিকে স্বশিবিরে স্থানদান করিয়া সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন। অতঃপর জম্মু এবং কাশ্মীরের মহারাজার শিবির উল্লেখযোগ্য। ইহাতে কাষ্ঠ নির্ম্মিত একটি অত্যন্ত সুন্দর পরদা ছিল, উহা দৈর্ঘ্যে ২৬০ ফিট, উচ্চতায়

৭ ফিট এবং ৩ ফিট প্রশস্ত ছিল; ইহার মধ্যে ৩৫ ফিট উচ্চ একটি সিংহদ্বার ছিল। এই দ্বারটি ঐ পর্দ্দার অঙ্গীয় এবং কাষ্ঠে নির্ম্মিত হইয়াছিল। পর্দ্দাটিতে ফল ও ফুল অঙ্কিত থাকায় খুব চমৎকার দেখাইত। পাঁচমাসে কাশ্মীরের সুবিখ্যাত কারিকরগণ পরদাটি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। দর্শকগণ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া দলে দলে ইহা দেখিতে আসিত। বিশেষতঃ রাত্রিকালে আলোর হার পরিয়া ইহা বড়ই সুন্দর দেখাইত। দরবারান্তে মহারাজ পর্দ্দাটি সম্রাট্কে উপহার প্রদান করেন। কাশ্মীর মহারাজের শিবির বিস্ময়োৎপাদক তাঁবুসমূহে এবং বহুমূল্য রৌপ্যস্তম্ভ, রেশম, শাল এবং রোমজাত দ্রব্যপ্রভৃতিতে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ইহার পরে কুচবিহারের শিবির উল্লেখযোগ্য। ইহার মধ্যদেশে একটি সুন্দর 'বাঙ্গালাগৃহ' কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে নানাপ্রকার কারুকার্য্য ও সাজসজ্জায় শোভনীয় হইয়াছিল। কিন্তু এই শিবিরসমূহের মধ্যে সিকিম ও ভূটানের শিবিরের সাজসজ্জায় বড়ই অদ্ভুত রকমের ছিল, সেই কৌতুকাবহ দৃশ্য দেখিবার জন্য শত শত উৎসুক নরনারী এই স্থানে সমাগত হইত। সিকিম শিবিরের চূড়াটি গরুড় পক্ষীর আকারে গঠিত হইয়াছিল। ইহা আশা ও আকাঙ্ক্ষার চিহ্নজ্ঞাপক ছিল। বিহগরাজ গরুড়ের চতুর্দ্দিকে বৌদ্ধ মাঙ্গলিক চিহ্নসমূহ শোভা পাইয়াছিল। তাঁবুর বহির্ভাগে 'ফিনিক্স' পক্ষী অঙ্কিত ছিল এবং অভ্যন্তরে মূল্যবান্ 'সেকেলে' চীনদেশীয় আস্‌বাবে পূর্ণ ছিল। দুষ্প্রাপ্য পুরাতন রৌপ্যমূর্ত্তি এবং রেশমি চন্দ্রাতপপ্রভৃতিতে সিকিমশিবির অতুলনীয় ছিল। ইহাতে সিকিমদেশীয় প্রসিদ্ধ সপ্তরত্ন ছিল, তন্মধ্যে সহস্রব্যাসার্দ্ধযুক্ত একটি চক্র—ইহার প্রসিদ্ধি এই যে, কোনস্থানে যাইতে ইচ্ছা হইলে কামগতি চক্রটিতে চড়িলে সেই খানে উপস্থিত হওয়া যায়। আর একটি আশ্চর্য্য রত্ন তন্মধ্যে ছিল, তাহার স্পর্শ সর্ব্ববাঞ্ছাপ্রদ। তাঁবুর ভিতরে বেদীসন্নিকটে কাঞ্চনজঙ্ঘার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর একটি মূর্ত্তি ছিল। তাহার পরিধান একখানি রেশমী সাড়ী—সেই সাড়ীর আঁচল কারুকার্য্যসম্বলিত মানুষের হাড়-নির্ম্মিত। বুদ্ধের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাজ্ঞাপক ২৫ খানি পট এই তাঁবুর অভ্যন্তরে বিরাজিত ছিল, বহির্ভাগে যুদ্ধের দেবতার নামে উৎসর্গকরা কতগুলি জয়পতাকা উত্থিত ছিল। ভূটান শিবিরের তাদৃশ আড়ম্বর না থাকিলেও, বাহিরের দিকে অদ্ভুতজন্তুগণের (ড্রাগন) প্রতিমূর্ত্তি ও নানাবর্ণে তদ্দেশীয় দেবতাবৃন্দের মূর্ত্তি চিত্রিত ছিল,

সেগুলি দর্শকগণের কৌতূহল উদ্রেক করিয়াছিল। ইহার পরে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক শিবিরের নাম করা যাইতে পারে। বিকানিরের শিবিরের রক্তবর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত খিলানগুলি সৌন্দর্য্যের আদর্শস্থানীয় ছিল। মহারাজ যখন সম্রাটের নিকট না থাকিতেন তখন এইখানে অবস্থান করিতেন, মহারাজের পরিবারবর্গ নগরীর ভিতর স্বতন্ত্র আর একটি বাড়ীতে বাস করিতেন। ইহার পরে বরদা-শিবির। বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত গুজরাটী খিলানমণ্ডিত দ্বারযুক্ত বরদা-শিবির রাত্রিতে আলোকমালায় সজ্জিত হইয়া বড়ই সুন্দর দেখাইত।

সৈন্যদলের প্রবীণ নেতৃগণের জন্য একটি শিবির নিয়োজিত ছিল। ইহাঁরা সংখ্যায় ৯০০ ছিলেন, তন্মধ্যে ইউরোপীয় একত্রিশ জন এবং অবশিষ্ট ভারতীয়। রাজকীয় সেনানীদলও এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের কেহ শিখযুদ্ধে, কেহ ক্রিমিয়াতে, কেহ পারস্যযুদ্ধে, কেহবা দিল্লী অবরোধে কৃতিত্ব দেখাইয়া মেডেল পাইয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ 'রয়াল ভিক্টোরিয়া অর্ডার' এবং কেহ কেহ বা ভারতীয় অর্ডার চিহ্নে ভূষিত ছিলেন। দরবার-উপলক্ষে তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত আদর-আপ্যায়ন করা হইয়াছিল। সম্রাট্ তাঁহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করাতে ভারতীয় সৈন্যদল বিশেষরূপে পরিতুষ্ট হইয়াছিল।

প্রাচীন সেনানায়ক দল।

এই দরবার-উপলক্ষে যেরূপ বস্ত্রাবাসের মহানগরী নির্ম্মিত হইয়াছিল, ভারতবর্ষের ন্যায় শিবির-বহুলদেশেও তাহা অপূর্ব্ব। এত অল্পস্থানে সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলার সহিত এত লোক আর কখনও একত্র হয় নাই। স্বল্পকালস্থায়ী তাঁবুর ভিতরে আধুনিক প্রয়োজনীয় এবং স্বাচ্ছন্দ্যবিধায়ক দ্রব্যসম্ভারের এরূপ বিশাল সমাবেশ এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। রাজপ্রতিনিধি এবং তাঁহার কমিটি এই বিপুল সাফল্যের জন্য প্রশংসার যোগ্য। সম্রাটের দিল্লীত্যাগের অনতিপরেই সমস্ত তাঁবু যেন যাদুমন্ত্রে কোথায় উড়িয়া গেল। কেবল কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারিবৃন্দের জন্য কয়েকটি তাঁবু কতক দিনের জন্য রহিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে অল্পদিনের ভিতরেই অধিকাংশ স্থানে চাষ আবাদ হইতে লাগিল। এই স্বল্পস্থায়ী শিবির ও আশ্চর্য্য দরবারের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল সত্য, কিন্তু ইহার স্মৃতি বহুদিন লোকহৃদয়ে জাগরূক থাকিবে।

ভারতের রাজন্যবর্গ

ভারতীয় রাজন্যবৃন্দের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ মোট ছয় শত চুরানব্বই। ইহার মধ্যে দরবার উপলক্ষে একশত আটচল্লিশ জন উপস্থিত ছিলেন। প্রধান প্রধান করদরাজগণের মধ্যে কেহই অনুপস্থিত ছিলেন না।

সম্রাটের আগমনের এক সপ্তাহ পূর্ব্বেই ইহাঁরা দিল্লীতে আসিলে বড়লাটের প্রতিনিধিগণ এবং অপরাপর উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দ ইহাঁদিগকে সমাদরের সহিত সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। দিল্লীতে দেশীয় রাজগণ যেরূপ সম্মানলাভ করিয়াছিলেন তাহা উল্লেখযোগ্য।

স্বয়ং সম্রাট্ গুরুতর কর্ত্তব্যভার মস্তকে লইয়াও দিল্লী আগমনের তিন ঘণ্টার ভিতরে নিজের শিবিরে তাঁহাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই ইহাঁদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, এই বারের দেখাসাক্ষাতে পূর্ব্ব বন্ধুত্ব ও তাঁহাদের রাজভক্তি সুদৃঢ় হইয়াছিল, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

সম্বর্দ্ধনা ও ভদ্রতার বিনিময়।

৭ই ডিসেম্বর সম্রাট আগমন করেন। এই দিন বিকালে তিনি নিম্নলিখিত নৃপতিবৃন্দের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন:—হাইদ্রাবাদের নিজাম, বরদার গাইকোয়ার, মহীশূরের মহারাজ, উদয়পুরের মহারাণা, জয়পুরের মহারাজ, যোধপুরের মহারাজ, বুন্দির মহারাও রাজা, বিকানীরের মহারাজ, কোটার মহারাও, কিষণগড়ের মহারাজ, ভরতপুরের মহারাজ, যশল্মীরের মহারাওল, আলোয়ারের মহারাজ, ঢোলপুরের মহারাজ রাণা, সিরোহীর মহারাও, দুঙ্গারপুরের মহারাওল, কোলাপুরের মহারাজ, কচ্ছের রাও, ইদরের মহারাজ এবং খৈরপুরের মীর।

দ্বিতীয় দিবস প্রাতঃকালে নিম্নলিখিত নৃপতিগণ রাজদর্শনের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ, কোচিনের মহারাজ, জম্মু ও কাশ্মীরের মহারাজ, গোয়ালিয়রের মহারাজ সিন্ধিয়া, ইন্দোরের মহারাজ হোলকার, ভূপালের বেগম, রেওয়ার মহারাজ, অর্চ্ছার মহারাজ, ধরের রাজা, দেওয়াসের রাজা (ছোট ও বড়), পাতিয়ালার মহারাজ, ভাওয়ালপুরের নবাব, নাভার রাজা, ভূটানের মহারাজ, সিকিমের মহারাজ এবং কালাতের খান।

৯ই ডিসেম্বর প্রাতে নিম্নলিখিত অবশিষ্ট করদরাজগণ সম্রাটের সহিত

সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। পালানপুরের নবাব, নবনগরের জাম, ভবনগরের মহারাজ, ধ্রংগধ্রার রাজাসাহেব, রাজপিপলার রাজা, কাম্বের নবাব, রাধানপুরের নবাব, গণ্ডালের ঠাকুর সাহেব, জাঞ্জিরার নবাব, লাহেজের সুলতান, সের-মোকালার সুলতান, ফাদথ্‌লি সুলতান, ধরমপুরের রাজা, বরিয়ার রাজা, সাচিনের নবাব, বঙ্কনারের রাজাসাহেব, পলিতানার ঠাকুর সাহেব, লিম্ব্‌দির ঠাকুর সাহেব, ভোরের রাজা, মুধোলের রাজা, সমথরের মহারাজ, জাওরার নবাব, রৎলমের রাজা, পান্নার মহারাজ, চারখেরির মহারাজ, বিজিওয়ারের মহারাজ, ছত্রপুরের মহারাজ, সিতামউর মহারাজ, সাইলানের রাজা, রাজ-গড়ের রাজা, নরসিংহ গড়ের রাজা, বারয়ানির রাজা, অলিরাজপুরের রাণা, ঝালোয়ারের রাজরাণা, কাশীর মহারাজ, টিহরির রাজা, কোচবিহারের মহারাজ, কারোন্দের রাজা, ঝিন্দের রাজা, কপূর্‌রথালার রাজা, বিলাসপুরের রাজা, সিরমুরের রাজা, মালের কোট্‌লার নবাব, ফরিদকোটের রাজা, চম্বার রাজা, সুকেতের রাজা, লোহারুর নবাব, পদ্মকোট্টাইর রাজা, পার্ব্বত্য ত্রিপুরার রাজা, মনিপুরের রাজা, কেংটাংএর সোয়াবোয়া, ইয়াংহিইর সোয়াবোয়া, সিপউর সোয়াবোয়া, এবং সর্ব্বশেষে লাসবেলার জাম সাহেব।

করদরাজগণ যখন সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতেছিলেন, বড়লাটবাহাদুর তখন তাঁহাদিগের শিবিরে গমন পূর্ব্বক প্রতিসম্বর্দ্ধনায় নিযুক্ত ছিলেন। এইরূপ ক্ষেত্রে "আতর ও পান" বিলাইবার পুরাতন প্রথা প্রচলিত আছে। সম্রাটের শিবিরে রাজগণ উপস্থিত হইলে সম্রাট্ এই প্রথানুসারে তাঁহাদিগকে আতর ও পানে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। বড়লাটবাহাদুর প্রতি-সংবর্দ্ধনা-উপলক্ষে রাজগণের শিবিরে উপস্থিত হইলে তাঁহারা "আতর ও পান" দ্বারা তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইয়াছিলেন।

এদিকে বড়লাট পত্নীমহোদয়া সম্রাজ্ঞীর সহিত ভারতীয় রাজন্যবর্গের পুরমহিলাদিগের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৩ই ডিসেম্বর প্রাতে বিশেষ 'পরদা'-সমাবেশ হইয়াছিল। পাতিয়ালার মহারাণী ইহাঁদের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন।

ভারতীয় নৃপতিসমাজ দরবার উপলক্ষে দিল্লীতে উপস্থিত হইলে যথোপযুক্ত সম্মানে অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই স্বীয় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শিবির ইচ্ছানুরূপ সজ্জিত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক শিবিরেই

তদ্দেশীয় পতাকা উড্ডীয়মান হইয়া স্বদেশীয় স্বতন্ত্রতা বিশেষভাবে রক্ষা করিয়াছিল। সম্রাট্ রাজন্যবর্গের প্রতি সৌহার্দ্দ্য প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন। দরবারে অন্যূন ৯০ জন ভারতীয় রাজা বশ্যতা-জনিত রাজভক্তি দেখাইবার সুবিধা পাইয়াছিলেন।

করদ নৃপতিবর্গ।

সমগ্র ভারতসাম্রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ স্থান করদনৃপতিবৃন্দের শাসনাধীন। এই অংশ ফ্রান্স দেশের তিনগুণ হইবে। জনসংখ্যা ৭ কোটী ১০ লক্ষের কম নহে। রাজ্যগুলির কোনটি বা ইতালীর মত বৃহদায়তন আর কোনটি বা ক্ষুদ্র সান মারিনোর সমান হইবে। এই রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীন শাসনসংরক্ষণ সমস্তই রাজগণের নিজ হস্তে আছে। তবে বাহিরের সমস্ত বিষয়ে করদরাজ্যগুলি ভারত-গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী। ভারতগবর্ণমেণ্টের একজন প্রতিনিধি অথবা পলিটিক্যাল এজেণ্ট প্রত্যেক স্থানেই নিযুক্ত আছেন। ইহাঁরা একদিকে বড়লাটের প্রতিনিধিস্বরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন এবং অপরদিকে রাজগণও ইহাঁদিগকে বিশ্বস্ত বন্ধু ও পরামর্শদাতা বলিয়াই মনে করেন। রাজ্যশাসন সম্বন্ধে অথবা কোন রাজার মৃত্যুর পরে তাঁহার উত্তরাধিকারী নিয়োগে ভারত-গবর্ণমেণ্ট এই করদরাজ্যগুলির কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না, বরং উত্তরাধি-কারী না থাকিলে বংশের কাহাকেও সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া রাজশ্রী অক্ষুণ্ণ রাখিবেন,—এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। রিজেণ্টনিয়োগও যে সর্ব্বদা উভয়পক্ষের সন্ধির অনুযায়ী তাহা নহে, কিন্তু প্রতি ক্ষুদ্র বিষয়ে ভারতেশ্বরের সঙ্গে করদরাজগণের এরূপ অনুরাগ ও ভক্তি-শ্রদ্ধার সম্পর্ক জন্মিয়া গিয়াছে যে তাঁহারা সম্রাটের সিংহাসনের সহিত অচ্ছেদ্য সম্পর্কে সংযুক্ত হইয়া এই মহৎসাম্রাজ্যের অঙ্গীয় হইয়া পড়িয়াছেন।

রাজগণ ভারতশাসনসম্বন্ধে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন; একাধিক বড়লাট এই বিষয়ে অনেক আশ্বাসের কথা শুনাইয়া গিয়াছেন। ভারতবাসী চিরকালই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজাকর্ত্তৃক শাসিত হইতে চাহে; সুতরাং দেশীয় রাজগণকে তাঁহারা খুব শ্রদ্ধাভক্তি করে। এদিকে রাজগণও সম্রাটের প্রতি একান্ত অনুরক্ত। পরস্পরের প্রতি এই প্রীতিশ্রদ্ধা নিবন্ধন ভারত-শাসনরূপ কঠিন কার্য্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

দেশীয় রাজ্যগুলি অনেক পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। ব্রিটিশশক্তির সাহায্য ব্যতীত ইহাদের অনেকের অস্তিত্ব থাকিত

কিনা সন্দেহ। রাজ্যগুলিকে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথিতযশাঃ রাজপুতগণের লীলানিকেতন রাজস্থান একভাগ। মোগল রাজত্বের অবসানে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলমান রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল, সেইগুলিকে দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্গত করা যাইতে পারে। শিখ এবং মারাঠা রাজ্যগুলি তৃতীয় ভাগের অন্তর্গত।

রাজপুতজাতি।

রাজপুতগণ বহুপূর্ব্বকালে ভারতের বাহির হইতে আগমন পূর্ব্বক খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে রাজপুতনায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের কারুকার্য্য, সাহিত্য ও কবিগীতি বিশেষরূপে উৎকর্ষ-লাভ করিয়াছিল। কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে বিরোধ ও মর্ম্মান্তিক কলহে তাঁহারা উচ্ছন্ন যাইবার মধ্যে আসিয়াছিলেন। এই সময় মুসলমান বিজয়ে তাঁহাদের অন্তর্বিরোধ কিয়ৎকালের জন্য ক্ষান্ত হইয়াছিল। পৃথ্বীরাজ মুসলমানজাতির আক্রমণে বাধা দিয়া কিয়ৎকালের জন্য হিন্দু স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু মহম্মদ ঘোরী ‘নারাণ’ নামক স্থানে হিন্দুসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর মুসলমানপ্রভাবে রাজপুতনায় কতকটা শান্তির স্থাপনা হইল, দুর্ব্বলের উপর প্রবলের দৌরাত্ম্য কতকটা নিবারিত হইল। আকবর তাঁহার প্রখররাজনীতি-বুদ্ধির প্রভাবে রাজগণকে বশীভূত করিয়াছিলেন। এমন কি তিনি রাজপুতপুরমহিলাদিগকে মুসলমান রাজবংশের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ করিয়া সেই প্রীতির ভিত্তি দৃঢ় করিয়াছিলেন। কিন্তু আরংজীবের অত্যাচারে তাঁহারা পুনরায় শিরঃ উত্তোলন করিলেন এবং হিন্দুসাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রজাতির অভ্যুদয় হইলে তাঁহারা শিবাজীর দলে যোগ দিলেন। আত্মকলহে মহারাষ্ট্রজাতির পতন হইলে রাজপুতগণের দশা শোচনীয় হইয়া পড়িল। তখন ভারতের দশা কি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল! দুই তিন লক্ষ সশস্ত্র সৈন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; যে তাহাদিগকে অর্থ দিতে পারিত, তাহারই সহায় হইয়া ইহারা রাজ্যলুণ্ঠন ও দেশে অত্যাচারের একশেষ করিত। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই সময়ে দেশকে অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং রাজপুতজাতির বিভিন্ন কেন্দ্রের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করিয়া বহিঃশত্রু হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করতঃ শান্তিস্থাপনা করিতে পারিয়াছিলেন। তদবধি ইহাঁরা স্বীয় স্বীয় রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া অধুনা ব্রিটিশসিংহাসনের সহিত নানারূপ সৌহার্দ্দে আবদ্ধ হইয়া শান্তিসুখ ভোগ করিতেছেন।

উদয়পুরের মহারাণার বংশই রাজস্থানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। মহারাজাধিরাজ সার ফতে সিং বাহাদুর নিজের বংশকে রামের জ্যেষ্ঠপুত্র কুশবংশপ্রভব বলিয়া মনে করেন। সেই জন্য হিন্দুজাতির নিকট তাঁহার বংশ অতিশয় সম্মানার্হ। শিশোদীয় নামক এই বংশের গৌরবগাথা এখনও ঘরে ঘরে গীত হইয়া থাকে। চিতোরের ভীমদুর্গ শিশোদীয়কুলের বীরত্বকাহিনী বক্ষে ধারণ করিয়া অতীতের সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান আছে। শিশোদীয়গণই মস্তক উন্নত করিয়া সগর্ব্বে মুসলমানকুলে কন্যাদানে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। মহারাজের শরীর অসুস্থ থাকা সত্বেও তিনি সামন্তগণসহ সম্রাট্‌সমীপে উপস্থিত ছিলেন। ডুঙ্গারপুরের মহারাজ, সাপুরের রাজাধিরাজ, মধ্যভারতের অন্তর্গত ধরমপুরের রাজা, বারয়াণির রাজা, ইহাঁরা সকলেই উদয়পুরের রাজবংশের জ্ঞাতিগোষ্ঠী।

অতঃপর কাচ্ছাবহগণের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাঁরা প্রাচীনকালে মধ্যভারতের অন্তর্গত গোয়ালিয়রের এবং নরবরে রাজত্ব করিতেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে পরিহরগণকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া কচ্ছাবহগণ বর্ত্তমান জয়পুররাজ্যে বসতি স্থাপন করেন। এই বংশের দুইজন রাজপুত্র এক সময়ে সম্রাট্ আকবরের জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে এই বংশের তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক জয়সিংহ মহারাজ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রের উন্নতিসাধনের জন্য ভারতের বিভিন্নস্থানে মানমন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। জয়পুরের বর্ত্তমান মহারাজ মেজর জেনারেল মাধোসিংহ বাহাদুর পাশ্চাত্যসভ্যতার অনুরাগী হওয়া সত্বেও হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান্। খাঁটি হিন্দুর পক্ষে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হইলেও ১৯০২ সনে মৃত সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে তিনি বিলাত গিয়াছিলেন। আয়তনে জয়পুর বর্ত্তমান ডেনমার্কের সমান হইবে। আধুনিক সময়ে জয়পুরে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে। আলোয়ার এবং লাবার রাজগণ এই বংশেরই অন্যতম শাখা। আলোয়ারের সৈন্যগণ সম্রাটের পক্ষে ১৯০০ সনে চীনদেশে যুদ্ধে গমন করিয়াছিল। ময়ুরভঞ্জের মহারাজও কচ্ছাবহবংশোৎপন্ন বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

মাড়বারের রাঠোরগণও বীরত্ব এবং খ্যাতিতে মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। মোগলসেনার অধিনায়করূপে মাড়বাররাজগণ যথেষ্ট রণপাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। রাজপুতনার বিকানীর, কিষণগড় এবং

কুশলগড়ের রাজগণ, মধ্যভারতের রাতলাম, সীতামু, সাইলানা, ঝবুয়া এবং অলিরাজপুর এবং বোম্বাইর অন্তর্গত ইদর রাজ্যের রাজগণ মাড়বার রাজবংশের বিভিন্ন শাখা। মহারাজ সুমেরুসিংহ বাহাদুর অল্পদিন হইল গদীতে বসিয়াছেন। তিনি এতদিন অপ্রাপ্তবয়স্ক নাবালক ছিলেন বলিয়া তাঁহার আত্মীয় প্রখ্যাতনামা যোদ্ধা মহারাজ স্যার প্রতাপসিংহ বাহাদুর তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ইনি আমাদের সম্রাটের শিবির-রক্ষক (অবৈতনিক এডি কং) পদে অধিষ্ঠিত আছেন। বিকানীরের মহারাজ হিজ্ হাইনেস্ গঙ্গাসিংহ বাহাদুরের রাজ্যের আয়তন গ্রীস দেশের তুল্য হইবে। তিনি যেমনই উপযুক্ত শাসনকর্ত্তা, তেমনই যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ। ১৯০০ সনে মহারাজ চীনে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। উল্লিখিত রাজ্যসমূহ ভিন্ন আরও অনেক রাজপুত রাজ্য আছে। এই স্থানে সেগুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আবু পর্ব্বতে বশিষ্ঠের যজ্ঞাগ্নিতে উৎপন্ন "অগ্নিকুল" রাজপুত ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে বিশেষ সম্মানার্হ। পনোয়ার, পরিহর, চৌহান এবং সোলাঙ্কি এই চারিশাখা 'অগ্নিকুল' হইতে উদ্ভূত। পনোয়ার বংশের প্রতিনিধিস্বরূপ রাজগড়াধিপ মহারাজ বেণসিংহ, নরসিংহগড়পতি মহারাজ অর্জ্জুন সিংহ, ছত্রপুরের রাজা বিশ্বনাথ সিংহ দিল্লীদরবারে উপস্থিত ছিলেন। পরিহরশাখার প্রতিনিধি আলিপুরের জায়গীরদার দরবারে আসিয়া সম্রাট্‌কে সম্মান দেখাইয়াছিলেন। চৌহানকুল এই শাখাচতুষ্টয়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত। এই বংশের পৃথ্বীরাজ ইতিহাস বিখ্যাত ব্যক্তি। চৌহানশাখার প্রতিনিধি কোটা, বুন্দী, শিরোহী প্রভৃতি অনেক স্থানের রাজারা আসিয়াছিলেন, এই কুলের অন্যতম শাখা বোম্বের রেওয়াকান্থার অধিপতি এই দরবারে যোগদান করিয়াছিলেন। সোলাঙ্কিবংশের প্রতিনিধি রেওয়ার মহারাজ, বাঘেলখণ্ডাধিপতি সার বেঙ্কটরমণ সিংহ এবং অর্চ্চার মহারাজ স্যার প্রতাপসিংহ বাহাদুর প্রভৃতি রাজন্যবর্গ দরবার-গৃহ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। পরবন্দরের রাণা শ্রীনটবরসিংজি ভবসিংজি হনুমানের বংশোদ্ভব বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন, ইনি এবং অপরাপর অনেক রাজপুত নরপতি দরবারে আসিয়াছিলেন।

দক্ষিণভারতে ত্রিবাঙ্কুর এবং কোচীন রাজ্যদ্বয় অতি প্রাচীন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ রাজারামের পূর্ব্বপুরুষগণ নবম শতাব্দীতে সর্ব্বপ্রথম ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। মহীশূরের যুদ্ধে ত্রিবাঙ্কুর

ব্রিটিশ শক্তিকে খুব সাহায্য করিয়াছিলেন। কোচিনরাজ্য ও ত্রিবাঙ্কুরের ন্যায়ই পুরাতন। পর্ত্তুগীজ এবং ওলন্দাজদিগের সহিত এই রাজ্যের এক সময়ে বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। ইহাঁরা দরবার-উপলক্ষে দিল্লী আগমন করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ ভারত।

ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তে পার্ব্বত্য ত্রিপুরা একটি অতি পুরাতন রাজ্য। ষোড়শ শতাব্দীতে রাজ্যটি রণক্ষেত্রে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে মোগল-করায়ত্ত হইলেও ত্রিপুরা ব্রিটিশ শক্তির সুশীতল ছায়ায় পুনরায় স্বাধীনতালাভ করিয়াছে। ত্রিপুরারাজ বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুর কুরুবংশীয় যযাতি হইতে উদ্ভূত বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন।

পূর্ব্ব প্রান্ত।

মুসলমান রাজগণের মধ্যে হাইদ্রাবাদের নিজামের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ-যোগ্য। বর্ত্তমান নিজামের নাম স্যার ওসমান আলি খান বাহাদুরফাৎ জঙ্গ্। নিজামবংশের প্রতিষ্ঠাতা আসফ্‌জার নাম ভারতের ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। নিজামের রাজ্য হাইদ্রাবাদের আয়তন ব্যাভেরিয়ার তিনগুণ এবং অধিবাসীর অধিকাংশই হিন্দু।

হাইদ্রাবাদ।

মধ্যভারতের ভূপাল রাজ্যের বেগমও দরবারে আসিয়াছিলেন। ১৭৭৮খৃঃ অঃ কর্ণেল গড্ডার্ডকে যথোপযুক্ত সাহায্য করিবার পর হইতে ভূপালরাজ্য ইংরেজের বিশেষ অন্তরঙ্গ স্বরূপ গণ্য হইয়াছে। বেগম সাহেবা করদরাজন্যবৃন্দের পুত্রদিগের উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট যত্ন করিয়াছেন।

ভূপাল।

সিন্ধুদেশের অন্তর্গত খয়েরপুরের মীরের নামও উল্লেখযোগ্য। ইনি ১৮৪৩ খৃঃ অঃ মিয়ানি এবং ডাবার যুদ্ধে ইংরেজ-দিগকে সাহায্য করাতে ইংরেজ সরকারে বিশেষ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছেন। অপরাপর বহুসংখ্যক মুসলমান নৃপতি দরবারে যোগদান করিয়া রাজ-ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

খয়েরপুর।

অতঃপর মারাঠা এবং শিখরাজ্যগুলির নাম উল্লেখযোগ্য। শিবাজি ১৬৬৪ খৃঃ অঃ দাক্ষিণাত্যে মারাঠা আধিপত্য পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। শিবাজির পৌত্রের ব্রাহ্মণমন্ত্রী পেশোয়া কালক্রমে সমস্ত ক্ষমতা আত্মসাৎ করিলে শিবাজির বংশ সাতারা ও

মারাঠা ও শিখ।

কোলাপুরে রাজ্য করিতে থাকেন। কোলাপুর এখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কৃপায় এই বংশের হস্তে আছে। কোলাপুরের বর্ত্তমান মহারাজ সাহু ছত্রপতি মহারাজ দরবারে উপস্থিত ছিলেন। ইনি ১৯০২ সনে লণ্ডনে এবং ১৯০৩ সনে দরবার-উপলক্ষে দিল্লীতে গিয়াছিলেন।

কালক্রমে মারাঠা সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হইলে ইহাঁদের সেনানায়কগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাদের তিনটি আজ পর্য্যন্তও বর্ত্তমান আছে। তাহাদের নাম বরদা, গোয়ালিয়র এবং ইন্দোর। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে বরদারাজ্যই আয়তনে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। বরদারাজ মহারাজ সার সয়াজীরাও গাইকোয়ার রাজ্য পরিচালনে সুদক্ষ। মহারাজের শাসন-প্রণালী আধুনিক সভ্যজগতের আদর্শানুযায়ী। বর্ত্তমান মহারাজের সময়ে বরদারাজ্যের সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি হইয়াছে। গোয়ালিয়রের মহারাজ সার মাধোরাও সিন্ধিয়া বাহাদুর রাজ্যশাসনে এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে ভারত-গবর্ণমেণ্টের সুখ্যাতিলাভ করিয়াছেন। বিগত চীন যুদ্ধ এবং দরবার-উপলক্ষে তিনি বিবিধ অনুষ্ঠান দ্বারা সরকারকে সাহায্য করিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন। দরবারের জন্য তিনি স্বয়ং যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, নিজের রাজ্যটির জনবল ও অর্থবল সমস্তই দরবারের কার্য্যের জন্য বড়লাট বাহাদুরের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ইন্দোর রাজ তুকাজি-রাও হোলকার স্বীয় মন্ত্রী নানকচাঁদ সহ দিল্লীতে আসিয়াছিলেন।

অতঃপর শিখজাতির কথা। শিখরাজ্যসমূহ মহারাষ্ট্রীয়দিগের ন্যায় রাষ্ট্রীয় উন্নতিকে আদর্শজ্ঞান করিয়া গঠিত হয় নাই। শিখজাতি একটি ধর্ম্ম-সম্প্রদায়। বিগত পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে নানক নামক এক মহাপুরুষ শিখধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি লোকান্তরিত হওয়ার পর ক্রমান্বয়ে দশজন 'গুরু' শিখজাতির নায়করূপে প্রতিষ্ঠিত হন। মুসলমানগণের ভয়ানক অত্যাচারেও শিখগণ স্বধর্ম্ম বিচ্যুত হন নাই। মোগলদিগের অধঃপতনের পর হইতে শিখজাতি শুধু "ধর্ম্মসংঘ" না হইয়া রাজ্য গঠনে মনোনিবেশ করিল। "পঞ্জাবকেশরী" মহাত্মা রণজিৎ সিংহ এমন দুর্দ্ধর্ষ শিখরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন যে তাঁহার মৃত্যুর পরে ইংরেজদিগের সহিত শিখগণের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হয়। পেনিনসুলার ও ওয়াটার্লু যুদ্ধের অন্যতম প্রবীণ নায়ক লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বড়লাট রূপে ভারতে আগমনপূর্ব্বক ভীষণ সংগ্রামের পর লাহোর অধিকার করেন।

বর্ত্তমান শিখরাজ্যসমূহের মধ্যে কাশ্মীর উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য শিখ-রাজ্যসমূহের মধ্যে পাতিয়ালা, নাভা, ঝিন্দ, ফরিদকোট এবং কপূর্‌রথালার নাম করা যাইতে পারে। পঞ্জাবে পাতিয়ালাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ শিখরাজ্য। মহারাজ স্যার ভূপেন্দ্র সিংহ মহিন্দর বাহাদুর ১৯০৩ সনে দিল্লীতে গিয়াছিলেন। নাভারাজ স্যার হীরা সিংহকে দরবার-উপলক্ষে বংশগত "মহারাজ" উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

কাশ্মীর একটি প্রধান শিখ-কেন্দ্র। ১৮৪৬ খৃঃ অঃ পঞ্জাবের পতনের পরে গোলাবসিংহ ইংরেজদিগের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া কাশ্মীরের রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। বর্ত্তমান মহারাজ মেজর জেনারল স্যার প্রতাপসিংহ বাহাদুর ১৯০৩ সনেও লর্ডকার্জ্জনের দরবারে দিল্লীতে আসিয়াছিলেন। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অনুপম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্পন্ন এবং সীমান্ত রাজ্য বলিয়া কাশ্মীর সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এই রাজ্যের সৈন্যবর্গ সম্রাটের পক্ষে একাধিক সংগ্রামে লিপ্ত ছিল।

মহীশূর দক্ষিণভারতের একটি সুবৃহৎ রাজ্য। বর্ত্তমান রাজবংশ চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে মহীশূরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে হায়দর আলী নামক একজন সেনানায়ক তৎসময়ের রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং সেই স্থানে অধিষ্ঠিত হন। ১৭৯৯ খৃঃ অঃ হায়দরের পুত্র টিপু সুলতানকে পরাজিত করিয়া লর্ড ওয়েলেসলি হিন্দুরাজবংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ১৮৩১ খৃঃ অঃ নানাকারণে ভারতগবর্ণমেণ্ট রাজ্যশাসনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ১৮৮১ খৃঃ অঃ রাজ্যটি পুরাতন রাজবংশের হস্তে পুনরায় অর্পিত হয়। বর্ত্তমান মহারাজ স্যার কৃষ্ণরাজা বাদিয়ার বাহাদুর ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে গদীতে বসিয়া সুখ্যাতির সহিত রাজ্যশাসন করিতেছেন। আয়তনে মহীশূর ব্যাভেরিয়ার সমান হইবে। এই রাজ্য স্বর্ণ, কাফি, চন্দন কাষ্ঠ প্রভৃতির ভাণ্ডারস্বরূপ। মহীশূরের জঙ্গলে হস্তী পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সম্রাট্‌ যুবরাজরূপে এই দেশে আসিলে মহীশূর জঙ্গলে "খেদা" (হাতী ধরা) দেখিতে গিয়াছিলেন। এই রাজ্যের বর্ত্তমান শাসনপদ্ধতি আধুনিক সভ্যজগতের অনুমোদিত। রাজ্যটিতে প্রতিনিধি-সভা আছে। দক্ষিণ ভারতের অপরাপর উল্লেখযোগ্য রাজ্যের মধ্যে পদ্মকোট এবং রঙ্গনপল্লী উল্লেখযোগ্য।

মহীশূর।

আগা খাঁ বাহাদুর [১১৩ পৃঃ

গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া

[১২৮ পৃঃ

বঙ্গদেশে কুচবিহার প্রসিদ্ধ রাজ্য। এককালে রাজ্যটি খুব প্রতাপান্বিত ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভুটিয়াগণ কুচবিহার আক্রমণ করিয়া এই রাজ্যটি বিধ্বস্ত করে। মহারাজ উপায়ান্তর না দেখিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে স্বরাজ্য অর্পণ করেন; তাহাতেই ইহা রক্ষা পায়। অতঃপর গবর্ণমেণ্ট রাজ্যটি পুরাতন রাজবংশের হস্তেই প্রত্যর্পণ করেন। কুচবিহারের বর্ত্তমান মহারাজ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেনের দৌহিত্র।

কুচবিহার।

করদরাজ্যসমূহের মধ্যে কাশী সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক। ১৯১০ সনে ব্রিটিশরাজ্যান্তর্গত বিশাল জমিদারীর শাসনভার মহারাজকে অর্পণ করা হয়। মহারাজ স্যার প্রভুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময়ের চৈৎসিংহের বংশোদ্ভব।

কাশী

উল্লিখিত রাজগণ ভিন্ন ভারতের উত্তর প্রান্ত হইতে সিকিম ও ভূটানের মহারাজদ্বয় আগমন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশের ছয়জন প্রদেশাধিপ, (যাঁহারা রাজা থিবোর অত্যাচারে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন) সম্রাটের সম্মানার্থ দিল্লীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত এডেন হইতে লাহেজ, সের ও মোকালা, ফাদর্থ্লি প্রভৃতি স্থানের সুলতানগণ দরবারে আগমন করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মদেশ।

এই স্থানে সুলতান মহম্মদ খান আগা খানের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি খোজা শ্রেণীর মুসলমান সম্প্রদায়ের গুরু। রাজ্য না থাকিলেও তাঁহাকে সামন্ত নরপতি মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। আগা খানের পদগৌরবের তুলনা নাই। তাঁহার পিতামহ মুসলমান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের কন্যার বংশে জন্মিয়াছিলেন। এই বংশের সহিত পারস্যের রাজবংশের সম্বন্ধ আছে। নানারূপ ষড়যন্ত্রের জন্য আগাখানের পিতামহ পারস্য হইতে বিতাড়িত হইয়া বোম্বাই মহানগরে বসতি করেন। আগাখান ভারতবর্ষীয় না হইলেও ভারতীয় রাজন্যবৃন্দের অনেকের হইতেই অধিক ক্ষমতাপন্ন। ভারত সম্রাট্ ইহাঁকে রাজ সম্মানদানে অনুগৃহীত করিয়াছেন। প্রাচ্যের লক্ষ লক্ষ মুসলমান তাঁহাকে ধর্ম্মগুরু বলিয়া ভক্তি করে। আফগানিস্থান ও

আগা খান।

সিন্ধুদেশের যুদ্ধবিগ্রহে ভারত গবর্ণমেণ্ট আগা খানের অমূল্য সাহায্য পাইয়াছিলেন। সীমান্তের দুর্দ্ধর্ষ জাতিগুলির উপর তাঁহার অদ্ভুত প্রভাব। ইসলামিয়া মুসলমানদিগের নেতা আগা খানের বহু শিষ্য আফগানিস্থান, খোরাসান, পারস্য, আরব, মধ্য এশিয়া, সিরিয়া, মরক্কো এবং জাঞ্জিবার অঞ্চলে আছে।

অভিষেক-দরবার।

সম্রাট্ প্রধানতঃ স্বীয় অভিষেকের কথা স্বয়ং তাঁহার ভারতীয় প্রজাদিগকে জানাইতে আসিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে দিল্লীতে যেরূপ আড়ম্বর ও জনসমাগম হইয়াছিল তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই দরবারব্যাপারের জন্য ভারতবাসীরা ঔৎসুক্যের সহিত অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাদের চক্ষে ইহা ধর্ম্মানুষ্ঠানের ন্যায় পবিত্র বিষয়। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে ১লা জানুয়ারী যে দরবার হইয়াছিল, রাষ্ট্রীয় ঘোষণার দিন বলিয়া প্রতিবৎসরই সেইদিনে আনন্দোৎসব হইয়া থাকে। মৃত সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ডের অভিষেক দরবারও ১লা জানুয়ারীতে সম্পন্ন হইয়াছিল। ১৯১১ সনের দরবার উক্তদিনে হইবে প্রথমতঃ এরূপ সংকল্প ছিল। কিন্তু উক্ত দিবস মহরম উৎসব থাকাতে সম্রাট্ তাঁহার মুসলমান প্রজাগণের প্রতি দয়াপ্রকাশ পূর্ব্বক ১২ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার দরবারের দিন ধার্য্য করিলেন।

১২ই ডিসেম্বর।

সম্রাট্ এই উপলক্ষে ভারতবাসীদিগকে কোনরূপ অনুগ্রহ দেখাইবেন, ইহা স্থির ছিল; কিন্তু সে অনুগ্রহ কি আকার ধারণ করিবে, তাহা গুরুতর চিন্তার বিষয় হইল। সম্রাটের বিশেষ ইচ্ছানুসারে বড়লাট প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণের দ্বারা অনুসন্ধান করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন, ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক কোন্ অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিয়া থাকে। সেই অভাবটি দূর করিতে পারিলে তাহাদিগকে এই দরবার উপলক্ষে প্রকৃত অনুগ্রহ দেখান হইবে। এই বিষয়ে অনুসন্ধানের ফল পরে বিবৃত হইবে।

অনুগ্রহ প্রদর্শন।

দ্বিতীয়তঃ সম্রাট্ যে উৎসবব্যাপার সমাধা করিবেন, তাহা কিরূপ আকার ধারণ করিবে। অনেক বিচারবিতর্কের পর স্থির হইল যে উৎসবটি তিন অনুষ্ঠানে বিভক্ত হইবে। দেশীয় রাজন্যবর্গের রাজসমীপে রাজভক্তি প্রদর্শন। সম্রাট্সমীপে তদীয় রাজ্যাভিষেক ব্যাপারের ঘোষণা পাঠ এবং প্রজা ও সৈন্যবর্গের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার। মহাভারতোক্ত দরবার নগরীর বহির্ভাগে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে হইত। এই দরবারের স্থান নির্দ্দেশ

সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছিল। কাহারও মতে "রিজ" নামক স্থান দরবারের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এই স্থান ইংরাজদিগের ইতিহাসে পবিত্র। কাহারও মতে জুমা মসজিদ ও দুর্গ এই দুই প্রধান হর্ম্ম্যের মধ্যবর্ত্তী স্থানে দরবার সংঘটিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হইয়াছিল। কেহ বা দেওয়ানী আমের অভ্যন্তরে দরবার অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, যেখানে বৃহত্তম জনসংঘ তাঁহাকে দেখিতে পারিবে, মুক্ত আকাশের নিম্নে এমন কোন স্থাননির্দ্দেশের জন্য সম্রাট্ আদেশ করিলেন। 'রিজের' উত্তর-পশ্চিমে "বাবরি" নামক সুপ্রশস্ত স্থান দরবারের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল।

স্থান নির্দ্দেশ।

লর্ড হার্ডিঞ্জের মন্ত্রণাসভা কর্ণেল স্যার সুইনটন জ্যাকব নামক বিখ্যাত স্থপতি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইনিই ১৯০৩ সনে দরবারমঞ্চের নক্সা প্রস্তুত করেন। সম্রাট্ স্বয়ং বড়লাটের সহিত পরামর্শ করিয়া দরবারগৃহের নক্সা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সম্রাটের ইচ্ছানুসারে অর্দ্ধচন্দ্রাকারের দুইটি রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত হইল। তাহাদের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, তাহাতে রাজন্যগণ সম্রাট্‌কে অভিনন্দন করিবেন, এবং অপরটিতে সমাগত প্রজাবৃন্দের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

দরবার গৃহের নক্সা।

১৮৭৭ খৃঃ অব্দে রাজপ্রতিনিধি মহারাণীর প্রতিনিধিস্বরূপ বিশাল মঞ্চের কেন্দ্রস্থলে সমাসীন হইয়াছিলেন। তাঁহার একদিকে বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ এবং অপরদিকে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ ও দেশীয় রাজন্যবৃন্দ উপবেশন করিয়াছিলেন। সাধারণ প্রজাবর্গের সেই দরবারের সহিত বিশেষ কোনরূপ সম্বন্ধ ছিল না, তাহাদের মধ্যে মাত্র কয়েকশত দূর হইতে দরবার দেখিয়াছিল। সেই দরবারে সাজসজ্জায় ভারতশিল্প কোন স্থান পায় নাই। এই উপলক্ষে মাত্র ৫০০০ লোক উপস্থিত ছিলেন এবং দরবারমঞ্চ দৈর্ঘ্যে ২২৬ ফিট করা হইয়াছিল। তারপরে ১৯০৩ সনের দরবার। লর্ড কার্জ্জনের সময়ে এই দরবারটি বেশ সমারোহের সহিত নিষ্পন্ন হইয়াছিল। দরবারটিতে কেবল যে রাজন্যবর্গ ও শাসনকর্ত্তাগণ রীতিমত যোগদান করিয়াছিলেন, তাহা নহে। বহু সহস্র প্রজাও ব্যাপারদর্শনের জন্য প্রবেশাধিকার পাইয়াছিল। তবে তাহারা একটু দূরে অবস্থিত ছিল। এই মঞ্চের দৈর্ঘ্য ৩৫০ ফিট এবং

পূর্ব্ব পূর্ব্বদরবারের সঙ্গে প্রভেদ।

এতদুপলক্ষে সমাগত লোকসংখ্যা প্রায় ১৬০০০ হইয়াছিল। দরবারমঞ্চটি অশ্বপাদুকার আকৃতিতে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এবার সম্রাটের দরবার উপলক্ষে করদরাজগণও শাসনকর্ত্তাবৃন্দ ভিন্ন প্রজাবর্গও উৎসবে যোগদান করিতে পারেন এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। সুতরাং মণ্ডপটি পূর্ব্ব পূর্ব্ব দরবার অপেক্ষা বিশালতর করিয়া নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল। কর্ণেল সার এস ম্যাকলাগণ আর, ই, দরবারমণ্ডপের নির্ম্মাণ কার্য্য পরিদর্শনের ভার লইয়াছিলেন; নির্ম্মাণ কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন মেজর এস, ডি, ক্রুকস্যাঙ্ক এবং সর্দ্দার বাহাদুর রামসিংহ। শেষোক্ত ব্যক্তি কারুকার্য্যের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমানী শিল্পের সংমিশ্রণে রত্নখচিত শ্বেত স্তম্ভ এবং গম্বুজগুলি রচিত হইয়াছিল। প্রাকার নির্ম্মাণে ৩২, ৩৪, ৪৮ ও ১০৭ নং 'পাইওনিয়র' সৈন্যদল যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিল। মৃত্তিকার উচ্চ প্রাকার নির্ম্মাণ করিয়া দরবারমণ্ডপ গঠন করা হইয়াছিল, ইহাতে ১২২০০ দর্শক উপবেশন করিয়াছিল। নিম্নভাগে ইহার বেড় ১৩৪ ফিট, এবং ভূমি হইতে ইহা ১৫ ফিট ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় ও বৃহত্তর মঞ্চটি বহুসহস্র ব্যক্তির উপবেশন যোগ্য করা হইয়াছিল; ইহার বিস্তৃতি ১০৫ ফিট, উচ্চতা ১৫ ফিট এবং দৈর্ঘ্যে ইহা প্রায় অর্দ্ধ মাইল ব্যাপক ছিল।

রাজসিংহাসন।

সম্রাট্দম্পতীর ব্যবহারের জন্য যে সিংহাসন দুইটি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা ভারতীয় কারুকার্য্যের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। ১৮৭৫ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রৌপ্যনির্ম্মিত সিংহাসনের অনুকরণে এই দুইটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। কলিকাতা রাজকীয় টাকশালায় কিঞ্চিন্ন্যূন তিনমণ রৌপ্যের দ্বারা ইহা তৈয়ার করিয়া তাহার উপর আগাগোড়া সোণা দিয়া মোড়া হইয়াছিল। রাজসিংহাসনের ঊর্দ্ধে স্বর্ণ গম্বুজ, চারিটি কারুকার্য্যময় শ্বেত স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই স্তম্ভগুলি অতি সরু, এজন্য রাজদর্শনের অন্তরায় হয় নাই। স্বর্ণগম্বুজের চতুর্দ্দিকে ৩৩ বর্গ ফিট একটি ছাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু এই ছাদে রৌদ্র নিবারিত হয় নাই, তজ্জন্য তন্নিম্নে একটি স্বর্ণপ্রান্ত মখমলের চন্দ্রাতপ দ্বাদশটি স্বর্ণাবৃত আশ্রয়-দণ্ডের উপর অবস্থিত ছিল। সূর্য্যের আলোক এই চন্দ্রাতপের উপর পড়িয়া ইহার শোভা অতি জমকালো রকমের করিয়াছিল। আবার গম্বুজটির ঠিক নীচেও আর একটি সুবর্ণখচিত চারু-

চন্দ্রাতপ বিস্তৃত ছিল। সূর্য্যালোকে স্বর্ণগম্বুজটি বহুদূর হইতে দর্শনীয় হইয়া সমস্ত দরবারমঞ্চের শ্রী অশেষরূপে বৃদ্ধি করিয়াছিল। সিংহাসনমঞ্চটি ১৪০ ফিট দীর্ঘ রক্তবর্ণ কারপেটের পথ দ্বারা দরবার মঞ্চের সঙ্গে সংলগ্ন ছিল। দরবারমঞ্চ হইতে ১৪০ ফিট দূরে বড় রাস্তার কেন্দ্রস্থলে রাজকীয় পতাকাদণ্ড উত্থিত হইয়াছিল। বোম্বাই পোতাশ্রয়ের রয়াল ইণ্ডিয়ান মেরীন কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয়। উচ্চতায় ইহা একশত ত্রিশ ফিটের কম ছিল না।

ঠিক দ্বিপ্রহরে সূর্য্য মাথার উপরে উঠিলে উৎসবের কার্য্য আরম্ভ হইবে এরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল। এইসময়ে সূর্য্যের অবস্থান অবশ্য এরূপ যে কোনরূপ ছায়া পড়িয়া দরবারমঞ্চের কোন কোণ্ অন্ধকার করিয়া তুলিবার সম্ভাবনা ছিল না। বিশেষ সেই বৃহৎ জনতার দরবারে উপস্থিতি ও প্রত্যাগমনের সুবিধার জন্যও এই সময় উপযোগী ছিল। ১২ই ডিসেম্বরের পূর্ব্বে কয়েকদিন বৃষ্টি হইয়া আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। নির্দ্দিষ্ট দিন প্রাতে নভোমণ্ডল মেঘমুক্ত হইয়া সুন্দর দেখাইতে লাগিল। অতি প্রত্যূষে এই দিনের জন্য সমস্ত ভারতবর্ষের বৃহত্তম নগর হইতে দূরতম ও দীনতম পল্লী সোৎসাহে অপেক্ষা করিতেছিল। ভারতেতিহাসে এইরূপ দিন আর ঘটে নাই। দিল্লীতে সাড়া পড়িয়া গেল। ভোর ছয়টা হইতে প্রতি ঘণ্টায় তোপধ্বনি হইতে লাগিল। নানাজাতীয় লোকের পদশব্দে ও বাক্যালাপে এক্ ড্রাম বিউগল ও ব্যাণ্ডের বিভিন্নশব্দে সমস্ত নগরী মুখরিত হইয়া উঠিল। সৈন্যগণ যার যার নির্দ্দিষ্টস্থানে একত্র হইতে লাগিল।

সূচনা ও বিকাশ।

দিল্লীতে যাতায়াতের চূড়ান্ত সুবিধা করা হইয়াছিল। জনতা অত্যন্ত অধিক হওয়া সত্ত্বেও গমনাগমনের পক্ষে কাহারও কোনরূপ অসুবিধা হয় নাই। অধিকাংশ ব্যক্তিই ট্রেনযোগে আসিয়া ৮টা না বাজিতে বাজিতেই স্থান অধিকার করিয়া ফেলিয়াছিলেন। স্কুলের ছাত্রদের জন্য এবং অনেক সম্ভ্রান্ত সাহেব ও দেশীয় লোকের জন্য একটা দর্শনোপযোগী স্থানের ব্যবস্থা করার দরকার হইয়া পড়িল। ইহাঁদের জন্য অবশ্য দরবারমঞ্চে স্থান করিবার সুবিধা হয় নাই। ইহাঁদিগের জন্য সর্ব্বসাধারণের নির্দ্দিষ্ট স্থানের ১৬টি ব্লক্ পৃথক্ করিয়া রাখা হইল। দরবারকমিটির দুইজন মেম্বর ৭৪নং পাঞ্জাবী এবং ৪৫ নং শিখসেনার সাহায্যে এই অংশের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই বিশালতম দরবারোপলক্ষে তুর্কিস্থান হইতে ত্রিবাঙ্কুর এবং

পারস্য হইতে শ্যাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের অধিবাসিবৃন্দের সম্মিলন বড়ই অদ্ভুত সংঘটন বলিতে হইবে।

বেলা নয়টার মধ্যে প্রধান মঞ্চ ভরিয়া গেল। দেশীয় রাজগণ রাজকীয় যানে আরোহণ করিয়া দলবলসহ একে একে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণও ক্রমে ক্রমে দেখা দিলেন। সে এক বিরাট্ ব্যাপার। মণিমুক্তাখচিত বহুমূল্য পরিচ্ছদে ভূষিত রাজগণ এবং সুদৃশ্য একইরূপ পোষাক পরিহিত রাজপুরুষগণ যখন ক্রমে ক্রমে আসিতে আরম্ভ করিয়া পরস্পর সম্ভাষণাদি করিতে লাগিলেন, তখনকার দৃশ্য অপূর্ব্ব। তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্লক নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ সম্মান-অনুসারে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু করদরাজগণসম্বন্ধে সেইরূপ কোন নিয়ম ছিল না। প্রত্যেক রাজার ব্লকের পার্শ্বেই একজন শাসনকর্ত্তার ব্লক ছিল। সিংহাসনমঞ্চের দুই পার্শ্বে নিম্নলিখিতরূপে ইহাঁদের স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল। পূর্ব্বাংশ যথাক্রমে নিম্নলিখিত প্রদেশাধিপগণ অধিকার করিয়াছিলেন।

১। মান্দ্রাজ
২। হাইদ্রাবাদ
৩। বঙ্গ
৪। মহীশূর
৫। পাঞ্জাব
৬। রাজস্থান
৭। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম
৮। বেলুচিস্থান

পশ্চিম পার্শ্বে স্থান লাভ করিয়াছিলেন :—

১। বোম্বাই
২। বরোদা
৩। যুক্তপ্রদেশ
৪। কাশ্মীর
৫। ব্রহ্মদেশ
৬। মধ্য ভারতীয় রাজ্যসমূহ
৭। মধ্যপ্রদেশ

৮। উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ

৯। সিকিম ও ভূটান

ঠিক মধ্যস্থানের খণ্ডটি ভারতগবর্ণমেণ্টের জন্য রাখা হইয়াছিল। বড় লাট বাহাদুরের মন্ত্রণাসভার সভ্যগণ এবং কতিপয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এই অংশে বসিয়াছিলেন।

উল্লিখিত খণ্ডসমূহ ভিন্ন ইহাদের পার্শ্বেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে আরও কতকগুলি অংশ ছিল। তাহাদের কোনটিতে "ভেটেরানগণ", কোনটিতে মিলিটারী অর্ডারের সভ্যগণ, কোনটিতে বা য়ুরোপাগত আভিজাত্যসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ, বিদেশী বাণিজ্যদূত, সৈনিক বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ প্রভৃতির স্থান রাখা হইয়াছিল। বিভিন্নধর্ম্মের প্রতিনিধিগণ ও কয়েকটি ধর্ম্মসভার সভ্যগণও বিশিষ্ট স্থান পাইয়াছিলেন, কারণ তাঁহারা জানাইয়াছিলেন সম্রাট্‌কে তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করিবেন। সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রত্যেক অংশের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছিল। তবে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। যাঁহারা রাজসংবর্দ্ধনা করিবেন—এরূপ রাজন্যবর্গ, এবং স্থানীয় মন্ত্রিসভার সভ্যগণ প্রথম চারিপংক্তিতে উপবেশন করিবেন, যাঁহারা পঞ্চদশ কিংবা ততোধিক তোপের দাবি রাখেন তাঁহারা প্রথম পংক্তির সম্মুখের অংশে উপবেশন করিয়াছিলেন। এই পংক্তিতে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ও বড় লাটের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সদস্যগণ এবং হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিগণ স্থান লাভ করিয়াছিলেন। সিংহলের গবর্ণর ও ষ্টেট সেটেলমেণ্টের গবর্ণর, মাঝের ব্লকগুলিতে জঙ্গীলাটের সহিত বসিয়াছিলেন। প্রধান নৌসেনাপতি, বঙ্গদেশের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং পিউনি জজগণ এইখানেই আসনগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকল রাজপুরুষের পত্নীগণ স্বস্ব স্বামীর পার্শ্বে বসিয়াছিলেন।

যে মণ্ডপে ইহাঁরা উপবিষ্ট ছিলেন, আড়ম্বর ও গৌরবমহিমায় তাহা অতুলনীয়। কোন কালে এত অধিকসংখ্যক রাজা, শাসনকর্ত্তা এবং অন্যান্য উচ্চরাজপুরুষগণ এক চন্দ্রাতপতলে সমবেত হন নাই। মণিমাণিক্য খচিত বহুমূল্য পরিচ্ছদ এবং একই ধরাণে সমান বর্ণে রচিত মূল্যবান্ পোষাকপরিহিত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ যখন পরস্পর সাদর সংবর্দ্ধনা ও আলাপে নিযুক্ত ছিলেন, তখনকার শোভা অনির্ব্বচনীয়।

ইতিমধ্যে সৈন্যগণ স্ব স্ব স্থান অধিকার করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। রঙ্গমঞ্চ সমীপে উপস্থিত সৈন্যশ্রেণী সুশৃঙ্খলার সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছিল। সমস্ত পথেই সৈন্যশ্রেণীর সমাবেশ পরিদৃষ্ট হইল। সম্রাট্ স্বয়ং যে সকল সৈন্যের অধিনায়ক, কেবল তাহারাই রাজকীয় বস্ত্রমণ্ডপের সন্নিকটে অবস্থানের অনুমতি পাইয়াছিল। তাহার মধ্যে রাজকীয় "রাইফেলের" তৃতীয় শ্রেণী এবং গুর্খা "রাইফেলের" প্রথমশ্রেণী সম্রাটের দেহরক্ষকের কার্য্য করিয়াছিল। চন্দ্রাতপতলে সম্রাটের সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে চারি দল শরীররক্ষীর পংক্তি সন্নিবিষ্ট ছিল। তাহার মধ্যে মেজর সুদারল্যাণ্ডের রয়াল হাইল্যাণ্ডার, মেজর এ, এফ, ফার্গুসন্ ডেভীর অধীনে ৫৩ নং শিখগণ এবং রাজকীয় নৌবলের সৈন্যদল উল্লেখযোগ্য। ৬০ হইতে ১২০ জনকে লইয়া এক একটি প্রতিনিধি-সৈন্যদল গঠিত হইয়াছিল, দরবারে উপস্থিত এই প্রতিনিধি সৈন্যদলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

রাজকীয় প্রধান ড্রাগুন শরীররক্ষিদল, রাজকীয় অশ্বারোহী সৈন্যদল, সাউথ ল্যাঙ্কাসায়ার রেজিমেণ্টের প্রথম ব্যাটালিয়ন, রাজকীয় বার্কসায়ার রেজিমেণ্টের দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ন, ম্যাঞ্চেষ্টার রেজিমেণ্টের প্রথম ব্যাটালিয়ন, উরসেটসায়ার রেজিমেণ্টের চতুর্থ ব্যাটালিয়ন, ১৬ নং রাজপুত সৈন্য, ১৮ নং পদাতিকসৈন্যদল, ১১৬ নং মহারাষ্ট্র সেনানী, ৩৬ নং শিখ, গর্ড্ন হাইল্যাণ্ডারের ২য় ব্যাটালিয়ন, ৯ নং গুরখা রাইফেলস এতদ্ভিন্ন আলোয়ার, ভবনগর, ভরতপুর, ভূপাল, বিকানীর, ফরিদকোট, গোয়ালিয়র, হাইদ্রাবাদ, ইন্দোর, জয়পুর, ঝিন্দ, যোধপুর, কপুরথালা, কাশ্মীর, খয়েরপুর, মালের কোটলা, মহীশূর, নাভা, নবনগর, পাতিয়ালা, রামপুর, মীরপুর এবং টিহরী রাজ্যের ইম্পিরিয়াল সার্ব্বিস সৈন্যদল দরবারক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল।

ভল্যাণ্টিয়ার সৈন্যদলসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। যথা—বিহার, সুর্ম্মা উপত্যকা, কলিকাতা, বোম্বাই, পাঞ্জাব, আসাম উপত্যকা এবং যুক্তপ্রদেশের ভল্যাণ্টিয়ারগণ, ছোটনাগপুর লাইট হর্স্, কলিকাতা এবং রেঙ্গুনের পোর্ট ডিফেন্স ভল্যাণ্টিয়ারগণ, মান্দ্রাজ ভল্যাণ্টিয়ার গার্ডগণ, নাগপুর, পাঞ্জাব, সিমলা, বাঙ্গালোর, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে, এলাহাবাদ, মুসুরী, নাইনিতাল, লক্ষ্ণৌ, ইষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে, গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়ে, বোম্বাই, কানপুর, বরদা এণ্ড সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে, হাইদ্রাবাদ, পুনা প্রভৃতি।

যে সমস্ত সৈন্য রাস্তায় দাঁড়াইয়াছিল—তাহারা পাঁচ ভাগে বিভক্ত। দরবারমঞ্চ ও তৎসমীপবর্ত্তী স্থান রক্ষার ভার লইয়াছিলেন—মেজর জেনারেল সি, জে, ব্রমফিল্ড। সম্রাটের বিশেষ আদেশে—কতকগুলি রেজিমেণ্ট এই দলে ছিল। সম্রাট্ স্বয়ং উল্লিখিত রেজিমেণ্টগুলির প্রধান অধিনায়ক ছিলেন। মেজর জেনারেল ব্রমফিল্ড সেণ্ট্রাল রোডে আড্ডা স্থাপন করিয়া সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় সেনাদলের নায়ক ছিলেন—লেফ্‌টেন্যাণ্ট্ জেনারেল স্যার এ, এ, পিয়ারসন। কনট রেঞ্জার্স, ৫৭ নং উইল্‌ড়ার্স রাইফেলস ২৫ নং পাঞ্জাবী সেনা, ম্যাঞ্চেষ্টার রেজিমেণ্ট, ৫৩ নং ও ৪৭ নং শিখসেনা, ৪ নং গুর্খা রাইফেল্‌স্ এবং ২৩নং পাইওনীয়ারস্ সেনা লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল পিয়ারসনের অধীনে কাজ করিয়াছিল।

৩য় সেনাদলের নেতা ছিলেন লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল স্যার পি, এইচ, এন, লেক। ৯নং গুর্খা রাইফেল্‌স্, সাউথ ল্যাঙ্কাসায়ার রেজিমেণ্ট (১ম ব্যাটালিয়ন), ৩নং গুর্খা রাইফেল্‌স্ (১ম ও ২য় ব্যাটালিয়ন), ৩৯নং ঘাড়োয়াল রাইফেল্‌স্ (১ম ও ২য় ব্যাটালিয়ন), ১৬নং রাজপুত, ১০ম গুর্খা রাইফেল্‌স্ (২য় ব্যাটালিয়ন) এবং ১১৮নং পাইওনীয়ার্স সেনাদলসমূহে এই বিভাগ গঠিত হইয়াছিল।

৪র্থ সেনাদলের অধিনায়কের নাম মেজর জেনারেল বি, জে, মেহন নিম্নলিখিত সৈন্যদল এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রয়াল বার্কসায়ার রেজিমেণ্ট (২য় ব্যাটালিয়ন), ৩৩নং পাঞ্জাবী সেনাগণ প্রভৃতি।

৫ম সেনাদলের নেতা—মেজর জেনারেল এফ, এইচ, আর ড্রামণ্ড। অধিকাংশ ইম্পিরিয়াল সারবিস সৈন্যগণ ইহাঁর অধীনে ছিল। ইহারা আলোয়ার, ভরতপুর, বিকানীর, গোয়ালিয়র, ঝিন্দ, কপুর্‌রথালা, কাশ্মীর, নাভা, পাতিয়ালা, গোয়ালিয়র ইত্যাদি দেশ হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল, এবং বিভিন্ন দেশীয় পোষাকে অতি বিচিত্র দেখাইতেছিল। দিল্লীতে এই সময়কার সৈন্যসংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের ন্যূন হয় নাই।

এদিকে বেলা সাড়ে দশ হইতে ১৬০০ শত সৈন্যের সম্মিলিত সঙ্গীত ও বাদ্য আরব্ধ হইল। বাদকদিগের নেতা কর্ণেল স্টেমারভাইল এবং তাঁহার সহকারী মেজর ষ্ট্রেটন বিলাতের সামরিক গীতবাদ্যের স্কুলের অধ্যাপক, তাঁহারা বিলাত হইতে ভারতে আসিয়াছিলেন। সমস্ত সৈন্যদল স্ব স্ব স্থানে

দণ্ডায়মান হইলে মঞ্চের পশ্চিমদিক হইতে বাদ্যধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। সৈন্যদলের অধিনায়কগণ অগ্রসর হইবার সময়ে "দেখ ওই আসিছে বিজয়ী বীর" নামক সঙ্গীত শ্রুত হইতে লাগিল এবং সৈন্যগণ সেই সময়ে আগন্তুক অধিনায়কদিগকে অভিবাদন করিল।

প্রাচীন সেনানায়ক দল স্বস্থানে উপবেশন করিলে গম্ভীর নির্ঘোষে 'বিউগল' বাজিয়া উঠিল। অমনি সৈন্যগণ প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যেই বিশাল মঞ্চের পূর্ব্বদিক্ দিয়া একটি দল প্রবেশ করিল। এইবার বড়লাট বাহাদুর আসিলেন। ১নং রাজকীয় ড্রাগুন গার্ডগণ রক্ষী সেনারূপে সঙ্গে সঙ্গে ছিল। লর্ড ও লেডী হার্ডিঞ্জ, মিলিটারি সেক্রেটারী এবং ক্যাপটেন মাননীয় ই, হার্ডিঞ্জ সহ এক গাড়ীতে গিয়াছিলেন। ১১নং সম্রাট্ এডোয়ার্ডের স্বকীয় তীরন্দাজ সেনাদল সর্ব্বপশ্চাতে যাইতেছিল। বড়লাটের দেহরক্ষক সেনাগণের নেতা ছিলেন—লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল ই, এইচ, কোল।

বড়লাট আসিলে সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিলেন। "মাষ্টার অফ্ দি সেরিমনিস" (কর্ম্ম-কর্ত্তা) ও বড়লাটের পারিষদ্‌বর্গ অতঃপর তাঁহাকে ও লেডী হার্ডিঞ্জকে অভ্যর্থনা করিয়া প্রধানমঞ্চের দক্ষিণপার্শ্বে বসাইলেন। বড়লাট ও লেডী হার্ডিঞ্জ উভয়ের রাজকুমার-সহচর দল সঙ্গে ছিল। ফরিদকোটের 'কানোয়ার' এবং অর্চ্চার মহারাজ কুমার করণসিংহ বড়লাটের এবং ভূপালের সাহেবজাদা রফিকুল্লা খাঁ লেডী হার্ডিঞ্জের সহচর ছিলেন। এই সময়ে পুনরায় ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। বড়লাট বাহাদুর তাঁহার সর্ব্বোচ্চ পদজ্ঞাপক চিহ্নবিশিষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন। "ভারত-নক্ষত্র" খচিত 'রিবন' তাঁহার বক্ষে শোভা পাইতেছিল। লেডী হার্ডিঞ্জের উজ্জ্বল পরিচ্ছদকে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দ্বিতীয় জুবিলি-পদক এবং সম্রাট্ এডোয়ার্ডের অভিষেক-পদক সৌষ্ঠবদান করিয়াছিল।

বেলা দশটার সময় সম্রাটের শিবিরে প্রিভিকাউন্সেলের একটি সভা আহূত হইয়াছিল। বড়লাট, মারকুইস্ অফ্ ক্রু, বড়লাট পত্নী এবং লর্ড ষ্ট্যাম্ফোর্ড-হামকে লইয়া এই সভা গঠিত হইয়াছিল। মেজর ক্লাইভ উইগ্রাম এই সভার লেখকের কার্য্য করিয়াছিলেন। সভার উদ্দেশ্য দরবারের পর সম্রাটের যে ঘোষণাবলী প্রচারিত হইবে তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করা। ঠিক সাড়ে এগারটার সময় সম্রাট্ যাত্রা করিলেন। মাননীয় শরীররক্ষকের

দল রাজশিবিরের সম্মুখেই সজ্জিত ছিল। কর্ণেল ডবলিউ, এইচ, ওয়াটসন ১০নং হাসার সহ সর্ব্বাগ্রে যাইতে লাগিলেন। তারপরে রাজপ্রাসাদসংক্রান্ত অশ্বারোহীর দল এবং বড়লাটের শরীররক্ষক দল অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সম্রাট্ কিংখাপে আবৃত রাজকীয় যানে যাইতেছিলেন। ছত্র ও 'সূরযমুখী'তে ভালরূপে রৌদ্র নিবারিত হয় নাই বলিয়া কিংখাপের ব্যবস্থা। রাজযান বহু অশ্বসংযোগে ভারাক্রান্ত হয় নাই, দরবার মণ্ডপের আঁকা বাকা পথে অধিকসংখ্যক অশ্বের চলাফেরার অসুবিধা হইত। সম্রাটের গাড়ির দক্ষিণদিকে মেজর-জেনারেল এম্ রিমিংটন এবং শরীর রক্ষক দলের কাপ্তেন কীট্লি, ও বামদিকে মেজর-জেনারেল স্যার প্রতাপসিং যাইতেছিলেন। লর্ড চার্লস্ ফিজ্ মরিস্, ক্লাইভ্ উইগ্রাম, কাপ্তেন বেয়ার্ড ও কাপ্তেন ফেল তাঁহাদের অনুগমন করিতেছিলেন।

সম্রাটের আগমন।

সম্বর্দ্ধনা।

ইম্পিরিয়াল্ ক্যাডেট কোর্ এবং ১৮নং তিওয়ানা ল্যান্সারস্ সর্ব্বপশ্চাতে যাইতেছিল। সম্রাট্ দরবারমণ্ডপে উপস্থিত হইলে চতুর্দ্দিকে আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল। মণ্ডপের সোপানের উপরে বড়লাট বাহাদুর, লর্ড হাই ষ্টুয়ার্ড, এবং লর্ড চেম্বারলেন সম্রাট্-দম্পতীর অভ্যর্থনার জন্য দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহারা সোপানে পদার্পণ করিবামাত্র সৈন্যগণ সামরিক আদবকায়দায় সম্মান প্রদর্শন করিল এবং ধ্বজদণ্ড হইতে রাজপতাকা নামাইয়া ফেলা হইল। সম্রাট উপবেশন না করা পর্য্যন্ত সুস্বরে ব্যাণ্ড বাজিতে লাগিল। সম্রাট্দম্পতি সিংহাসনে বসিবার সময় রাজপরিকর কিশোর কুমারগণ (pages) রাজপরিচ্ছদাগ্র ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলেন। ইঁহারা সংখ্যায় মোট দশজন ছিলেন। ছয়জন সম্রাটের, এবং চারিজন সম্রাজ্ঞীর—পরিকর। ইঁহারা সম্রাটের পার্শ্বচর হইয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। যোধপুরের মহারাজা (ইঁহার বয়স ১৪ বৎসর), ভরতপুরের মহারাজা (ইনি ১৯০০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন ইনি শিশু ছিলেন), পলিতানার ঠাকুর (ইঁহার বয়স মাত্র ১২ ছিল); ইহা ব্যতীত মহারাজ কুমার সাদুল সিংহ (বিকানীররাজের জ্যেষ্ঠপুত্র), মহারাজকুমার হিম্মতসিংহ (ইদরের যুবরাজ), রেওয়ারাজের জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজকুমার গোলাপসিংহ, অর্চ্ছারাজের পৌত্র মহারাজকুমার বীরসিংহ, ভূপালের বেগমের দৌহিত্র সাহেবজাদা ওয়াহেদুজ্জুফর খাঁ,

রাজকুমার মান্ধাতা সিংহ ও রামচন্দ্র সিংহ (সাইলনরাজের পুত্রদ্বয়)—ইঁহাদিগকে লইয়া এই কিশোর রাজপরিকরদল গঠিত হইয়াছিল। এই পরিকরগণ প্রত্যেকেই শ্বেতবর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন, উহা স্বর্ণ ও হীরক খচিত ছিল, এবং তাঁহাদের হস্তে কারুকার্য্যময় তরবারি বিরাজিত ছিল। তাঁহাদের মণিখচিত শিরস্ত্রাণে সম্রাট্‌প্রদত্ত পদবী-চিহ্ন "মুকুট ও গোলক" হীরকের প্রভায় উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। সম্রাট্ অভিষেকের সময় যে পরিচ্ছদ পরিয়াছিলেন, দরবার উপলক্ষেও তাহাই পরিহিত হইয়া দর্শন দিয়াছিলেন। মুকুটটী স্বতন্ত্র ছিল। দরবার উপলক্ষে, ইংলণ্ডের রাজকীয় মুকুটের অনুকরণে মেসার্স গ্যারাড এণ্ড কোম্পানী কর্তৃক ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাতে ছয় হাজার একশত সত্তরটী হীরক নিবদ্ধ ছিল। ইহা ছাড়া এই মুকুট নানাপ্রকার শ্বেত ও রক্তবর্ণ মণি মণ্ডিত ছিল। "মেদিনা" জাহাজেই রাজমুকুট ভারতে আনীত হয়। সম্রাট্ স্বদেশে প্রত্যাগমনের পর হইতে ইহা লণ্ডনের "টাওয়ারে" অন্যান্য রাজচিহ্নসহ রক্ষিত হইয়াছে। সম্রাজ্ঞীর শিরোভূষণেও হীরা মণি মুক্তার ছড়াছড়ি ছিল। তাঁহার দরবার পোষাকে শ্বেতবর্ণ রেশমী বস্ত্র স্বর্ণময় নানা কারুকার্য্যে মণ্ডিত ছিল ও তদুপরি "ভারত নক্ষত্র" (the Star of India) চিহ্ন উজ্জ্বল দেখাইতেছিল।

সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর দরবার গৃহে প্রবেশ।

দরবারের অধ্যক্ষ (Master of the Ceremonies) রাজমঞ্চের দক্ষিণপার্শ্ব হইতে দরবার ঘোষণা করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। সশস্ত্র ব্যক্তিগণ, রাজকীয় তীরন্দাজগণ এবং বিদেশসংক্রান্ত কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ ইতিমধ্যে স্ব স্ব স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ছত্র, মোরছাল, চামর ও সূর্য্যমুখীধারী যাবতীয় কর্ম্মচারী সম্রাট্ দম্পতির পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিলেন। সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর আসনের দুই ধারে তাঁহাদের সঙ্গিগণ (members of the Imperial suite) বসিয়াছিলেন। বড়লাট বাহাদুর, লেডী হার্ডিং ও লর্ড হাই ষ্টুয়ার্ড দক্ষিণপার্শ্বে সর্ব্বাগ্রে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। যোধপুরের মহারাজা; বিকানীরের মহারাজা; সার্ জন হিউয়েট্; সার ই হেন্‌রী; অ্যাড্‌মিরাল কেপ্পেল; সার্ জে, ডি, স্মিথ; সার ডেরেক কেপ্পেল; লর্ড সি, ফিজমরিস্; ব্যাটেনবার্গের প্রিন্স জর্জ; কর্ণেল এইচ্, ডি, ওয়াট্‌সন; ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কিয়ারী; লর্ড হ্যারিস্;

কর্ণেল এফ্ গুড্উইন; ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এফ্ মার্সার্; নবাব সার হাফিচ্ আবদুল্লা খাঁ; মেজর এইচ্, আর্, ষ্টক্লি; অনারেব্ল্ জন্ফর্টেস্ক; লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল আর্, বার্ড; কাপ্তেন এল্ অ্যাশবার্ণার; কাপ্তেন র‍্যাবান এবং বড়লাট বাহাদুরের স্বীয়দলের (staff) নয়জন তৎপশ্চাতে বসিয়াছিলেন। সম্রাট্-দম্পতির বামপার্শ্ববর্ত্তী আসনে ডিউক্ অব্ টেক্, ডাচেস্ অব্ ডিভনশিয়ার, মার্কুইস্ অব্ ক্রু এবং লর্ড চেম্বারলেন উপবেশন করিলে তাঁহাদের পশ্চাতে কাউণ্টেস্ অব্ স্যাফ্ট্স্বেরী, অনারেবল ভেনিশিয়া বেয়ারীং, সিন্ধিয়া মহারাজা, রামপুরের নবাব, লর্ড অ্যানালি, লর্ড ষ্ট্যাম্‌ফোর্ডাম, জেনারেল সার এইচ্ স্মিথ-ডরিয়েন, জেনারেল সার ষ্টুয়ার্ট বীট্সন, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল গ্রিম্‌ষ্টন, সার চার্লস্ কাষ্ট, কাপ্তেন গড্‌ফ্রে ফসেট্, মেজর সি উইগ্রাম, সার আর এইচ্ চার্লস্, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডব্লিউ আর্ বার্ডউড, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মেলিস্, ভাইকাউণ্ট হার্ডিং, কর্ণেল ষ্ট্যাস্টন, নবাব সার এম্ আস্লাম খাঁ, মেজর মনি, মিঃ এফ্ এইচ্ লুকাস, কাপ্তেন হগ, মেজর অনারেবল্ ডব্লিউ ক্যাডোগান, কাপ্তেন এইচ্ হিল এবং বড়লাটপরিষদের আটজন সদস্য বসিয়াছিলেন।

অতঃপর সময়মত দরবারসংক্রান্ত কর্ম্মকর্ত্তা (Master of the Ceremonies) সসম্মানে সম্রাটের নিকট হইতে যথারীতি অনুমতি লইয়া "দরবার আরম্ভ হইল" জ্ঞাপন করিলেন। অমনি গম্ভীর নিনাদে ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। ইহার পরে সম্রাট্ আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া স্পষ্ট ও উচ্চস্বরে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিলেন।—

সম্রাটের অভিভাষণ।

"আজ আপনাদের সহিত মিলিত হওয়াতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। এ বৎসর সম্রাজ্ঞী ও আমি অনেক উৎসব ব্যাপার সমাধা করিয়াছি। তাহাতে পরিশ্রম হইলেও আনন্দ আছে। এই দেশ আমাদের স্বদেশ হইতে বহুদূরে অবস্থিত এবং এখানে যাতায়াত সময়সাপেক্ষ, তথাপি এই দেশের অনুরাগ আমাদিগকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে। কিছু পূর্ব্বে এদেশে আমি স্বগৃহসুলভ-স্নেহে আপ্যায়িত হইয়া গিয়াছিলাম, তাহাই স্মরণ করিয়া আশাভরসায় উৎফুল্ল হইয়া দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়াছি।

"গত ২২শে জুন আমার অভিষেক ওয়েষ্টমিনিষ্টার অ্যাবিতে নির্ব্বাহিত হইয়া গিয়াছে। আমি সে সংবাদ স্বয়ং আপনাদিগকে দিব, গত জুলাই

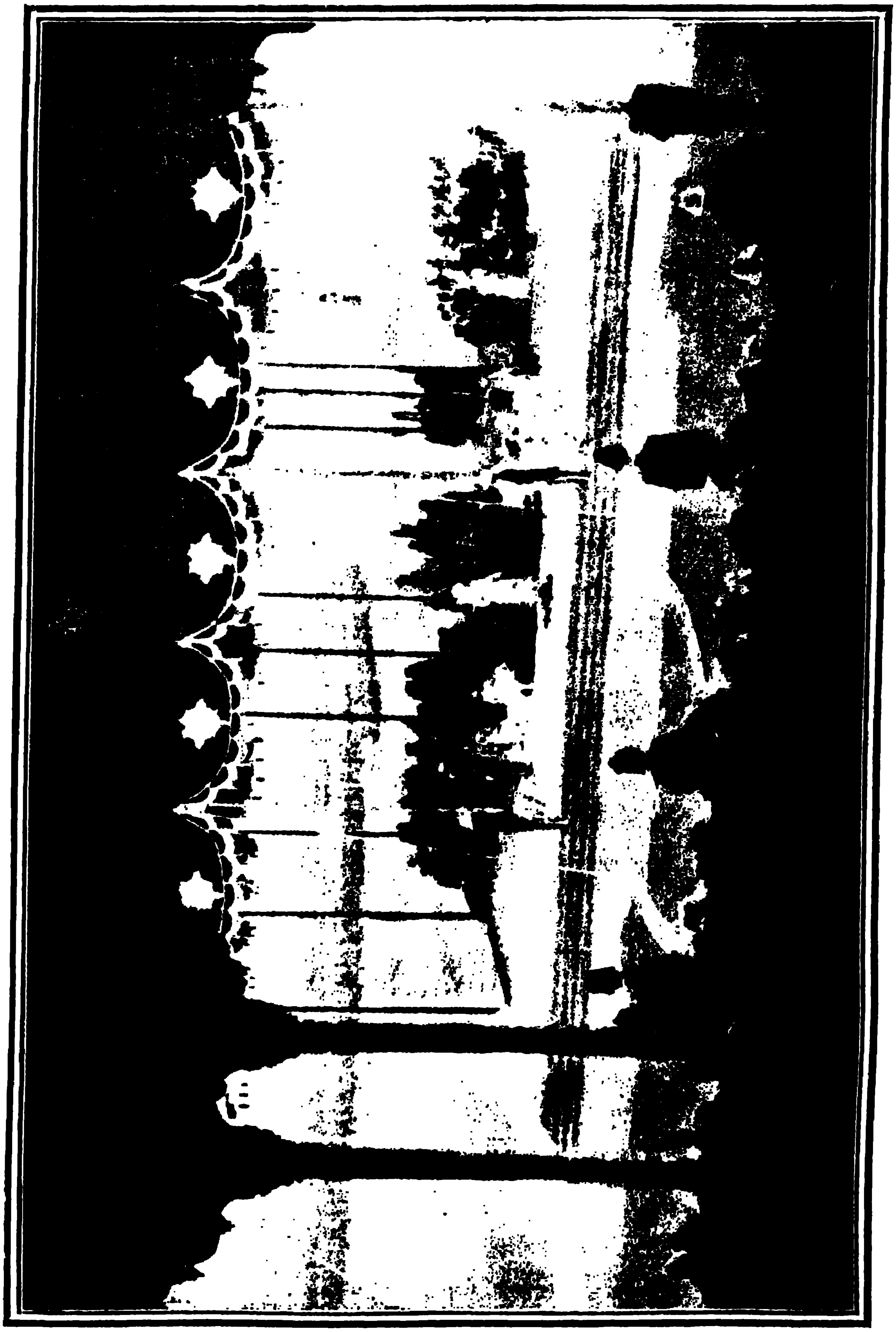

মহীশূরের মহারাজ

[১২৮ পৃঃ

মাসে এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম। আজ সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে আসিয়াছি।

"এই দেশে স্বয়ং আসিয়া আমার রাজভক্ত ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও প্রজাপুঞ্জকে আমার হৃদয়ের অনুরাগ জ্ঞাপন করিব, ইহাও আমার আগমনের অন্যতম কারণ।

"যাঁহারা বিলাতে আমার অভিষেক দেখেন নাই তাঁহারা এই দরবার উৎসবে যোগ দিবার সুবিধা পাইবেন——ইহাও আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা।

"আজ এই উপলক্ষে ভারতসম্রাজ্ঞীর সঙ্গে আমি ভারতীয় রাজা, প্রজা, শাসনকর্ত্তা, সৈনিকবৃন্দ ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী প্রভৃতিকে সন্দর্শন করিয়া পরম আনন্দিত হইলাম। তাঁহারা এই সিংহাসনের প্রতি ভক্তিসহকারে যে বশ্যতা প্রদর্শন করিবেন, তাহা গ্রহণ করিয়া আমি কৃতার্থ হইব।

"যে সহানুভূতি, রাজভক্তি ও প্রীতিতে আবদ্ধ হইয়া ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও প্রজাগণ আমার সঙ্গে এখানে মিলিত হইয়াছেন, তাহা আমার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে।

"আমার উল্লিখিত মনোভাবের চিহ্নস্বরূপ এই দরবার চিরস্মরণীয় করিতে আমি কতকগুলি অনুগ্রহ ও প্রীতির নিদর্শন প্রদর্শন করিব। রাজ-প্রতিনিধি আপনাদিগের নিকট অতঃপর তাহা ঘোষণা করিবেন।

"আমার এই আশ্বাসবাক্যে আপনারা নির্ভর করুন, আমার পূর্ব্ব-পুরুষগণ আপনাদিগের অধিকার ও দাবী দাওয়া সম্বন্ধে যে অভয়বাণী প্রচার করিয়াছিলেন আমিও আনন্দের সহিত তাহা সংরক্ষণ করিতে প্রতিশ্রুত হইতেছি। আমি আপনাদের মঙ্গল, শান্তি ও সন্তুষ্টি বিধানে যত্নবান্ থাকিব।

"ভগবান্ আমার প্রজাবর্গের সুখশান্তি বিধান করুন, এবং এই অভিলাষ-পূরণে আমাকে সাহায্য করুন।

"উপস্থিত রাজন্যবর্গ ও প্রজামণ্ডলী! আমি আপনাদিগকে আমার সাদর প্রতিনমস্কার জানাইতেছি।"

সম্রাট্‌দম্পতি আসন গ্রহণ করিলে রাজসিংহাসনে "ভক্তি ও বশ্যতা প্রদর্শনে"র কার্য্য আরব্ধ হইল।

প্রথমে বড়লাট বাহাদুর সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিরূপে অগ্রসর হইলেন। তিনি সম্মানের সহিত রাজমঞ্চে আরূঢ় হইয়া সম্রাটের হস্ত চুম্বন করিলেন ও

পুনরায় স্বস্থানে উপবেশন করিলেন। অতঃপর লাটসমিতির সদস্যগণ উপস্থিত সম্রাট্‌দম্পতিকে অভিবাদন করিলেন। জঙ্গীলাট তাঁহাদের অগ্রে ছিলেন। সিংহাসনের সম্মুখে যাইয়া সকলেই মস্তক অবনত করিয়াছিলেন। কেবল জঙ্গীলাট সামরিক প্রথানুসারে অভিবাদন করিয়াছিলেন। প্রত্যেকেই অভিবাদনের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্বর্ণখচিত গালিচায় দাঁড়াইয়া যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন পুরঃসর পুনরায় স্বস্থানে প্রস্থান করিতে লাগিলেন।

ভক্তি ও বশ্যতা প্রদর্শন।

এই বৃহৎ দরবারগৃহে পোষাকপরিচ্ছদ যেরূপ বিচিত্র হইয়াছিল তদ্রূপ বিভিন্ন অভিবাদন প্রথাও অবলম্বিত হইয়াছিল। দেশীয় রাজগণের মধ্যে নিজাম সর্ব্বপ্রথম আসিয়াছিলেন। তিনি কাল কোট ও পীতবর্ণের পাগড়ী পরিয়া আসিয়াছিলেন। পাগড়ীতে সোণার "কালঘি" (kalghi) দেখা যাইতেছিল।

নিজাম বাহাদুর বামহস্তে একটী ছড়ি ধারণ করিয়া মুসলমানী রীতিতে দক্ষিণহস্তে বক্ষ স্থাপন পূর্ব্বক সেলাম করিলেন। নিজামের পর বরোদার মহারাজা গাইকোয়াড় আসিলেন।

নিজাম।

তিনি একেবারে সাদাপোষাক পরিয়া আসিয়াছিলেন; কেবল মাথায় লাল পাগড়ী ছিল। কোনরূপ জহরত বা আড়ম্বরের চিহ্ন তাঁহার পোষাকে দেখা যায় নাই। তিনিও হাতে একটি ছড়ি লইয়া সম্রাটদম্পতিকে অভিবাদন করিয়াছিলেন। গাইকোয়ার বাহাদুরের পর মহীশূরের মহারাজা আসিলেন। মহারাজা বক্ষে "ভারতনক্ষত্র" (Star of India) চিহ্ন ও গলে হীরক-খচিত হার পরিয়াছিলেন, তাঁহারও হাতে একটী ছড়ি ছিল। তিনি অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলে কাশ্মীররাজ দেখা দিলেন, মহারাজ "ভারতনক্ষত্র" (Star of India) চিহ্নে সুশোভিত ছিলেন। বহুমূল্য জহরত ও তরবারিতে সজ্জিত হইয়া তিনি নমস্কার ও সেলাম দুই ই করিলেন। তৎপরে রাজপুতানার রাজগণ লাটপ্রতিনিধি অনারেবল্ সার ইলিয়ট্ কল্‌ভিনকে অগ্রে করিয়া একে একে অভিবাদন করিলেন। প্রথমে জয়পুর, পরে যোধপুর, বুন্দী, কোটা প্রভৃতির রাজগণ যথাক্রমে রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন।

গাইকোয়ার, মহীশূর প্রভৃতি।

হাইদ্রাবাদের নিজাম [১২৮ পৃঃ

বরোদার গাইকোয়ার [১২৮ পৃঃ

অতঃপর মধ্যভারতের রাজন্যবৃন্দ দেখা দিলেন। তাহাদের অগ্রে ছিলেন মধ্যভারতের লাটপ্রতিনিধি অনারেবল্ মিঃ এম্ এফ্ ওডুইয়ার মহোদয়। সিন্ধিয়ার মহারাজ সম্রাটের পরিকরস্বরূপে নিযুক্ত থাকায়, প্রথম অভিবাদন করিলেন ইন্দোরের তরুণবয়স্ক হোল্‌কার বাহাদুর। তাঁহার পরে ভূপালের বেগম কৃষ্ণাভনীল পরিচ্ছদে আপাদমস্তক আবৃত হইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার শিরোভূষণে অনেক মণিমুক্তার সমাবেশ ছিল এবং তিনি "ভারতনক্ষত্র" চিহ্ন বরাঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন। রাজন্যবর্গের মধ্যে একা তিনিই স্ত্রীলোক ছিলেন। তাঁহার পরে রেওয়া, ধর প্রভৃতির অধিপতিবৃন্দ যথাক্রমে অভিবাদনপূর্ব্বক নিজ নিজ আসন গ্রহণ করিলেন।

মধ্যভারতের রাজন্যবর্গ।

এই দলের পর বেলুচিস্থানের নরপতিবৃন্দ অগ্রসর হইলেন। বড়লাট বাহাদুরের প্রতিনিধি অনারেবল্ লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল জে, র‍্যাম্‌সে ইঁহাদের অগ্রে ছিলেন। প্রথমে কালাতের খাঁন ও পরে লাস্‌বেলার জাম সাহেব সেলাম করিলেন।

বেলুচিস্থান, ভুটান প্রভৃতি।

অতঃপর ভুটান এবং সিকিমের রাজদ্বয়ের পালা। এইবার একটু বিশেষত্ব ছিল। ভুটানের মহারাজা প্রথমে একবার সেলাম করিয়া পরে সিংহাসনের সিঁড়ির নিম্নে আসিয়া একখণ্ড শ্বেত রেশমী বস্ত্র উপহারস্বরূপ সম্রাটের চরণপ্রান্তে রাখিলেন। তারপরে টুপি খুলিয়া আবার সেলাম করিয়া সম্রাজ্ঞীর সম্মুখে গেলেন। সেখানেও পূর্ব্ববৎ আচরণ করিয়া স্থানত্যাগ করিলেন। সিকিমরাজও তাহাই করিলেন, তবে সিংহাসনের সম্মুখে আসার পূর্ব্বে সেলাম না করিয়া পরে অভিবাদন করিলেন, কারণ তাঁহার দেশের সেই প্রথা। এই সেলামঘটিতব্যাপারে যথেষ্ট রাজভক্তি ও আনুগত্য প্রকাশ পাইয়াছে। কারণ বস্ত্রখণ্ড সম্বন্ধে এই দুই দেশে নিয়ম এই যে উহা কাহারও গলায় দিলে গৃহীতার অধীনতা প্রকাশ পায়, কিন্তু হাতে দিলে সমভাবে বন্ধুতা, ও পায়ের কাছে রাখিলে দাতার বশ্যতা জ্ঞাপন করে।

ভারতগবর্ণমেণ্টের সহিত যাঁহারা সাক্ষাৎরূপে সম্বন্ধবদ্ধ, তাঁহাদের রাজসম্বর্দ্ধনা এইরূপে শেষ হইল। তারপর বঙ্গদেশের হাইকোর্টের জজগণ অগ্রসর হইলেন। প্রধান বিচারপতি মহোদয় ইঁহাদের অগ্রে ছিলেন। কৃত্রিম কেশগুচ্ছ ও রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিহিত বিচারপতিগণ একে একে

বঙ্গদেশের হাইকোর্টের বিচারকগণ প্রভৃতি।

অভিবাদন করিয়া গেলে বড় লাটের মন্ত্রণাসভার বেসরকারী সদস্যগণ তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। অতঃপর মান্দ্রাজের লাটবাহাদুর রাজদর্শনের অবসর পাইলেন। তাঁহার সহিত কার্য্যকরী সভার সদস্যদ্বয় এবং তিনজন মান্দ্রাজী রাজা ছিলেন। করদরাজগণের মধ্যে প্রথমে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা ও তৎপরে কোচিন ও পদুকোটার রাজাদ্বয় সম্রাটকে সম্মান-সহকারে অভিবাদন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরে মান্দ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সেলাম করিয়াছিলেন।

মান্দ্রাজ ও বোম্বাই-এর প্রধান ব্যক্তিগণ।

মান্দ্রাজের পর বোম্বাইএর লাটবাহাদুর তাঁহার কার্য্যকরী সমিতিভুক্ত (Executive Council) তিনজন সদস্য সহ প্রাদেশিক রাজন্যবর্গ লইয়া দেখা দিলেন। রাজগণের মধ্যে কোলাপুরের রাজা প্রথমে অভিবাদন করিলেন। তাঁহার বহুমূল্য পরিচ্ছদের উপর "ভারত নক্ষত্র" (Star of India) এবং রাজকীয় ভিক্‌টোরিয়া অর্ডারের (Royal Victorian Order) চিহ্ন সংলগ্ন ছিল। মহারাজা অভিবাদন করিয়া তরবারিটি সম্রাটের পদতলে রাখিলেন ও তিনবার অভিবাদন করিলেন। সম্রাজ্ঞীর নিকটও তিনি এইরূপ করিলেন। অতঃপর ক্রমান্বয়ে কচ্ছ, ইদর, পালানপুর, নবনগর, ভবনগর, ধ্রংগদ্রা, রাজপিপ্‌লা, কাম্বে, রাধনপুর, গণ্ডাল, জাঞ্জিরা, লাহেজ, ফাদ্‌লি, সের ও মোকালা, ধরমপুর, বংশদা, ছোট উদয়পুর, বারিয়া, সাচিন, বংকণীর, পলিতানা, লিম্বদী, রাজকোট, ভোর এবং মুধোলের অধীশ্বরগণ ও অপরাপর রাজবৃন্দ সম্রাটকে সসম্মানে যথারীতি অভিবাদন করিয়া স্ব স্ব আসনগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর বোম্বাই প্রদেশের প্রাদেশিক প্রতিনিধিবর্গ আসিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অপরাপর বিচারপতিরাও ছিলেন। এই সঙ্গে আগা খাঁ মহোদয়ের নামও উল্লেখযোগ্য। ধর্ম্ম সম্প্রদায়সমূহের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে শুধু তিনিই উৎসবে যোগদান করিতে পারিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশের ছোটলাট বাহাদুর তাঁহার কার্য্যকরী সভার সদস্যবর্গ ও প্রাদেশিক রাজগণসহ দর্শন দিলেন। করদরাজগণের মধ্যে হীরকখচিত পরিচ্ছদ পরিহিত কুচবিহারের মহারাজা এবং কারোন্দের রাজা উল্লেখযোগ্য। অতঃপর বঙ্গীয় প্রতিনিধিবর্গ রাজসম্বর্দ্ধনায় অগ্রসর হইলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব, দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ও গিধোরের মহারাজা তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন।

কাশ্মীরের মহারাজ [১২৮ পৃঃ

বিকানিরের মহারাজ [১২৮ পৃঃ

ইঁহারা চলিয়া গেলে যুক্তপ্রদেশের ছোটলাট তাঁহার সঙ্গিগণসহ আগমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে মাত্র দুইজন দেশীয় রাজা ছিলেন—তাহার একজন টিহরি এবং অন্যজন বারাণসীর মহারাজা। প্রতিনিধিবর্গের ভিতরে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিসহ অন্যান্য বিচারপতিগণ এবং বলরামপুর ও জাহাঙ্গীরাবাদের তালুকদারদ্বয় ছিলেন।

বঙ্গদেশের ছোটলাট, কুচবিহার, দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি।

ইঁহারা প্রস্থান করিলে পাঞ্জাবের ছোটলাট বাহাদুর তদীয় শাসনাধীন রাজন্যদলসহ উপস্থিত হইলেন। অগ্রে পাতিয়ালার মহারাজা ছিলেন। তাঁহার অঙ্গে হীরকখচিত বহুমূল্য অলঙ্কার ঝল্‌মল্‌ করিতেছিল। তিনি অভিবাদন পূর্ব্বক স্বস্থান গ্রহণ করিলে ভাওয়ালপুরের বালক নবাব আসিলেন। ভাওয়ালপুরের প্রতিনিধিসভার সভাপতি (President of the Council of Regency) মহাশয় অপ্রাপ্তবয়স্ক নবাবকে রাজমঞ্চের কোণ্ পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিলে তিনি আপনিই সিংহাসন পর্য্যন্ত যাইয়া গম্ভীরভাবে অভিবাদনপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অতঃপর ঝিন্দ, নাভা, কর্পূরথালা, সিরপুর, মণ্ডি, বিলাসপুর, মালের কোট্‌লা, ফরিদকোট, চম্বা, সুকেত ও লোহারুর রাজা ও নবাবগণ যথাক্রমে অভিবাদন পূর্ব্বক রাজসম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

পাঞ্জাব।

ইহার পরে ব্রহ্মদেশের ছোটলাট বাহাদুর শানসর্দ্দারগণ সহ অগ্রসর হইলেন। ইঁহাদের পর তথাকার বিচারপতিগণ সহ বিংশতিজন প্রাদেশিক প্রধান ব্যক্তি অভিবাদন করিয়াছিলেন।

ইঁহারা প্রস্থান করিলে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ছোটলাট বাহাদুর ত্রিপুরা ও মণিপুরের রাজাদ্বয়সহ সসম্মানে সেলাম করিয়াছিলেন। ত্রিপুরার মহারাজা স্বর্ণমণ্ডিত শুভ্র পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার অঙ্গে রত্ন, মাণিক্য, মুক্তা ও হীরার ভূষণরাশি দীপ্তি পাইতেছিল, তাঁহার হস্তে একখানি তরবারি ছিল, মণিপুরের রাজার কৃষ্ণ মখমলের পোষাকের স্বর্ণপ্রান্তের প্রভা দর্শনীয় হইয়াছিল, তাঁহার মস্তকে মণিখচিত শিরস্ত্রাণ ছিল। তাঁহাদের পর কুড়িজন প্রাদেশিক প্রতিনিধি অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলে বেলুচিস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের শাসনকর্ত্তাগণ (Chief Commissioner) প্রাদেশিক গণ্যমাণ্য বক্তিগণ সহ রাজসম্বর্দ্ধনা করিয়া

ত্রিপুরা ও মণিপুর প্রভৃতি।

স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিলেন। এইবার এই রাজসম্বর্দ্ধনা ও ভক্তি প্রদর্শনের উৎসব শেষ হইল। সর্ব্বশুদ্ধ তিন শত পঁয়ত্রিশজন ব্যক্তি এই কার্য্যে যোগদান করিলেও মাত্র অর্দ্ধঘণ্টার কিছু বেশী সময়েই সমস্ত ব্যাপার সমাধা হইয়াছিল। এই উৎসব ব্যাপিয়া সমস্ত সময়েই সুস্বরে ব্যাণ্ড বাজিতেছিল।

অতঃপর দরবার ব্যাপারের অধ্যক্ষ (Master of the Ceremonies) সিংহাসনের সম্মুখে গমন করিয়া এই উৎসবের সমাধা ঘোষণা করিলেন। তখন সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী সিংহাসন হইতে উঠিয়া নিম্ন মঞ্চে অবতরণ করিলেন। অগ্রে লর্ড হাই ষ্টুয়ার্ড এবং লর্ড চেম্বারলেন, পশ্চাতে সম্রাট্-দম্পতি হাত ধরাধরি করিয়া যাইতেছিলেন, আর পশ্চাতে পরিকরবৃন্দ তাঁহাদের পরিচ্ছদের প্রান্তভাগ ধরিয়া ছিলেন—এইদৃশ্য বড়ই চমৎকার হইয়াছিল। তাঁহারা সম্মুখে যাইতেই কেন্দ্রস্থ শিবিরের দ্বিতীয় গ্রেনাডিয়ার প্রহরীদলের বিপুলদেহ সার্জ্জেণ্ট পথ ত্যাগ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। ইহার নিশ্চল বিরাটকায় এ পর্য্যন্ত সকলেরই দৃষ্টি ও মনোযোগের বিষয়ীভূত হইয়াছিল। সম্রাট্-দম্পতি হইতে কিছু দূরে বড়লাট ও লেডি হার্ডিং, ও তৎপরে ক্রুর মার্ক্ইসপত্নী, ডিভনশায়ারের ডিউকপত্নী এবং টেকের ডিউক যাইতেছিলেন। সর্ব্বপশ্চাতে সোণার আসাসোটা লইয়া চোপদারগণ গিয়াছিল। শিবির অবতরণিকার নিম্নেই "গার্ড অব্ অনার" সজ্জিত হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল।

দরবার শেষ।

সম্রাট্-দম্পতি দরবার শিবিরের ভিতরে উত্তরমুখী হইয়া বসিলে বড়লাট-বাহাদুর, ভারতসচিব মহোদয়, এবং লর্ড হাই ষ্টুয়ার্ড তাঁহাদের অল্প পশ্চাতে আসন গ্রহণ করিলেন। টেকের ডিউক, ডিভনশায়ারের ডিউকপত্নী প্রভৃতি সিংহাসন-নিম্নস্থ মঞ্চটির উপর বসিয়াছিলেন। অল্প কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই পুনরায় গম্ভীর নিনাদে ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। এই বাদ্যে রাজদূতদিগকে আহ্বানের সঙ্কেত করা হইয়াছিল। রাজদূতগণ একটু দূরে ছিলেন এজন্য অস্পষ্টভাবে দৃষ্ট হইতেছিলেন। ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠামাত্র দলবলসহ তাঁহারা দরবার শিবিরের দিকে অশ্ব ধাবিত করিলেন; তাঁহাদের রৌপ্য নির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্র সঙ্গে সঙ্গে বাজিতে লাগিল। দুইভাগে বিভক্ত হইয়া তাঁহারা সম্রাট্-সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আজ্ঞার প্রতীক্ষায় রহিলেন। সম্রাট্ ঘোষণা-

ইন্দোরের হোলকার [১২৮ পৃঃ

পাতিয়ালার মহারাজ [১২৮ পৃঃ

পত্র পাঠের আদেশ প্রদান করিলে দিল্লীর রাজদূত নিম্নলিখিতমত ঘোষণাবলী পাঠ করিয়া শুনাইলেন। ইহা খুব উচ্চস্বরে পঠিত হইলেও দূরস্থ অনেকে শুনিতে পান নাই। তাই ইংরেজী ও উর্দ্দূতে ছাপান ঘোষণাপত্র দরবার মঞ্চে বিতরণ করা হইয়াছিল।

ঘোষণাপত্র।

ইংলণ্ডেশ্বর, ভারতসম্রাট্
কর্ত্তৃক
তাঁহার অধিকারে অভিষেকোৎসব
জানাইবার
ঘোষণাবলী।

ঘোষণাপত্র।

"যেহেতু আমাদের রাজত্বের প্রথম বর্ষে ১৯১০ সনের ১৯শে জুলাই এবং ৭ই নবেম্বর রাজকীয় ঘোষণাপত্র দ্বারা প্রচার করিয়াছি যে ভগবানের অনুকম্পায় আমাদের রাজ্যাভিষেক ১৯১১ সনের ২২শে জুন নিষ্পন্ন হইবে; এবং যেহেতু উল্লিখিত ২২শে জুন বৃহস্পতিবার ঐ শুভকর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতে পারিয়াছি; এবং যেহেতু ১৯১১ সনের ২২শে মার্চ্চ আমরা জ্ঞাপন করিয়াছি যে আমাদের ইচ্ছা যে ভারতসাম্রাজ্যের রাজা, প্রজা, শাসনকর্ত্তা প্রভৃতিকে লইয়া ভারতেও অভিষেকোৎসব সমাধা করি; সুতরাং এখন আমাদের রাজকীয় ঘোষণাবলী দ্বারা দিল্লীতে সমাগত আমাদের কর্ম্মচারীবৃন্দ, করদরাজগণ, প্রজাগণ, সকলকেই আমাদের প্রীতি ও আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদের প্রতি আমাদের গভীর ভালবাসা জানাইতেছি ও তাঁহাদের সুখ-শান্তি কামনা করিতেছি।

১৯১১ সনের ১২ই ডিসেম্বর আমাদের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে দিল্লী রাজসভা হইতে এই ঘোষণাপত্রটী প্রচার করা হইল।"

ভগবান্ সম্রাট্কে দীর্ঘজীবী করুন!

অতঃপর সহকারী রাজদূত উর্দ্দুতে ঘোষণাপত্র পাঠ করিলে বাদকগণ মেজর ষ্ট্রেটন লিখিত মধুর সঙ্গীত বাজাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিল। এই ঘোষণার প্রচার শেষ হইলে চতুর্দ্দিক হইতে ঘন ঘন তোপধ্বনি ও অবশেষে জাতীয় সঙ্গীত বাদিত হইল। ইহার পরে বড়লাটবাহাদুর সিংহাসন

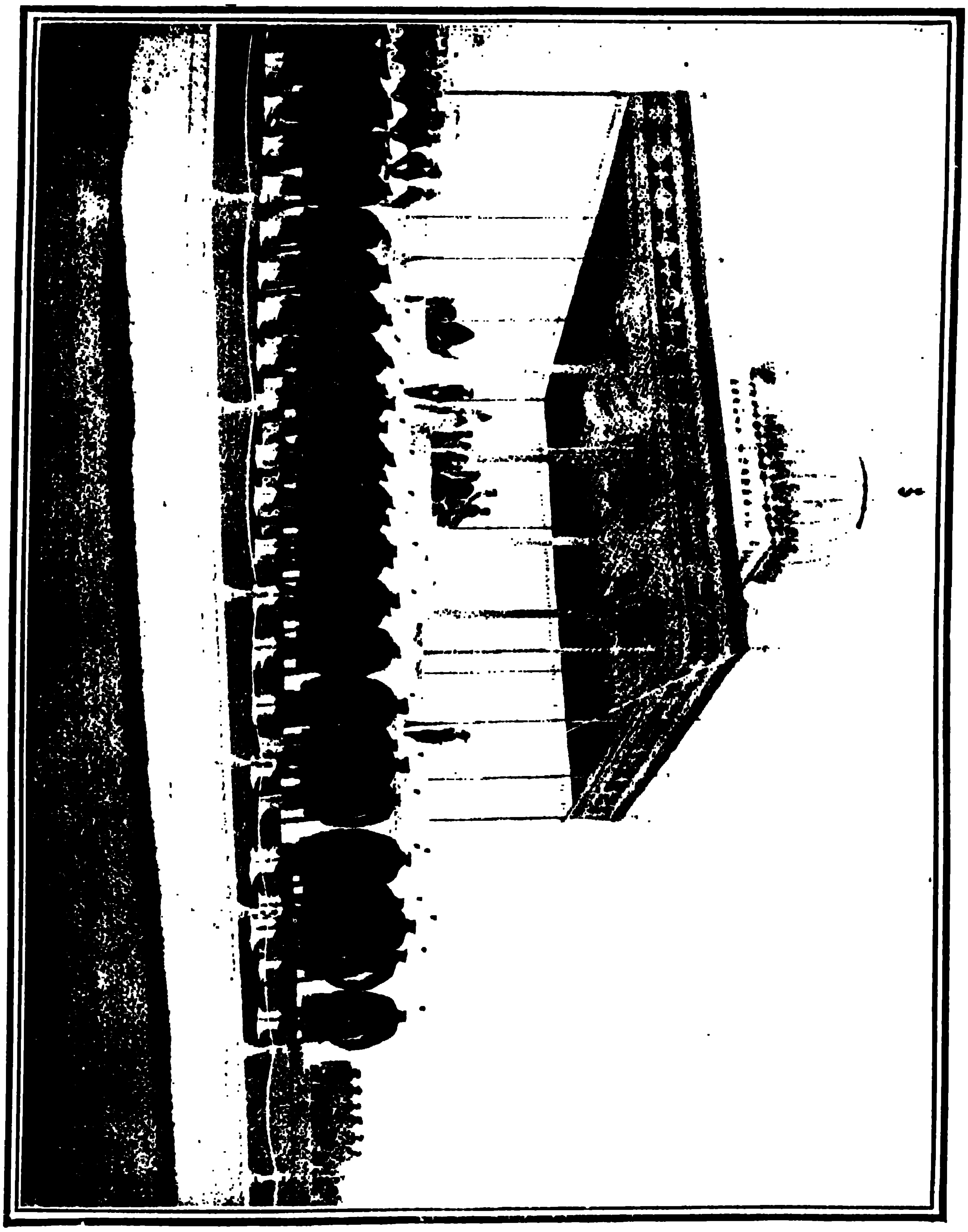

স্যার প্রতাপ সিং [১২৮ পৃঃ

সম্মুখে উপস্থিত হইয়া গভীর সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক সম্রাটের অনুগ্রহবাণী প্রচারের আদেশ গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রজাবর্গ ও সৈন্যদের সম্মুখীন হইয়া উহা পাঠ করিয়াছিলেন। ছাপান কাগজও (উর্দ্দূ ও ইংরেজী) যথেষ্ট পরিমাণে বিলি হইয়াছিল। নিম্নে অনুগ্রহবাণীর সারাংশ দেওয়া গেল।

১। সম্রাটের আদেশানুসারে অবিলম্বে ৫০ লক্ষ টাকা শিক্ষাকার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

২। ভারতবর্ষস্থিত সম্রাটের দেশীয় ও ইউরোপীয় নিম্নতম সামরিক কর্ম্মচারী (Non-Commissioned Officer), সাধারণ সৈন্য ও আপৎ-কালের জন্য রক্ষিত সৈন্যগণ (যাহাদের বেতন মাসিক ৫০৲ টাকার উর্দ্ধে নহে) এবং যাহাদের বেতন সামরিক সংস্থান (Military Estimates) হইতে প্রদত্ত হয় তাহাদিগকে অর্দ্ধমাসের বেতন পুরস্কার দেওয়া যাইবে। এ দেশের রাজকীয় নৌবলের (Royal Indian Mariner) তুল্য পদস্থ সৈন্যগণ এবং উক্ত প্রকারের অপরাপর যাবতীয় স্থায়ী কর্ম্মচারীগণের প্রতি সেই ব্যবস্থা হইবে।

৩। এখন হইতে ভারতীয় দেশীয় সৈন্যগণও বীরত্বের জন্য "ভিক্টোরিয়া ক্রস্" পাইবে।

৪। উৎসবের পর দশ বৎসর পর্য্যন্ত "অর্ডার অব্ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া" পদবীতে প্রথম শ্রেণীর ৫২টী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর একশত ব্যক্তি সম্মানিত হইবেন। এই ইতিহাসবিশ্রুত মহাঘটনার স্মরণার্থ এই পদবীর প্রথম শ্রেণীতে ১৫ জন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১৯ জন অতিরিক্ত সংখ্যক ব্যক্তি অবিলম্বে গৃহীত হইবে।

৫। সীমান্ত দেশরক্ষী সৈন্যদল এবং সামরিক পুলিশ শ্রেণীর (Frontier Militia Corps and the Military Police) ভারতীয় কর্ম্মচারীবৃন্দও উল্লিখিত সম্মানলাভ করিতে পারিবেন।

৬। ভারতীয় সৈনিক কর্ম্মচারিগণের মধ্যে যাঁহারা দক্ষতার সহিত দীর্ঘকাল কর্ম্ম করিবেন, তাঁহাদিগকে অতঃপর নিষ্কর ভূমি ও বৃত্তি দান, অথবা ভূমির কর হ্রাস দ্বারা পুরস্কৃত করা হইবে।

৭। ইণ্ডিয়ান্ অর্ডার অব্ মেরিট্ (Indian order of Merit) পদবী প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মৃত্যু হইলে তাঁহাদের বিধবা পত্নীগণ এ পর্য্যন্ত

কেবল তিন বৎসরের জন্য মাসিক বৃত্তি (allowance) পাইতেন। এখন হইতে তাঁহারা মৃত্যু অথবা দ্বিতীয়বার বিবাহ পর্য্যন্ত উল্লিখিত বৃত্তি পাইতে থাকিবেন।

৮। অসামরিক (civil) বিভাগে যে সকল স্থায়ী কর্ম্মচারীর বেতন মাসিক ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার অনধিক তাঁহারাও অর্দ্ধমাসের বেতন পারিতোষিক লাভ করিবেন।

৯। দেওয়ান বাহাদুর, সর্দ্দার বাহাদুর, খান বাহাদুর, রায়বাহাদুর, রাও বাহাদুর, খান সাহেব, রায় সাহেব এবং রাও সাহেব উপাধিধারী ব্যক্তিবর্গ এখন হইতে বিশেষত্বজ্ঞাপক সম্মানের চিহ্ন ধারণ করিবেন। মহামহোপাধ্যায় এবং সাম্‌সুল উলামা উপাধিধারীগণ ভারতের প্রাচীন বিদ্যাবত্তার সম্মানার্থ এখন হইতে বাৎসরিক বৃত্তি পাইবেন।

১০। উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে এবং বেলুচিস্থানে যাঁহারা রাজকার্য্য সমাধা করিয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের আজীবন নির্দ্দিষ্ট পরিমিত নিষ্কর ভূমিদানের ব্যবস্থা করা গেল। স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের বংশধরদিগের সম্বন্ধেও একপুরুষ পরিমিত সময় পর্য্যন্ত ঐ দান অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন।

১১। রাজভক্ত ভারতীয় নৃপতিবৃন্দের শুভকামনায় সম্রাট্ ঘোষণা করিতেছেন যে এখন হইতে রাজ্যলাভের সময় রাজন্যবর্গকে কোনওরূপ "নজর" দিতে হইবে না। কাথিওয়ার এবং গুজরাটের এলাকা বহির্ভূত (non-jurisdictional) জমিদারগণ এবং মেবারের ভূমির ভূস্বামিগণ ভারতগভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যত টাকা ধার করিয়াছেন তাহা সমগ্র অথবা আংশিক পরিশোধ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১২। ভারতসংক্রান্ত রাজকীয় সৈন্যদিগের (Imperial Service Troops) মধ্যে অতিরিক্ত কয়েকজনকে পুরস্কার স্বরূপ (Order of British India) অর্ডার অব্ ব্রিটীশ ইণ্ডিয়া পদবী দ্বারা সম্মানিত করা হইবে।

১৩। সম্রাট্ এই দরবার উপলক্ষে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডিত কয়েদীকে মুক্তি দান করিবেন, এবং যাহারা জালজুয়াচুরি না করিয়া শুধু অভাবনিবন্ধন ঋণদায়ে কারারুদ্ধ হইয়াছেন, তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে এবং গভর্ণমেণ্ট তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিবেন।

১৪। উল্লিখিত নানারূপ রাজানুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের নাম শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।"

"ভগবান্ সম্রাট্‌কে দীর্ঘজীবী করুন!"

অতঃপর বড়লাট বাহাদুর আসনগ্রহণ করিলে পুনরায় ব্যাণ্ড বাজিয়া ঘোষণাবাণীর উপসংহার করিল। বাজনা থামিলেই রাজদূত মহোদয় (Herald) তাঁহার শিরস্ত্রাণ উত্তোলন করিয়া সম্রাটের নামে তিনবার জয়ধ্বনি করিলে সৈন্যগণ অত্যন্ত উৎসাহের সহিত সেই উল্লাসের প্রতিধ্বনি করিল। সহকারী রাজদূতমহোদয় সম্রাজ্ঞীর নামেও ঐরূপ করিলে সৈন্যগণও পূর্ব্ববৎ প্রতিধ্বনি করিল। তখন চতুর্দ্দিকে বিরাট জনতা ও সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে আনন্দসূচক চীৎকারধ্বনির তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। এই ভাবে প্রজাবৃন্দের মধ্যে দরবার কার্য্য পরিসমাপ্ত হইল।

অতঃপর সম্রাট্ সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পুনরায় শিবিরে প্রবেশ করিলে সকলেই মনে করিলেন যে এইবার দরবার শেষ হইবে। কিন্তু এই সময় এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। সম্রাট্ বড়লাটবাহাদুরের নিকট হইতে একখণ্ড কাগজ লইয়া সুস্পষ্ট ও উচ্চৈঃস্বরে নিম্নলিখিত কথা কয়টী পাঠ করিলেন।

রাজধানী পরিবর্ত্তন ও বঙ্গ ভঙ্গ রদ।

"আমরা প্রজাবর্গের নিকট আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে সপারিষদ বড়লাট বাহাদুর ও আমার মন্ত্রিগণের পরামর্শ লইয়া নিম্নলিখিত বিষয়কয়েকটী ঠিক করিয়াছি। কলিকাতা হইতে দিল্লীতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত হইবে। এই হেতু যত শীঘ্র সম্ভব দুই বঙ্গ যুক্ত হইয়া গভর্ণরের অধীনে থাকিবে। বিহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা লইয়া একটী স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হইবে। একজন ছোটলাট বাহাদুর এই প্রদেশ শাসন করিবেন। আসাম একজন শাসনকর্ত্তার (Chief Commissioner) অধীনে স্বতন্ত্র প্রদেশ বলিয়া গণ্য হইবে। এই ভাবের শাসন ও সীমাসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার, ভারতসচিবের অনুমতি অনুসারে সপারিষদ বড়লাট বাহাদুর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। এখন হইতে এই পরিবর্ত্তনের ফলে ভারতবাসীর সুখশান্তি বৃদ্ধি হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।"

সম্রাটের কথা শেষ হইলে সমগ্র জননগুলী বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। এত শীঘ্র যে বঙ্গ ভঙ্গ রদ হইবে, ভারতের শাসন যন্ত্রে এমন আমূল

পরিবর্ত্তন ঘটিবে, একমুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তাহা কে মনে করিয়াছিল? সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই সম্রাট্ তাঁহার অভিপ্রায় অতি গোপনে রাখিয়াছিলেন। যাহা হউক, সম্রাট্ উপবেশন করিলে দরবারকর্ম্মাধ্যক্ষ (Master of the Ceremonies) দরবার বন্ধ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর জাতীয় সঙ্গীত যন্ত্র-সহযোগে গীত হইল এবং সম্রাট্-দম্পতী সিংহাসন ত্যাগ করিয়া শিবিরে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে লর্ড হাই ষ্টুয়ার্ড ও লর্ড চেম্বারলেন, এবং পশ্চাতে পশ্চাতে বড়লাটবাহাদুর প্রভৃতি যাইতে লাগিলেন। সম্রাট্ গাড়ীতে উঠিলে ঘন ঘন তূর্য্যধ্বনি হইতে লাগিল।

সম্রাট্ চলিয়া গেলে বড়লাটবাহাদুর তাঁহার সঙ্গিগণসহ দরবারস্থল ত্যাগ করিলেন। এদিকে অনবরত ব্যাণ্ড বাজিতেছিল। তাঁহার পর দেশীয় রাজগণ এবং প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ ক্রমে ক্রমে গাড়ীতে চড়িয়া প্রস্থান করিলেন। সম্রাটের প্রস্থানের এক ঘণ্টার মধ্যে সাধারণ প্রজা ও প্রহরী ভিন্ন দরবারমণ্ডপ একেবারে শূন্য হইয়া গেল।

এতক্ষণ সাধারণ প্রজাবর্গ নীরবে ছিল—এখন আর তাহা পারিল না। সমবেত জনসঙ্ঘের মধ্যে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। দলে দলে লোক সিংহাসনের নিকটে যাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। সিংহাসনরক্ষক হাইল্যাণ্ডার সৈন্যদল প্রথমে একটু ভীত হইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই তাহারা বুঝিতে পারিল যে ইহা রাজভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাস। সম্রাট্ যে গালিচার উপর দাঁড়াইয়াছিলেন প্রজাগণ তাহারাই কোণমাত্র স্পর্শ করিয়াই ধন্য বোধ করিতে লাগিল। কেহ বা সেই গালিচা মাথায় বা স্কন্ধে ঠেকাইয়া আবার কেহ বা ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহা স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হইল। এই ধর্ম্মবিশ্বাসমূলক রাজভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাস একমাত্র ভারতেই সম্ভবপর।

রাজভক্তির উচ্ছ্বাস।

দিল্লীর এই চিরস্মরণীয় অভিষেকোৎসব জগৎ সমক্ষে প্রমাণ করিয়াছে যে ভারতবাসী রাজার প্রতি সম্পূর্ণরূপ নির্ভরশীল; এই উৎসব ভারতবাসীর হৃদয়ের অকপট এবং একনিষ্ঠ রাজভক্তিকে ভারতসাম্রাজ্যের প্রধানতম ভিত্তিরূপে প্রতীয়মান করিয়া দেখাইয়াছে। ব্রিটিশ রাজ্যের চির অভ্যস্ত সুশৃঙ্খলায় ও বিধানে, প্রাচ্যের ঐশ্বর্য্যময় আড়ম্বরের মধ্যে এই অভিষেকোৎসব ভারতের প্রজাকে তাহার রাজার সহিত সুদৃঢ়তর বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে।

আনন্দোৎসব।

১২ই ডিসেম্বরে আনন্দোৎসব কেবল দিল্লীতে হয় নাই। এই দিন ভারতের প্রতি গ্রামে, প্রতি নগরে রাজভক্তিজনিত আনন্দের পূতধারা প্রবাহিত হইয়াছিল। অনেকস্থানেই ১০১ তোপধ্বনিপূর্ব্বক স্থানীয় দরবার আহূত হইয়াছিল। রাজকীয় ঘোষণাপত্র এই উপলক্ষে সর্ব্বত্র পঠিত হইয়াছিল, এবং সম্মান ও প্রশংসাপত্র বিতরিত হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দের জলযোগের এবং তাহাদিগকে নানাপ্রকার আমোদপ্রদানের বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া দরিদ্রদিগকে আহার্য্য ও বস্ত্রবিতরণ, কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে মুক্তিদান প্রভৃতি ব্যাপারও উল্লেখযোগ্য। বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দের জন্য বোম্বাই টাকশালে প্রায় ত্রিশলক্ষ পঞ্চাশ সহস্র স্মারক পদক প্রস্তুত হইয়াছিল। রাজভক্ত ভারতবাসী অনেকস্থলে সম্রাট্‌দম্পতীর চিত্র সসম্মানে পাল্কি অথবা গাড়ীতে করিয়া লইয়া শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিল। গির্জ্জা, মসজিদ, দেবমন্দির প্রভৃতিস্থানে শত শত নরনারী সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর মঙ্গল কামনায় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল।

প্রাদেশিক বিচিত্র উৎসবে রাজভক্তির অভিব্যক্তি।

অনেক স্থলে এই ব্যাপারে রাজপুরুষদিগের কিছুমাত্র প্রণোদন ছিল না। সুদূর পল্লীগ্রামের কুটিরগুলিও দরিদ্রের সামর্থ্যানুযায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎসবের চিহ্ন ধারণ করিয়া শোভা পাইয়াছিল। ইংরাজরাজপুরুষগণ মফঃস্বলে পরিদর্শনার্থ গমন করিয়া এই সব চিহ্ন দর্শনে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

এই বহুস্থানব্যাপক বিশাল আনন্দোৎসবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করা একবারে অসাধ্য ব্যাপার, তবে দু'একটি কথা উল্লেখ করা যাইতেছে।

বাঙ্গালা।

বাঙ্গালাপ্রদেশে হাওড়ার আমোদ-আহ্লাদে প্রায় ৪০ হাজার ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিল। পূর্ণিয়া ও কটকে হাতীর মিছিল বাহির হইয়াছিল। পুরুলিয়াতে ছোটনাগপুর-অশ্বারোহী সৈন্যের এক প্রকাণ্ড মিছিল পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। বঙ্গদেশব্যাপক রাজভক্তির বিরাট আনন্দোৎসবে শত শত নরনারী যোগদান করিয়াছিল।

কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট কোনরূপ উৎসব করেন নাই, কারণ সম্রাট্ কলিকাতায় স্বয়ং আসিলে সে সমস্ত অনুষ্ঠিত হইবে, এরূপ ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট ছিল। ১১ই ডিসেম্বর কলিকাতার টাউনহলে ডেপুটি সেরিফ কেবল ঘোষণাপত্র পাঠ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন।

মান্দ্রাজ।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে আমোদ-আহ্লাদের মুক্ত উৎস প্রবাহিত হইয়াছিল। মান্দ্রাজনগরে এই উপলক্ষে ১৭ হাজার দরিদ্র ব্যক্তি অন্নবস্ত্র পাইয়াছিল। রাজসরকারে উৎসব খুব ধূমধামের সহিতই হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট নানাস্থানে সম্রাট্-দম্পতীর ছবি বিতরণ করিয়াছিলেন। প্রতি দরবারে রাজবন্দনাগীতি শ্রুত হইয়াছিল। অনন্তপুর নগরে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হওয়া সত্ত্বেও নগরবাসীর উৎসাহের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্লেগবিধির আয়ত্তাধীন নগরবাসিগণ নগর ত্যাগ করিয়া তাঁবুতে বাস করিতেছিলেন। সেই অস্থায়ী বাসস্থানেই তাঁহারা যথোপযুক্তভাবে উৎসব সমাধা করিয়াছিলেন। দক্ষিণ আর্কটের সাজসজ্জা ও আলোকদান উল্লেখযোগ্য, নিলোরে প্রধান প্রধান প্রজামণ্ডলী চারিসহস্র দরিদ্র ব্যক্তিকে অন্নদান করিয়াছিলেন, এবং এই ব্যাপার বৎসর বৎসর অনুষ্ঠিত হইবে, এরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

বোম্বাই।

বোম্বাই প্রদেশের দরবারে আনুসঙ্গিক অপরাপর ব্যাপার ব্যতীত দরিদ্রভোজনেরও বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল। অত্যধিক জনতাসত্ত্বেও কোনরূপ দাঙ্গাহাঙ্গামা হয় নাই। প্রায় সকল শোভাযাত্রাতেই সম্রাট্‌দম্পতীর প্রতিকৃতি সসম্মানে বাহিত হইয়াছিল। স্থানীয় ব্যক্তিগণ দেবতার মূর্ত্তি লইয়াই এরূপ ভাবে বাহির হইতেন—কোনদিনও মানুষের ছবিকে এতদূর সম্মান করেন নাই।

সিন্ধুদেশ, বিজাপুর ও যুক্তপ্রদেশ।

সিন্ধুদেশে সিন্ধুনদেরই দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত যেন আলোর তরঙ্গ বহিয়া গিয়াছিল। বিজাপুরের অধিবাসিগণ এরূপভাবে ১২ই ডিসেম্বর অতিবাহিত করিয়াছিলেন যে দেখিয়া মনে হইত তাঁহারা যেন দেবার্চ্চনাপূর্ব্বক দিবস অতিবাহিত করিতেছেন। কাথিওয়ারে প্রায় চারি সহস্র পল্লীগ্রামে ঘোষণাপত্র পঠিত হইয়াছিল।

যুক্তপ্রদেশের সংবাদও আন্তরিক রাজভক্তিপরিচায়ক। য়ুরোপীয় এবং ভারতীয় সম্প্রদায় এমন সুদিনে পরস্পরের প্রতি বন্ধুভাব দেখাইতে যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন। একস্থানে স্থানীয় ক্রীড়াসমিতি প্রতিবেশী দেশীয়

অধিবাসীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া যথেষ্ট আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। তাঁহারাও প্রতিনিমন্ত্রণ পূর্ব্বক য়ুরোপীয় সম্প্রদায়কে সম্মান করিয়াছিলেন। কোন স্থানের সামান্য কর্ম্মচারিগণ একটি স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের সমস্ত ঔষধের মূল্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। আবার আর এক স্থানের কোন এক ভূস্বামী প্রজাগণের মধ্যে উপহার স্বরূপ নূতন পাগ্‌ড়ি বিতরণ করিয়াছিলেন। কোন কোন ভূস্বামী দিল্লীদরবারের সম্মানিত স্থানলাভের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া স্বীয় জমিদারীতে উৎসব করিয়াছিলেন। সমস্ত দেশময় সম্রাট্ দম্পতীর প্রতিকৃতি যে কত বিতরিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

পাঞ্জাব, ব্রহ্ম ও সান-দেশ প্রভৃতি।

পাঞ্জাবের উৎসব-অনুষ্ঠান বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভাবেই সম্পন্ন হইয়াছিল। অধিবাসিগণ মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিয়া সমস্ত ব্যাপারে যোগদান করিয়াছিলেন। এক গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনজন্য গ্রামবাসিগণ চারি হাজার টাকা এবং শিক্ষার উন্নতিকল্পে ১০ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। কতকগুলি ধর্ম্মশালা এবং মসজিদও এই উপলক্ষে স্থাপিত হইয়াছিল। মোকদ্দমাকারিগণ সম্রাটের সম্মানার্থ মোকদ্দমা ছাড়িয়া দিয়াছিল এবং পাওনাদারগণ এই উপলক্ষে লক্ষাধিক মুদ্রার দাবি ত্যাগ করিয়া রাজভক্তি দেখাইয়াছিলেন। সকল স্থানেই এই দিন প্রীতিপ্রফুল্ল রাজভক্তির উচ্ছ্বাস দেখা গিয়াছিল।

ব্রহ্মদেশ, রেঙ্গুন, মাণ্ডালে, চীন পাহাড় ও সান রাজ্য প্রভৃতি সকল স্থানেই উৎসব ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছিল। নৌকাক্রীড়া, রঙ্গমঞ্চে নাট্যাভিনয় এবং অন্যান্য শত প্রকার আমোদ অবাধে চলিতেছিল। কোন এক স্থানের অধিবাসিগণ 'সীমবেলিন' এবং 'পেরিক্লিস' এই দুইখানি নাটকের অনুবাদ সঙ্কলিত করিয়া ক্রমান্বয়ে চারি রাত্রি অভিনয় করিয়াছিলেন। আর এক স্থানে ব্রহ্মদেশীয় রাজাদিগের অভিষেকোৎসবের অনুকরণে আমোদ প্রমোদ করা হইয়াছিল।

উৎসবের আনন্দ শুধু প্রধান প্রধান নগরে অনুষ্ঠিত হয় নাই। অতি দূরস্থিত সামান্যপল্লীতেও সরল ও অকপটচিত্তের আনন্দহিল্লোল প্রবাহিত হইয়াছিল। এই মহিমময় বিশাল সাম্রাজ্যের প্রজা হইয়া এমন কে আছে যে এই উৎসবে যোগদান করিয়া কৃতার্থ না হইবে। ব্রহ্মদেশবাসী এই আনন্দের দিনে তাঁহাদের সুকুমারমতি বালকবালিকাদিগকে চিত্তবিনোদনার্থ

ইংলণ্ড হইতে অসংখ্য পুতুল আমদানি করিয়া বিলাইয়াছিলেন। আমোদ আহ্লাদ কোথায় না হইয়াছে? মধ্যপ্রদেশ, পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম, উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, এমন কি পারস্যোপসাগর পর্য্যন্ত আনন্দধ্বনি শ্রুত হইয়াছে।

কারারুদ্ধের মুক্তি ও নানা-প্রকার হিতানুষ্ঠান।

সম্রাটের ইচ্ছানুসারে সমগ্র ভারতে প্রায় ১২ হাজার কয়েদী কারামুক্ত হইয়াছিল। প্রজাবর্গ যথাযথরূপে রাজ-অনুগ্রহ-লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ভারতবাসী কেবল ক্ষণিক আমোদ-প্রমোদে সমস্ত অর্থ ব্যয় করেন নাই। তাঁহারা দাতব্য চিকিৎসালয়, স্কুল, লাইব্রেরী প্রভৃতি স্থায়ী দেশহিতকর কার্য্যে অর্থব্যয় করিয়া সম্রাটের ভারতাগমন চিরস্মরণীয় করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। শুধু সাক্ষাৎসম্বন্ধে সরকারের অধীন ব্রিটিশশাসিত প্রদেশ-গুলিতেই এই উৎসব সমারোহের সহিত সম্পাদিত হয় নাই। দেশীয় নৃপতি-বৃন্দের রাজ্যেও ধূমধামের চূড়ান্ত হইয়াছিল। হাইদ্রাবাদে দরবারদিবসে একটি দরবার ও সৈন্যপ্রদর্শনী হইয়াছিল। মহীশূরে তিন সহস্র ধর্ম্মমন্দিরে ও মস্‌জিদে সম্রাট্‌দম্পতীর মঙ্গলকামনায় বিশেষ প্রার্থনা হইয়াছিল। লাইব্রেরী স্থাপন, দরিদ্র ভোজন প্রভৃতি সৎকার্য্য এত হইয়াছিল যে তাহার ইয়ত্তা নাই। সর্ব্বস্থানেই রাজভক্তির চিহ্ন স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছিল। কাশ্মীর, বরদা, গোয়ালিওর, ইন্দোর, ভূপাল, রেওয়া, উদয়পুর, জয়পুর, বিকানীর এবং যোধপুর প্রভৃতি সকল রাজ্যেই এমন কি সান দেশে পর্য্যন্ত যথেষ্ট আনন্দ, আড়ম্বর ও রাজভক্তি দেখা গিয়াছিল।

উল্লিখিত প্রত্যেক দেশেই প্রজাবর্গমধ্যে বিবিধপ্রকার অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইয়াছিল। উদয়পুরের মহারাণা স্বীয় প্রজাদিগের মধ্যে ঋণদান বাবদ প্রাপ্য দুই লক্ষ টাকা মাপ দিয়াছিলেন। জয়পুররাজ প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা খাজনা মাপ করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের রাজা এই উৎসব স্মরণীয় করিবার জন্য স্বীয় প্রজাসাধারণকে স্বায়ত্ত শাসন দান করিয়াছিলেন। রাজগড়, জাওরা, পাতিয়ালা এবং ঝিন্দ প্রভৃতির প্রদেশাধিপগণ এই উপলক্ষে নানা দেশহিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন।

উল্লিখিতরূপে সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া আনন্দোৎসবের চূড়ান্ত হইয়াছিল। ১৯০৩ সনেও ধূমধাম হইয়াছিল, তবে এতটা নয়। সম্রাট্ আসিয়াছিলেন বলিয়াই এবার এতটা অধিক সমারোহ হইল। যদিও অতি

স্বল্পসংখ্যক ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি বিভিন্ন প্রদেশ হইতে দিল্লীতে সমাগত ব্যক্তির সংখ্যা কম ছিল না; এই সকল ব্যক্তি স্বীয় স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দিল্লী দরবারের আমূল কাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মুখে সেই কথা শুনিয়া স্থানীয় লোকেরা স্বীয় পল্লী বা নগরে অনুষ্ঠিত ক্ষুদ্র উৎসবের সঙ্গে সেই বিরাট্ ব্যাপারের সংযোগ স্মরণ করিয়া কৃতার্থ বোধ করিয়াছিল।

দিল্লীতে সম্রাট্ সম্মুখে প্রজাপুঞ্জ যেরূপে আনন্দপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহা ভারতে বহুকাল দেখা যায় নাই। কিন্তু দরবার দিবসের ঘটিকাযন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত সরকারী কার্য্যতালিকার মধ্যে প্রকৃতিবর্গ উল্লাসপ্রকাশের তেমন সুযোগ পায় নাই। তাই তৎপরদিবসে অর্থাৎ ১৩ই ডিসেম্বর তাঁহারা হৃদয়ের প্রবল উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিবার সুযোগ করিয়া লইয়াছিল। ১৩ই ডিসেম্বর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের উপাসনামন্দিরের সম্মুখে সেই সেই ধর্ম্মাবলম্বিগণ প্রাতঃকালেই একত্র হইতে লাগিলেন। প্রত্যূষ হইতে কেবল "জর্জ্জ মহারাজকী জয়" "জর্জ্জ মেরীকী জয়", "সাহানসা কী জয়" এবং "বাদশা কি উমর দরাজ" প্রভৃতি চীৎকারধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল। শিখগণের শোভাযাত্রায় শ্বেতপরিচ্ছদভূষিত শিখগণ পাতিয়ালা ও ঝিন্দের মহারাজদ্বয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিল। তাঁহারা শিবিরকেন্দ্র হইতে চাঁদনি চক হইয়া তেগ বাহাদুরের সমাধিস্থান পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। এই তেগবাহাদুর শিখদিগের নবম গুরু। ইনি বাদশাহ আওরাংজেব কর্ত্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তেগবাহাদুর একটি উল্লেখযোগ্য ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, সাগর পার হইয়া এক দুর্দ্ধর্ষ জাতি তাঁহার অত্যাচারকারীর সমস্ত ক্ষমতা নষ্ট করিবে। এই কথা যথার্থই ফলিয়াছে। তাঁহার সমাধিস্থানের প্রাচীরগাত্রে খোদিত আছে, "যিনি ভারতে ব্রিটিশ-জাতির আগমন ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তিনি এখানে শায়িত আছেন"। শোভাযাত্রার অগ্রে একজন পুরোহিত পবিত্র শিখ ধর্ম্মগ্রন্থ সহিত হস্তিপৃষ্ঠে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি যে মন্ত্র আবৃত্তি করিতেছিলেন, তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তী হস্তিপৃষ্ঠ হইতে আর একজন পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তাহার সায় দিতেছিলেন। এই দুই হস্তীর পশ্চাতে আরও ৬টি হস্তী গিয়াছিল।

১৩ই ডিসেম্বরের উৎসব।

তেগ বাহাদুরের ভবিষ্যদ্বাণী।

ইতিমধ্যে বিরাট্ হিন্দু মিছিল চাঁদনি চক হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে যমুনাতীরে ধূমধাম করিয়া উপস্থিত হইল। মিছিল যে স্থানে থাকিল সেই স্থানেই না কি পুরাকালে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা করিয়াছিলেন। এইখানে দ্বারবঙ্গাধিপ এবং "সনাতন ধর্ম্ম মহামণ্ডলের" নেতৃত্বে মাঙ্গলিক কার্য্য করা হইল। জৈন এবং আর্য্যসমাজের লোকগণ এই দলে যোগদান করিলেও তাঁহারা স্বতন্ত্ররূপে মাঙ্গলিক কার্য্য করিয়াছিলেন। যাইবার সময় মহান্তগণ হাতী ও গাড়ীতে চড়িয়া অগ্রে অগ্রে এবং সাধুগণ আশীষ গীতি গাহিতে গাহিতে পশ্চাতে যাইতেছিলেন। বেদপাঠী এবং পণ্ডিতগণ শাস্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক এবং অপরাপর সকলে এতদুপলক্ষে রচিত সঙ্গীতধ্বনি করিতে করিতে মিছিলের সঙ্গে গিয়াছিলেন। মিছিলের সঙ্গে দুইটি বড় রথে করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রগুলিকেও লওয়া হইয়াছিল।

মিছিল।

মুসলমানদিগের মিছিলও গুরুত্ব হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রায় ত্রিশহাজার মুসলমান অতি প্রত্যূষে জুম্মা মস্‌জিদে একযোগে ধর্ম্মকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ প্রচারকগণ ধর্ম্ম ও রাজভক্তি সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দিলে মস্‌জিদের ইমাম ব্রিটিশরাজত্ব এবং সম্রাট্-দম্পতীর মঙ্গলকামনায় এক মর্ম্মস্পর্শী প্রার্থনা করিলেন। জনসাধারণ সমস্বরে "সম্রাট্‌দম্পতী দীর্ঘজীবী হউন" চীৎকারে দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়াছিল। পাঞ্জাবের ছোটলাট বাহাদুর প্রত্যেক মিছিলেই স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের শুভকার্য্যে সহায় হইয়াছিলেন। তিনি মুসলমানদিগের অনুরোধে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করেন। তাঁহার কথা শেষ হইলে সভাস্থ সকলে "আমিন" "আমিন" বলিয়া চীৎকার করিয়া উহা সমর্থন করেন। মুসলমান দলে প্রধান ব্যক্তিবৃন্দমধ্যে হিস্ হাইনেস্ খয়েরপুরের মীর, মালিক উমর হায়াৎখান, নবাব ফতে আলিখান, কাজিলবাস্ ও ফকির সৈয়দ ইফতিখর উদ্দিন, হবাজিক-উল-মুলক্ হাকিম আজমলখান, নবাব বাহারাম-খান প্রভৃতি ছিলেন।

এই বিচিত্র মিছিলরাশির স্রোতঃ যখন নানাস্থান হইতে প্রবাহিত হইয়া এক কেন্দ্রে সম্মিলিত হইল তখন এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্যের অবতারণা হইল। দুর্গসম্মুখে বালুকাময় বিশাল প্রান্তর। কিছু পূর্ব্বে এই স্থানটি যমুনার গর্ভোত্থিত অস্বাস্থ্যকর একটা চড়ার মত ছিল, স্যার লুই ডেনের উদ্যমে এই

স্থানটি শুভ্রসিকতরাজিমণ্ডিত সুন্দর সমতলক্ষেত্রে পরিণত হয়। মিছিল-গুলি একত্র হওয়া মাত্র দুর্গ হইতে তোপধ্বনি হইল। অমনই খৃষ্টান, মুসলমান, শিখ, হিন্দু, জৈন এবং আর্য্য-সমাজের লোকগণ সকলেই একযোগে ব্রিটিশসাম্রাজ্য এবং সম্রাট্ ও সাম্রাজ্ঞীর মঙ্গলার্থে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আর্কবিশপ কিনেলী খ্রীষ্টানগণের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত প্রার্থনা পাঠ করিলেন :–

খ্রীষ্টানদিগের প্রার্থনা।

"হে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর! অদ্যকার এই ইতিহাস-বিশ্রুত শুভদিন আমরা তোমার অনুকম্পায় পাইয়াছি; তোমারই প্রেরণায় ভারতসম্রাট্ ও সাম্রাজ্ঞী আমাদিগকে দর্শন দান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। আমরা ভারতীয় খৃষ্টানদিগের পক্ষ হইতে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর সঙ্গে একযোগে তোমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। হে পরমপিতঃ, তুমি সম্রাট্দম্পতীকে দীর্ঘজীবী করিয়া ভারতের গৌরব ও প্রজাপুঞ্জের মঙ্গলবৃদ্ধি কর"!

মুসলমানদিগের প্রার্থনা।

মুসলমানদিগের পক্ষ হইতে জুম্মামসজিদের ইমাম পারস্যভাষায় নিম্নলিখিত প্রার্থনা পাঠ করিয়াছিলেন :—

"হে বিশ্ববিধাতঃ, সম্রাট্দম্পতীকে দীর্ঘজীবী কর! তুমি সম্রাট্দম্পতীকে রক্ষা কর! তুমি আমাদের সম্রাটের শাসন সুফলযুক্ত ও সুখময় কর, আমাদের রাজভক্তি সুদৃঢ় কর! হে বিভো! তুমি সম্রাট্দম্পতীকে গৌরবান্বিত এবং রাজপরিবারকে সম্পদ্ ও সৌভাগ্যযুক্ত কর!"

শিখ প্রার্থনা।

শিখদিগের একজন "ভাই" গুরুমুখীতে নিম্নলিখিতরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। প্রার্থনার প্রথমে "ভাই" তাঁহাদের পবিত্র কথা "শ্রীওয়াজা গুরুজিকি ফতে" নামক স্বস্তিবচন উচ্চারণ করিয়া বলিলেন :—

"হে অনাদি অনন্ত পরমেশ্বর, আমরা অদ্য তোমার দীনহীন সেবকগণ তাহাদের মোক্ষদাতা গুরু তেগবাহাদুরের সমাধিস্থানে একত্র হইয়াছি। ভারতের অধিবাসিবৃন্দকে উপদ্রুত দেখিয়া তিনি ১৬৭৫ খৃঃ অঃ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এই :—"আমি দেখিতে পাইতেছি সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া একজাতি এতদ্দেশে আসিবেন এবং শান্তি আনয়নপূর্ব্বক সমস্ত অত্যাচারের অবসান করিবেন।" হে ভগবন্, তোমারই অনুগ্রহে তাঁহার কথা সফল হইয়াছে। সুখশান্তিবিধানকারী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এখন এই দেশে

সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। আমরা, শিখদিগের গুরুগণ, গভীর আনন্দের সহিত আজ আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি—কারণ বিশালসাম্রাজ্যের অধীশ্বর আজ মুকুট মাথায় লইতে এই নগরে আসিয়াছেন। এই স্থানেই একদিন আমাদের পূজ্যপাদ গুরু সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন। হে ভগবন্, ব্রিটিশসাম্রাজ্য যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অক্ষয় হয়, সম্রাট্ পরিবার যেন সুখে থাকেন! হে প্রিয় শিখভ্রাতৃগণ! দিল্লীর শুভব্যাপার উপলক্ষে এস আমরা পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিই! সম্রাট্-দম্পতীও তাঁহাদের পরিবারের মঙ্গলার্থে তিনবার "শৎশ্রী আকল" বলিয়া উচ্চধ্বনিপূর্ব্বক এস আমরা অদ্যকার মহৎকার্য্য সমাধা করি।"

শিখ এবং মুসলমানদিগের ন্যায় হিন্দুগণও প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ নিম্নলিখিতভাবে হিন্দুদিগের পক্ষ হইতে প্রার্থনা করেন:—

হিন্দুর প্রার্থনা।

"আজ কায়মনোবাক্যে হিন্দুগণ প্রার্থনা করিতেছেন,—রাজা পঞ্চম জর্জ্জ ও আমাদের রাণী মেরী জয়যুক্ত হউন। বিশ্বপিতা পরমেশ্বর সদয় থাকিয়া সম্রাট্‌কে রক্ষা করুণ! সম্রাটের সম্মান, ক্ষমতা ও মহিমা দিন দিন বর্দ্ধিত হউক! ভারতবাসিগণ তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া সুখশান্তিভোগ করুক! সর্ব্বত্র সুখ ও আনন্দ পরিব্যাপ্ত হউক এবং দুষ্ট ও মঙ্গলবিরোধী ব্যক্তিগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক! সম্রাটের সুশাসনের কথা সমগ্র পৃথিবীতে প্রচারিত হউক!"

উল্লিখিত শুভকার্য্য শেষ হইতে প্রায় একটা বাজিয়া গেল।

এই উৎসব বেলা একটা পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বিভিন্ন ধর্ম্মের পরস্পর বিরোধী সংস্কার বিলোপ করিয়া অভূতপূর্ব্ব রাজভক্তি, প্রজা-মণ্ডলীকে ঐক্যের সূত্রে গ্রথিত করিয়াছিল। এই উপলক্ষে জাতিনির্ব্বিশেষে ভারতবাসীরা একভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেইদিন অপরাহ্ণে যে রাজ-ভক্তির বন্যা বহিয়া গিয়াছিল, এই উৎসবটি তাহার পূর্ব্ব সূচনা স্বরূপ। প্রথম হইতে উচ্চ রাজপুরুষগণ সম্রাটের সহিত সাধারণ প্রজাবর্গের মিলনের উপায় উদ্ভাবন করিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন যে সম্রাট্ স্বয়ং কয়েক মাইল দূর পর্য্যন্ত গাড়ীতে যাইয়া একস্থানে সর্ব্বসাধারণের সহিত মিলিত হইবেন। পঞ্জাবের ছোটলাট বাহাদুর সার লুই ডেন্‌এর পরামর্শে অন্যরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। মোগল বাদসাহগণ দুর্গের "ঝরোকা"

হইতে সাধারণ প্রজাবর্গকে দর্শনদান করিতেন। এই ব্যাপারকেই একারণে "দর্শন" উৎসব বলিত। তিন শত বৎসর হইল, এই রীতির বিলোপ ঘটিয়াছে। আমাদের সম্রাট্ও সেই "ঝরোকা" হইতে দর্শন দিবেন, ইহাই নির্দ্দিষ্ট হইল। এই "দর্শন" ব্যাপারের আনুসঙ্গিক আরও কিছু উৎসব থাকিলে ভাল হয়; এই জন্য সার লুই ডেন্ একটি কমিটীর সাহায্যে এবং করদরাজগণের অযাচিত মুক্তহস্তদানে উৎসাহিত হইয়া একটি মেলার ব্যবস্থা করিলেন। মেলার সংবাদে প্রজাপুঞ্জের আর আনন্দের সীমা রহিল না। এইরূপ মেলা পূর্ব্বকালেও বসিত, তাহার নাম ছিল "বাদসাহি" অথবা "সাহেনসাহি" মেলা। মেলার সুচারু ব্যবস্থা হইয়াছিল। যাঁহারা এই কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে এবং অপরাপর অনেককে উৎসবান্তে বিশেষ পদক দিয়া সম্মানিত করা হইয়াছিল। উল্লিখিত "দর্শন" উৎসব ও তৎসংক্রান্ত মেলার জন্য যে শিবির নির্ম্মিত হইয়াছিল. তাহাতে অন্যূন তুইলক্ষ লোকের স্থান করা হইয়াছিল। এই মেলাতে দিল্লীর বড় বড় ব্যবসায়িগণ দোকান খুলিয়াছিলেন। জীবনধারণোপযোগী জিনিষপত্রের ত কথাই নাই, এই মেলায়, মণিমাণিক্য, রেশম, গালিচা এবং সকলপ্রকার তুর্লভ ও মনোরঞ্জক দ্রব্যাদিরও ছড়াছড়ি হইয়াছিল।

বাদসাহী মেলা।

ফরিদকোট, ঝিন্দ, নাভা এবং পাতিয়ালের অধিপতিগণ সাধারণের সুবিধার্থে অন্নসত্র খুলিয়াছিলেন। পাতিয়ালার রাজা ইহা ছাড়া এই মেলা প্রাঙ্গনটি আলোকিত করিবার গুরুভারও বহন করিয়াছিলেন। ঝিন্দের মহারাজ ও মালের কোটলার নবাবের ব্যয়ে তুইটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছিল। তবে ঐ চিকিৎসালয়ের বিশেষ কোন প্রয়োজন হয় নাই; কারণ পীড়া বা আকস্মিক তুর্ঘটনা জনিত বিপদ্ আপদ্ একরূপ ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কমিটী পানীয় জলের ব্যবস্থা করিতে যাইয়া, একটু বিপদে পড়িয়াছিলেন। অবশেষে একটী বড় পুষ্করিণী খনন করিয়া যন্ত্রসহযোগে জলবিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। মেলাতে শান্তিরক্ষার জন্য ছয়শত লোক লইয়া একটি পুলিশবাহিনী গঠিত হইয়াছিল। উহাদের সহিত সতেরশত ভারতীয় সৈন্য এবং সাতজন ব্রিটিশসেনা, দশম গুর্খা রাইফল্ সেনা দলের ম্যাজোর সিনিয়রের অধীনে মিলিতভাবে কার্য্য করিয়াছিল। সৌভাগ্যের

বিষয় পুলিশকে লোকচলাচলের ও আমদানী রপ্তানির সাহায্য করা ভিন্ন অন্য কোন কাজ করিতে হয় নাই।

দশ হইতে তেরই ডিসেম্বরের মধ্যে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক একত্র হইয়াছিল। যাহাতে সকলেই যথেষ্ট আমোদ উপভোগ করিতে পারে, এইজন্য রায়বাহাদুর পণ্ডিত হরকিষণ লালের উদ্যোগে নানাপ্রকার দেশীয় খেলার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই সকল খেলার মধ্যে দোদা, কবাটি, গটকাফারি, সাউঞ্চি, ভেড়ার লড়াই, ঘুড়ি উড়ান, প্রভৃতি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। বায়স্কোপ, থিয়েটার, নাচ, যাদুবিদ্যা, ইত্যাদি ব্যাপার দিন রাত্রি চলিতেছিল। ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের সুস্বরে, সমাগত জনবৃন্দের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিবার জন্য দেশীয় রাজগণ তাঁহাদের ব্যাণ্ড এইস্থানে পাঠাইয়াছিলেন। এই সব ছাড়া আবার সাহিত্যিক লড়াইও হইয়াছিল। সার লুই ডেন ইহাদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। ইহারা পারসী, উর্দ্দু ও সংস্কৃতে সম্রাটের জয়গান করিয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা শিশুদিগকে মিষ্টদ্রব্য বিতরণ এবং দরিদ্র-ভোজন। এতদ্ভিন্ন বাজিপোড়ান, ফানুষ উড়ান প্রভৃতি আমোদপ্রমোদেরও ব্যবস্থা ছিল। গোয়ালিয়রের মহারাজ তথাকার ইম্পিরিয়াল সার্ভিস্‌বাহিনী লইয়া একটি কল্পিত চীন দুর্গ আক্রমণ করিবেন কথা ছিল, কিন্তু সময়াভাবে তাহা হয় নাই।

বিবিধ ধর্ম্মসম্প্রদায় মুক্ত মেলা প্রাঙ্গনের একাংশে সমবেত হইয়াছিলেন। প্রার্থনা শেষ হইলেই তাহারা চলিয়া যান নাই। সেই দিনে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যাপারের জন্য সকলেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সমগ্র জনসাধারণ সে দিন "সম্রাটদর্শনের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল। প্রত্যেক জেলা এবং রাজ্যের কর্তৃপক্ষগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে দুইশত জন বিশেষব্যক্তিকে রাজদর্শনার্থ পাঠাইয়াছিলেন। ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহের জন্য বিশেষ স্থানের ব্যবস্থা ছিল। জনসাধারণকে রাজদর্শন করাইবার ভার লইয়াছিলেন, 'মার্শালে'র কার্য্যে নিযুক্ত মিঃ জে আর পিয়ার্সন। ইনি ভারতীয় সিবিল সার্ভিসের লোক। দুর্গনিম্নস্থ বিশাল ভূখণ্ডে নানাবর্ণরঞ্জিত উষ্ণীষ পরিহিত নরমুণ্ড ভিন্ন রাজদর্শনসময়ে আর কিছুই দেখা যাইতেছিল না।

"রাজদর্শন।"

সম্রাট্‌দম্পতী বেলা তিনটার সময় কর্ণেল হাণ্টন এবং তদধীন একদল সৈন্য সহ স্বীয় শিবির ত্যাগ করিয়া প্রজাপুঞ্জকে দর্শনদানার্থ উপস্থিত

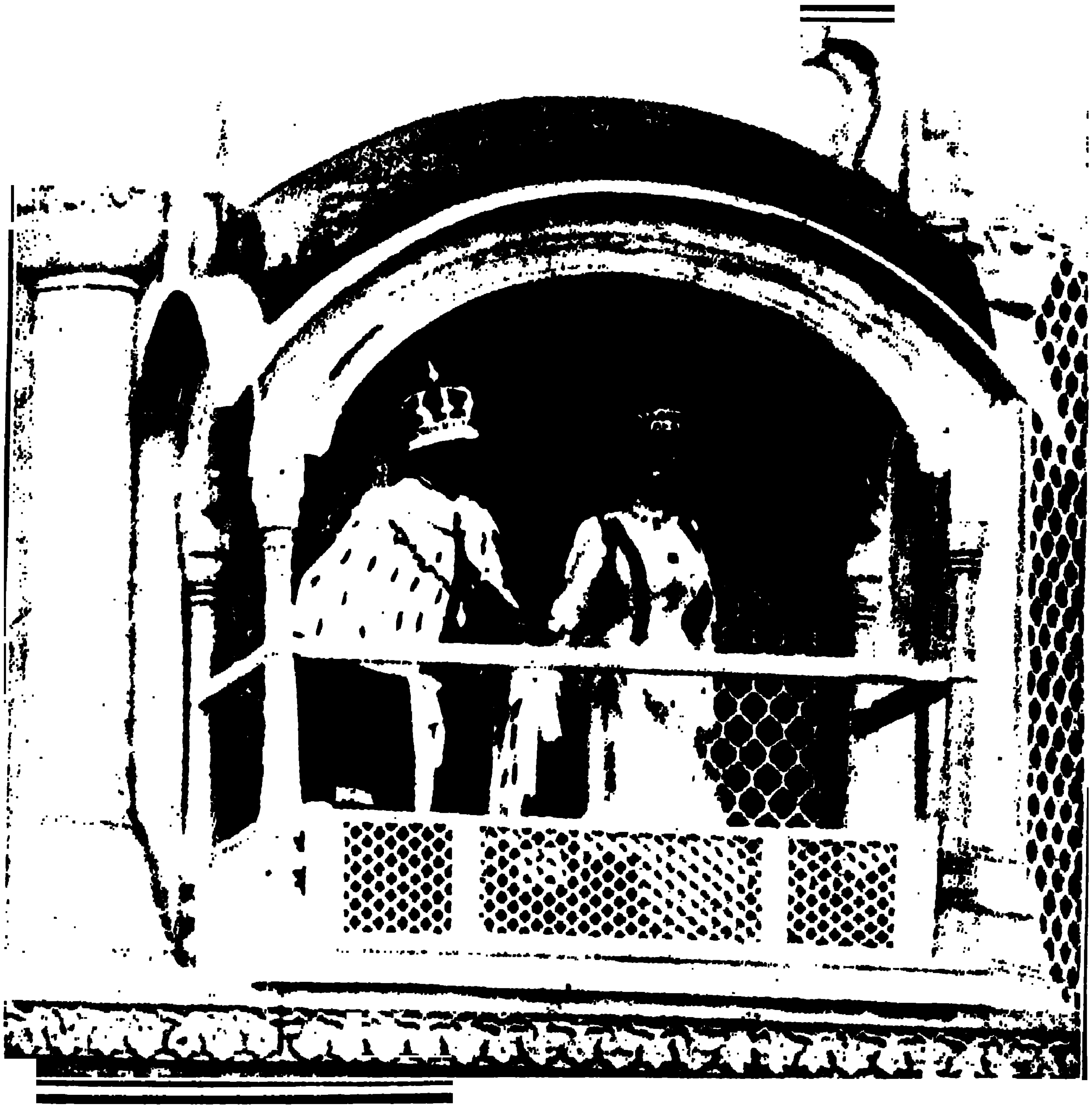

দর্শন

[১৪৮ পৃঃ

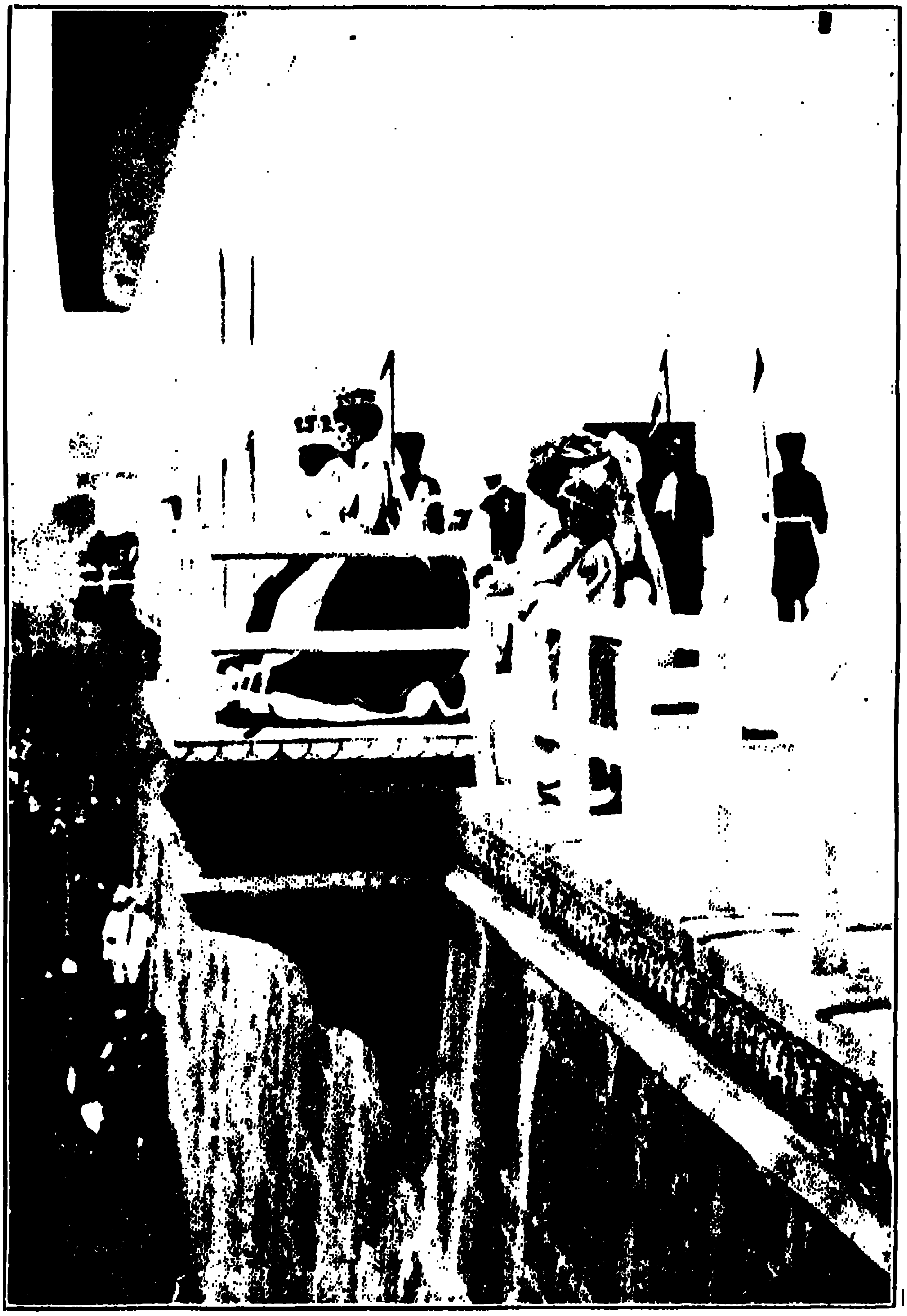

দিল্লীর দুর্গে সম্রাট্‌দম্পতী [১৪৯ পৃঃ

হইলেন। সৈন্য-পরিবেষ্টিত আলিপুর রোড দিয়া দুর্গে পঁহুছিবার রাস্তা ছিল। ম্যাজোর ওমানলিস্ এবং সুবাদার সৈয়দগুল্, সম্মানিত শরীর-রক্ষকস্বরূপ সাউথ্ ল্যাঙ্কাসায়ার বাহিনীর ২৫ নং পঞ্জাবীসেনাদল লইয়া পূর্ব্ব হইতেই নহবৎখানাতে প্রস্তুত ছিলেন। সম্রাট্‌দম্পতী এইস্থানে অবতরণ করিয়া বড়লাট বাহাদুর এবং লেডী হার্ডিঞ্জ্ সহ বাগানের মধ্য দিয়া পদব্রজে মোগলদিগের সেই বিশ্ব-বিমোহন "দেওয়ান ই-খাস" হর্ম্ম্যতলে উপস্থিত হইলেন। তথায় সম্রাট্ রণবেশে উপস্থিত হইয়া শীঘ্রই সে বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন। "তসবি-খানার" ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিয়া সম্রাট্‌দম্পতী রাজকীয় পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক "ঝরোকা" সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সম্রাটের মস্তকে রাজমুকুট সাম্রাজ্ঞীর শিরে হীরক বেষ্টনী ছিল। সাড়ে চারিটা বাজিবার কিছুপূর্ব্বে মোগলসম্রাট্‌গণকর্ত্তৃক ব্যবহৃত "ঝরোকা" অর্থাৎ অলিন্দগবাক্ষ সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা ভারতীয় প্রজাপুঞ্জকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিলেন। এইসময়ে কোনরূপ কামানের শব্দ না হইলেও জনসাধারণের আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে সপত্নীক স্বয়ং সম্রাট্ আজ তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। সম্রাট্‌দম্পতীকে দেখিবামাত্র বিপুল জনতামধ্যে আনন্দ জ্ঞাপক গভীর ধ্বনি শ্রুত হইল। সেই ধ্বনি যাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, তাঁহাদের বুঝিতে বাকী ছিল না, ভারতবাসীর রাজভক্তি কত গভীর ও মর্ম্মস্পর্শী।

সপত্নীক সম্রাট্ কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া কিয়দ্দূরে অবস্থিত সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। এমন সময়ে দলে দলে প্রজাবর্গ তাঁহার সম্মুখ দিয়া শোভাযাত্রা করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। প্রত্যেক দলই সম্রাটের সম্মুখে আসিয়া, একবার একটু থামিয়া সম্মানসূচক অভিবাদনপূর্ব্বক অগ্রসর হইল। সম্রাট্ প্রায় পঁয়তাল্লিস মিনিট বসিয়াছিলেন। প্রজাবর্গ সকলেই তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া প্রীতিসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছিল; নিতান্ত দরিদ্র প্রজাকে পর্য্যন্ত নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হয় নাই।

উদ্যান ভোজ।

প্রজাবর্গকে দর্শনদান করিয়া সম্রাট্ ও সাম্রাজ্ঞী বাদসাহি প্রাসাদের একাংশে উপস্থিত হইলেন। এস্থানে ইতিপূর্ব্বেই ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গণ্যমান্য প্রায় আটসহস্র ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই সম্রাট কর্ত্তৃক উদ্যান-ভোজে-নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই আটসহস্র ব্যক্তির মধ্যে রাজা, মহারাজা, দেশীয় উচ্চ রাজকর্ম্মচারী এবং য়ুরোপীয় উচ্চ রাজপুরুষগণ

উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন প্রকার বহুমূল্য পরিচ্ছদে স্থানটিকে যেন উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। এই স্থানে ভারতের সকল প্রদেশের শ্রেষ্ঠ ও বরেণ্য ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়াছিলেন। কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে এই স্থানে এক সময় বাদসাহ সাজাহান, তদীয় প্রিয়তমা পত্নী মমতাজমহলকে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করিতেন। বহুকাল হয় সেইদিন অতীত হইয়াছে। তাহার পর কালের কঠোর হস্তে পতিত হইয়া নন্দনকাননতুল্য এমন উদ্যান অনাদরে পড়িয়াছিল। আজ সম্রাটের আগমনে সেই স্থান নবজীবন লাভ করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য যেন নববেশে সজ্জিত হইয়াছিল।

এই প্রীতি ও ভক্তির ক্ষেত্রে উৎসবোপলক্ষে সমগ্রভারতের প্রতিনিধি-স্বরূপ যত ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন, ইহার পূর্ব্বে দিল্লীমহানগরীতে এরূপ জনসঙ্ঘ আর কখনও আমন্ত্রিত হন নাই। কহিনূর ইহার পূর্ব্বেও বাদসাহেরা মস্তকে ধারণ করিতেন, কিন্তু আজ যিনি এইরত্ন মুকুটে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার মস্তক হইতে এই অমূল্য মাণিক যেরূপ সমগ্রভারতে স্বীয় প্রভা বিকীর্ণ করিয়াছিল, সেরূপ আর কখনও হয় নাই। ভোজনান্তে অপরাহ্নে একবার সমস্ত প্রাসাদটি সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী ঘুরিয়া ভাল করিয়া দেখিলেন। এইদিন সম্রাজ্ঞী লেডী হার্ডিঞ্জকে সঙ্গে লইয়া পর্দা অধিবেশনের ব্যবস্থা করেন। প্রাসাদের একটি স্থান পর্দা দ্বারা ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত মহিলাগণ অত্যন্ত আনন্দের সহিত সম্রাজ্ঞীর সহিত পর্দার অন্তরালে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সম্রাট্-দম্পতি অতঃপর মমতাজমহল নামক বিশাল হর্ম্ম্যের অভ্যন্তরে রক্ষিত পুরাতন ঐতিহাসিক দ্রব্যসম্ভার সন্দর্শনে পরিতুষ্ট হইলেন। এখানে পুরাতন স্থাপত্যনিদর্শন, পুরাতন অস্ত্রশস্ত্র, সিপাহিবিদ্রোহের চিহ্ন এবং ভারতীয় পুরাতন চিত্রাবলী সুরক্ষিত ছিল। সার লুই ডেন ইহা সংগ্রহের জন্য সর্ব্বসাধারণের প্রশংসার যোগ্য।

ভারতীয় মহিলাগণের সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রভৃতি।

সন্ধ্যার সময় দুর্গ ত্যাগ করিয়া সম্রাট্ ও সাম্রাজ্ঞী মটরগাড়িযোগে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অতঃপর সমগ্র নগর আলোকমালায় সজ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। "দর্শন দিবস" ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। সম্রাট্ ভারতীয় রাজপুরুষগণকে লইয়া "দরবার"

করিয়াছেন, প্রজাগণকে লইয়া নহে। দয়ালু সম্রাট্ প্রজাগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য "দর্শন" প্রথা পালন করিলেন। রাজগণকে লইয়া "দরবার", প্রজাগণের জন্য এই "দর্শন"। প্রজাগণের রাজভক্তি যে অকৃত্রিম সম্রাট্ তাহার যথেষ্ঠ প্রমাণ পাইয়াছেন। ধর্ম্মসম্প্রদায়গণ "দর্শনের" পর স্বস্থানে প্রস্থান করিয়া গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দিয়া লিখিয়াছিলেন যে সম্রাট-দম্পতীকে দর্শন ও প্রার্থনা করিবার সুযোগ দেওয়াতে তাঁহারা কৃতার্থ হইয়াছেন। স্থানীয় প্রতিনিধিবর্গ স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজদম্পতীসম্বন্ধে রাজভক্তিসূচক কত গল্পই না করিয়াছেন।

সম্রাট্ ও সৈন্যবর্গ।

সম্রাটের ভারতাগমন উপলক্ষে সৈন্যদলের স্কন্ধে গুরুতর কর্ত্তব্যভার ন্যস্ত হইয়াছিল। রাজপথ রক্ষা করা তাহাদের একটি প্রধান কার্য্যরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। নানাকারণে তাহাদিগের বিবিধ কর্ত্তব্যভার অতিশয় শ্রমসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দিল্লীতে সেনানিবাস এত দূরে দূরে স্থাপিত ছিল যে প্রত্যহ তাহাদিগকে স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্যের কেন্দ্রে যাতায়াত করিতে অনেকটা কষ্ট স্বীকার করিতে হইত। তাহাদের আর একটি কার্য্য ছিল, সম্মানিত শরীররক্ষক ও অনুচরের কর্ত্তব্য সম্পাদন করা।

সৈন্যদলের গুরুতর কর্ত্তব্য।

কেবল যে উৎসবের অঙ্গীয় ব্যাপারেই এই সব কার্য্য করিবার প্রয়োজন হইত, তাহা নহে, বড় বড় রাজপুরুষ এবং দেশীয় নৃতপতিবৃন্দের শিবিরে অনেক সময়ে তাহাদিগকে এই পদবীতে কার্য্য করিতে হইত। অনেক সৈনিক কর্ম্মচারী সম্রাটের সঙ্গে ছিলেন। অনেককে আবার অসামরিক ও সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের নিকট থাকিয়া কর্ত্তব্যসম্পাদন করিতে হইত। অনেকে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী প্রভৃতি ভিন্নভিন্ন স্থানে কর্ম্মে ব্যাপৃত ছিলেন। অনেক সাধারণ সৈনিককেও অস্থায়িভাবে পুলিশ বিভাগে কার্য্য করিতে হইয়াছিল। দিল্লীর রাজপথসমূহে দ্রব্যসামগ্রীর আনা-নেওয়া এবং যাতায়াতের বন্দোবস্তের জন্য অনারেবল ক্যাপটেন এ হোর-রুথভেনের অধীনে একটি বিশেষ পুলিশদল সংগঠিত হইয়াছিল। প্রধানতঃ সৈন্যদলের গুরুতর পরিশ্রম ও কার্য্যদক্ষতার ফলেই দিল্লীর বিরাট্ উৎসব ব্যাপার সুচারুরূপে সমাহিত হইয়াছিল। সম্রাট্ও উপযুক্তরূপে পুরস্কৃত করিয়া সৈন্যগণের শ্রমসার্থক করিয়াছিলেন। সম্রাটের বিশেষ আদেশানুসারে যতটা বেশী সম্ভব ততদূর সংখ্যক সৈন্য সম্রাটের শরীররক্ষক ও অনুচরের কার্য্য করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিল। যাহাতে সকল সৈন্যদলই এই সম্মান-লাভের সুবিধা পায় এই জন্য প্রত্যহ দল পরিবর্ত্তন হইত। সম্রাট্ স্বয়ং যে সমস্ত দলের অধিনায়ক ছিলেন, কেবল তাহারাই একটু বিশেষ অধিকার পাইয়াছিল।

প্রথমে স্থির হইয়াছিল যে প্রায় ৮০ হাজার সৈন্য দিল্লীতে আনয়ন করা হইবে। কিন্তু উত্তরভারতে অনাবৃষ্টিনিবন্ধন দুর্ভিক্ষ হওয়ায় এ কল্পনা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। অবশেষে ৫০ হাজার সৈন্য দিল্লীতে সমবেত হইয়াছিল। দরবার কমিটির সামরিক সভ্যের নেতৃত্বে একটি বিশেষ সমিতি গঠিত হইয়াছিল। সৈন্যবিষয়ক সমস্ত প্রশ্ন-সমাধানের ভার তাঁহাদের উপর ছিল। এসিস্টাণ্ট কোয়াটারমাষ্টার জেনারাল মেজর ডবলিউ, বি, জেমস্ সমস্ত সৈনিক শিবির নির্ম্মাণের ভার লইয়াছিলেন। এড্জুটাণ্ট জেনারালের অধীনে কর্ণেল জে, এম ওয়াল্টার এবং তদীয় সহকারী ক্যাপটেন এইচ, ডেস, ভি উইলকিন্সন সমস্ত উৎসব-অনুষ্ঠানের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সৈন্য প্রদর্শনী।

৯ই ডিসেম্বর হইতে সৈন্যপ্রদর্শনী আরব্ধ হয়। এই দিন রাত্রিতে পোলো খেলিবার বিস্তৃত ময়দানে সেনাগণ মিলিত হইয়া সুললিত স্বরে ব্যাণ্ড বাজাইয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গান ছিল, ছাইকৌস্কির "১৮১২" নামক সঙ্গীত। বিচিত্ররূপে রচিত-খচিত মশালের দীপ্তিতে এই বহুলোকসমন্বিত বিস্তৃত ক্ষেত্র নূতন শ্রীধারণ করিয়াছিল। স্বয়ং সম্রাট্ এবং সম্রাজ্ঞী মটরযোগে এই অপূর্ব্ব সেনাসমাবেশ ও তাহাদের ক্রীড়াকৌতুক দেখিতে ময়দানে গিয়াছিলেন। ১০ই ডিসেম্বর রবিবার দিন সৈন্যগণের প্রার্থনার দিবস। সামরিক শিবিরের সীমানার অন্তর্গত জগৎপুর গ্রামে ৮ হাজার সৈন্য এই কার্য্যে যোগদান করিয়াছিল। এই ব্যাপারের সমস্ত বন্দোবস্তই সামরিক প্রথানুযায়ী হইয়াছিল। ইহা অতি অনাড়ম্বর ছিল,—সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী এবং পাদ্রীগণ দুইটি ক্ষুদ্র চন্দ্রাতপের নীচে আসীন ছিলেন। কিন্তু বিপুল জনসঙ্ঘ মুক্ত আকাশের নিম্নে দাঁড়াইয়াছিল।

৬ নং ইনিস্কিলিং ড্রাগুন এবং ৯ নং হডসন্স অশ্বারোহী সৈন্য সহ সম্রাটদম্পতী রাজকীয় শিবির হইতে বাহির হইলেন। সাম্রাজ্যরক্ষক বিপুল বাহিনীদল রাজপথে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

গন্তব্যস্থলে পৌঁছিলে ফিল্ড মার্সালের পরিচ্ছদপরিহিত সম্রাট্কে ও সম্রাজ্ঞীকে বড়লাটবাহাদুর সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া পাদ্রীদিগের সহিত তাঁহাদিগকে পরিচিত করিয়া দিলেন।

অতঃপর একটি মিছিল গঠিত হইল। মিছিলের অগ্রে অগ্রে একজন

ক্রুশ দণ্ড লইয়া গিয়াছিল। তাহার পশ্চাতে যথাক্রমে লাহোরের আর্কডিকন, লক্ষ্ণৌর আর্কডিকন, কলিকাতার প্রেসিডেন্সী সিনিয়র চ্যাপলেন, লক্ষ্ণৌর বিশপ, রেঙ্গুনের বিশপ, নাগপুরের বিশপ, ছোটনাগপুরের বিশপ, বোম্বাইর বিশপ, এবং মান্দ্রাজের বিশপ ছিলেন। সম্রাটদম্পতীর ঠিক অগ্রেই লাহোরের বিশপ যাইতেছিলেন। তাঁহার অগ্রে অগ্রে তদীয় চ্যাপলেন ধর্ম্মযাজকের দণ্ডটি বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। বড়লাটবাহাদুর এবং লেডী হার্ডিঞ্জ সম্রাট্দম্পতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়াছিলেন। ইহাঁরা সকলেই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলে, "এখন বিভুর পদে করি প্রণতি" নামক প্রার্থনা সঙ্গীত গীত হইল। অতঃপর লাহোরের বিশপ গম্ভীরভাবে সম্রাট্দম্পতী, রাজপরিবার, বড়লাটবাহাদুর, ভারতগবর্ণমেণ্ট, দেশীয় রাজগণ ও প্রজাপুঞ্জ-সকলের মঙ্গলের এবং একতার জন্য বিশেষ প্রার্থনা সম্পন্ন করিলেন। "সারমন" অর্থাৎ উপদেশ পাঠ করিয়াছিলেন—মান্দ্রাজের বিশপ মহোদয়। প্রার্থনা-সঙ্গীতগুলি স্বয়ং সম্রাট্ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল সঙ্গীতের পূর্ব্বে সামরিক বাদ্য বাদিত হইয়াছিল। লাহোরের বিশপ মহোদয় আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করিলে জাতীয় মহাসঙ্গীত গীত হইল, এবং তৎপরে এই দিনের মাঙ্গলিক কার্য্য সমাহিত হইল।

পতাকা উপহার।

১১ই ডিসেম্বর সৈন্যদিগকে নূতন পতাকা উপহার দিবার পালা। অন্যান্য নানাবিষয়ের মধ্যে এই ব্যাপার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রত্যেক সৈন্যদলের এক একটি প্রধান পতাকা থাকে। সেইটি সেই দলের বড় প্রিয় বস্তু। পতাকাটিকে শুধু দণ্ডাগ্রভাগে সংলগ্ন একটি বস্ত্রখণ্ড বলিয়া গণ্য করা ঠিক নহে—উহা সমগ্রদেশের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক—রাজদত্ত মহা পবিত্র সামগ্রী। যুদ্ধের সময় প্রত্যেক সেনাদল এইটিকে প্রাণপণে রক্ষা করে, কারণ ইহা হারাইলে তাহাদের মানসম্ভ্রম সবই নষ্ট হয়। দেশাধিপতি স্বয়ং পুরোহিত সহযোগে এই পতাকা প্রত্যেক সেনাদলকে দান করিয়া থাকেন। দিল্লীতে 'পোলো' খেলিবার বিশাল মাঠে এই ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উন্মুক্ত মাঠের পশ্চাতে কৃষ্ণাভ তরুপংক্তি ও অসংখ্য দর্শকমণ্ডলী দৃশ্যটিকে এরূপ গুরুগম্ভীর করিয়া তুলিয়াছিল যে যাঁহারা উহা দেখিয়াছিলেন তাহারা কখনই সে কথা ভুলিবেন না।

১১ই ডিসেম্বর সাতটি ব্রিটিশ এবং তিনটি ভারতীয় রেজিমেণ্ট নূতন পতাকা লাভের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছিল। 'পোলো' খেলিবার মাঠে এই সৈন্যগণ মেজর জেনারাল জে, সি, ইউওঙ্গের নেতৃত্বে স্ব স্ব স্থানে দণ্ডায়মান ছিল। সাতটি ব্রিটিশবাহিনী একটি শূন্যোদর চতুষ্কোণ নির্ম্মাণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। নর্দাম্বারল্যাণ্ড্ ফিউসিলিয়ারস্, ডারহাম লাইট ইনফ্যাণ্ট্রি, কনট রেঞ্জার্স, রয়াল হাইল্যাণ্ডার্স, সিফোর্থ হাইল্যাণ্ডার্স এবং গর্ডন হাইল্যাণ্ডার্স এই সাতটি সৈন্যদল উপস্থিত ছিলেন। স্কটল্যাণ্ডের সীমান্তবাসী রাজকীয় সৈন্যদলেরও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইবার কথা ছিল, কিন্তু তাহাদের দলে বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় তাহারা দিল্লীতে আসিতে পারে নাই। ওয়ারসেস্টার স্কোয়ার ৪র্থ বাহিনী এবং ২৩নং পাইওনীয়ার সৈন্যগণ শরীররক্ষকের কার্য্য করিয়াছিল।

সম্রাট্ "ভারতনক্ষত্র" চিহ্ন ধারণ করিয়া ফিল্ড মার্সালের রণবেশ পরিধানপূর্ব্বক স্বীয় দলবল সহ অশ্বারোহণে ময়দানে উপস্থিত হইলেন। বড়লাট বাহাদুর এবং জঙ্গীলাট বাহাদুর ১০নং হুসারস্ ও ৩৬নং জ্যাকোব অশ্বারোহী সৈন্যসহ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। সম্রাজ্ঞীও আসিয়াছিলেন, তিনি গাড়ীতে আসিয়া শিবির হইতে সমস্ত অনুষ্ঠান পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ অশ্বারোহণে সৈন্যশ্রেণীসমূহের চতুর্দ্দিক একবার পরিদর্শন করিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। অতঃপর সম্রাট্ নির্দ্দিষ্টস্থানে দণ্ডায়মান হইলে লাহোরের বিশপ মহোদয় অগ্রসর হইয়া দুইটি ব্রিটিশবাহিনীর পতাকাদ্বয়কে যথারীতি সংস্কার দ্বারা পবিত্রীকৃত করিয়া প্রার্থনা করিলেন,—"এই দুইটি পতাকা যেন ভবিষ্যতে আমাদের সম্রাট্ ও মাতৃভূমির প্রতি কর্ত্তব্যের চিহ্ন বলিয়া গণ্য হয়।"

অতঃপর আর কয়েকজন পাদ্রী উল্লিখিত ভাবের কথা বলিয়া ভগবানের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন।

সর্ব্বশেষে আগ্রার রোমান ক্যাথলিক আর্কবিশপ জেনটাইলি তাঁহার সহকারিবৃন্দসহ সম্মুখে আসিয়া পতাকাদ্বয়ের উপর পবিত্রবারি নিষেক করিলেন।

পুরোহিতগণের কার্য্য এই ভাবে শেষ হইলে প্রত্যেক বাহিনীর দুইজন প্রবীণ ম্যাজর এক একটি নূতন পতাকা হস্তে লইয়া ধীরে ধীরে সম্রাট্-সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। প্রত্যেক ম্যাজর সম্রাট্-সম্মুখে নবপতাকা উপস্থাপিত

করিলেন। ক্যাপটেনের অধস্তন কর্ম্মচারীরা তাঁহাদের কর্ম্মকালের দীর্ঘতা অনুক্রমে সম্রাটের হস্ত হইতে সেই পতাকা সসম্মানে জানু পাতিয়া বসিয়া গ্রহণ করিলেন। পতাকাপ্রদান কার্য্য শেষ হইলে পূর্ব্বোল্লিখিত বাহিনী-সমূহের কর্ণেলগণ অগ্রসর হইয়া একে একে সম্রাট্দত্ত অভিনন্দন পত্র প্রাপ্ত হইলেন। প্রত্যেক অভিনন্দন পত্রেই নিম্নলিখিত কথাকয়টি লিখিত ছিল :—

"এই সৈন্যদলকে নবপতাকা দ্বারা সম্মান করিতে পারিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। মনে রাখিও, এই ব্যাপারটি তোমাদের জীবনে সামান্য ঘটনা নহে। যে পুরাতন পতাকায় তোমাদের পুরাতন বীরত্ব কাহিনী অঙ্কিত আছে, নূতন পতাকা লইয়া আজ তাহা ত্যাগ করিতেছ। এখন হইতে যত বীরত্বকীর্ত্তি অর্জ্জন করিবে তাহা নবপতাকাতেই চিহ্নিত থাকিবে।

পুরাতন গৌরবের কাহিনী স্মরণ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য আশান্বিত হও। এই পতাকা কোন যুদ্ধে ব্যবহৃত না হইলেও ইহা সামান্য মনে করিও না। ইহা চিরদিনই তোমাদের চক্ষে উৎসাহপ্রদ, পবিত্র এবং কর্ত্তব্যের চিহ্ন স্বরূপ। ভগবান্, রাজা এবং মাতৃভূমি এই তিনটির চিহ্নই ইহা সূচিত করে। সুতরাং ইহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এবং ইহাকে সম্মান করিয়া ভবিষ্যদ্বংশীয়ের হস্তে অকলঙ্কিত ভাবে সমর্পণ করিবে।"

প্রত্যেক অভিনন্দন পত্রের শেষভাগে প্রত্যেক সৈন্যদলের বিশেষত্বব্যঞ্জক বীরত্বকাহিনী বর্ণিত ছিল।

সম্রাট্ নদাম্বারল্যাণ্ড ফুসিলিয়ারদিগকে নিম্নলিখিত কথাকয়টি বলিয়াছিলেন :—

"১৭৭৮ খৃঃ অব্দে সেণ্ট লুসিয়াতে যুদ্ধের সময় তোমাদের দল একশত বৎসরের অধিক কালব্যাপী গৌরবমণ্ডিত ছিল। সে সময়ে তোমরা গোলাবারুদ ফুরাইয়া যাওয়া সত্ত্বেও কেবল "বায়োনেট" দিয়া যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলে। ভবিষ্যতেও তোমাদের পূর্ব্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নূতন পতাকার সম্মান বজায় রাখিতে চেষ্টা করিও।"

সম্রাট্ ডারহাম পদাতিকদলকে বলিয়াছিলেন :—

"তোমরা শতবর্ষ পূর্ব্ব হইতেই বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া আসিতেছ। স্যালামান্কা, ইন্কারম্যান এবং ভাল ক্র্যাণ্ট্জ্ প্রভৃতি স্থানে প্রদর্শিত তোমাদের অদ্ভুত বীরত্ব এখনও সকলের স্মৃতিপথে সমুজ্জ্বল। সর্ব্বদা মনে

রাখিও যে যদিও আজকাল আর পতাকা লইয়া যুদ্ধে যাওয়া হয় না, তথাপি তোমাদের গৌরবের কথা ইহাতে অঙ্কিত করিতে পার।"

৭৩ নং ব্ল্যাকওয়াচদের প্রতি :—

"তোমরা ভারতে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছ; সুতরাং তোমরাও একটি নূতন পতাকার অধিকারী। ইউরোপ ও আফ্রিকাতে তোমরা খুব যশ অর্জ্জন করিয়াছিলে। ১৮১৫ সনে ওয়াটার্লুর যুদ্ধক্ষেত্রে যে অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়াছ, ভবিষ্যতেও তাহা দেখাইতে পার।"

৭২ নং সিফোর্থ হাইল্যাণ্ডারদিগের প্রতি :—

"ভারতে কার্য্য করিবার জন্যই অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রথমে তোমাদের দল গঠন করা হইয়াছিল। বীরত্ব দেখাইবার সুযোগ তোমাদের মত অতি অল্প সৈন্যদলের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। তোমরা কেবল ভারতেই যুদ্ধ করিয়াছ, তাহা নহে। উত্তমাশা অন্তরীপ এবং মিশরেও যুদ্ধ করিয়াছ। তোমরা দেখাইয়াছ যে স্কটল্যাণ্ডবাসিগণ কেবল ভারতে কার্য্য করিবার উপযুক্ত নহে, সমস্ত পৃথিবী তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র।"

হাইল্যাণ্ড পদাতিকগণের প্রতি উক্ত হইল : —

"কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমি যখন জিব্রল্টার অতিক্রম করি, তখন তোমাদের কথা মনে হইয়াছিল। আজ মনে করিতেছি যে পূর্ব্বে যদি তোমরা স্যার আয়ার কুটের সঙ্গে পোর্ট নোভোতে না থাকিতে তাহা হইলে হয়ত আমি আজ ভারতের সম্রাট্‌রূপে এখানে তোমাদিগকে সম্বোধন করিতাম না। সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত তোমরা অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে যশ অর্জ্জন করিয়াছ। এখনও দেখাও যে কুট এবং ওয়েলিংটন তোমাদের প্রতি যেরূপ নির্ভর করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তোমাদের উপর সেইরূপ নির্ভর করা যাইতে পারে।"

গর্ডন হাইল্যাণ্ডারদিগের প্রতি :—

"সমগ্র সাম্রাজ্য তোমাদের সুযশের কথা অবগত আছে। আমি এ কথা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জানি, কারণ আমার পূজনীয় পিতৃদেব তোমাদের কর্ণেল ছিলেন। তোমাদের আদর্শ অন্যান্য সৈন্যদল হইতে উচ্চতর, এজন্য তোমাদের কর্ত্তব্যও গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে। আমি জানি তোমরা কর্ত্তব্যপালন করিবে, কারণ তোমরা যে গর্ডন হাইল্যাণ্ডার।"

কনট সৈন্যদলের প্রতি :—

"বার বৎসর পূর্ব্বে তোমরা দেখাইয়াছ যে সুদীর্ঘ ৯০ বৎসরেও

ও মৃত সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ডের সময়কার বয়োবৃদ্ধ সেনাগণকে সম্রাট্-দম্পতী কখনও বিস্মৃত হইবেন না। ইঁহাদের শেষজীবন যাহাতে সুখশান্তিতে যায়, সম্রাট্দম্পতী সেইজন্য নিয়ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবেন।"

এই পরিণত বয়স্ক প্রবীণ সৈন্যগণ তাঁহাদের বাসের জন্য একটি বিশেষ শিবির প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহাদের প্রায় চারিশত পঞ্চাশজন পুরাতন আবাসে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের প্রতি যেরূপ যত্ন প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহাতে ভারতীয় সৈন্যের প্রতি সম্রাটের অনুরাগ ও তাঁহাদের দীর্ঘকালব্যাপী বিশ্বস্ত রাজসেবা তাঁহার চক্ষে কতদূর মূল্যবান্, ইহা প্রতীয়মান হইয়াছিল। এই প্রবীণদলের ২৪ জন সম্রাট্দম্পতীর সহচরের কার্য্য করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। দরবারের অনেক পূর্ব্বেই ইঁহারা উপস্থিত হইয়া স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট ইঁহাদিগকে যত্ন করিতে ত্রুটি করেন নাই। তবুও একবার যখন একটি বৃদ্ধ পাঠান সুবাদার-মেজরকে তাঁহার বাসের ব্যবস্থা ততদূর ভাল হয় নাই উল্লেখ করিয়া তাঁহার নিকট ত্রুটি স্বীকার করা হইয়াছিল, তখন সেই বৃদ্ধ উত্তরে বলিয়াছিলেন, "যখন সম্রাট্ আসিবেন, আমি তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান থাকিব। তিনি না আসা পর্য্যন্ত আমি যদি একটি খানায়ও পড়িয়া থাকি তাহাতে কি আসে যায়?"

ইঁহাদের প্রতি যত্ন।

সম্রাটের সৈন্যপরিদর্শন ব্যাপারের দিন ১৪ই ডিসেম্বর। দিল্লিতে উপস্থিত সমস্ত সৈন্য এই দিন, "বদ্‌লি-কি-সরাই" নামক স্থানে সমবেত হইল। স্থানটি পূর্ব্ব হইতেই সকলের সুপরিচিত। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ব্রিটিশবাহিনী এই স্থানে যে শৌর্য্যবীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিল, আজিও তাহা অনেকের স্মরণ আছে। প্রভাতকালে দরবার মঞ্চ প্রভৃতির দৃশ্য অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। দিল্লীর শিবিরসমূহের সুবর্ণগম্বুজের উপর তরুণ তপনের মৃদু আলোকছটা পড়িয়া ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। আর প্রদর্শনীক্ষেত্রের সম্মুখভাগে সুদীর্ঘ সৈন্যদলের ক্ষুদ্র পতাকারাজি মৃদুমন্দ মারুতহিল্লোলে তরঙ্গের ন্যায় দেখাইতেছিল। প্রভাতকালে সৈন্যপ্রদর্শনী আরম্ভ হইলে প্রায় পঞ্চাশ সহস্র সৈনিকপুরুষ এই সামরিক প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছিলেন।

সৈন্য পরিদর্শন।

বেলা ১০টার সময় যুদ্ধক্ষেত্রের উপযোগী পরিচ্ছদ পরিহিত সম্রাট্ এবং

বড়লাটবাহাদুর তাঁহার সামরিক কর্ম্মচারিগণসহ অশ্বারোহণে প্রদর্শনীক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। বড়লাটবাহাদুরের কর্ম্মচারীদের মধ্যে একজন পতাকাবাহকস্বরূপ রাজপথে সম্রাটের সঙ্গে ছিল। সম্রাজ্ঞীও প্রদর্শনীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি ডিভনসায়ারের ডাচেস্ এবং ডারহামের আর্ল সহ গাড়ীতে বসিয়াই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন।

এত সৈন্য একত্র হইয়াছিল যে সমগ্র স্থানটি ঘুরিয়া দেখিতেই সম্রাটের এক ঘটিকা পরিমিত কাল লাগিয়াছিল। অতঃপর সম্রাট্ সৈন্যদলের অভিবাদন গ্রহণার্থ নির্দ্দিষ্টস্থানে দণ্ডায়মান হইলেন। বড়লাটবাহাদুর তাঁহার সঙ্গে রহিলেন।

এই সময়ে বিভিন্ন সেনাদলসমূহ সামরিক নিয়মে সম্রাটের সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিল।

সর্ব্বাগ্রে জঙ্গিলাটবাহাদুর সমগ্রসেনানায়ক স্বরূপ সম্রাট্‌কে অভিবাদন করিয়া লেফটেন্যান্ট-জেনারাল স্যার ডগল্যাস হেইগকে সঙ্গে লইয়া সম্রাটের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট রহিলেন। অতঃপর মেজর জেনারাল রিমিংটনের নেতৃত্বে তদীয় অশ্বারোহী সেনাদল দেখা দিয়াছিল। অশ্বারোহী সৈন্যদল চলিয়া গেলে খনি-সংক্রান্ত কর্ম্মচারীর দল এবং তারহীন বার্ত্তার কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিলেন।

ইহারা চলিয়া গেলে লাহোরের সৈন্যদল উপস্থিত হইল। ইহাদের নায়ক ছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারাল স্যার এ, এ, পিয়ারসন। এই সৈন্যদলের প্রথমাংশে ঘনসন্নিবিষ্ট অশ্বারোহী পংক্তি ও তৎপরে সমতলক্ষেত্রে এবং পর্ব্বতভাগে অস্ত্রপ্রয়োগনিপুণ দুইদল সৈনিক যথাক্রমে অভিবাদন পূর্ব্বক অগ্রসর হইল। অতঃপর লেফটেন্যান্ট-জেনারাল স্যার পার্সি লেক তাঁহার দলবল লইয়া প্রস্থান করিলে মেজর জেনারাল মিঃ জে, ব্রমফিল্ড কম্পজিট ডিবিসনসহ এবং মেজর-জেনারাল বি, টি, মেসন দিল্লীর দুর্গসংক্রান্ত সেনাগণসহ অভিবাদনপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন।

অতঃপর লেফটেন্যান্ট কর্ণেল জে, এইচ, এস্, বিয়ারের নেতৃত্বে সখের সৈনিকগণ সামরিক নিয়মে সুনিয়ন্ত্রিত পাদক্ষেপে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে ইম্পিরিয়াল সার্ব্বিস সৈন্যদল অগ্রসর হইল। ইহাদের নেতা ছিলেন মেজর-জেনারাল এফ, এইচ, আর ড্রামণ্ড। এই দলে অশ্বারোহী, উষ্ট্রারোহী ও খনি-সংক্রান্ত সৈন্য ছিল। দলের শেষভাগে ঝিন্দ, কর্পূরথালা,

কাশ্মীর, নাভা, পাতিয়ালা এবং রামপুরের ইম্পিরিয়াল সার্ব্বিস পদাতিকগণ সম্রাটের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া যাইতে লাগিল।

ইহারা চলিয়া গেলে রাজকীয় অশ্বারোহী গোলন্দাজ সেনাদল এবং অপরাপর অশ্বারোহী সৈন্যসমূহ পূর্ণবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া সম্রাটের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। পদাতিক সেনাগণ রাজকীয় পতাকা-সম্মুখে সামরিক প্রথা অবলম্বনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিল। অতঃপর নানাপ্রকার সামরিক কৌশল প্রদর্শনের পর সৈন্যগণ সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর নামে অতি উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিল। রাজসম্মানজ্ঞাপক ১০১টি তূর্য্যধ্বনি হইল। ইহার অব্যবহিত পরে সম্রাট্ দম্পতী প্রদর্শনীক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। এই ব্যাপারের শৃঙ্খলা ও সমাধান উৎকৃষ্টরূপে হইয়াছিল। সাম্রাজ্যরক্ষক সৈন্যদল যখন সম্রাটের সকাশে সামরিক পদ্ধতিতে অভিবাদন পূর্ব্বক চলিয়া গেল, তখন দর্শকমণ্ডলীর কৌতূহলের অবধি রহিল না। এই সৈন্যসমূহ অনেক সময়ে স্বীয় স্বীয় দেশাধিপকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া চলিয়াছিল। গোয়ালিয়র, বিকানির, যোধপুর, পাতিয়ালা ও ভরতপুরের রাজারা স্বয়ং তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় দলের অগ্রে গমন করিতেছিলেন। একটি দৃশ্য সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহলপ্রদ হইয়াছিল। বহারমপুরের সপ্তমবর্ষবয়স্ক রাজা উষ্ট্রপৃষ্ঠে অতিগম্ভীরভাবে সমাসীন হইয়া সম্রাট্‌কে অভিবাদন করিয়াছিলেন; সেই দৃশ্য দর্শনে দর্শকমণ্ডলী ঘন ঘন করতালিদ্বারা মনের আনন্দ বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন।

১৩ই ডিসেম্বর বেলা ৮টার সময় প্রধান সেনাপতি এবং কতিপয় অনুচরসহ সম্রাট্ পদাতিক সেনাগণের এবং নৌসেনাদলের শিবিরসমূহ পরিদর্শনে বহির্গত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় সময়ের অল্পতাবশতঃ তিনি অশ্বারোহী সেনাগণের শিবির দেখিতে পারেন নাই।

"নীল পোষাক" পরিহিত এবং সেই নামে অভিহিত নৌসেনাদল সম্রাটের ভারতাগমন-উপলক্ষে অতি গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, কারণ সম্রাট্‌দম্পতীর ভারতে নির্ব্বিঘ্নে যাতায়াতের ভার তাহাদের উপর পড়িয়াছিল। এতদ্ভিন্ন বোম্বাই এবং দিল্লীতেও তাহাদের কাজের অবধি ছিল না। ভারতের এতটা অভ্যন্তরে তাহারা কোন কালে আসে নাই। "মেদিনা" এবং অন্যান্য যুদ্ধ জাহাজ হইতে একশত জন "নীল পোষাকী

সৈন্য” এবং রাজকীয় নৌবিভাগের একশত জন সেনা—এই মোট দুই শত জন নৌসেনা এবং ১৯ জন কর্ম্মচারী দিল্লীতে উপস্থিত ছিলেন। ভারতসংক্রান্ত রাজকীয় নৌসেনাদস বোম্বাই নগরীতে সম্রাটের যাতায়াতের জন্য গুরুতর কর্ত্তব্য সম্পাদনে ব্যস্ত ছিল; তাহারা লেফটেন্যাণ্ট ই, জে, হেডলামের অধীনে একজন “লস্কর” প্রেরণ করিয়াছিল, ইহাদের হস্তে রাজকীয় পতাকা ও পতাকাদণ্ডের সম্পূর্ণ ভার অর্পিত হইয়াছিল। রাজকীয় পতাকা রীতিমত উড়িতেছে কিনা দেখিবার জন্য একজন কর্ম্মচারীর অধীনে দুইটি লোক নিযুক্ত ছিল। গগনস্পর্শী রাজকীয় পতাকাদণ্ড সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ভারতসংক্রান্ত রাজকীয় নৌবলের কর্ত্তা ক্যাপ্‌টেন লাম্‌স্‌ডেন দরবারোপলক্ষে বোম্বাই পোতাশ্রয়ে এই দণ্ডটি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। দণ্ডসংলগ্নপতাকার আয়তন ৩৬ × ১৮ ফিট ছিল। এমন প্রকাণ্ড পতাকা অল্পই দেখা যায়। করাচি, কলিকাতা ও বোম্বাই ভিন্ন এতৎ পূর্ব্বে নাবিকগণের মূর্ত্তি ভারতের অপরাপর স্থানে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। এজন্য দিল্লীবাসীরা তাহাদের কার্য্যদক্ষতা ও অপরূপ বলিষ্ঠ দেহ দেখিয়া কতকটা বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিল।

দিল্লীতে সম্রাটের কাজের অবধি ছিল না। তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক অম্লানবদনে নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন। সরলহৃদয়, ও সৌম্যকান্তি সম্রাট্ ইচ্ছা করিয়া অনেক কাজ বাড়াইয়া ফেলিতেন। স্বেচ্ছাসেবক সেনাদলের ৫১ জন কর্ম্মচারী এবং সাম্রাজ্যরক্ষক সেনাদলদ্বয়ের প্রায় ১২ শত কর্ম্মচারী সম্রাটের পরিদর্শনার্থ “প্যারেড” করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বর্ণ ও পরিচ্ছদবৈচিত্র্যে ভারতীয় সেনাসমূহকে বড়ই অপূর্ব্ব দেখাইতেছিল। বেলুচী, ব্রাহ্মণ, ডোগ্‌রা, গাড়োয়ালি, গুর্খা, জাট, মান্দ্রাজি, মারহাট্টি, মুসলমান, রাজপুত, শিখ প্রভৃতি যত জাতি ভারতবর্ষের বিদ্যমান তাহাদের সকলেরই নমুনা এই বিরাট সৈন্যমণ্ডলীর অন্তর্গত ছিল। সৈন্যপরিদর্শনের কিছু পূর্ব্বেই সম্রাট্ ১৯০৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ফিরোজপুর ও হায়দ্রাবাদে গোলাগুলির ঘরে বিষম বারুদবিপত্তি হইতে রক্ষা করার পুরস্কার স্বরূপ কয়েকজন সৈন্যকে “আলবার্ট” মেডেল উপহার দিয়াছিলেন। দুইজন সৈনিকপুরুষ প্রথমশ্রেণীর স্বর্ণপদক ও অপরাপর কয়েকজন রৌপ্যপদক পুরস্কার পাইয়াছিলেন। এই সময় রণবেশপরিহিত সম্রাট্ ক্ষুদ্র একটি চন্দ্রাতপনিম্নে ঊর্দ্ধতন সৈনিকপুরুষদের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন।

স্বেচ্ছাসেবকদলের অধিনায়ক ইন্‌স্‌পেক্টর-জেনারাল—মেজর-জেনারাল গ্রে তাঁহার দলের লোকদিগকে সম্রাট্‌সমীপে উপস্থিত করিলেন। ইহার পর অপরাপর দল তাঁহাদের অধিনায়কের পশ্চাতে সম্রাট্‌-দর্শনের সুযোগ-লাভ করিয়াছিলেন।

দুইটি ঘোষণা পত্র।

অতঃপর প্রধান সেনাপতি মহাশয় সম্রাটের দুইটি অনুজ্ঞা-পত্র পাঠ করিলেন; ইহার একটিতে সৈন্যদর্শনে সম্রাটের প্রীতি সূচিত হইয়াছিল; অপরটিতে তিনি যে প্রত্যেক সৈনিক কেন্দ্র পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন নাই, তজ্জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

প্রথমটি এইরূপ :—

"প্রধান সেনাপতি সম্রাটের ১৯১১ সনে ১৫ই ডিসেম্বর তারিখের নিম্নলিখিত পত্রপ্রচার করিতেছেন :—

"গতকল্য আমার সৈন্যমণ্ডলী পরিদর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। "সাম্রাজ্যরক্ষক" সৈন্যদল অধিকাংশস্থলে তাহাদের রাজগণের অধিনায়কত্বে এই ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহাদের দৃঢ়সংকল্পিত সৈন্য-জনোচিত অটলমূর্ত্তি দর্শনে আমি নিরতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। দরবার-উপলক্ষে সকলকেই অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তাহাদের কার্য্য-প্রণালী সুশৃঙ্খল ও অতীব প্রশংসনীয় হইয়াছে।"

দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র নিম্নলিখিতরূপ ছিল :—

"সম্রাটের আদেশানুসারে প্রধান সেনাপতি ঘোষণা করিতেছেন :—

"আমরা দিল্লীতে সমাগত সমস্ত সৈন্যকেন্দ্র পরিদর্শন করিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু গুরুতর কার্য্যের ব্যপদেশে আমাদের সেরূপ অবকাশ ঘটিয়া উঠে নাই। ১৩ই ডিসেম্বর আমরা অনেক সৈন্যকেন্দ্র স্বয়ং পরিদর্শন করিতে সুযোগ পাই নাই, তজ্জন্য বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি।"

দিল্লী শিবির।

সম্রাট্ দিল্লীতে কেবল দরবার ও তদানুষঙ্গিক অনুষ্ঠান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই,—সাধারণের অন্যান্য নানাপ্রকার উৎসবে এবং আমোদপ্রমোদে যোগদান করিয়া সকল শ্রেণীর লোকের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভারতসম্রাট্ সাধারণের সম্পর্কিত অন্যান্য কার্য্যাবলীর মধ্যে প্রথমেই স্বীয় পূজ্যপাদ পিতৃদেব মৃত সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ডের ব্রঞ্জ নির্ম্মিত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার কার্য্যসূচনা করেন। সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ডের লোকান্তরগমনে সমগ্র ভারত শোকসন্তপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য চাঁদাসংগ্রহউপলক্ষে যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল, স্বয়ং বড়লাট বাহাদুর তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেক বাদানুবাদের পর কমিটিতে ধার্য্য হইয়াছিল যে একটি ব্রঞ্জের প্রতিমূর্ত্তি সম্রাটের স্মৃতিচিহ্ন হইবে ; স্যার টমাস ব্রক নামক বিখ্যাত শিল্পী ইহা নির্ম্মাণ করিবার ভারপ্রাপ্ত হইবেন।

সপ্তম এডোয়ার্ডের প্রতিমূর্ত্তি।

স্বয়ং বড়লাটবাহাদুর প্রতিমূর্ত্তিস্থাপনের স্থাননির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। দিল্লীর দুর্গ এবং সুন্দর জুম্মামস্জিদ এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূমিখণ্ড এজন্য মনোনীত হইয়াছিল। বড়লাট বাহাদুরের যত্নে একটি মনোরম উদ্যান শীঘ্রই এই স্থানকে সুশোভিত করিল। ইহারই ঠিক মাঝখানে প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইবে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ৮০০,০০ লোক ভূতপূর্ব্বসম্রাটের স্মৃতিরক্ষার জন্য চাঁদা দিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা দিল্লীতে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা এবং আরও অনেক গণ্য মান্য লোক এই উপলক্ষে সম্রাট্‌বাহাদুরের সন্নিকটে উপস্থিত থাকিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কিন্তু এতদর্থে যে প্রাঙ্গণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহার বেষ্টনীর বাহিরে অলিন্দ-গবাক্ষে ও হর্ম্ম্যচূড়ায় অসংখ্য সকৌতুক চক্ষু এই দৃশ্য দেখিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। বড়লাট বাহাদুরের মন্ত্রণাসভার সভ্যগণ, প্রাদেশিক উচ্চ-রাজপুরুষগণ, দেশীয় রাজগণ প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

৮ই ডিসেম্বর অপরাহ্নে, সম্রাজ্ঞীসহ সম্রাট্ এই উপলক্ষে রাজপথে বহির্গত হইলেন। রাজচিহ্নসমূহ এবং রক্ষিসেনাগণ সঙ্গে সঙ্গে চলিল। নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে পত্নীসহ বড়লাটবাহাদুর তাঁহাদিগকে সংবর্দ্ধনা

করিলেন। কার্য্যকরী সমিতির সভ্যগণও অভ্যর্থনার জন্য তথায় উপস্থিত ছিলেন। সম্রাট্ দম্পতী সুদৃশ্য চন্দ্রাতপনিম্নে স্থাপিত সিংহাসনোপরি উপবেশন করিলে বড়লাট-বাহাদুর রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে অল্প অগ্রসর হইয়া কার্য্যকরী সমিতির পক্ষ হইতে নিম্নলিখিতরূপ অভিনন্দনপত্র পাঠ করিলেন।

অভিনন্দন ও উত্তর।

"পরলোকগত সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ডের স্মৃতিরক্ষাকল্পে সম্মিলিত ভারতের কমিটির পক্ষ হইতে স্মৃতিশিলা স্থাপনের জন্য আপনাকে আজ অনুরোধ করিতেছি। আজ এই প্রার্থনা পূরণ করিয়া ভারতবাসীর রাজভক্তির যথোপযুক্ত পুরস্কার করিবেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

মৃত সম্রাটের প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার শাসনসময়ের সুখ, সৌভাগ্য, শান্তি ও ন্যায়পরতার চিরস্থায়ী চিহ্নস্বরূপ সমগ্র ভারতবর্ষের কৃতজ্ঞ স্মৃতি-মন্দিরে বিরাজিত থাকিবে।

এই ঐতিহাসিক নগরীতে সম্রাট্ এডোয়ার্ডের প্রতিমূর্ত্তি—ভারতবর্ষের গভীর রাজভক্তির নিদর্শনস্বরূপ বিদ্যমান থাকিবে। শুধু তাহাই নহে,—ইংরেজ রাজপুরুষগণ এবং স্বয়ং সম্রাট্ যে এই দেশের সর্ব্ববিষয়ে উন্নতির জন্য চিন্তিত, এই প্রতিমূর্ত্তি তাহারও নিদর্শন স্বরূপ।

আমরা অদ্য আপনাকে স্মৃতিশিলা স্থাপন পূর্ব্বক রাজভক্ত ভারতবাসীর হস্তে প্রতিমূর্ত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিতে অনুরোধ করিতেছি।"

সম্রাট্ তদুত্তরে বলিলেন :—

"আপনি যে অভিনন্দনপত্র পাঠ করিলেন তাহা পরলোকগত পিতৃদেবের নিকট সমগ্র ভারতবর্ষ এবং আমরা যে কি পরিমাণে ঋণী সেই স্মৃতি জাগরূক করিয়া গভীরভাবে আমার মর্ম্মস্পর্শ করিতেছে। আমাদের এই রাজন্যবংশে তিনিই প্রথম ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং ছয় বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারই আদেশে আমি এই 'অপূর্ব্ব দেশে' আসিয়াছিলাম। হায়, তখন বুঝিতে পারি নাই যে এত শীঘ্র তিনি আমাদের মায়া কাটাইয়া অনন্তপথের পথিক হইবেন। আপনি জানাইতেছেন, এই স্মৃতিসংরক্ষণ-সমিতি শুধু ব্যক্তিগত ভাবে যাঁহারা আমার পিতৃদেবের সঙ্গে পরিচিত হইবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই অর্থ লইয়া কার্য্যে অগ্রসর হ'ন নাই পরন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের জনসাধারণ এই স্মৃতিপ্রতিষ্ঠার সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। আমার পিতৃদেব এ দেশকে যেরূপ গভীর ভাবে

ভালবাসিতেন, ভারতবাসীরা তাঁহার সেই স্নেহের অকপট বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাইতেছেন, ইহাতে আমি আনন্দ লাভ করিয়াছি।

পিতার প্রতিমূর্ত্তি এই বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিকনগরীতে বিরাজিত থাকিয়া আমার বংশের সহিত ভারতকে অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ রাখিবে এবং আপনাদের প্রীতির কথা ভবিষ্যদ্‌বংশীয় ভারতবাসীকে জ্ঞাপন করিবে, ইহা চিন্তা করিয়া আমি সুখী হইয়াছি।"

অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর দান করিয়া সম্রাট্ বড়লাট বাহাদুর সহ সোপান অবলম্বনে উচ্চ মঞ্চে আরোহণ করিলেন; এখানেই তিনি প্রস্তরখণ্ড স্থাপনের অনুষ্ঠান করিবেন। সম্রাট্ সেই মঞ্চে দণ্ডায়মান হওয়ায় প্রকৃতিপুঞ্জের বড় সুবিধা হইল, কারণ অনেক দূর হইতেও সম্রাট্‌কে বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। অনুষ্ঠান শেষ হইলে বড়লাট-বাহাদুর সম্রাট্‌কে মৃতসম্রাটের স্মৃতিসূচক প্রতিমূর্ত্তির অনুকরণে গঠিত একটি ক্ষুদ্র রৌপ্যময় মূর্ত্তি অর্পণ করিলেন। অতঃপর সম্রাট্ স্বীয় শিবিরে প্রস্থান করিলেন। সম্রাট্ যে শিলা স্থাপন করিলেন, তাহাতে সুধু এই লেখা ছিল:—

সম্রাট্ এডোয়ার্ডের স্মৃতিশিলা।

"১৯১১ সনের ৮ই ডিসেম্বরে রাজা পঞ্চম জর্জ্জ কর্ত্তৃক এই শিলাটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থাপিত হইল।"

দক্ষিণদিকেও আর একটি শিলা ছিল। তাহাতে মিসার্স বেল বিরচিত নিম্নলিখিত কথা কয়টি নিবদ্ধ ছিল।

"সপ্তম এডোয়ার্ড—রাজা ও সম্রাট্। এই প্রস্তরচিহ্ন ধনী ও নির্ধন সহস্র সহস্র ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের সংগৃহীত অর্থে নির্ম্মিত হইয়া মৃত সম্রাটের গুণরাজির সকৃতজ্ঞ স্মৃতি বহন করিতেছে।

"তিনি তাঁহার প্রকৃতিপুঞ্জের পিতৃতুল্য ছিলেন। তাহাদের বিভিন্ন ধর্ম্ম ও রীতিনীতি তিনি পক্ষপাতশূন্য অকপট শ্রদ্ধার সহিত সংরক্ষণ করিতেন। পৃথিবীর প্রত্যেক মন্ত্রণাসভায় তাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ অত্যন্ত সমাদরে গৃহীত হইত। তাঁহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত তদীয় প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা, সেনানায়ক, এমন কি নিতান্ত হীন প্রজা সকলকেই—উৎসাহ প্রদান করিয়া কর্ত্তব্যে অনুপ্রাণিত করিত। তাঁহার রাজদণ্ড সমগ্র পৃথিবীর পঞ্চমাংশ অধিবাসিবৃন্দকে শাসন করিত।

"তিনি দুর্ব্বলকে রক্ষা, উপযুক্তপাত্রে পুরস্কার-দান এবং দুষ্টকে শাসন

করিতেন। তাঁহার দয়াতে রোগী দাতব্য চিকিৎসালয়, দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তি খাদ্য, তৃষ্ণার্ত্ত জলধারা এবং শিক্ষার্থী বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

"তাঁহার তরবারি সর্ব্বদাই বিজয়লাভ করিয়াছে এবং নানা জাতির সৈন্যগণ তাঁহার পতাকামূলে সমবেত হইয়া তদীয় মহিমাময় আদেশ পালন করিয়া ধন্য হইয়াছে।

"তাঁহার রণতরীসমূহ সমুদ্রপথ নিরাপদ্ রাখিয়াছে এবং তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষা করিয়াছে।

"তিনি ভূমণ্ডলের যাবতীয় জাতিকে সখ্যবন্ধনে বদ্ধ করিয়াছেন এবং তাঁহার বিস্তৃত সাম্রাজ্যের প্রজাগণকে সুনিয়ন্ত্রিত শান্তির অধিকারে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন।

তাঁহার রাজত্বকালে তদীয় প্রিয়দেশ ভারতবর্ষ নিরবচ্ছিন্ন সুখশান্তি ভোগ করিয়াছে। সেই সুশাসন মহতের উদাহরণ এবং দীন ও আর্ত্তের অবলম্বনস্থানীয় হইয়াছে। বংশানুক্রমে চিরকাল প্রবলপরাক্রান্ত সম্রাট্, দয়ালু শাসনকর্ত্তা ও ইংরেজমহাপুরুষস্বরূপ তদীয় স্মৃতি লোকের মনে জাগরুক থাকিবে।"

উপরিলিখিত কথাগুলি পারস্যভাষায় অনূদিত হইয়া সেই শিলাস্তম্ভের পশ্চিমদিকেও খোদিত হইবার ব্যবস্থা হইল।

রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডের স্মৃতি অনুষ্ঠান ভিন্ন আর একটি ব্যাপারে সম্রাট্ যোগদান করিয়াছিলেন। গুরুত্ব হিসাবে এই অনুষ্ঠানটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দিল্লীর ভিত্তিস্থাপন।

সেই কার্য্যটি দিল্লীর ভিত্তিস্থাপন। ১৫ই ডিসেম্বর অর্থাৎ দিল্লীত্যাগের একদিন পূর্ব্বে সম্রাট্ অনুষ্ঠান স্থলে উপস্থিত হইলেন। ১৩নং হুসার বাহিনী ১৭নং অশ্বারোহী সেনা দেহরক্ষক স্বরূপ সম্রাটের সঙ্গে গিয়াছিল।

সম্মানিত প্রহরিরূপে নর্দাম্বারল্যাণ্ডের ফুইসি লিয়ার প্রথম বাহিনী এবং ৪১নং ডোগ্রা প্রভৃতি এই উপলক্ষে তথায় উপস্থিত ছিল। এই উৎসবে স্থান বেশী ছিল না বলিয়া কেবল দেশীয় নৃপতিগণ এবং উচ্চরাজপুরুষগণ ভিন্ন অপর কেহ ভিতরে প্রবেশ পান নাই।

সম্রাট্ উপস্থিত হইলে ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। অতঃপর বাদ্যধ্বনি থামিলে বড়লাট বাহাদুর রাজমঞ্চের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নিম্নলিখিতরূপ সংক্ষিপ্ত অভিনন্দনপত্র পাঠ করিলেন।

"সম্রাট্ দরবার দিবস যে ঘোষণাবাণী প্রচার করিয়াছিলেন আজ তাহা সম্পূর্ণ করিতে—ভারতের অভিনব রাজধানী রূপে নূতন দিল্লীর ভিত্তিস্থাপনার্থ আগমন করিয়াছেন। দিল্লীর সন্নিকটে অনেক প্রাচীন রাজধানী স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের কোন কোনটির আদি এরূপ প্রাচীন, যে ইতিহাসপূর্ব্ব-কালের ছায়ায় তাহা অস্পষ্ট হইয়া আছে। কিন্তু অদ্য যে আশাপ্রদ ও শুভ ঘটনাবলির মধ্যে এই নবরাজধানীর পত্তন হইতেছে, ইহার পূর্ব্বে কোন রাজধানীই এরূপ সৌভাগ্যের গর্ব্ব করিতে পারে না।

"কলিকাতা হইতে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করা সম্পর্কে অনেক বিচার বিবেচনা করা হইয়াছে। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দ হইতেই এই বিতর্ক ও আলোচনা চলিয়া আসিয়াছে। অনেক পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে এরূপ বিরাট্ পরিবর্ত্তনে কাহারও কাহারও কিছু না কিছু ক্ষতি অবশ্য হইবে, সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে আমি আমার মন্ত্রণাসভার সহিত একমত হইয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহা নিবেদন করিতেছি। এই পরিবর্ত্তন অধিকাংশের পক্ষে পরম মঙ্গলকর হইবে। অল্পসংখ্যক ব্যক্তির যাহা ক্ষতি হইবে তাহাও বেশী নয়। মন্ত্রিগণসহ সম্রাট্ পরামর্শ করিয়া ভারতের অবশ্যম্ভাবী যে যে পরিবর্ত্তন সাধন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন তাহাতে ভারতের অশেষ মঙ্গল ও সুখশান্তি সাধিত হইবে। সম্রাটের এই আদেশ সমগ্র দেশ আনন্দের সহিত সমর্থন করিবে, এবং ইহাতে অতি সামান্যই মতদ্বৈধ থাকিবে, ইহাই আমরা আশা করি।

"পরিশেষে আমরা প্রার্থনা করি ভবিষ্যতের নূতন যে মহানগরীর অদ্য পত্তন হইবে, যাহার ভিত্তি সম্রাট্ স্বয়ং স্থাপন করিবেন, তাহা স্বীয় বৈজয়ন্তী-প্রভায়, এই প্রাচীন সাম্রাজ্য ও সভ্যতার কেন্দ্রস্থানে তদীয় স্মৃতিমণ্ডিত হইয়া চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।"

অভিনন্দনপত্র পাঠ শেষ করিবার সময় বড়লাট বাহাদুর প্রকাশ করিলেন যে গোয়ালিয়রের মহারাজ এই নগরে সম্রাটের একটি প্রতিমূর্ত্তিস্থাপন করিবেন এবং বিকানীরের মহারাজও এই স্থানে তদ্রূপ সাম্রাজ্ঞীর একটি প্রতিমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

বড়লাটবাহাদুরের অভিনন্দনের উত্তরে সম্রাট্ বলিলেন :—

"দিল্লীত্যাগের পূর্ব্বে নূতন দিল্লীর ভিত্তিস্থাপন করিয়া যাইতে পারায় সাম্রাজ্ঞী ও আমি অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছি।

"দরবারদিবসে যাহা ঘোষণা করিয়াছি, অদ্যকার অনুষ্ঠানে তাহা আরব্ধ হইল। আমি আশা করি ভারতের নবপরিবর্ত্তনে যে সমস্ত সুখসুবিধার কল্পনা করা গিয়াছে তাহা যেন সফল হয়। এই নবরাজধানীতে সরকারের পক্ষ হইতে যে সমস্ত প্রাসাদ ও গৃহাদি নির্ম্মিত হইবে তাহা যাহাতে এই প্রাচীন মহানগরীর যোগ্য হয় তৎপক্ষে আমরা বিশেষ যত্নবান্ হইব। আজ হইতে যে কার্য্য আরম্ভ হইল, ভগবান্ তাহার উপর আশীর্ব্বাদবর্ষণ করুন।"

উল্লিখিত কথাকয়টি বলিয়া বড়লাট সহ সম্রাট্ লর্ড হাইষ্টুয়ার্ডকে অগ্রে করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন। এইখানে ইঞ্জিনিয়ার মিঃ আর, জে, এ্যানগাসের সাহায্যে পশ্চিমদিকের ভিত্তিস্থাপন করিলেন। সম্রাট্ তদীয় মঞ্চে ফিরিয়া গেলে সাম্রাজ্ঞী পূর্ব্বদিকের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। সম্রাজ্ঞী ফিরিয়া গেলে ব্রিগেডিয়ার জেনারাল পেটন (ইনি দিল্লীর রাজদূত) উচ্চৈঃস্বরে ভিত্তিস্থাপনের বার্ত্তা সাধারণের সমীপে ঘোষণা করিলেন। সহকারী রাজদূত এই কথা উর্দ্দু ভাষায় বিজ্ঞাপিত করিলে সুমধুর স্বরে ব্যাণ্ডের বাদ্য বাজিয়া উঠিল। পাঞ্জাবের ছোটলাটবাহাদুর স্যার লুই ডেন অতঃপর করতালিধ্বনিপূর্ব্বক আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া উঠিলে সমবেত জনমণ্ডলী ও সৈন্যগণ তাহার অনুকরণ করিল। এইরূপে ভিত্তিস্থাপন কার্য্য সমাধা হইল। ইহার পরেই সম্রাট্দম্পতী সেই স্থান ত্যাগ করিয়া পুলিসপরিদর্শনে গমন করিলেন।

মহিলাগণের অভিনন্দন।

এই স্থানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে। দিল্লীতে যে সমস্ত অনুষ্ঠান হইল, তন্মধ্যে মহিলাগণকর্ত্তৃক সম্রাজ্ঞীর অভিনন্দন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাতিয়ালার মহারাণীর নেতৃত্বে ভারতীয় কুলমহিলাগণ সম্রাজ্ঞীর প্রতি সম্মান দেখাইতে সমবেত হইলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে অতি সম্ভ্রান্ত ৪০ জন মহিলা পাতিয়ালার মহারাণীকে অগ্রে করিয়া সম্রাজ্ঞী সমীপে উপস্থিত হইলেন। সম্রাজ্ঞী সিংহাসনে সমাসীন হইলে লেডি হার্ডিঞ্জ মহিলাবর্গের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলেনঃ—

"আমরা ভারতীয় মহিলাবৃন্দের প্রতিনিধি স্বরূপ আপনাকে আমাদের আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিতেছি। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই দেশে পদার্পণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। আপনি যে আমাদের মঙ্গলকামী, তাহা এই দেশে ভবদীয়

শুভাগমনেই প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু ইহাই একমাত্র প্রমাণ নহে, বহুকার্য্যে আপনার সেই হিতাকাঙ্ক্ষা ভারতবাসীরা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে।

অবরোধে নিবদ্ধ থাকিয়া ভারতীয় রমণীগণ বহির্জগতের কোন সংবাদ রাখেন না, ইহাই অনেকের ধারণা। একথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। আধুনিক সময়ে ইংরেজশাসনের সুফল স্বরূপ অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণ বিবিধরূপ সদ্‌গুণবিকাশের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রিটিশশাসনে বহুকাল যাবৎ অক্ষুণ্ণ শান্তি ভোগ করিয়া আমরা সম্মান এবং ন্যায্য অধিকার লাভ করিয়াছি। ন্যায়ানুমোদিত সুবিচার এবং প্রজার মঙ্গলেচ্ছাই যে প্রত্যেক রাজ্যের ভিত্তিস্বরূপ তাহা প্রাচীন কালের ন্যায় এখনও সর্ব্বত্র প্রমাণিত।

সম্রাজ্ঞী এবং সম্রাটের দরবারোপলক্ষে আমরা সমবেত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি সাম্রাজ্য সুদৃঢ়তর হইয়া মানবজাতির মঙ্গল সাধন করুক।"

অভিনন্দনপাঠের পর পাতিয়ালার মহারাণী ব্রিটিশভারতের যোষিৎকুলের পক্ষ হইতে হীরক খচিত ইতিহাসবিশ্রুত একটি বৃহৎ চতুষ্কোণ রক্তমাণিক্য এবং একটি হীরার ফুল খচিত রক্তমাণিক্যের ঝালর সংযুক্ত সুন্দর হার সাম্রাজ্ঞীকে উপহার প্রদান করিলেন। এই উপহার গ্রহণ করিয়া সাম্রাজ্ঞী বলিলেন:—

"আপনারা আপনাদিগের ভারতীয় ভগিনীগণের পক্ষ হইতে যে সুন্দর কথা কয়েকটি বলিলেন তাহা আমার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে। আমি সর্ব্বদাই আপনাদের মঙ্গলকামনা করিতেছি।

ভারতীয় রমণীবৃন্দের ভক্তি, আত্মত্যাগ প্রভৃতি মহৎগুণরাশির কথা ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। ভারতের মাতাগণ তাঁহাদের সন্তানদিগকে চিরদিনই সেই সমুদায় শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন।

এতদ্দেশীয় মহিলাগণ অবরোধে থাকিয়া নবশাসনের ফলে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতরূপে যে উন্নতি ও পরিবর্ত্তন অনুভব করিতেছেন—তাহা অতীব আহ্লাদের বিষয়। আমি আশা করি আপনাদিগের কন্যাগণকে আপনারা যথাযোগ্য শিক্ষা প্রদান করিবেন। তাহার ফলেই তাহারা কালক্রমে উপযুক্ত পত্নী হইতে পারিবে।

আপনারা যে মহামুল্য রত্ন আমাকে উপহার দিয়াছেন তাহা যখনই পরিধান করিব, তখনই সুদূর ইংলণ্ডে বসিয়াও আপনাদিগের ও আপনাদের প্রীতির কথা স্মরণ করিব। উহা ভবিষ্যৎবংশীয়েরা উত্তরাধিকারস্বত্বে লাভ

করিবেন এবং একথা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে যে ভারত-সম্রাজ্ঞীর সহিত তদ্দেশের মহিলাকুলের প্রথম মিলন উপলক্ষে উহা প্রদত্ত হইয়াছিল।

আপনাদের শুভকামনার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ভারতের মঙ্গল কামনায় আমিও আপনাদের সঙ্গে আন্তরিকতার সহিত যোগদান করিতেছি।"

এই কথাগুলি ইংরাজিতে পাঠ করা হইলে সি, গ্র্যাণ্ট নাম্নী একজন ইংরেজ মহিলা উর্দ্দুতে উহার পুনরুক্তি করিলেন, কারণ অনেক মহিলাই ইংরাজি ভাষার সহিত সুপরিচিত ছিলেন না। অতঃপর সম্রাজ্ঞীকে প্রত্যেক মহিলা অভিবাদন করিলে কার্য্য শেষ হইল। এই সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ লাভ করিয়া ভারতীয় মহিলাগণ বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। সম্রাজ্ঞীর অমায়িক ব্যবহারে তাঁহারা কৃতার্থ-বোধ করিয়াছিলেন।

অতঃপর যথাক্রমে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী এবং দিল্লী মিউনিসিপালিটির প্রতিনিধিগণের সঙ্গে সম্রাটের দেখাসাক্ষাৎ উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। ১৩ই ডিসেম্বর সম্রাট্‌সমীপে ইহাঁরা উপস্থিত হইয়াছিলেন।

মান্দ্রাজ ও দিল্লী-মিউনিসিপালিটি।

মান্দ্রাজ হইতে দশজন প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। তাঁহারা মান্দ্রাজের শেরিফ মিঃ এ, জে লসন মহোদয়কে অগ্রে করিয়া সাড়ে বারটার সময় সিংহাসন-মণ্ডপে সম্রাটের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। মান্দ্রাজ-অভিনন্দনের ভাবার্থ এইরূপ :—

"আমরা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর প্রতিনিধিগণ—আপনাকে ও সম্রাজ্ঞীকে দরবার-উপলক্ষে অভিনন্দন করিতেছি। যুবরাজস্বরূপ সপত্নীক একবার আপনি আমাদের প্রদেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তখন হইতেই আমরা ভক্তির সহিত আপনাদের স্মৃতি হৃদয়ে পোষণ করিতেছি। আমাদের প্রেসিডেন্সী ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রদেশ। আজ আপনাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ পাইয়া আমরা কৃতার্থ বোধ করিতেছি। আপনারা নানাপ্রকারে ভারতবর্ষের প্রতি যথেষ্ট ভালবাসা দেখাইয়াছেন, কিন্তু আপনাদের এই শুভাগমনে যতটা লোকরঞ্জন হইয়াছে, এত বোধ হয় আর কিছুতেই হয় নাই। যদিও নানাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া আপনারা আমাদের প্রদেশে পদার্পণের অবসর পান নাই, তথাপি দরবার উপলক্ষে ভারতের সমস্ত প্রদেশ হইতে সমাগত

প্রতিনিধিবর্গ এই মহোৎসবে যোগদান করিতে পারিয়া ধন্য হইয়াছে। ভগবান্ আপনাদিগকে দীর্ঘজীবী করুন। পুণ্যস্মৃতি মহারাণী ভিক্টোরিয়া এবং সপ্তম এডোয়ার্ড আমাদিগকে যে প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছেন, আপনার ও সম্রাজ্ঞী মেরী রাজত্ব কালে তাহা দৃঢ়তর হইবে, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।"

এই অভিনন্দনের উত্তরে সম্রাট্ বলেন ঃ—

"আপনাদের এই ভক্তিপূর্ণ সশ্রদ্ধ অভিনন্দনে পরম প্রীতিলাভ করিয়া আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

"অসংখ্যনামসংবলিত অভিনন্দনপত্রখানি চিরকাল আপনাদের প্রীতিপূর্ণ সংবর্দ্ধনার চিহ্নস্বরূপ আমরা যত্নের সহিত রক্ষা করিব।

"আমাদের ইতিপূর্ব্বে মান্দ্রাজ আগমনের কথা আপনারা উল্লেখ করিয়াছেন। সময়াভাবে আপনাদের প্রদেশে এবার না যাইতে পারিয়া বিশেষ দুঃখিত আছি। তবে আমরা আপনাদের সেই সময়ের আদর-যত্নের কথা ভুলি নাই।

"আমার স্বর্গীয়া পিতামহী এবং পিতৃদেবের সহানুভূতির কথা আপনারা উল্লেখ করিয়াছেন। আপনারা জানিবেন, আমি সর্ব্বদাই ভারতশাসনে তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিব।"

দিল্লী মিউনিসিপালিটির সভাপতি তথাকার ডেপুটি কমিসনার মিঃ সি, এ, ব্যারোন নিম্নলিখিতরূপ অভিনন্দন পাঠ করিলেন।

"আমরা দিল্লী মিউনিসিপালিটির সভাপতি, সহকারী সভাপতি এবং সদস্যগণ দিল্লীবাসিগণের পক্ষ হইতে আমাদের রাজভক্তি এবং সাদর সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিতেছি।

"আপনারা এই দেশ এবং ইহার অধিবাসিগণের প্রতি সদয় হইয়া যে শ্রমসাধ্য সুদীর্ঘ-পথ অতিক্রম করিয়া এখানে আসিয়াছেন এজন্য আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে সিংহাসন সমীপে উপনীত হইয়াছি। যে চিরস্মরণীয় উৎসব সম্রাট্দম্পতী এই নগরে সম্পাদন করিলেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের উপযোগী ভাষা দিল্লীবাসিগণ খুঁজিয়া পাইতেছেন না।

"দিল্লী ব্রিটিশ রাজপরিবারের সহিত পূর্ব্ব হইতে ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট। ১৮৭৭ সনে আপনার পিতামহী পুণ্যকীর্ত্তি মহারাণী ভিক্টোরিয়া, এই নগরেই 'ভারতেশ্বরী' নামগ্রহণের ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন; এখানেই আপনার

স্বর্গীয় পিতৃদেবের রাজ্যলাভের কথা বিঘোষিত হইয়াছিল। আজ আপনি দিল্লীকে যেরূপ অনুগৃহীত করিলেন দিল্লীবাসিগণ তাহা চিরকাল মনে রাখিবে।

"আমরা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশবাসীর ন্যায় দরবার-উপলক্ষে যথোচিত আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছি, কিন্তু আমাদের আনন্দের আরও একটু বিশেষত্ব আছে। ১২ই ডিসেম্বর আপনারা যুবরাজদম্পতীরূপে এই নগরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ভগবানের অনুগ্রহে কয়েকবৎসর পরে সেই একই তারিখে এখন আসিয়া দরবারের মহা অনুষ্ঠান সমাধা করিলেন। তাই ১২ই ডিসেম্বরকে আমরা বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিব, উহা আমাদের নিকট পবিত্র দিবস। দিল্লী প্রাচীন রাজা ও বাদশাহগণের ঐতিহাসিক নিদর্শনে পরিপূর্ণ, কিন্তু স্বর্গীয় সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ডের স্মৃতিচিহ্ন নাগরিকগণের যেরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছে এরূপ আর কিছুতেই করে নাই।

"সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী—আপনারা উভয়েই এই অভিনন্দন পত্রখানি পাঠ করিতে আমাদিগকে অনুমতি ও সুযোগ প্রদান করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন, এজন্য আমাদের বিনীত ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

"সর্ব্বশেষে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন সম্রাট্দম্পতী ও সম্রাট্পরিবারের উপর তাঁহার শুভাশীষ বর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে চিরনির্ব্বিঘ্ন করিয়া শান্তিতে রক্ষা করেন। আপনারা দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া রাজভক্ত প্রজাপুঞ্জের উপর শাসনদণ্ড পরিচালন করুন, ইহাই প্রার্থনা।"

সম্রাট্ এই অভিনন্দনের উত্তরে বলিলেন:—

"আপনাদের সম্বর্দ্ধনাসূচক এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিনন্দন লাভ করিয়া প্রীত হইয়াছি, আপনারা আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

"কয়েক মাস পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়াছিলাম যে ভারতে অনাবৃষ্টি হেতু দুর্ভিক্ষের সূচনা হইয়াছে। এই সংবাদে আমাদের ভারতবর্ষে আগমনের সময় বহুলোকের দুরবস্থার আশঙ্কা করিয়া ভীত হইয়াছিলাম। যাহা হউক দুর্ভিক্ষের পরিমাণ অতি সামান্যই হইয়াছে—ইহাতে ভগবানের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ! রেলপথ ও খাল প্রভৃতির বাহুল্য হওয়াতে দুর্ভিক্ষ পূর্ব্বকালের ন্যায় এখন আর অনিষ্ট করিতে পারে না। কৃষিসম্বন্ধে ভারতবর্ষে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এ দেশীয় কৃষকগণ পুরাতন রীতিতে চাষ করে সত্য, কিন্তু

তাহারা চিরকালই কার্য্যদক্ষ এবং কষ্টসহিষ্ণু। বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বিত হওয়াতেও কৃষিক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ এখন বিশেষ আশাপ্রদ হইয়াছে। বৃষ, মহিষ প্রভৃতির স্বাস্থ্যোন্নতির সহিত পঙ্গপাল নিবারণের উপায় হইয়াছে। সমবায়-নীতি অবলম্বন করিলে কৃষকেরা ভবিষ্যতে শীঘ্রই যে দেশের মহৎ উপকার সাধন করিবে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

এই দরবারোপলক্ষে দিল্লী নগরীকে সজ্জিত করিয়া নবশ্রী প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতে প্রীতি লাভ করিয়াছি। বিগত ২০ বৎসর যাবৎ আপনারা যে স্বাস্থ্যনীতি পালন করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়। উৎকৃষ্ট পানীয়ের ব্যবস্থা করিয়া ও জল নালার ক্রমোন্নতি সাধনপূর্ব্বক আপনারা ম্যালেরিয়াকে এ দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, অনেকাংশে সেই চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে; সলিলার্দ্র জঙ্গলপূর্ণ ভূমি পরিষ্কার করিয়া তাহা প্রশস্ত সমতল ময়দানে পরিণত করিতে পারিলে ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। এজন্য সর্ব্বসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞানপ্রচার আবশ্যক, তাহাদের সমবেত চেষ্টার সঙ্গে কর্ত্তৃপক্ষগণের বৈজ্ঞানিক উপায় মিলিত হইলে দেশের স্বাস্থ্যের প্রভূত কল্যাণ হইতে পারে।

"দিল্লী বহুযুগ হইতে প্রাচীন গৌরবের চিহ্নমালা বক্ষে ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছে। এই নগরীকে রাজধানীরূপে মনোনীত করার ইহাও একটি অন্যতম কারণ। ইহা দ্বারা ঐতিহাসিক প্রাচীন গৌরবের পারম্পর্য্য রক্ষিত হইল। দিল্লী ব্রিটিশ অধ্যায়েরও নানাকীর্ত্তির সহিত বিজড়িত, আমাদের সিংহাসনের সঙ্গে এই নগরী এখন আরও ঘনিষ্টতর সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবে। দিল্লীর প্রাচীন গৌরব রক্ষাকল্পে, পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট বিগত ৫০ বৎসর যাবৎ অক্লান্তভাবে চেষ্টা করিয়াছেন, এই সুন্দর নগরী তাঁহাদের চেষ্টায় নানাভাবে উন্নতিলাভ করিয়া রাজধানী হইবার যোগ্য হইয়াছে। দিল্লীকে এখন ভারতসাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্বরূপ গঠন করিতে হইলে অনেক পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, কিন্তু সেই পরিবর্ত্তনে ইহার প্রাচীন গৌরব-চিহ্নগুলি রক্ষার দিকে পূর্ব্ববৎ চেষ্টা চলিবে এবং ইহার ধনসম্পদ্ বৃদ্ধির প্রযত্ন অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত আছি।

"ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি সমগ্র ভারতের রাজধানীরূপে দিল্লী যেন শান্তি, সুখ, উন্নতি ও ন্যায়বিচারের আদর্শস্থল হইয়া পূর্ব্বতন গৌরবকে আরও বর্দ্ধিত করে।"

সম্রাট্ উল্লিখিতরূপ উত্তর প্রদান করিলে অভিনন্দন দান ব্যাপার সমাহিত হইল। সম্রাট্ সর্ব্বশুদ্ধ ৩১টি অভিনন্দন গ্রহণ করেন। তাহার মধ্যে বোম্বাই ও কলিকাতার কথা ছাড়িয়া দিলে উল্লিখিত দুইটি অভিনন্দন ব্যতীত আর কোনটিই তিনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে গ্রহণ করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই।

দিল্লীতে অবস্থানকালে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল।

রাজনিমন্ত্রণ ও উপাধি বিতরণ।

সম্রাট্দম্পতী অনেক দেশীয় নৃপতি এবং উচ্চপদস্থ রাজপুরুষকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, সর্ব্বশুদ্ধ ১৭৪ জন ব্যক্তি এই ব্যাপারে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

অতঃপর মহাসমারোহের সহিত উপাধি বিতরণ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই দেশে আসিয়া সম্রাট্ স্বয়ং উপাধি-বিতরণ করিবেন, ভারতবাসীর এই সৌভাগ্য কল্পনার অতীত ছিল।

প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ অথবা বড়লাটবাহাদুরই এতদিন রাজার প্রতিনিধিস্বরূপ উপাধি বিতরণ করিয়া আসিয়াছেন। এবার ভারতবাসীর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। স্বয়ং সম্রাট্ ভাগ্যবান্ ব্যক্তিবর্গকে উপাধি ভূষিত কবিলেন। অভিষেকোৎসব সময়ে চিরদিনই উপাধি বর্ষিত হইয়া আসিতেছে। ভারতবাসিগণ লণ্ডন হইতেই উহা লাভ করিতেন; তবে সম্রাট্ এই দেশে আসাতে এই ব্যাপার কিছু দিনের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠান কোথায় হইবে ইহা লইয়া অনেক বিচারবিতর্ক হইয়াছিল। "দেওয়ানী-আমে"ই ইহা সমাহিত হইবে এরূপ কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু রাত্রিকালে সম্রাট্কে অনেক দূর হইতে আসিতে হইবে, এই অসুবিধার জন্য সম্রাট্শিবিরেই ইহা অনুষ্ঠিত হইবে এরূপ স্থির হইল। এই উপলক্ষে প্রায় চারি সহস্র ব্যক্তি উপাধি ভূষিত হইয়াছিলেন। এই সকল ব্যক্তি এবং দর্শকবৃন্দের জন্য শিবিরে যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সম্রাট্দম্পতীর জন্য রাজমঞ্চের উপর সুবর্ণখচিত সুনীল আস্তরণের উপর সিংহাসনদ্বয় রক্ষিত ছিল। দুই পাশে তিনটি আসন সম্রাটের সহচর প্রধান ব্যক্তিত্রয়ের জন্য স্থাপিত হইয়াছিল। সিংহাসনদ্বয়ের সম্মুখে প্রশস্ত রাস্তা এবং দুইদিকে 'নাইট্স্ গ্র্যাণ্ড কমাণ্ডার' এবং 'নাইট্স্ গ্র্যাণ্ড ক্রশ' উপাধিধারী ব্যক্তিবর্গের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইহাদের পশ্চাতে

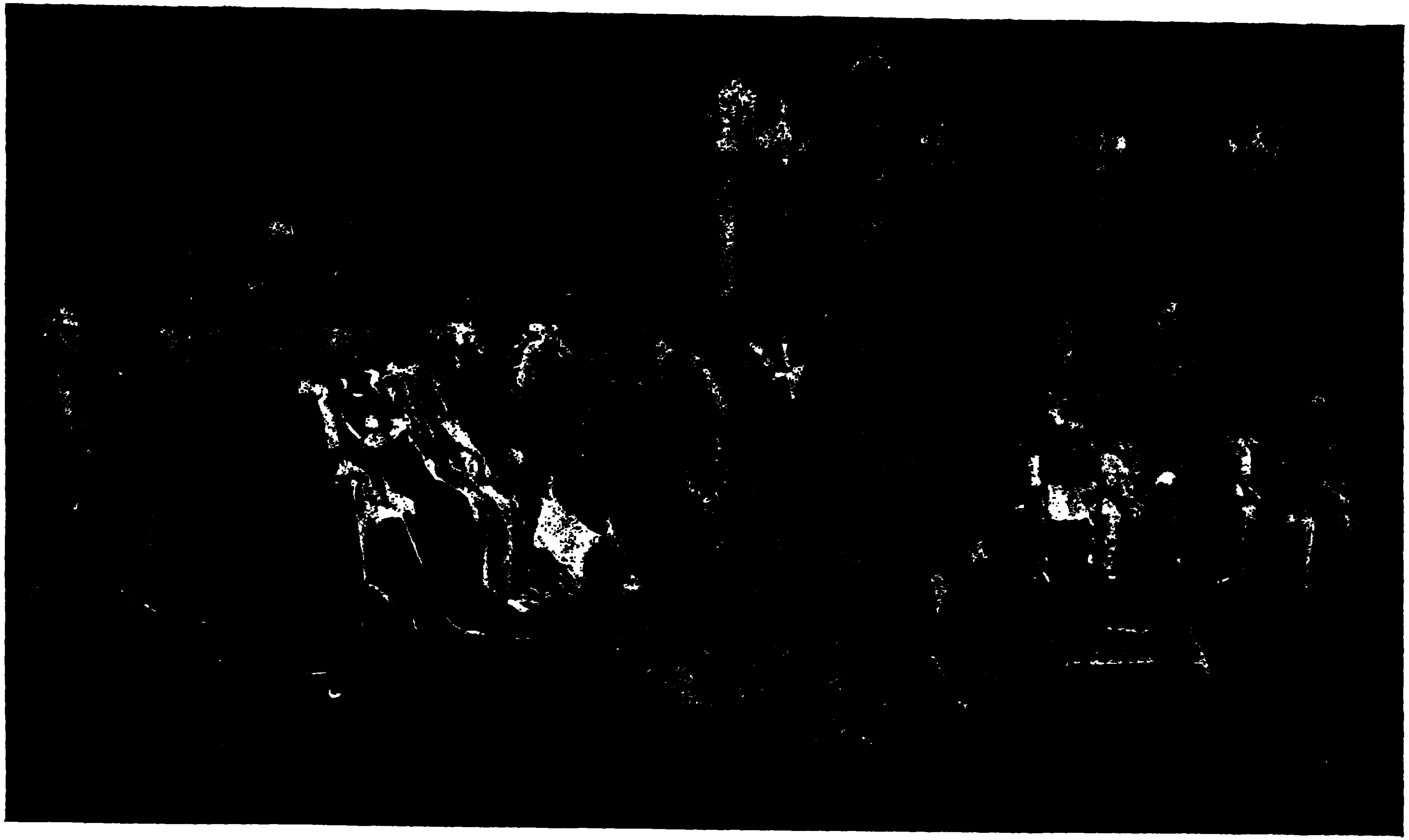

কর্তৃক উপাধি বিতরণ

অপেক্ষাকৃত নিম্নতর উপাধিধারী ব্যক্তিগণ উপবেশন করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারটি অতিশয় জাঁকজমকের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রথমে দুইজন করিয়া পংক্তি গঠিত হইয়া বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আগমন করিলেন; আশাসোটা এবং অন্যান্য মহোৎসবের চিহ্ন লইয়া প্রহরী এবং কর্ম্মচারীরা স্বীয় স্বীয় স্থান গ্রহণ করিলেন, তৎপর সপরিকর বড় লাট বাহাদুর উপস্থিত হইলেন। সিংহাসনের পার্শ্বে 'ক্যাডেট কোরে'র সৈন্যগণ দণ্ডায়মান ছিলেন; সাড়ে নয়টার সময় উচ্চৈঃস্বরে ব্যাণ্ড এবং বিজয়দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় মহাসঙ্গীত গীত হইল, তখন সম্রাট্ এবং সম্রাজ্ঞী আগমন করিয়াছেন অনুমিত হইল। তাঁহাদের সঙ্গে উজ্জ্বল ও দীপ্ত পরিচ্ছদধারী পরিকরগণ মিছিল করিয়া আগমন করিলেন। দিল্লীর রাজদূত সম্রাটের রাজদণ্ড বহন করিয়া প্রবেশ করিলেন; রাজকীয় চিহ্ন সিংহাসনের পশ্চাতে স্থাপিত হইল; সহকারী রাজদূত এই সময়ে অন্যান্য কতকগুলি স্বর্ণময় আশাসোটা লইয়া উপস্থিত হইলেন। সম্রাট্ ভারতনক্ষত্র খচিত রাজোচিত পরিচ্ছদ পরিয়া আসিয়াছিলেন এবং সম্রাজ্ঞী নীলাভ বস্ত্র মণ্ডিত হইয়া ও রক্তমাণিক্যের হীরাখচিত মুকুট পরিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহার পরিচ্ছদের উপর বিচিত্র উপাধি ও সম্মানের চিহ্ন প্রদর্শিত হইয়াছিল।

এই সময় অনুষ্ঠানের অধ্যক্ষ কার্য্যারম্ভ ঘোষণা করিলে বড়লাট বাহাদুর আসন হইতে দণ্ডায়মান হইলেন। তৎপরে সঙ্গিনীবর্গসহ সম্রাজ্ঞীকে লইয়া তাঁবুর প্রধান দ্বারের নিকট গেলেন। এই সময়ে ব্যাণ্ডে গম্ভীরস্বরে "ডিউক অফ ইউয়র্কে"'র যাত্রা-সঙ্গীত বাজিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে দলটি প্রত্যাবর্ত্তন করিলে দেখা গেল যে বড়লাট বাহাদুর এবং সম্রাজ্ঞীর কর্ম্মচারী জেনারাল স্যার ষ্টুয়ার্ট বিটসন মহোদয় "গ্র্যাণ্ড কমাণ্ডার অফ্ দি ষ্টার অফ্ ইণ্ডিয়া" নামক উপাধি চিহ্নে ভূষিত পরিচ্ছদ লইয়া সম্রাজ্ঞীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন। এই পরিচ্ছদ এক সময়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বরাঙ্গ শোভিত করিয়াছিল। সম্রাজ্ঞী সিংহাসনের পার্শ্বে আসিয়া সম্রাট্‌কে অভিবাদন করিলে সম্রাট্ "মিস্‌ট্রেস অফ দি রোব্‌স্"'এর সাহায্যে তাঁহাকে জি, সি, এস, আইর চিহ্নিত পরিচ্ছদে মণ্ডিত করিলেন। ইহার পরেই সম্রাজ্ঞী সম্রাটের হস্তচুম্বন করিলে তিনি সম্রাজ্ঞীকে গণ্ডদেশে প্রতিচুম্বন পূর্ব্বক হস্তে ধরিয়া স্বীয় পার্শ্বে বসাইলেন। সম্রাজ্ঞী উপবেশন করিলে বিভিন্ন উপাধিধারিগণ ক্রমান্বয়ে আসিয়া উপাধি লইতে লাগিলেন।

এই অনুষ্ঠান চলিতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে আগুনের মত দেখা গেল। বৈদ্যুতিক আলোগুলিও কাঁপিয়া উঠিল, অমনি 'অগ্নি নির্ব্বাপক' দলের আগমন ধ্বনি শুনা গেল। সকলেই চমৎকৃত হইলেন। এমন কি কেহ কেহ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেই ক্ষণিক উত্তেজনা সম্রাটের ভাবগম্ভীর অটলমূর্ত্তি দর্শনে মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রশমিত হইয়া গেল। আগুন শীঘ্রই নিবিল। পরে দেখা গেল যে সম্রাটের শিবিরে ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারী মারকুইস অফ্ ক্রুর প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ লুকাসের একটি তাঁবু অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে। যাহা হউক অল্পেতেই যে এই বিপদের অবসান হইল ইহা সুখের কথা। উপাধি বিতরণ শেষ হইলে দলবলসহ সম্রাট্‌দম্পতী প্রস্থান করিলেন। এইরূপে উপাধিদান উৎসব নির্ব্বিঘ্নে এবং সমারোহের সহিত সম্পাদিত হইল।

দিল্লীতে অবস্থানকালে সম্রাটের আর একটি অনুষ্ঠানও উল্লেখযোগ্য। উহা পুলিশবল পরিদর্শন এবং তাঁহাদের মধ্যে মেডেল বিতরণ। ১৫ই

পুলিসপরিদর্শন।

ডিসেম্বর নূতন দিল্লীর ভিত্তিস্থাপন করিয়া সম্রাট্ পোলো খেলিবার মাঠে পুলিশপ্রদর্শনী দেখিতে গমন করেন। পাঞ্জাব পুলিশের ইন্‌স্‌পেক্টর স্যার জেনারাল এডোয়ার্ড লি ফ্রেঞ্চের নেতৃত্বে দুইসহস্র সাতশত পুলিশের লোক প্রদর্শনী ক্ষেত্রে প্রস্তুত ছিল। সম্রাট্ পুলিশদল পরিদর্শন করিয়া ৭২ জনকে পদক উপহার দিয়াছিলেন। সম্রাট্ স্যার ই, এল্, ফ্রেঞ্চ দ্বারা পুলিশগণকে আদর-আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। বিভিন্ন প্রদেশ হইতেও পুলিসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল আসিয়াছিল। পঞ্জাব হইতে ১৬০০ শত, যুক্তপ্রদেশ হইতে ৫৫০ শত এবং মান্দ্রাজ, বোম্বাই, বঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম, ব্রহ্ম, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি সকল প্রদেশ হইতে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ক্ষুদ্রতর দল প্রত্যেক প্রদেশের ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারালের নেতৃত্বে প্রদর্শনীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠানটি দর্শকমণ্ডলীর বিশেষ তৃপ্তিপ্রদ হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠান ব্যতীত আরও অনেক অনুষ্ঠানে পদক বিতরিত হইয়াছিল; ২৬০০০ দরবার স্মৃতিজ্ঞাপক পদক ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিতরিত হইয়াছিল, ইহাদের মধ্যে দশসহস্র সৈন্যগণের ভাগ্যে পড়িয়াছিল। দুই সহস্র স্বর্ণপদক শাসনকর্ত্তৃগণ ও রাজন্যবর্গের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল।

অতঃপর সম্রাট্‌দম্পতী দিল্লীত্যাগ করিলেন। ১৬ই ডিসেম্বর সম্রাটের দিল্লীত্যাগের দিন ধার্য্য হইল। আগমনসময়ে যে প্রকার আড়ম্বর করা

সম্রাট্‌দম্পতীর সেলিমগড় হইতে গ্রহণ ৯ পৃ

এক র শিকার

[১৮২ পৃঃ

হইয়াছিল, ইচ্ছা করিয়াই এবার আর সেরূপ করা হইল না। শিবির-ত্যাগের পূর্ব্বে সম্রাট্‌দম্পতী একবার বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। হিন্দুগণ তাঁহাদের নেতা দ্বারবঙ্গের অধীশ্বর মহারাজ স্যার রামেশ্বর সিংহ মহোদয়কে অগ্রে করিয়া সংস্কৃতে মঙ্গলাচরণ করিলেন, মুসলমানগণ আরবী ভাষায় সম্রাট্‌দম্পতীর মঙ্গলকামনা করিলেন, শিখগণ সুন্দরভাবে বাঁধান একখণ্ড 'গ্রন্থ' উপহার দিলেন। এই অনুষ্ঠান শেষ হইলে করদরাজগণ তাঁহাদের উচ্চ-কর্ম্মচারিগণসহ সম্রাট্‌দম্পতীকে বিদায়সম্বর্দ্ধনা করিলেন। সম্রাট্ রাজগণের করস্পর্শ করিয়া গাড়ীতে উঠিলে গাড়ী ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিল।

দিল্লীত্যাগ।

সম্রাটের সঙ্গে যে মিছিল চলিল তাহাতে বড়লাটবাহাদুর ছিলেন না, কারণ ইতিপূর্ব্বেই তিনি সেলিমগড় রেলষ্টেশনে সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর অভ্যর্থনার জন্য গিয়াছিলেন। সম্রাট্‌দম্পতীর সঙ্গে ফাষ্ট কিঙ্গ্‌স্‌ড্রাগন গার্ডস্, ১১নং সম্রাট্ এডোয়ার্ডের ল্যান্সার্‌স্, শরীররক্ষিসৈন্যদল, রাজকীয় ক্যাডেট কোর, ৬৯নং ইনিংস্‌কিলিং ড্রাগন, রয়াল হর্স আরটিলারি, ৩০নং ল্যান্সার্‌স্ সৈন্যদল ছিল। সেনাগণের নেতা ছিলেন ব্রিগেড়িয়ার জেনারাল সি, পি, পিরি। সমস্ত রাস্তায় পংক্তিক্রমে দণ্ডায়মান সেনাগণ সম্রাট্-দম্পতীকে অভিবাদন করিয়াছিল।

সেলিমগড় ষ্টেশনে রাজকীয় গাড়ী আসিলে বড়লাট বাহাদুর এবং লেডি হার্ডিঞ্জ মহোদয়া সম্রাট্‌দম্পতীকে অভ্যর্থনা করিলেন। এইখানে বিদায়-অভ্যর্থনার জন্য প্রাদেশিকশাসনকর্ত্তৃবর্গ, দরবার কমিটির সভ্যগণ এবং অপরাপর উচ্চরাজপুরুষগণ উপস্থিত ছিলেন। সম্রাট্ অতঃপর বড়লাট-বাহাদুর এবং লেডি হার্ডিঞ্জ মহোদয়ার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক গাড়ীতে উঠিয়া নেপাল যাত্রা করিলেন। কয়েক মিনিটের পরে আর একটি ট্রেনে চড়িয়া সম্রাজ্ঞী আগ্রা-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দিল্লীত্যাগের পূর্ব্বে সম্রাজ্ঞী কুতুব মিনার ও দিল্লীর দুর্গ প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। দিল্লীর জজ তাঁহাকে এই সকল প্রাচীন চিহ্ন দেখাইবার ভার লইয়াছিলেন। সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর ট্রেন-প্ল্যাটফরম ত্যাগ করিবার সময় সম্মানচিহ্ন স্বরূপ ১০১ বার কামান ধ্বনিত হইয়াছিল। সম্রাট্ এবং সম্রাজ্ঞী যাত্রা করিলে অল্পক্ষণ পরেই সপত্নীক বড়লাটবাহাদুর দেরাদুনে প্রস্থান করিলেন।

নেপাল ও রাজপুতানা

নেপাল

নেপাল খর্ব্বাকৃতি দুর্দ্ধর্ষ গুর্খাজাতির মাতৃভূমি। ভারতবর্ষ এবং চীন এই দুই বিশাল সাম্রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত বলিয়া নেপাল সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে। এই রাজ্যের সহিত ভারতগবর্ণমেণ্টের কেবল মাত্র একবার যুদ্ধ (১৮১৪ খৃঃ) ঘটিয়াছিল। তখন লর্ড হার্ডিঞ্জ এদেশের বড়লাট ছিলেন। তিনি সীমান্তের গোলযোগের জন্য ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে এক অভিযান প্রেরণ করেন। ইহার নেতারূপে সেনাপতি অক্টরলোনি রণকুশল গুর্খাদিগকে পরাজিত করিলে উভয় রাজ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। কলিকাতার সমুচ্চ মনুমেণ্ট অক্টরলোনির স্মৃতি জাগ্রত রাখিয়াছে। যাহা হউক সেই সন্ধির ফলে উভয়রাজ্য এরূপ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে যে তদবধি গুর্খা সৈন্যগণ ভারতসাম্রাজের যুদ্ধ-বিগ্রহে সর্ব্বদাই সহায় হইয়াছে।

নেপালে ব্রিটিশ অভিযান।

সম্রাট্ যখন যুবরাজরূপে ভারতে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার একবার নেপাল ভ্রমণের ইচ্ছা ছিল। দীর্ঘ পর্য্যটন-শ্রম অপনোদনের জন্য টেরাই প্রদেশের সুন্দর বন্যভূমিতে কতকদিন শিকার করিয়া বেড়াইবেন—এই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু শিকার-শিবিরের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে ভীষণ বিসূচিকা রোগের আবির্ভাব হওয়ায় যুবরাজের সেবারে আর নেপাল যাওয়া হয় নাই। এই ঘটনায় নেপালে অত্যন্ত ক্ষোভ ও দুঃখের কারণ হইয়াছিল। ১৯০৮ সনে নেপালের প্রধান সচিব এবং প্রকৃত শাসনকর্ত্তা মহারাজ স্যর্ চন্দ্র সামসের জঙ্‌ বাহাদুর বিলাতে গিয়াছিলেন। তিনি সম্রাট্ এডোয়ার্ডের সম্মানিত অতিথিস্বরূপ কতকদিন ইংলণ্ডে বাস করিয়াছিলেন। সম্রাট্ জর্জ্জের ভারতাগমনের শুভসংবাদ পাইয়াই তিনি বড়লাটবাহাদুরকে অনুরোধ করিয়া পাঠান যেন সম্রাট্ এই উপলক্ষে শিকারার্থ একবার নেপালে পদার্পণ করেন। সম্রাট্ এই প্রস্তাব শুনিয়া সানন্দে স্বীয় অনুকূল অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। ভারতসম্রাটের যথোচিত সম্বর্দ্ধনার জন্য বিরাট্ আয়োজন হইতে

সমসের জঙ্গ বাহাদুরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ।

লাগিল। চিতাবন উপত্যকায় দুইটি বিশাল শিবির নির্ম্মিত হইল এবং শিবিরদ্বয়ের ব্যবধান ত্রিশ মাইল পথ রেললাইন পাতিয়া সংযোগ করা হইল। যাতায়াতের জন্য গভীর বনপ্রদেশ পরিষ্কৃত হইল এবং একটি ৫০ মাইল ব্যাপক দীর্ঘ পথ প্রস্তুত হইল। যখন সম্রাটের অভ্যর্থনার জন্য সমস্ত প্রস্তুত তখন একটি বিশেষ দুর্ঘটনা ঘটিয়া নেপালবাসিগণকে ক্ষণকালের জন্য গভীর বিষাদে নিক্ষেপ করিয়াছিল। ১৯১১ সনের ১১ই ডিসেম্বর নেপালের প্রজারঞ্জক মহারাজ বাহাদুর পার্থিব বন্ধন ছিন্ন করিয়া পরলোক গমন করিলেন। কিন্তু তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যুতে যেন সম্রাটের নেপালদর্শন অভিপ্রায় পরিত্যক্ত না হয়। নেপাল আগমনের যে দিন ধার্য্য হইয়াছিল, তখন মহারাজ বাহাদুরের শ্রাদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং নেপালবাসিগণের বিশেষ অনুরোধে সম্রাট্ তথায় যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

নেপালের পথে।

তিনি ১৬ই ডিসেম্বর দিল্লী ত্যাগ করিয়া ১৭ই ডিসেম্বর আরানগরে পৌঁছিলেন। পাটনা ডিবিসনের কমিশনার মিঃ ডবলিউ মড্ এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে জন্সন তাঁহাকে রেলষ্টেশনে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। প্রথমেই তিনি কলিকাতার বিশপ ডাঃ কপল্ষ্টন মহোদয়ের যাজকত্বে স্থানীয় গির্জ্জায় উপাসনা করিলেন। তাহার পরে বিহার সেচ্ছাসেবক অশ্বারোহী সৈন্য পরিদর্শন করিয়া তথাকার জজের ইতিহাস-বিশ্রুত গৃহটি দেখিতে গেলেন। ইহা সর্ব্বসাধারণের নিকট "ছোট বাড়ী" নামে সুপরিচিত। ১৮৫৭ সনে এই গৃহে অবস্থিত সাত জন ইংরাজ সেনা এবং পঞ্চাশ জন শিখসেনা বিদ্রোহী সিপাহীদিগের চারিটি বাহিনীকে পরাজিত করিয়া অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। অতঃপর সম্রাট জেলা ও সেসেন্সজজ মিঃ জি জে মোনাহানের সহিত কিয়ৎকাল আলাপ করিয়া ৪৫ নং শিখসেনাদলের কতকাংশ পরিদর্শন করিলেন। ইহাদের মধ্যে দুইজন সিপাহী বিদ্রোহের আমলে ইংরেজদিগের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল বলিয়া সম্রাট্ তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিলেন। সম্রাটের আগমনোপলক্ষে আরাবাসিগণ নগরটিকে খুব সুন্দর করিয়া সাজাইয়াছিলেন। সম্রাট নগরভ্রমণে বাহির হইলে দেখিতে পাইলেন যে বহুসংখ্যক নাগরিক তাঁহার পথের দুই ধারে বেড়া থাকাতে নিকটে আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই; এই দূরত্ব তাঁহার ভাল বোধ হইল না। তিনি বেড়া তুলিয়া দেওয়ার আদেশ করিলেন। অপরাহ্নে

তিনি আরা ত্যাগ করিলেন। ১৮ই ডিসেম্বর বেলা ১০টার সময় সম্রাট্ বি, এন, ডবলিউ রেলওয়ের "বিক্‌না থোরি" নামক নেপাল প্রান্তস্থ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। ষ্টেশনটি ক্ষুদ্র হইলেও সম্রাটের আগমনোপলক্ষে বহুলোকের সমাগমে উহা জমকালো হইয়া উঠিয়াছিল। এই স্থানে মহারাজ জঙ্গ বাহাদুর তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। এইখানে স্যার হেনরি ম্যাকমোহন সম্রাট্‌সমীপে নেপালের রেসিডেণ্ট লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল জে ম্যানারস্ স্মিথ, ডি, সি, ম্যাজর বার্ডেন, ক্যাপ্টেন ওর্টণ, মিঃ এইচ, সি, ষ্ট্রীটফিল্ড (ত্রিহুতের কমিশনার) এবং চম্পারণের কলেক্টর মিঃ জি রেণিকে উপস্থিত করিলেন। মহারাজের সঙ্গিগণকে রেসিডেণ্ট মহোদয় সম্রাটের সহিত পরিচিত করাইয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে মহারাজের দুই পুত্রও ছিলেন।

সমসের জঙ্গ বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

কয়েক মিনিট সকলের সহিত আলাপ করিয়া সম্রাট্ মটর যোগে "বিক্‌না থোরি" ত্যাগ করিয়া শিকারশিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সহিত নেপালের মহারাজ এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারাল গ্রীমষ্টোন এক গাড়ীতে ছিলেন। অন্যান্য প্রধান সঙ্গিগণ অপর চারিটি গাড়ীতে বসিয়া ছিলেন। ইহা ভিন্ন ৩৫টি গাড়ী এবং ৩০টি হস্তী এই মিছিলের শোভাবৰ্দ্ধন করিয়াছিল। সম্রাট্ ব্রিটিশ সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক নেপাল সীমায় প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার গাড়ীর উপর মাঙ্গলিক লাজ এবং চন্দন বর্ষিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ১০১ বার কামান ধ্বনিত হইয়া সম্রাটের অভিবাদন সূচনা করিল। আরও ১৩ মাইল অগ্রসর হইলে রুই নদীর তীরে উপত্যকা ভূমিতে মহারাজের দ্বিতীয় পুত্র জেনারাল বাবর সামসের জঙ্গ মহোদয় সংবাদ আনিলেন যে নিকটবর্ত্তী অরণ্যেই অনেক ব্যাঘ্র আছে। সম্রাট্ এই কথা শুনিয়াই দলবলসহ হস্তীতে আরোহণ পূর্ব্বক সেই দিকে যাত্রা করিলেন। সম্রাটের শিকার-কুশলতা সৰ্ব্বত্র সুবিদিত। এবার প্রথম শিকার তাঁহারই হাতে হইল। একটি ব্যাঘ্র লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক ছোট একটি খাল পার হওয়ার সময় শূন্যে থাকিতেই সম্রাট্ সেটাকে লক্ষ্য করিয়া বধ করিলেন। এই দিন সর্ব্বশুদ্ধ ৪টি বাঘ এবং ৩টি গণ্ডার শিকার করা হইয়াছিল। অপরাহ্নে ৫টার পর সম্রাট্ "সুখীবর" নামক স্থানের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানের চতুর্দ্দিকের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যে তিনি মোহিত হইয়াছিলেন। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি

শিকার।

শিকার হইতে প্র বর্ত্তন

৮৩ পৃঃ

ক্ষুদ্র তটিনী তীরে সম্রাট্‌শিবির অবস্থিত ছিল। সম্মুখে খরবেগা স্রোতস্বতী, পশ্চাতে নিবিড় কান্তার, আর দূরে—অতিদূরে দিক্‌চক্রবালে অঙ্কিত অস্পষ্ট মসিচিত্রবৎ গগনস্পর্শী হিমগিরির তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গ। শিবিরে সম্রাটের জন্য একটি অতিসুন্দর "বাঙ্গালা" বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহাতে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা ছিল। সম্রাটের শিবিরের চতুর্দ্দিকে ইংরেজি "এস্‌" অক্ষরের মত শিবির নির্ম্মাণ করিয়া সহচরদিগের থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন মোটর গাড়ী, আস্তাবল, হাঁসপাতাল, ডাক ও তারঘর প্রভৃতির জন্যও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাঁবু ছিল।

উল্লিখিত শিবিরসমূহের অতিনিকটেই নেপালমন্ত্রীর শিবির অবস্থিত ছিল। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পরিবারভিন্ন অনেক কর্ম্মচারীও ছিলেন। এই শিবিরের পশ্চাৎভাগে বনান্তরালে মন্ত্রী-মহাশয়ের পরিচর চতুর্দ্দশসহস্র ব্যক্তি ছয়শত হস্তী সহ অপেক্ষা করিতেছিল। সম্রাট্‌ "সুখীবর" নামক স্থানে পাঁচদিন যাপন করিলেন। প্রত্যেক দিনই প্রচুর শিকার লাভ হইয়াছিল। ষষ্ঠদিনে সম্রাট্‌ সুখীবর ত্যাগ করিয়া আট মাইল দূরে "কাস্রা" নামক শিবিরে গেলেন। সুখীবরের সমস্ত লোকজনই সেস্থান ত্যাগ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে "কাস্রা"তে আড্ডা লইয়াছিল। পূর্ব্বস্থানের ন্যায় এখানেও কয়েকদিন সম্রাট্‌ বন্যপশু শিকার করিলেন।

২৪শে ডিসেম্বর সম্রাট্‌ আর শিকারে গেলেন না। সেদিন প্রথমেই ভগবানের উপাসনা করিয়া মহিলাগণের একটি ভোজের ব্যবস্থা করিলেন। অপরাহ্ণে অন্যান্য কার্য্য শেষ করিয়া জেনারাল কৈশার সামসের সহ নেপাল-দেশীয় জীবজন্তু পরিদর্শন করিলেন। এগুলি মন্ত্রীমহাশয় উপহারস্বরূপ সম্রাট্‌কে দান করিয়াছিলেন। নেপালের নানাপ্রকারের প্রায় ৭০ রকম জীবজন্তু ইহার মধ্যে ছিল। ইহাদের মধ্যে অপগণ্ড হস্তী ও গণ্ডার শাবক হইতে তিব্বত সীমান্তের "জঙ্গলী" গাধা প্রভৃতি বিবিধ জীব দৃষ্ট হইয়াছিল।

মন্ত্রী মহারাজের উপহার।

এই উপহার সম্রাটের বিশেষ প্রীতিকর হইয়াছিল, ইহার মধ্যে 'সৌ' নামক দুষ্প্রাপ্য অদ্ভুত জন্তু এখন লণ্ডনের পশুশালায় আছে। অতঃপর সম্রাট্‌ নেপালী কলা-শিল্পের বিবিধ নিদর্শন পরিদর্শন করেন। এইগুলিও তাঁহাকে উপহৃত হইয়াছিল। এই সুন্দর দ্রব্যগুলি এখন ভিক্টোরিয়া এবং এলবার্ট মিউজিয়মদ্বয়ে সুরক্ষিত আছে।

সন্ধ্যা সমাগত হইলে সম্রাট্ তাঁহার ড্রয়িংরুমে একটি সভা আহ্বান পূর্ব্বক মহারাজ স্যার চন্দ্র সামসের জঙ্গ মহোদয়কে "নাইট গ্র্যাণ্ড কমাণ্ডার অফ্ দি রয়াল ভিক্টোরিয়ান অর্ডার" উপাধি এবং স্বর্ণময় দরবার-পদক প্রদান করিলেন। মহারাজের ভ্রাতা জেনারেল ভীম সাম্‌সের জঙ্গ ও নাইট 'কমাণ্ডার অফ্ দি রয়াল ভিক্টোরিয়ান অর্ডার' উপাধি লাভ করেন। সৈন্যগণও দুইহাজার রাইফেল এবং প্রচুর পরিমাণে গুলি বারুদ উপহার পাইয়াছিল। অতঃপর সম্রাট্ মহারাজের ভ্রাতা, পুত্র প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ করিয়া প্রত্যেককেই কিছু কিছু স্মারকচিহ্ন উপহার দিলেন। শিকারসহচর কর্ম্মচারী এবং ভৃত্যবর্গ প্রত্যেকই কিছু না কিছু উপহার লাভ করিয়াছিল।

মন্ত্রী মহারাজের উপাধি।

এই সকল কাজ শেষ করিয়া সম্রাট্ আবর-অভিযানে নিযুক্ত সেনাপতিকে নিম্নরূপ তার করিলেন :--

"খৃষ্টমাস এবং নববর্ষ উপলক্ষে আপনাকে এবং আপনার সৈন্যগণকে আমার মঙ্গলকামনা বিজ্ঞাপিত করিতেছি। আপনি জয়লাভ করিয়া শীঘ্রই যেন অভিযানের অবসান করেন।"

তার পরদিন খৃষ্টমাস্। সম্রাট্ প্রথমেই উপাসনা সমাধা করিয়া, শিকার করিতে গেলেন। এইদিন শিকারের যেরূপ আয়োজন হইয়াছিল এমন আর কোন দিন হয় নাই। প্রায় ছয়শত হস্তীদ্বারা শিকারস্থান পরিবেষ্টিত হইয়াছিল। সম্রাট্ স্বয়ং এইদিন শিকারের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম ব্যাঘ্র হনন করিয়াছিলেন।

শিকার, হস্তীর খেলা দর্শন প্রভৃতি এবং নেপাল ত্যাগ।

২৭শে ডিসেম্বর সম্রাট্ কতিপয় রণহস্তীর খেলা দর্শন করিয়াছিলেন, এবং তাহার পর তিনি সিপাহীবিদ্রোহের সময়কার দুইজন নেপালী বৃদ্ধ সেনাপতির সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলেন। সন্ধ্যাবেলা উল্লিখিত ব্যাপার-সমূহের সমাধা হইলে সম্রাটের সঙ্গিবর্গ মহারাজের শিবিরে গেলেন। সেখানে ডিউক অফ টেক মহোদয় সম্রাটের পক্ষ হইতে ধন্যবাদজ্ঞাপক পত্র পাঠ করিলেন। সেই সান্ধ্যসম্মিলনে ইহাঁদের পরস্পরের হিতাকাঙ্ক্ষা ও বন্ধুত্বসূচক অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। কিছু পরেই সম্রাট্ নেপালের ব্রিটিশ রেসিডেন্ট মহোদয়কে 'কমাণ্ডার অফ দি রয়াল ভিক্টোরিয়ান অর্ডার'

নামক উপাধিভূষিত করেন। মেজর বার্ডেন মহোদয়ও 'সি, আই, ই' নামক সম্মানিত উপাধি পাইয়াছিলেন এবং উভয়েই দরবার পদক লাভ করিয়াছিলেন। রেসিডেণ্ট মহাশয়ের অন্যান্য কর্ম্মচারিগণও স্মারকচিহ্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

২৮শে ডিসেম্বর তারিখ সম্রাটের নেপাল প্রবাসের শেষ দিন। সেইদিন প্রাতে সম্রাট্ নেপালীসৈন্যের প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। সেনাগণের নায়ক ছিলেন সিনিওর কম্যাণ্ডিং জেনারাল যুধা সামসের জঙ্গ রাণা মহোদয়। হস্তিপৃষ্ঠে সম্রাট্ সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় রেল ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। নেপালসীমা অতিক্রম করিবার সময় নেপাল গবর্ণমেণ্ট ১০১টি তোপধ্বনি করিয়া সম্রাটকে বিদায়সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

এইরূপে সম্রাটের নেপালভ্রমণ শেষ হইল। তাঁহার নেপালযাত্রা সর্ব্বপ্রকারে সার্থক হইয়াছিল। ইহা শুধু শিকার ও আরণ্য উৎসবের অভিব্যঞ্জনায় সমাহিত হয় নাই, এই সূত্রে নেপালের সঙ্গে ভারতগবর্ণমেণ্টের সখ্য-সূত্র দৃঢ়তর হইয়াছে। ব্যক্তিগতভাবেও মহারাজ সামসের জঙ্গের সহিত পূর্ব্বের বন্ধুত্ব যে এই উপলক্ষে আরও ঘনীভূত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

নেপালে সম্রাট্ ৩৯টি ব্যাঘ্র, ১৮টি গণ্ডার এবং ৪টি ভাল্লুক শিকার করিয়াছিলেন। মহারাজ সামসের জঙ্গের আতিথ্যে ও সৌজন্যে সম্রাট্ বিশেষরূপে আপ্যায়িত হইয়াছিলেন।

রাজপুতানা

ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সম্রাট্ নেপাল যাত্রা করিলে সম্রাজ্ঞী আগ্রা এবং রাজপুতানা পরিদর্শনে বহির্গত হইলেন। ১৬ই ডিসেম্বর সন্ধ্যাকালে তিনি আগ্রা পৌঁছিয়াছিলেন। রেলষ্টেশনে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সম্রাজ্ঞী অভ্যর্থনার্থ দণ্ডায়মান ছিলেন। আগ্রার কমিশনার মিঃ রেনল্ড্স্ মহোদয় সম্রাজ্ঞীকে লইয়া 'সারকুইট' গৃহে উপস্থিত হইলেন। সাম্রাজ্ঞীর সম্মানার্থ পূর্ব্ব হইতেই রেলষ্টেশনে ১৩নং রাজপুত এবং 'সারকুইট' গৃহে আইরিশ-বাহিনী সম্মানিত প্রহরীস্বরূপ প্রস্তুত ছিল। 'সারকুইট' গৃহটি সম্রাজ্ঞীর নিকট অপরিচিত নহে, কারণ যুবরাজপত্নীরূপে ১৯০৫ সনে এই হর্ম্ম্যতলে তিনি যুবরাজের সহিত বাস করিয়াছিলেন, সম্রাজ্ঞীর সঙ্গিনীগণ নিকটবর্ত্তী তাঁবুতে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। সম্রাজ্ঞী চিরদিনই ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক নির্শনসমূহের একান্ত অনুরাগিণী, এজন্য অনতিবিলম্বে সুবিখ্যাত তাজমহল পরিদর্শন করিবার উদ্যোগ করিলেন। তিনি ১৭ই ডিসেম্বর প্রাতে উপাসনা শেষ করিয়া অপরাহ্নে আগ্রাদুর্গ পরিদর্শনে বহির্গত হইয়াছিলেন। সম্রাজ্ঞী এই সময়ে নুরজাহানের পিতা এবং জাহাঙ্গীর বাদসাহের শ্বশুর উজির ইতিমদ্দৌলার প্রসিদ্ধ সমাধিমন্দির দর্শন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকালে তিনি গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সেই সময়কার সায়াহ্নভোজে সামরিক এবং অসামরিক উচ্চরাজপুরুষগণ উপস্থিত ছিলেন।

সম্রাজ্ঞীর তাজমহল প্রভৃতি পরিদর্শন।

আগ্রা হইতে ২২ মাইল দূরে ফতেপুর সিক্রি নামক নগর। ১৮ই ডিসেম্বর সম্রাজ্ঞী এই নগর দেখিতে যাত্রা করিলেন। ব্রিটিশ এবং মুসলমানি মনুমেণ্ট সমূহের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ স্যাণ্ডারসন মহোদয় তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া সমস্ত উল্লেখযোগ্য স্থান দেখাইয়াছিলেন। স্থাপত্যশিল্পের প্রকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া সম্রাজ্ঞী অত্যন্ত মনোযোগের সহিত "সালিম চিস্তি"র সমাধিস্থান এবং তুর্কি সুলতানার গৃহ দর্শন করিয়াছিলেন। ১৯শে ডিসেম্বর পুনরায় তাজমহল দর্শন করিয়া আগ্রা ত্যাগ করিয়া তিনি জয়পুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

জয়পুর যাত্রা।

জয়পুর রেলষ্টেশনে গাড়ী থামিলে মহারাজ স্বয়ং সম্রাজ্ঞী-সমীপে গমন করিয়া বশ্যতার নিদর্শনস্বরূপ স্বীয় তরবারি সম্রাজ্ঞীর পদপ্রান্তে স্থাপন করিলেন। এদিকে সম্মানিত প্রহরী-সৈন্যগণ সম্মানসূচক ধ্বনি করিয়া মহারাণীকে অভিবাদন করিল। এই সময় রেসিডেণ্ট লেফটেন্যাণ্ট-কর্ণেল এইচ, এল, সাওয়ার্স এবং কতিপয় কর্ম্মচারী এবং সর্দ্দারগণ সম্রাজ্ঞীকে অভিবাদন করিলে, অতঃপর তিনি গাড়ীতে উঠিলেন। চারিদল হিন্দুবালিকা এই সময় গাড়ীর অগ্রে অগ্রে পুষ্প বর্ষণ করিয়া সম্রাজ্ঞীর সম্বর্দ্ধনা করিল। মহারাজ স্বয়ং সম্রাজ্ঞীর সহিত রেসিডেন্সী পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। করণসর এবং চমুর ঠাকুরদ্বয় এবং মেজর হোল্ডেন দিওলি রেজিমেণ্টের আটজন "সোয়ার" সহ গাড়ীর দুই পার্শ্বে অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন। ইহা ছাড়া মহারাজের সৈন্যদলের একশত জন অশ্বারোহী সেনা রক্ষিসৈন্যরূপে সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিল। এই সময়ে রাজপথের দুই দিকে বর্শাধারী সৈন্য বর্ম্মাচ্ছাদিতদেহ অশ্বারোহিগণ, অৰ্দ্ধ উলঙ্গ নাগা সৈন্য, কামানবাহী উষ্ট্র এবং বিচিত্রবর্ণের হাওদাযুক্ত হস্তিসকল অপেক্ষা করিতেছিল।

রেসিডেন্সীর সম্মুখে সম্মানিত দেহরক্ষিস্বরূপ ৪২ নং দেওলি রেজিমেণ্ট প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সম্রাজ্ঞী রেসিডেন্সীতে পৌঁছিলে শ্রীমতী সাওয়ার্স তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। স্বয়ং মহারাজ সম্রাজ্ঞীকে তাঁহার কক্ষে পৌঁছাইয়া দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। অপরাহ্নে সাম্রাজ্ঞী মেয়ো হাঁসপাতাল এবং এ্যালবার্ট মিউজিয়ম পরিদর্শন করেন। স্বর্গীয় সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ড ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ইহার ভিত্তিস্থাপন করেন। পরদিন প্রাতে জয়পুরের পুরাতন রাজধানী 'অম্বর' দর্শন করিবার দিবস। অম্বর জয়পুর হইতে ছয়মাইল দূরে অবস্থিত। রেসিডেণ্ট মহোদয় শ্রীমতী সাওয়ার্স, ডিভনসায়ারের ডাচেস এবং অনারেবল ভিনিসিয়া বেরিং প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সম্রাজ্ঞীর সহিত অম্বর দর্শনে গিয়াছিলেন। মহারাজের মন্ত্রণাসভার সদস্যনেতা নবাব স্যার ফৈয়াজ আলি খাঁ মহোদয় দ্রষ্টব্যস্থানসমূহ দেখাইয়াছিলেন। পাহাড়ের উপরে স্থিত অম্বর প্রাসাদ দুরারোহ, সম্রাজ্ঞীকে হস্তিপৃষ্ঠে উঠিতে হইয়াছিল। অম্বরের পথে তিনি নহরগড়ের দুর্গ দর্শন করিয়াছিলেন। এখানে মহারাজের ধনরত্নাদি রক্ষিত। অম্বরদর্শন সমাধা করিয়া সম্রাজ্ঞী যতবারা নামক স্থানের প্রাসাদ ও উদ্যান পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

এই উপলক্ষে সকলেই মোটরযানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। মহারাজকে মোটরে চড়িতে দেখিয়া প্রজাগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। কারণ তিনি উক্ত বৈজ্ঞানিক নবযান ইহার পূর্ব্বে কখনও ব্যবহার করেন নাই। সন্ধ্যাকালে রেসিডেন্সীতে ভোজের আয়োজন হয়। অতঃপর নাগাদের নৃত্য দেখিয়া সম্রাজ্ঞী তৎপরদিন জয়পুর ত্যাগ করেন। সম্রাজ্ঞী এই রাজ্য পরিভ্রমণসময় একবার গোযান আরোহণ পূর্ব্বক এই শকট-শয্যার অভূত-পূর্ব্বঅভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। জয়পুর হইতে তিনি আজমীর-অভিমুখে রওণা হইলেন। জয়পুরে অল্পস্থায়ী প্রবাসোপলক্ষে সম্রাজ্ঞী তথাকার সাম্রাজ্যসহায় সেনাদল পরিদর্শন করিয়াছিলেন; রায়বাহাদুর ধনপৎ রায় ইহাদের নেতা। চিত্রল অভিযানের সময় সংবাদপ্রাপ্তির ২৫ ঘণ্টার মধ্যে ইহারা যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল।

আজমিরে যাত্রা।

আজমীর একটি ক্ষুদ্র ব্রিটিশ প্রদেশের প্রধান নগর। এই নগর রাজপুতানার ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। রেলগাড়ী আজমীর ষ্টেশনে থামিলে এজেণ্ট স্যার ইলিয়ট কল্‌ভিন মহোদয় সস্ত্রীক সম্রাজ্ঞীকে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীদিগকে রাজ্ঞীর সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। সৈন্যদল দলবদ্ধ হইয়া পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। সম্রাজ্ঞী পৌঁছিলেই তাহারা তাঁহাকে সামরিক নিয়মানুসারে সম্বর্দ্ধনা করিল। ষ্টেশন ত্যাগ করিয়া সম্রাজ্ঞী মেয়ো কলেজ অভিমুখে প্রস্থান করেন। এই কলেজটি ১৮৭৭ সনে স্থাপিত হয়। মেয়ো কলেজ রাজকুমার-কলেজসমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যাহাতে রাজকুমারেরা পাশ্চাত্য বিদ্যায় যথোচিত পারদর্শী হইয়া ভবিষ্যতে প্রজাপুঞ্জের সুখশান্তিবিধান করিতে পারেন, এই শুভাকাঙ্ক্ষায় মেয়ো কলেজটি স্থাপিত হইয়াছে। রাজকুমারগণের বাসের ব্যবস্থা অতি সুন্দর। প্রত্যেক রাজ্য অথবা প্রত্যেক রাজ্যসমষ্টির জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাড়ীর ব্যবস্থা অতি মনোরম এবং বিচিত্র। প্রত্যেক বাড়ীই স্ব স্ব দেশের প্রথায় নির্ম্মিত ও সজ্জিত হওয়াতে তাহাদের দেশের বিশেষত্বব্যঞ্জক হইয়াছে। সম্রাজ্ঞী কলেজে উপস্থিত হইলেই অধ্যক্ষ মিঃ সি, ডবলিউ ওয়েলিংটন তাঁহার সমুচিত অভ্যর্থনা করেন। এ সময়ে ছাত্রগণ (সংখ্যা ২০০) এবং ভারতীয় অধ্যাপকবৃন্দ সিঁড়ির দুই ধারে বিচিত্রবর্ণের শিরস্ত্রাণ ও পরিচ্ছদে শোভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সম্রাজ্ঞী 'হলে' প্রবেশ করিয়া

উপবেশন করিলে একে একে মনিটারগণ ও প্রফেসরগণের সহিত পরিচিত হইলেন। প্রধান মনিটর জয়পুর-পিপ্‌লার কানোয়ার দেবী সিংহ তাঁহাকে একটি কলেজের এলবাম এবং কলেজপত্রিকা উপহার দিয়াছিলেন। সম্রাজ্ঞী অতঃপর ছাত্রদিগের আবাস দর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের নানাপ্রকার খেলা দেখিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন। ভরতপুরের বালক মহারাজও এই কলেজে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। তিনি সম্রাজ্ঞীকে একটি রক্তবর্ণের গোলাপের তোড়া উপহার দিয়াছিলেন। মহারাণী ইহার পর কলেজের কার্য্যে নিযুক্ত মহিলাদিগের সহিত আলাপ করিয়া বিদায়গ্রহণ করেন। তাঁহার আগমনোপলক্ষে কলেজ ৭ দিন বন্ধ রাখিবার আদেশ হইয়াছিল। সেখান হইতে তিনি রেসিডেণ্টের নিকেতনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে একটি মহাভোজের আয়োজন করা হইয়াছিল। এজেণ্ট মহোদয়, লেডী কল্‌ভিন এবং অন্যান্য অনেক উচ্চরাজকর্ম্মচারী ইহাতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। আনাসাগর নামক হ্রদের ঊর্দ্ধে অবস্থিত রেসিডেণ্টের আবাসগৃহ চিত্রের ন্যায় দেখাইতেছিল। এই হ্রদের তীরে সাজাহান-কৃত শুভ্র দরবারগৃহ এবং সুন্দর অলিন্দ শোভা পাইতেছিল। সান্ধ্যভোজের পরিসমাপ্তির পরে মহারাণী রাজপুরুষগণ এবং কর্ম্মচারী পরিবৃত হইয়া আজমীরনগর দর্শনার্থ বহির্গত হইলেন। নগরটি এই সময় আলোকমালায় বিভূষিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল। সম্রাজ্ঞী পরদিবস প্রাতে মোটরযোগে পুষ্করহ্রদ দেখিতে যান। পুষ্কর হিন্দুদিগের চক্ষে অতি পবিত্র। এখানে চতুর্মুখ ব্রহ্মার প্রতিমূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। সমগ্র ভারতে ব্রহ্মার মাত্র চারিটি মন্দির আছে, পুষ্করে তাহার অন্যতম। প্রত্যাবর্ত্তনকালে সম্রাজ্ঞী পুষ্করতীর্থে কিছু দান করিয়া গিয়াছিলেন। এস্থান হইতে ফিরিয়া তিনি নগরদর্শন করেন। নগরটি অতি পুরাতন। ১৩৫ খৃঃ অব্দে ইহা স্থাপিত হইয়াছিল। আকবরের সময় হইতে মোগল বাদ্‌সাহগণ আজমীর দুর্গে অনেক সময়ে বাস করিতেন। বাদ্‌সাহ জাহাঙ্গীর আজমীর দুর্গেই ভারতে সমাগত প্রথম ইংরাজ রাজদূতকে সাক্ষাৎ দান করিয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে নগরটি মারাঠাদিগের হাত হইতে ব্রিটিশহস্তগত হয়। তদবধি ইহা ইংরাজের অধীনেই আছে। এই নগরে সম্রাজ্ঞী যতস্থান দেখিয়াছেন, তন্মধ্যে খাজা সাহেবের দরগা উল্লেখযোগ্য। সম্রাট্ আকবর এখানে প্রায়ই আসিতেন। ধর্ম্ম-প্রাণ মুসলমানগণের মধ্যে অনেকেই এস্থানটি দর্শনার্থ আগমন করিয়া

থাকেন। দ্বাদশ শতাব্দীর ইতিহাসবিশ্রুত সাধু মৈনুদ্দিন চিস্তির সমাধি এখানে পরিদৃষ্ট হয়। চিতোর আক্রমণে লব্ধ দামামা এবং পিত্তলনির্ম্মিত দীপাধার এখানে রক্ষিত আছে। এই তীর্থে আজমীরের কমিশনার লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল ডবলিউ স্যার ষ্টাটন মহোদয় সম্রাজ্ঞীর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তীর্থ-সমিতির সদস্যগণ স্বর্ণ ও রৌপ্য সূত্র দ্বারা গ্রথিত একটি রমণীয় কুসুমস্তবক মহারাণীকে উপহার দিয়াছিলেন। আজমীর ত্যাগের পূর্ব্বে তিনি আর একটি স্থান দর্শন করেন—তাহার নাম "আড়্হাই দিন্কা ঝোনপ্রা"। এটি একটি মস্জিদ। কথিত আছে চৌহান রাজা বসুদেব এখানে একটি হিন্দুকলেজ নির্ম্মাণ করেন। বহুদিন পরে মহম্মদ ঘোরী যখন ভারতে প্রবেশ করেন, তিনি তখন এখানে আসিয়া প্রচার করেন যে আড়াই দিনের মধ্যে কলেজটি মস্জিদে পরিণত করিয়া তিনি সেইখানে ভজনা করিবেন। তাঁহার আদেশ কার্য্যে পরিণত হইল। তদবধি কলেজ মস্জিদে পরিণত হইয়া উল্লিখিত নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

সম্রাজ্ঞী ২৩শে ডিসেম্বর প্রাতে মোটরযোগে আজমীর হইতে বুন্দি অভিমুখে প্রস্থান করেন। তাঁহার যাত্রাকালে ৩১ বার তোপধ্বনি করিয়া বিদায়সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। সৈন্যগণও পথের দুই ধারে পংক্তি গঠন করিয়া সামরিক প্রথায় তাঁহাকে অভিবাদন করিয়াছিল। গমন কালে তিনি রাজা এডোয়ার্ড (৭ম) এবং ভূতপূর্ব্ব স্যার কার্জ্জন ওয়াইলির স্মৃতিচিহ্নযুক্ত স্থানগুলি দেখিয়া লইয়াছিলেন। মেয়ো কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ দলবদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে বিদায় অভিবাদন করিয়াছিলেন; উচ্চ আনন্দকলরবে অভিনন্দিত হইয়া সহাস্যমুখে সম্রাজ্ঞী আজমীর পরিত্যাগ করেন।

পার্ব্বত্য বিচিত্র ভূমি অতিক্রম করিয়া বুন্দি রাজ্যের সীমান্তে পৌঁছিলে মহারাও রাজা হাতী, ঘোড়া লোকজন প্রভৃতি লইয়া সম্রাজ্ঞীকে অভ্যর্থনা করিলেন। নগরের চারিদিক প্রাকারবেষ্টিত। উহার চারিটি দ্বার। বুন্দি উচ্চ প্রস্তরময় শৈলের অভ্যন্তরে বিরাজিত। সঙ্কীর্ণ রাস্তা অতিক্রম করার পর দুর্গ সমন্বিত বিশাল রাজপুরীর শুভ্র দৃশ্য মহারাণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এই রাজপুরীসম্বন্ধে রাজস্থানের ইতিহাসলেখক টড বলিয়াছেন, "রাজপুতনার সুন্দর প্রাসাদসমূহের মধ্যে বুন্দির রাজপ্রাসাদ সুন্দরতম। বহু রাজা যুগযুগান্তরের চেষ্টায় এক বিশাল প্রাসাদপংক্তি নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন,

বুন্দিতে।

তাহারা বিভিন্ন যুগে নির্ম্মিত হইলেও একই প্রকারের স্থাপত্যের নিদর্শন। সহসা উন্নত পর্ব্বতশ্রেণীর প্রাকৃতিক সমাবেশে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া প্রাসাদ-পংক্তির অবিচ্ছিন্নতা ও স্থাপত্যশোভার একত্ব ভঙ্গ হইয়াছে এবং সমস্ত দৃশ্যটির বৈচিত্র্য সাধন করিয়াছে।" নগরের রাস্তাগুলি সঙ্কীর্ণ কিন্তু পাকা ও পরিষ্কার এবং পাহাড় বাহিয়া ক্রমে উচ্চে উঠিয়াছে। এই পথে যাইতে যাইতে মহারাজ্ঞী দেখিলেন, প্রাচীন রাজপ্রাসাদগুলির উচ্চচূড় দূর আকাশের অঙ্গে মিশিয়া আছে। তিনি শিবিরে উপস্থিত হওয়ার কিছু পরে বুন্দিরাজ তাঁহাকে লইয়া সেই স্থান হইতে তিনমাইল দূরে একটি হ্রদতীরে অবস্থিত 'সুখমহাল' নামক প্রাসাদে লইয়া গেলেন। ভোজনান্তে মহারাজ্ঞীকে বুন্দিরাজ নিম্নলিখিত ভাবে অভিনন্দিত করিলেন।

"আজ বুন্দির অতীব শুভ দিন। আমার এবং আমার পরিবারবর্গ কৃতার্থ হইল। ভগবানের অনুগ্রহে আপনি এখানে শুভপদার্পণ করাতে আমাদের চিরপোষিত আশা ফলবতী হইয়াছে। সম্রাট্ এখানে আসিলে আরও আহ্লাদিত হইতাম। রেল না থাকাতেও আপনি যে কষ্টস্বীকার করিয়া আমার রাজ্যে আসিয়াছেন ইহা আপনার বিশেষ অনুগ্রহ ভিন্ন আর কিরূপে হইতে পারিত? আপনার সুশাসন দীর্ঘ হইয়া ভারতীয় রাজা ও প্রজাগণের সুখশান্তির কারণ হউক। আপনার আগমনে আমি আশাতীতরূপে ধন্য হইয়াছি। আমার স্বর্গগত পিতৃদেব এই সৌভাগ্যের জন্য লালায়িত ছিলেন। আজ আমার ভাগ্যে তাহা সংঘটিত হইল। বৃটিশজাতি ভারতবর্ষের নানা বিভাগে যে অসীম কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। দিল্লী দরবারের রাজকীয় ঘোষণাপত্র ভারতকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছে। আমি কেবল নিজের কথা বলিতেছি না—সমস্ত ভারতের মতও এই। টডের রাজস্থান এবং অন্যান্য ইতিহাসে আমার বংশের রাজভক্তির কথা বিশেষরূপে লিখিত আছে। আমার বংশের অনেকেই রাজভক্তির জন্য যুদ্ধে অকাতরে প্রাণ দিয়াছেন, ভবিষ্যতে আবশ্যক হইলে আমিও আমার পূর্ব্বপুরুষের পদাঙ্কানুসরণ করিতে পশ্চাৎপদ হইব না।"

বুন্দিতে সম্রাজ্ঞী অনেক স্থান দেখিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকালে আলোকমালায় সুসজ্জিত হইয়া বুন্দি অতি রমণীয় হইয়াছিল। বুন্দিবাসিগণ যখন শুনিল যে সম্রাজ্ঞী তাহাদের সমাদরে পরিতৃপ্ত হইয়া সম্রাটের নিকট তার করিয়াছেন তখন তাহাদের আর আনন্দের অবধি রহিল না। সম্রাজ্ঞী প্রথমেই অস্ত্রাগার

পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তারপরে রৌপ্যময় পাল্কীতে আরোহণ করিয়া দরিখানা, ছত্তরমহল প্রাসাদ, সারবাগ, শিকার-বুরুজ এবং ফুলসাগর হ্রদ প্রভৃতি দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। সমস্ত দ্রষ্টব্যস্থান দেখা হইলে তিনি বুন্দিরাজকে নিজের ক্ষুদ্র একটি ছবি উপহার দান করিয়া কোটা রাজ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

কোটা রাজ্যের রাজধানী কোটানগরী চম্বল নদীর অপর তীরে অবস্থিত। নদীর উপরে ভাসমান সেতু পার হইলেই কোটার এজেণ্ট মহোদয়ের গৃহ। কোটারাজ, এজেণ্ট লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল আর-বি-বার্‌ক্‌লি ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দ সম্রাজ্ঞীকে বিশেষ আদর আপ্যায়নে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। সম্রাজ্ঞী কোটাতে উপস্থিত হইলেই মহারাজ "মেজাজ পুর্‌ষি" নামক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সমাধা করেন। মহারাজের পক্ষ হইতে দেওয়ান বাহাদুর এবং দুইজন সামন্ত সম্রাজ্ঞীর কুশলবার্ত্তা আনিবার জন্য এজেণ্টনিকেতনে গমন-করিলেন। রবিবার দিন সম্রাজ্ঞী যথাকর্ত্তব্য উপাসনা করিয়াছিলেন। যে অল্প কয়েকজন ইউরোপীয় কোটাতে ছিলেন, তাঁহারা সকলেই উপাসনাতে যোগ দিয়াছিলেন। তৎপর দিবস খৃষ্টমাস। এইদিন প্রাতেই উপাসনাদি শেষ করিয়া সম্রাজ্ঞী সন্ধ্যাকালে 'লঞ্চ'যোগে নদীতে বেড়াইতে বাহির হইলেন। নদীর দুইতীরই পাহাড়ময়, আর তাহাতে অসংখ্য হিংস্র জন্তু বিচরণ করিতে দেখা গিয়াছিল। ভ্রমণ শেষে এজেণ্ট্‌ নিকেতনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সম্রাজ্ঞী শিশু মহারাজ কুমারের নামে একটি ভোজ দেন। এই ভোজে তথাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

কোটায় যাত্রা।

২৬শে ডিসেম্বর, সম্রাজ্ঞী সঙ্গিগণসহ রাজকীয় গাড়ীতে চড়িয়া প্রাসাদ অভিমুখে চলিলেন। মহারাজের নিজের নেতৃত্বে কোটার অশ্বারোহী সৈন্যদল রক্ষীস্বরূপ সঙ্গে সঙ্গে চলিল। প্রাসাদ সমীপে পৌঁছিলেই গুরুগম্ভীর নিনাদে ৩১ বার সম্মান সূচক তোপধ্বনি হইল। অভ্যন্তর ভাগে প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণ এবং উচ্চরাজপুরুষগণ সমবেত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই যথানিয়ম বশ্যতা স্বীকার-পূর্ব্বক সম্রাজ্ঞীকে সম্মান করিলেন। অতঃপর তিনি প্রাসাদের প্রধান প্রধান কক্ষসমূহে পুরাতন অস্ত্রশস্ত্র এবং চিত্ররাজি সন্দর্শন করিয়া পরমপ্রীতি লাভ করিলেন। কিছু জলযোগের পর তিনি নগর-সমীপবর্ত্তী একটি পুষ্করিণীর 'পবিত্র কুম্ভীর সমূহ' দেখিতে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যা

সমাগত হইলে সমগ্র কোটা নগরী আলোকমালায় উদ্‌ভাসিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। এই দিবস মহারাও সম্রাজ্ঞীকে "পেশকাশ" নজর প্রদান করেন। এই উপহারের মধ্যে কতকগুলি হস্তী, অশ্ব, বহুমূল্য রত্নরাজি এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্র ছিল। সম্রাজ্ঞী এই সমস্তই পরিদর্শন করিয়া মহারাজকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন।

২৭শে ডিসেম্বর ব্যাঘ্র শিকার করিবার জন্য তিনি দলবলসহ বুন্দিরাজ্যের অন্তর্গত এক জঙ্গলে প্রবেশ করেন। একটি বৃক্ষের উপর মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি সঙ্গিনী মহিলাগণ ও লর্ড স্যাফ্‌ট্‌বারির সহিত এই মঞ্চে আসীন ছিলেন। হঠাৎ একটি ব্যাঘ্র বৃক্ষের নিম্নদিয়া দৌড়াইয়া পলায়ন করিল, তাহার পশ্চাতে একটি কাল ভল্লূক যাইতেছিল; লর্ড স্যাফ্‌ট্‌স্‌বারি শেষোক্ত জন্তুটিকে দক্ষতার সহিত গুলি করিয়া মারিয়াছিলেন। সমস্ত দিন জঙ্গলে থাকিয়া সম্রাজ্ঞী সঙ্গিনীগণসহ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

২৮শে ডিসেম্বর বেলা দ্বিপ্রহরে তিনি কোটা ত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। রাজপথের দুইধারে সৈন্যগণ বিশেষভাবে পাহারা দিতেছিল।

কলিকাতা-অভিমুখে।

মহারাও স্বয়ং রেলষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে সম্রাজ্ঞীর অপেক্ষা করিতেছিলেন। সম্রাজ্ঞী মহারাও, সর্দ্দারগণ ও প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণের সহিত আদর আপ্যায়নাদি করিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। ট্রেন ষ্টেশন ত্যাগ করিয়া কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলেই সমাগত জনবৃন্দের আনন্দধ্বনি এবং ৩১টি তোপের শব্দে বিরাট্ কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল।

করদরাজ্যসমূহ পরিদর্শন ব্যাপারে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল। দেশীয় রাজগণ এবং প্রজাবর্গ উভয় পক্ষেরই ইহাতে যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। রাজভক্ত ভারতবাসী রাজদর্শনে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত অবরুদ্ধ রাজভক্তি প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। সম্রাজ্ঞীর কোটা ত্যাগের সময় কোটার পণ্ডিতগণ যে মঙ্গলাচরণ করিয়াছিলেন তাহার প্রতি অক্ষরে অক্ষরে রাজভক্তির পূতধারা ক্ষরিত হইয়াছিল।

মহারাণী রাজপুতানা পর্য্যটন করিয়া বাঁকীপুরে সম্রাটের সহিত সম্মিলিত হইলেন, এবং উভয়ে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কলিকাতা।

সম্রাট্-দম্পতী বাঁকীপুরে মিলিত হইয়া ৩০শে ডিসেম্বর বেলা সাড়ে ১২ টার সময় হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা গাড়ী হইতে অবতরণ করিবামাত্র সস্ত্রীক বড়লাট বাহাদুর তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। সেই মুহূর্ত্তে ১০১ বার কামান ধ্বনিত হইয়া সম্রাট্-দম্পতীর আগমনবার্ত্তা বিঘোষিত করিল। পত্রপুষ্পশোভিত ষ্টেশনে বড়লাট বাহাদুর স্থানীয় রাজপুরুষগণ ও "ই, আই", রেলওয়ের এজেণ্ট স্যার ডবলিউ ড্রিঙ্ক মহোদয়কে রাজদম্পতীর সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। এই সময়ে লেডী ড্রিঙ্ক সম্রাজ্ঞীকে একটি সুন্দর কুসুমস্তবক উপহার দিয়াছিলেন।

হাওড়ায়।

ফিল্ড মার্শালের পরিচ্ছদ-পরিহিত সম্রাট্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের স্বেচ্ছা-সেবক সম্মানিত রক্ষিদল পরিদর্শন করিয়া ভাগিরথীতীরে উপস্থিত হইলেন। পোর্ট কমিশনের সহকারী সভাপতি স্যার ফ্রেডরিক ডুমেইন এবং পোর্ট সংক্রান্ত অপরাপর উচ্চ কর্ম্মচারিবৃন্দ এই সময় রাজদম্পতীকে সম্বর্দ্ধনা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। এখানে হাওড়া নামক ষ্টিমারে উঠিয়া তাঁহারা গঙ্গা উত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহারা হাওড়ার পুল অতিক্রম করিয়াও অপর পারে যাইতে পারিতেন, কিন্তু গঙ্গাবক্ষে যাওয়াই মনোনীত করিলেন। বহুলোক গঙ্গাবক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে দর্শনের সুযোগ পাইবে, এজন্যই সম্রাট্ এই সংকল্প করিয়াছিলেন।

গঙ্গাবক্ষে।

কলিকাতার প্রথম ব্রিটিশ অধিবাসী জব চার্ণক গঙ্গাবক্ষে আগমনপূর্ব্বক এই নগরে প্রথম পদার্পণ করেন। এই নদীই কলিকাতার বিশ্ববিশ্রুত অর্থসম্পদ্ ও গৌরবের মূলে,—সুতরাং এই নদীবক্ষে সম্রাটের শুভাগমন যোগ্যই হইয়াছিল। করাচি ও বোম্বাই-বন্দরের প্রতিপত্তি, উত্তর ভারতের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র কলিকাতার গৌরব কতকটা ক্ষুন্ন করিয়াছে সত্য; কলিকাতা সমুদ্র হইতে ৯০ মাইল দূরে অবস্থিত এবং যে নদী বাহিয়া এই পথ অতিক্রম করিতে হয়, তাহা বাণিজ্যের পক্ষে নিরাপদ্ নহে, তথাপি

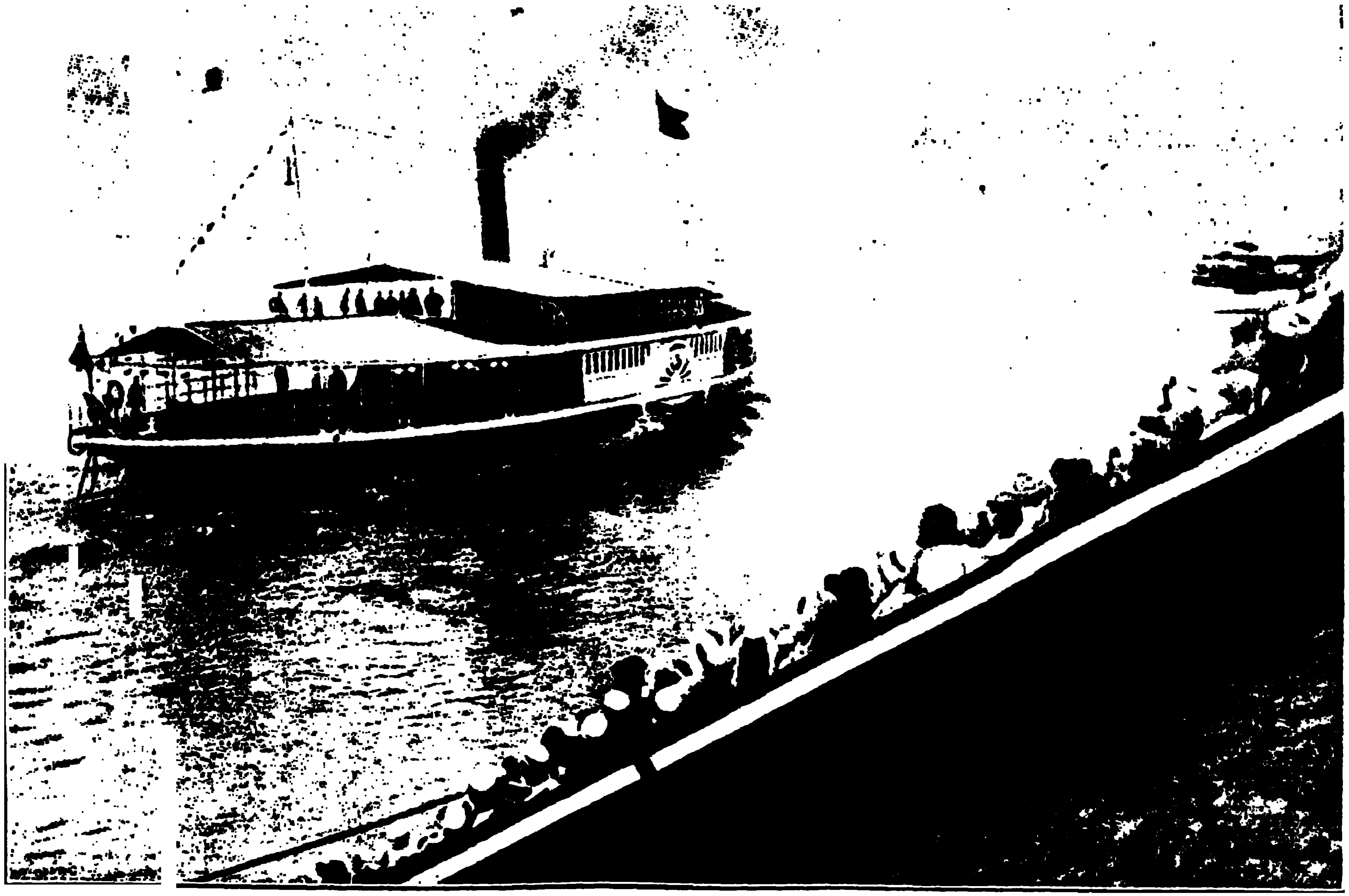

তী গঙ্গাবক্ষে	পৃ

১৯৪ পৃ

:ক সম্রাট্‌দম্পতী

কলিকাতাই ভারতসাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান নগর। স্বয়ং সম্রাট্ কলিকাতাই ভারতের শ্রেষ্ঠ নগর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

দুইদিকে ষ্টিমার পরিবৃত হইয়া "হাওড়া" অগ্রসর হইতে লাগিল; সেই ষ্টিমার সমূহ হইতে অবিরত আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল। নদীর দুইপার্শ্বে ও হাওড়ার পূর্ব্বে সমবেত বিশাল জনসংঘ সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিয়া সম্রাট্-দম্পতীর প্রতি হৃদয়ের গাঢ় অনুরাগ বিজ্ঞাপিত করিল। সর্ব্বাগ্রে পোর্টের ষ্টিমার "ওয়াটার উইচ" (জল ডাকিনী) ত্বরিৎ গতিতে চলিয়া যাইতে লাগিল, তৎপরে দুইদিকে পোর্টের স্বেচ্ছাসেবক সৈন্য-বাহিত ষ্টিমার বেষ্টিত "হাওড়া" রাজদম্পতীকে বক্ষে করিয়া চলিল। তখন ইহার বক্ষ হইতে বিশাল রাজপতাকা ও পোর্টের নিশান উড়িতেছিল। এই সময় "হাই ফ্লাইয়ার" নামক পূর্ব্ববঙ্গবাহিনীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রণতরী ১০১ বার তোপধ্বনি করিয়া রাজদম্পতীর অভিনন্দন করিল।

গঙ্গায় অভিনন্দন।

কলিকাতা প্রিন্সেপ ঘাটে "হাওড়া" উপস্থিত হইলে বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর স্যার উইলিয়ম ডিউক এবং লক্ষ্ণৌ ডিভিসনের কর্ত্তা মেজর জেনারেল ম্যাহন সম্রাটের সঙ্গে মিলিত হইলেন, এবং তাঁহারা একসঙ্গে তীরে অবতরণ করিলেন। এই উপলক্ষে প্রিন্সেপ ঘাটে একটি বিজয়-তোরণ এবং তন্নিম্নে গোলাকৃতি রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাতে তিন সহস্র বিশিষ্ট ব্যক্তি রাজদর্শনের জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। তোরণটির কার্ণিশ দুইদিকে প্রসারিত হইয়া রঙ্গমঞ্চের উপরিভাগ আবৃত করিয়াছিল। মধ্যবর্ত্তী স্থান নীল কার্পেটে সুশোভিত হইয়াছিল এবং নদীর সম্মুখে একটি সুন্দর ক্ষুদ্র চন্দ্রাতপতলে বেদীর উপর রাজদম্পতীর জন্য দুইটি সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছিল।

প্রিন্সেপ ঘাটের ব্যবস্থা।

অগ্রে লর্ড হাই ষ্টুয়ার্ড এবং লর্ড চেম্বারলেন এবং পশ্চাতে সপত্নীক বড়লাট বাহাদুরকে সঙ্গে করিয়া সম্রাট্-দম্পতী প্রিন্সেপ ঘাটে অবতরণ পূর্ব্বক বেদীর উপরিস্থিত সিংহাসন সমীপে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে কলিকাতা পোর্ট ডিফেন্সের সেচ্ছাসেবকদল রাস্তার দুইধারে পাহারা দিয়াছিলেন এবং 'রয়াল নেভি'র কয়েকজন নাবিক সম্মানিত রক্ষীর কার্য্য করিয়াছিল। সম্রাট্-দম্পতী উপস্থিত হইলে সমাগত জনমণ্ডলী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অমনি সুমধুর স্বরে জাতীয় মহাসঙ্গীত বাজিয়া উঠিল।

সিংহাসনের সন্নিকটে যাইয়া সম্রাট্-দম্পতী সকলের অভিনন্দন গ্রহণ করিলেন। অতঃপর ছোটলাট বাহাদুর সম্রাটের অনুমতি লইয়া তাঁহার কার্য্যকরী সভার সদস্যগণ, করদরাজগণ, কলিকাতার সেরিফ মহোদয় এবং বড় বড় ভূম্যধিকারী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে সম্রাটের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। ইঁহারা সম্রাট্-দম্পতীর সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিয়া স্বীয় স্বীয় আসন গ্রহণ করিলে পর কলিকাতা করপোরেসনের সভাপতি এস্, এল্, ম্যাডোক্স মহোদয় অগ্রসর হইয়া সম্রাটের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক নিম্নরূপ অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন।

করপোরেসনের অভিনন্দন।

"আমরা কলিকাতা মিউনিসিপালিটির সভাপতি এবং সদস্যগণ ভারতের রাজধানী কলিকাতা মহানগরীর পক্ষ হইতে আপনাদিগকে আমাদের আন্তরিক রাজভক্তি এবং সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিতেছি। ইতিপূর্ব্বে দুইবার ইংলণ্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তখন সমগ্র ভারতে যে প্রবল রাজভক্তি ও আনন্দের ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা অদৃষ্টপূর্ব্ব। আপনার পূজ্যপাদ পিতা এবং আপনি স্বয়ংই যুবরাজরূপে ইতিপূর্ব্বে ভারতে শুভাগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু ইংলণ্ডেশ্বরের ভারতাগমন এই প্রথম। এই ঘটনার স্মৃতি এতদ্দেশবাসীর চিত্তে চিরজাগরূক থাকিবে।

ভারতবর্ষে এবং এই নগরে আপনাদিগের পদার্পণ আমাদের অচিন্তিত-পূর্ব্ব সৌভাগ্য—ইহাতে আমরা কৃতার্থ হইয়াছি, এবং এই উপলক্ষে স্বাভাবিক ক্রমেই রাজভক্তির বন্যা প্রবাহিত হইয়াছে। আপনারা ভারতে আগমন করিয়া ভারতের সহিত ইংলণ্ডের সিংহাসনের সম্বন্ধ দৃঢ়তর করিয়াছেন। ভারতের উন্নতির জন্য আপনাদের আন্তরিক প্রযত্ন এই শুভাগমনে বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

আমাদের নগরীতে শুভপদার্পণ করিয়া যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন সে জন্য আপনাদিগকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আপনারা দীর্ঘায়ুঃ হইয়া চিরসুখী হউন, আপনাদের সাম্রাজ্যেরও যেন সুখ-শান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।"

সম্রাট্ তদুত্তরে বলিলেন :—

"আপনাদের রাজভক্তিপূর্ণ অভিনন্দনের জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের কলিকাতায় আগমন সম্বন্ধে আপনারা

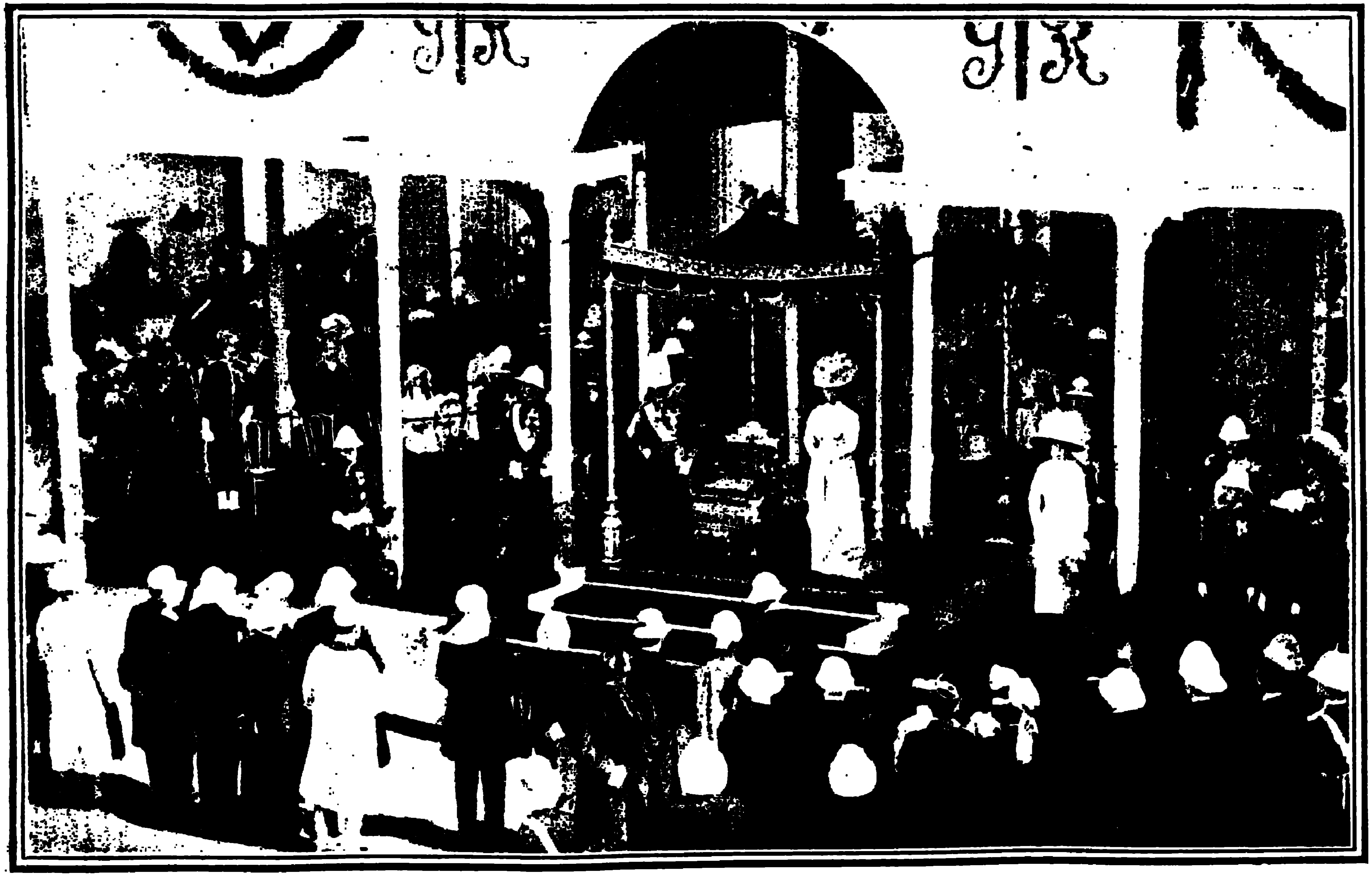

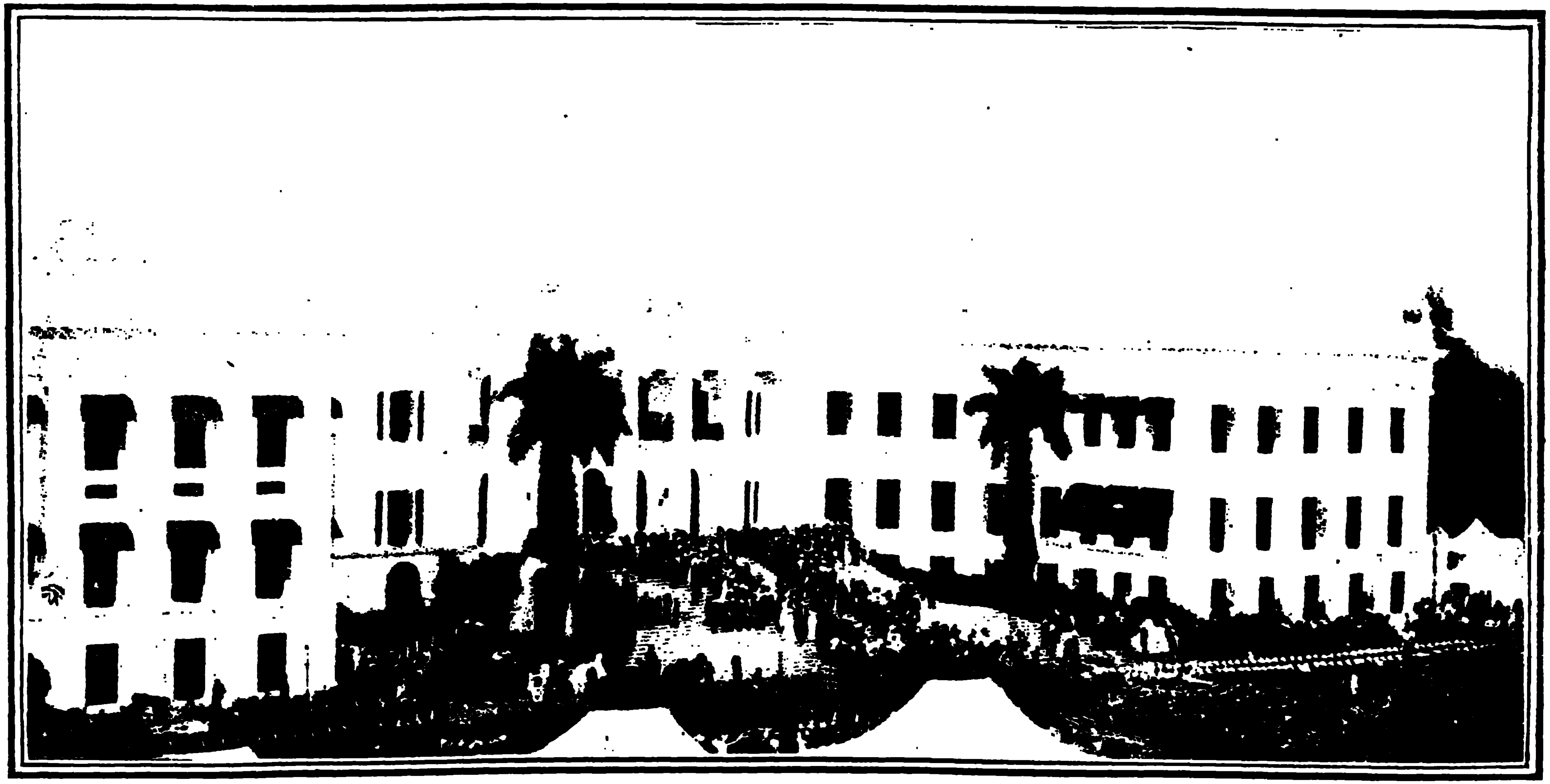

কলিকাতা রাজপ্রাসাদ   সম্রাট্‌দম্পতী

৯৯ পৃ

যে সদয় উল্লেখ করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। আমি ছয়বৎসর পূর্ব্বে সস্ত্রীক এখানে আসিয়াছিলাম, সে কথা আপনারা লিখিয়াছেন; আপনাদের সেই আন্তরিক সম্বর্দ্ধনার কথা জীবনে ভুলিতে পারিব না। প্রথম দর্শনে এই মহানগরীর প্রতি আমার যে সহানুভূতি ও প্রীতি উদ্রিক্ত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বাপর অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই নগরীতে পুনরায় আগমন করিয়া আমি সুখানুভব করিতেছি। ইহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি দর্শনে আমি বিশেষ প্রীত হইয়াছি। ভারতের শাসন-সংক্রান্ত যে পরিবর্ত্তন আমি দিল্লীতে ঘোষণা করিয়াছি তাহা কলিকাতার শ্রী অবশ্য কতকটা ব্যাহত করিবে; কিন্তু এই স্থান যে চিরকালই ভারতের প্রধান নগর বলিয়া গণ্য থাকিবে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই নাই। এই নগরীর বিপুল জনসংখ্যা, ইহার বাণিজ্য প্রসার এবং গৌরবাত্মক প্রাচীন কীর্ত্তি কাহিনী ইহাকে অপূর্ব্ব মহিমমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে; সেই গৌরব হইতে ইহা কোনকালে বিচ্যুত হইবে না। ইহা ছাড়া যে প্রদেশের এখন কলিকাতা রাজধানী হইল, তাহা একটি স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সীতে পরিণত হওয়ায় তাহার মর্য্যাদা সমধিক বৃদ্ধি পাইবে, এবং মন্ত্রণাসভাধিষ্ঠিত প্রদেশাধিপের সুযোগ্য শাসনে ইহা যে সর্ব্ববিষয়ে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে ধাবিত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সম্রাটের উত্তর।

আমি জানি আপনারা ভারতবর্ষকে শিল্প ও কৃষি উভয়তই সমৃদ্ধিশালী দেখিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, এ সম্বন্ধে আমি আপনাদের উত্তরোত্তর উন্নতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। আশা করি এ দেশীয় যুবকবৃন্দ বাণিজ্যকে সম্মানজনক ব্যবসায় মনে করিবেন এবং অধিকতর উৎসাহের সহিত ইহাতে যোগ দিবেন।

আপনাদের প্রার্থনা ও সাধু ইচ্ছার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য আমরা সততই যত্ন করিব। আমরা আশা করি ভারতের সহিত আমাদের সিংহাসনের সম্বন্ধ কলিকাতায় দৃঢ়তর ও ঘনিষ্ঠতর হইবে।"

সম্রাটের এই অনুগ্রহবাণী সকলেই স্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার কথা শেষ হওয়া মাত্র চতুর্দ্দিক হইতে বিপুল আনন্দধ্বনি শোনা গিয়াছিল। অতঃপর সম্রাট্ সম্মানিত রক্ষীদিগকে পরিদর্শন করিয়া গাড়ীতে

উঠিলেন। উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারিগণ, ৮নং হুসার সৈন্যদল, রয়াল হর্স আরটিলারি, কলিকাতা লাইট্ হর্স, বড়লাটবাহাদুরের শরীররক্ষিদল এবং ৪নং ও ১৬নং অশ্বারোহী সৈন্যগণ প্রভৃতি সম্রাটের গাড়ীর অনুসরণ করিয়াছিল।

ঘাট হইতে নগরাভিমুখে।

এই সময়ে পুলিস ডিপুটী কমিশনার এফ্, সি, হ্যালিডে সাহেবের নেতৃত্বে ব্রিগেডিয়ার জেনারাল কুকসন সাহেবের অধীনে একটি মিছিল বহির্গত হইল। সম্রাট্-দম্পতী ষড়শ্বসংযোজিত "ল্যাণ্ডো"তে যাত্রা করিলেন।

সম্রাট্দম্পতীকে দর্শন করিবার জন্য বিরাট জনতা হইয়াছিল। প্রায় আড়াই মাইল ব্যাপক পথ এবং গড়ের মাঠ লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। রাস্তার দুইধারে ১০ম গুর্খাদল, ২৭নং পাঞ্জাবী সেনা, ৮৮নং কর্ণাটিক পদাতিক সৈন্য, ১১নং রাজপুত, ৬৬নং পাঞ্জাবী, পূর্ব্ববঙ্গরেলের স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যগণ, কলিকাতা স্বেচ্ছাসেবক রাইফেল্স্, কাশীপুর আরটিলারি স্বেচ্ছা-সেবক, মিডেলসেক্স রেজিমেণ্ট, রয়াল হাইল্যাণ্ডর্স্, ইষ্ট ইয়র্কসায়ার রেজিমেণ্ট ও রয়াল স্কট্স্ সেনাদল প্রহরীর কার্য্য করিয়াছিল।

ঘাট হইতে 'গবর্ণমেণ্ট হাউস' পর্য্যন্ত রাস্তায় কলাশিল্পের বিচিত্র নিদর্শন পরিদৃষ্ট হইল। কলিকাতা আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ মিঃ পি, ব্রাউন এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিঃ ব্রাউন রাজপথের কোন অংশে ইউরোপীয় আর কোন অংশে ভারতীয় প্রথানুযায়ী সাজ-সজ্জা নির্ম্মাণ

রাজপথের সাজ-সজ্জা।

করিয়াছিলেন। একধারে গ্রীকরীতিতে বিরচিত স্তম্ভাগ্রভাগ পুষ্পপল্লব দ্বারা পরস্পর সংবদ্ধ হইয়া পরম রমণীয় শ্রীধারণ করিয়াছিল, অপর দিকে ভারতীয় স্তম্ভপংক্তি শিরোর্দ্ধে অভিবাদনশীল হস্তী, ব্যাঘ্র, ময়ূর এবং ভুজঙ্গধৃত রাজমুকুট ধারণপূর্ব্বক শোভা পাইতেছিল। পথের দুই পার্শ্বের এই দুই ভিন্ন রীতিসূচক স্তম্ভরাজি যে কেন্দ্রে আসিয়া মিশিয়াছিল সেই স্থানে ত্রিভুজাকৃতি একটি তোরণের উপর একটি সুবৃহৎ মুকুট বিরাজিত ছিল।

লোকের ভিড়।

রাজপথের পার্শ্বে দর্শকবৃন্দের দাঁড়াইয়া দেখিবার জন্য অসংখ্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। রেড রোডের ধারে ২১ হাজার স্কুল বালক 'মিছিল' দর্শন করিয়াছিল; ইহা ভিন্ন বহুসংখ্যক মহিলার জন্য ইহার একাংশে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। জনতা

কলিকাতা রাজপ্র সম্রাট্‌দম্পতী ১৯৯ পৃঃ

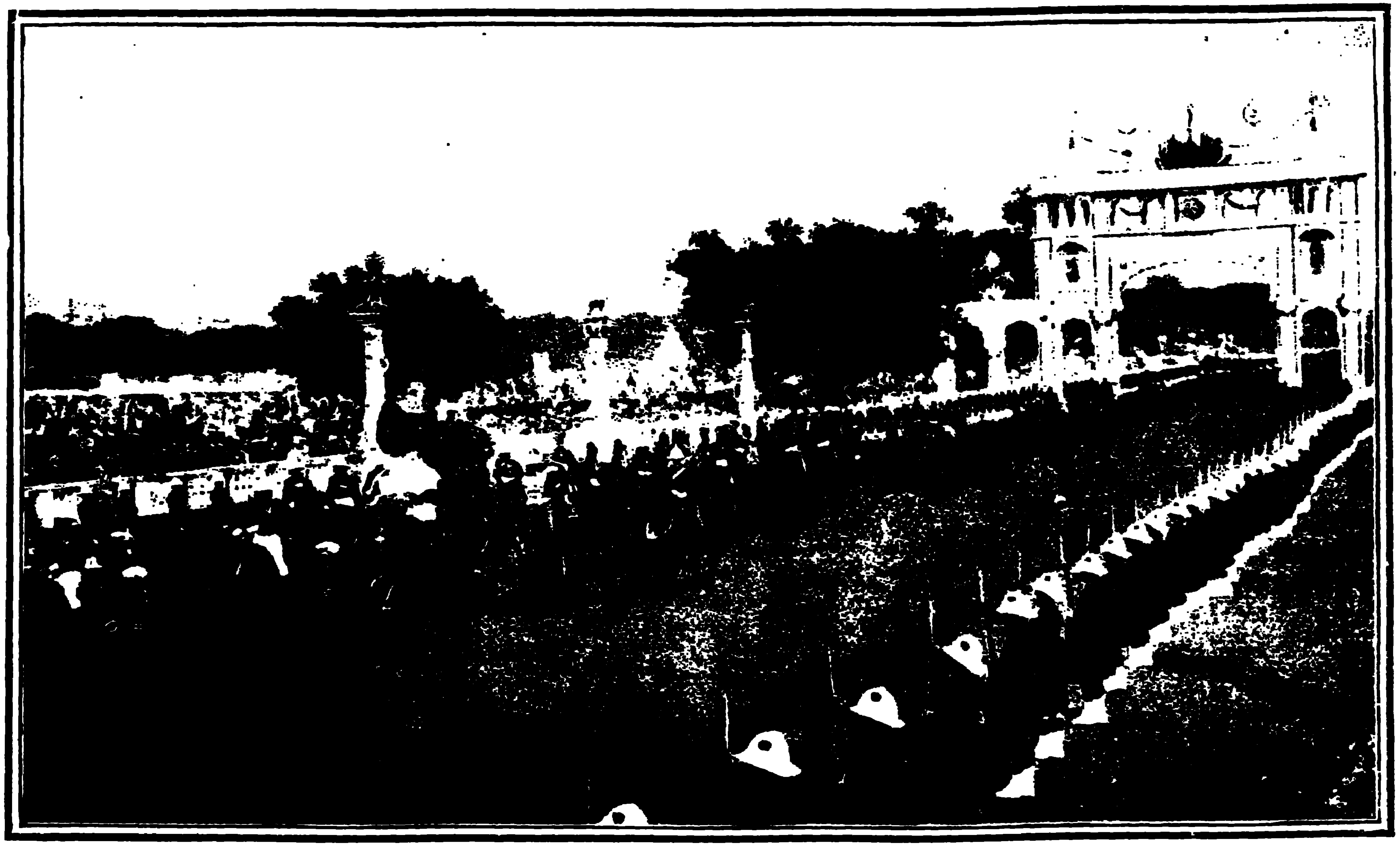

কলিকাতা রেড়রোডে সম্রাট্‌দম্পতি

৮ পৃ

এত অধিক হইয়াছিল যে গাছের উপর পর্য্যন্ত অনেকে বসিয়াছিল। এত লোকের ভিড় হওয়া সত্ত্বেও কোনরূপ আকস্মিক দুর্ঘটনা হয় নাই। সেণ্ট জনের এম্বুলেন্স ব্রিগেড (বাঙ্গালী ও ব্রিটিশ দুইই) সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তাঁহাদের কোন কাজই করিতে হয় নাই।

রাজকীয় চিহ্নদীপ্ত সম্রাট্‌দম্পতীর ল্যাণ্ডো সকলের দৃষ্টিই আকর্ষণ করিয়াছিল। জনসাধারণের পক্ষে তাঁহাদিগকে চিনিতে কষ্ট পাইতে হয় নাই। তাঁহারা প্রজাবর্গ কর্তৃক এরূপ একাগ্রভাবে এবং এরূপ গভীর আন্তরিকতার সহিত আর কোন স্থানে অভিনন্দিত হইয়াছেন কিনা সন্দেহ।

‘গবর্ণমেণ্ট হাউসে’র সম্মুখে সম্মানিত প্রহরিদল সজ্জিত ছিল। সম্রাট্‌-দম্পতী গাড়ী হইতে অবতরণ করিলে প্রাসাদের সিঁড়ির নিম্নেই সস্ত্রীক বড়লাট বাহাদুর তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। সম্রাট্ সম্মানিত প্রহরিদল পরিদর্শন করিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। সোপানের উপরে

গভর্ণমেণ্ট হাউসে।

উচ্চ রাজপুরুষগণ সম্রাটের অপেক্ষা করিতেছিলেন। বড়লাট বাহাদুর যথানিয়ম প্রথমে নিজের মন্ত্রণাসভার সদস্যবর্গ, তৎপরে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের উচ্চতম রাজপুরুষগণ, ভারত এবং সিংহলের মেট্রপলিটান, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান এবং অপরাপর বিচারপতিগণ, আরও কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সম্রাটের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন।

কলিকাতাবাস-কালে রাজদম্পতী বড়লাট বাহাদুরের আবাসে আতিথ্য-গ্রহণ করিবেন, এরূপ পূর্ব্ব হইতেই স্থির ছিল।

সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী বড়লাট প্রাসাদে প্রবেশ করিবার পরও বহুক্ষণ সেই বিরাট্‌জনমণ্ডলী প্রাসাদের সীমানার আশে পাশে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। অপরাহ্নে তাঁহারা বড়লাট বাহাদুরকে সঙ্গে লইয়া আলিপুরের চিড়িয়াখানা

চিড়িয়াখানা দর্শন।

দেখিতে গিয়াছিলেন। তথাকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ বসু তাঁহাদিগকে স্বাগত সম্বর্দ্ধনা করিলে অবৈতনিক সম্পাদক লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল হেরল্ড ব্রাউন মহোদয় প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি দেখাইয়াছিলেন। এখানে বলা উচিত ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে মৃত সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ড এই চিড়িয়াখানা প্রথম উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন।

পরদিন রবিবার প্রাতে সেণ্ট পলের বিখ্যাত ভজনাগারে উপাসনা শেষ

করিয়া অপরাহ্নে বড়লাট বাহাদুরকে সঙ্গে লইয়া গোপনে কলিকাতার দেশীয় অধিবাসিগণের অবস্থা দর্শন করিতে বাহির হন। এদিকে সম্রাজ্ঞী ইতিমধ্যে শিবপুরের বোটানিকাল গার্ডেন দেখিতে যান। কর্ণেল আলেক্‌জাণ্ডার কিড্ ১৭৮৬ খৃঃ অব্দে এই বাগানটি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। সম্রাজ্ঞী বাগানের সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট, মেজর গ্যাগকে সঙ্গে লইয়া এম্প্রেস মেরী নামক লঞ্চে শিবপুর গিয়াছিলেন।

সেণ্টপল গির্জ্জায়।

অপরাপর স্থানে।

সোমবার নববৎসরের প্রথম দিন। এদিন কোনপ্রকার ধূমধাম হয় নাই। কলিকাতার প্রথানুযায়ী সম্রাট্ অতি প্রত্যূষে অশ্বারোহণে গড়ের মাঠে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। অপরাহ্নে সম্রাট্‌দম্পতী কলিকাতা পোলো খেলা দর্শন করেন। ক্রীড়াভূমিতে সস্ত্রীক বড়লাট বাহাদুর ও কলিকাতা পোলো খেলার প্রতিনিধিস্বরূপ লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল এবং স্যার সিসিল গ্র্যাহাম তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাবেলা "রাজকীয় ভোজ" হইয়া এদিনের ব্যাপার সমাধা হয়।

সোমবারের কার্য্যাবলী।

বিগত ১৮৭৭ খৃঃ অব্দ হইতে প্রতিবৎসর ১লা জানুয়ারী কুচকাওয়াজ হইয়া আসিতেছে। ইহা ভারতের চিরন্তন প্রথার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও এবার ১লা জানুয়ারী নীরবে কাটিল। দৈবক্রমে এ বৎসর ১লা জানুয়ারী মুসলমানদিগের "মহরম" নামক পর্ব্বের দশম দিবস পড়িয়াছে। এই দিনটি তাঁহারা শোক করিয়া কাটাইয়া থাকেন। সুতরাং বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক ১লা জানুয়ারী 'প্যারেড' বন্ধ রাখা হইয়াছিল।

যাহা হউক ২রা জানুয়ারী সৈন্যপ্রদর্শনী আরম্ভ হইল। দিল্লীর সঙ্গে তুলনা করিলে এই ব্যাপার অপেক্ষাকৃত সামান্য তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ মাত্র নয় হাজার সৈন্য এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু সচরাচর কলিকাতার যেরূপ সৈন্যপ্রদর্শনী হইয়া থাকে তদপেক্ষা ইহা বৃহত্তর হইয়াছিল। ফিল্ড মার্শালের পরিচ্ছদ-পরিহিত সম্রাট্ বড়লাট বাহাদুর ও জঙ্গিলাট বাহাদুরকে সঙ্গে লইয়া গবর্ণমেণ্ট হাউস হইতে বাহির হইলেন। সেই সময়ে রাস্তার দুই ধারের অগণিত লোক তাঁহাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। খিদিরপুর রোডের পার্শ্বে সম্রাট্‌কে দেখিবার জন্য সকলে এত ব্যগ্র হইয়াছিল

প্যারেড।

যে বেড়া ভাঙ্গিয়া অনেকে রাস্তায় আসিয়া পড়িতেছিল। পুলিশ ভিড় সরাইতে অগ্রসর হইল। সম্রাট্ উহা দেখিতে পাইয়া হাত তুলিয়া পুলিশকে নিষেধ করিলেন। পুলিশ তৎক্ষণাৎ নিরস্ত হইলে সমাগত জনবৃন্দ মহানন্দে রাস্তার দাঁড়াইয়া সম্রাট্‌কে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইল। বেলা ১১টায় সৈন্য প্রদর্শনীক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। সমগ্র ভারতের বিভিন্নস্থান হইতে সমাগত ভৃত্যগণ গড়েরমাঠে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল এবং তাহারা রাজদম্পতীকে পূর্ণভাবে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। এদিকে সম্রাজ্ঞী ডিবনশায়ারের ডাচেস এবং হাই ষ্টুয়ার্ড সহ সৈন্য প্রদর্শনী দেখিতে আসিয়াছিলেন। সেই গাড়ীতে লেডী হার্ডিঞ্জও উপস্থিত ছিলেন।

কলিকাতার এইরূপ প্রদর্শনীতে চিরকালই খুব ভিড় হয়। কিন্তু এবারের মত ভিড় কোন দিন হয় নাই। সাধারণ রাজপথযোগে, রেলপথে গ্রাম ও নগর হইতে অগণিত লোক দিবারাত্র আসিয়া প্রদর্শনীর সন্নিকট ভূমি পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল। যেদিকেই দৃষ্টিপাত করা যাইত, সেইদিকেই কেবল অগণিত নরমুণ্ড দৃষ্টিপথে পতিত হইত। তেমন জন-সমুদ্রের কোলাহল কলিকাতার পক্ষেও সম্পূর্ণ অভিনব সন্দেহ নাই। প্রদর্শনীর ক্রিয়াকলাপ সচরাচর যেমন হইয়া থাকে, তেমনই হইয়াছিল। সম্রাট্ উপস্থিত হইলেই রাজকীয় অভিবাদন স্বরূপ তোপধ্বনি হইল। তিনি সম্রাজ্ঞীকে সঙ্গে লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া সৈন্যশ্রেণী দেখিতে লাগিলেন। মেজর জেনারাল বি, টি, ম্যাহন সৈন্যগণের নেতারূপে প্যারেডভূমিতে উপস্থিত হইলেন। নেভাল কন্‌টিন্‌জেণ্ট, ৮নং হসার, ৯নং ও ১৬ নং অশ্বারোহী সৈন্য, রয়াল হর্‌স্ আরটিলারি, কলিকাতা লাইট হর্‌স্, বিহার লাইট হর্‌স্, সুর্ম্মা ভেলী লাইট হর্‌স্, ছোটনাগপুর মাউণ্টেড রাইফেল্‌স্, কাশীপুর আর-টিলারি ভল্যানটিয়ার্‌স্, পোর্ট ডিফেন্স ইঞ্জিনীয়ার্স, ইষ্ট ইয়র্কসায়ার রেজি-মেণ্ট, দি রয়াল হাইল্যাণ্ডার্স, মিডেলসেক্স রেজিমেণ্ট, রাইফেল ব্রিগেড, কলিকাতা ভল্যানটিয়ার রাইফেল্‌স্, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ভল্যানটিয়ার রাইফেল্‌স্, ইষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে ভল্যানটিয়ারস্, বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে ভল্যানটিয়ারস্, ৬৬নং পাঞ্জাবী, ৮৮নং কর্ণাটিক্ ইন্‌ফ্যাণ্ট্রি, ২৭নং পাঞ্জাবী, ১০নং গুর্খা রাইফেল্‌স্, পোর্ট ডিফেন্স ভল্যানটিয়ার্‌স্ আরটিলারি,

রয়াল মেরিন্স, রয়াল গ্যারিসন আরটিলারি, রয়াল স্কট্স্, মিডেলসেক্স রেজিমেণ্ট, ২নং ল্যান্সার্স্ এবং ১১শ নং রাজপুতগণ এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছিল।

পরিদর্শন শেষ হইলে সৈন্যগণ ১০১ বার তোপধ্বনি করিয়া সম্রাট্‌কে অভিবাদন করিল। তাহার পর সৈন্যগণ দলে দলে সম্রাট্-দম্পতীকে অভিবাদন করিয়া সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিল। অতঃপর পুনরায় তোপ-ধ্বনি এবং উচ্চ আনন্দরোল দ্বারা রাজদম্পতী অভিনন্দিত হইলেন। সৈন্য প্রদর্শনার ব্যাপার এইভাবে শেষ হইল। সম্রাট্-দম্পতী দলবলসহ আনন্দ-কোলাহলনন্দিত হইয়া গবর্ণমেণ্ট হাউসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পরে 'আর্ম্মি অর্ডার' নামক একটি আদেশপত্র বাহির হইয়াছিল। তাহাতে সম্রাট্ জেনারাল ম্যাহন এবং তাঁহার সৈন্যগণকে প্রশংসা করিয়া-ছিলেন। প্রদর্শনীর সুব্যবস্থায় তিনি বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন।

অপরাহ্নে গবর্ণমেণ্ট হাউসের সম্মুখস্থ শ্যামল দুর্ব্বাদলাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণে একটি উদ্যান ভোজের ব্যবস্থা করা হয়। তাহাতে দুইসহস্র বিশিষ্ট ব্যক্তি আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বেলা ৪টার সময় সম্রাট্‌দম্পতী সস্ত্রীক বড়লাট বাহাদুরের সঙ্গে প্রাঙ্গণে উত্থিত চন্দ্রাতপের নিকট গমন করিলেন। এখানে বড়লাট বাহাদুর কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সম্রাটের সমীপে উপস্থিত করেন। অতঃপর সম্রাট্‌দম্পতী কিছুকাল ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ান। এই সময়ে জঙ্গিলাট বাহাদুর কয়েকজন পুরাতন সৈনিক এবং কলিকাতাবাসী ভারতীয় সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারি-গণকে সম্রাটের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। সম্রাজ্ঞী এই সময়ে কতিপয় ইউরোপীয় এবং ভারতীয় মহিলাবৃন্দের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। ইহাঁদের অনেকের সহিত তাঁহার পূর্ব্বেই আলাপ পরিচয় ছিল। সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী সাড়ে পাঁচটার সময় সেই প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিলে জাতীয় মহাসঙ্গীত বাদিত হইয়া ব্যাপারটির সমাপ্তি সূচনা করিল।

উদ্যান ভোজ।

সন্ধ্যাকালে সিংহাসনকক্ষে সম্রাটের একটি 'লেভি' হইয়াছিল। প্রায় ১৫ শত ব্যক্তি এই উপলক্ষে সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন।

লেভি।

৩রা জানুয়ারি প্রাতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের পোলো খেলা হয়। ১০ নং

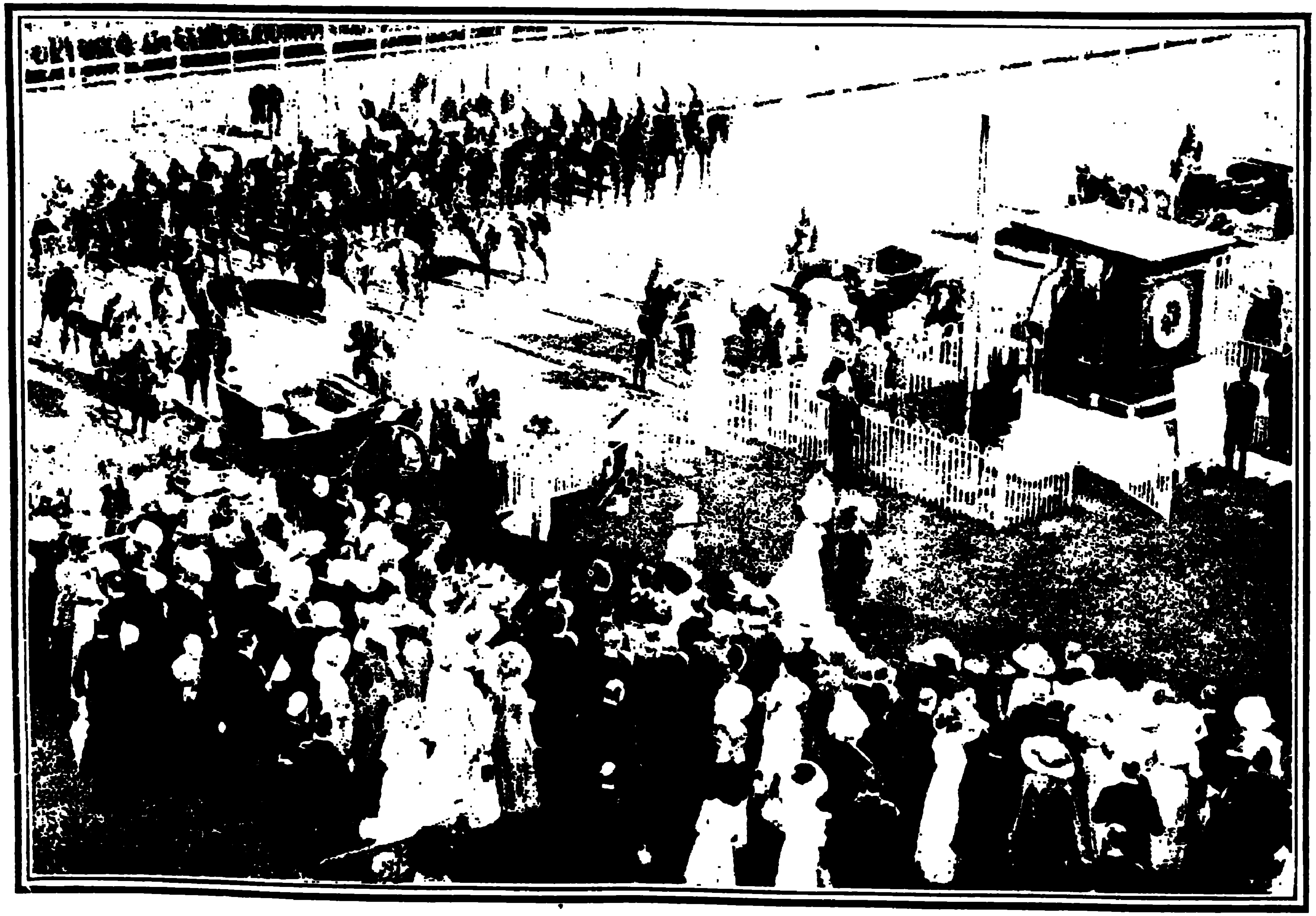

লকাত ড়ে সম্রাট্দম্প গমন ২০৩ পৃ

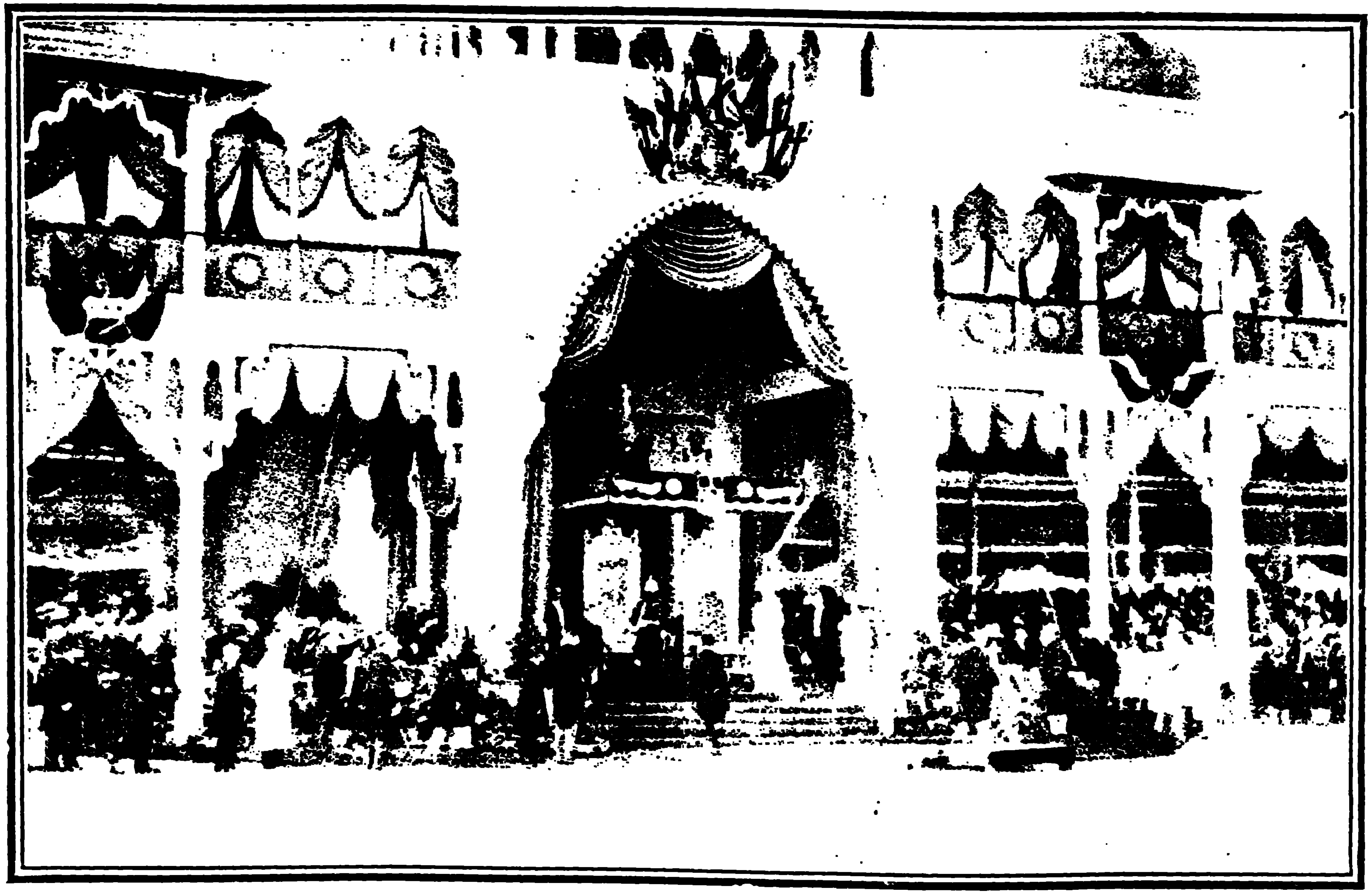

কলিকাতা প্রদর্শনীতে সম্র ।স্পতী

৪ পৃ:

রয়েল হসার্‌স্‌ এবং "দি স্কাউট্‌স্‌" নামক দুই দল প্রাণপণে খেলিতে থাকে। সম্রাট্‌ এই খেলা দেখিতে আসেন। শেষোক্ত দল জয়লাভ করিলে সম্রাট্‌ স্বয়ং বিজয়ী দলের ক্যাপটেনকে একটি 'কাপ' (পাত্র) পুরস্কার প্রদান করেন। বিজয়ী দলে কিষণগড়ের মহারাজ, রৎলামের মহারাজ, ক্যাপ্‌টেন এফ ডবলিউ ব্যারেট এবং কুমার রতন সিংহ মহোদয় ছিলেন।

পোলো খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

অপরাহ্নে ঘোড় দৌড়ের মাঠে প্রায় সমস্ত নগরীর লোক একত্র হইয়াছিল, কারণ সম্রাটের সম্মুখে ঘোড় দৌড় হইবে। সম্রাটের (পাত্র) 'কাপ' লাভ করিবার জন্য এই দিন যথেষ্ট প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। বেলা ৩টার সময় শরীররক্ষিপরিবৃত হইয়া সম্রাট্‌দম্পতী ঘোড়দৌড় দেখিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। সস্ত্রীক বড়লাট বাহাদুর এবং কলিকাতা টার্ফ ক্লাবের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। সম্রাট্‌দম্পতী আসন গ্রহণ করিলে চতুর্দ্দিকে তুমুল আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। গাল্যাস্‌টান সাহেবের "ব্রগ" নামক অশ্ব জয়লাভ করিলে সম্রাট্‌ স্বহস্তে পুরস্কারটি প্রদান করেন। অতঃপর স্থির হয় যে বৎসর বৎসরই সম্রাটের 'কাপ' এইরূপ উপলক্ষে প্রদত্ত হইবে। সম্রাট্‌ সমক্ষে এই ঘোড়দৌড় দেখিবার জন্য যেরূপ জনতা হইয়াছিল তাহা কলিকাতায় অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনা।

ঘোড়দৌড়।

সন্ধ্যাবেলা মশালের আলোকে সৈন্যগণ সামরিক ক্রীড়ায় নিযুক্ত হয়। ইহা দেখিবার জন্য ময়দানে লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। সাড়ে নয়টার সময় সম্রাট্‌দম্পতী ক্রীড়াভূমিতে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বের ব্যবস্থামত ইষ্ট ইয়র্কসায়ার রেজিমেণ্ট, ব্ল্যাকওয়াচ, মিড্‌ল্‌সেক্স রেজিমেণ্ট, রাইফেল ব্রিগেড, ২৭ নং পাঞ্জাবী সৈন্য, ৮৮ নং কর্ণাটিক পদাতিক এবং ১৬ নং অশ্বারোহী এই রণক্রীড়ায় যোগদান করিয়াছিলেন। এই ব্যাপার শেষ হইলে সমবেত জনমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য প্রচুর পরিমাণে বাজি পোড়ান হইয়াছিল।

সৈন্যগণের সামরিক ক্রীড়া।

৪ঠা জানুয়ারী ভোর বেলায় সম্রাট্‌ ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-মন্দির দেখিতে গিয়াছিলেন। সম্রাট্‌ যুবরাজরূপে ভারতে আসিয়া ছয়বৎসর পূর্ব্বে ভিক্টোরিয়া স্মৃতিমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করিয়া যান। সেই সময় এই স্মৃতি-সৌধ তদীয় চক্ষে একদিকে তাঁহার পিতামহীর ভারতবাসীর প্রতি অপার

ভালবাসা এবং অপরদিকে ইংরাজ ও ভারতবাসী—ধনী ও দরিদ্র সমস্ত প্রজার শ্রেণী-নির্ব্বিশেষে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতি স্নেহনিদর্শন বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। এই মন্দিরের সমীপে বঙ্গেশ্বর তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করেন। তৎপরে তিনি সম্রাটের সহিত স্মৃতিসৌধ কমিটির সদস্যগণকে পরিচিত করিয়া দেন। স্থপতি স্যার ডবলিউ এমার্সন, অবৈতনিক অধ্যক্ষ এম, সি, বি, বেলি এবং প্রধান স্থপতি মি, এস্‌চ্‌ও এই উপলক্ষে সম্রাটের সহিত পরিচিত হইয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। সম্রাট্ প্রথমে নক্সাটি

ভিক্টোরিয়া স্মৃতিমন্দির।

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া পরে সমস্ত কার্য্যাবলী পরিদর্শন করেন। তিনি স্বয়ং এই সমস্ত বিষয়ে কতকগুলি উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। অতঃপর সম্রাট্ গবর্ণমেণ্ট হাউসে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এদিকে সম্রাজ্ঞী লেডি হার্ডিঞ্জকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা মিউজিয়ম বা যাদুঘর দেখিতে গিয়াছিলেন। ট্রাষ্টিগণের সভাপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি বিশেষ করিয়া তাঁহাকে দেখান। মিউজিয়মের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাক্তার এ্যানান্‌ডেল, গবর্ণমেণ্ট রেকর্ডস রক্ষক ডাক্তার ই, ডি, রস, এবং কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট চিত্র বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মি, পি, ব্রাউনও অনেক বিষয়ে মহারাণীর পরিদর্শনের সহায়তা করিয়াছিলেন। সম্রাজ্ঞী ভেরেষ্ট চেগিন অঙ্কিত সম্রাট্

যাদুঘরে।

এডোয়ার্ডের জয়পুর ভ্রমণ এবং ফোর্টউইলিয়মের প্রাচীন নক্সাটি দেখিয়া পরমপ্রীত হইয়াছিলেন। ভারতীয় শিল্পের নেতা শ্রীযুক্ত অবণীন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রাচীন চিত্র ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শনগুলি সম্রাজ্ঞীকে দেখাইয়াছিলেন। এক ঘণ্টা পরে সম্রাট্‌ও 'যাদুঘরে' গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি লর্ড কার্জ্জনের সংগৃহীত ভারতের বড়লাটগণের চিত্র এবং বৌদ্ধ চিহ্নসমূহ সন্দর্শন করিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। সম্রাটের বিশেষ আদেশানুসারে কয়েক দিনের জন্য সম্রাট্‌দম্পতীর অভিষেক দরবারের পরিচ্ছদগুলি যাদুঘরে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছিল। অসংখ্য লোক ইহা দেখিতে যাদুঘরে আসিত।

সম্রাট্‌দম্পতী অপরাহ্নে টালিগঞ্জ ক্লাবের ঘোটক-প্রদর্শনীর সপ্তদশ সাম্বাৎসরিক উৎসব দেখিতে গিয়াছিলেনে। বড়লাট বাহাদুর তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন এবং ক্লাবের সভাপতি ও সদস্যগণকে তাঁহাদের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। সম্রাজ্ঞী স্বয়ং পুরস্কার বিতরণ করিয়া-

ছিলেন। যাঁহারা পুরস্কার পাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে জঙ্গীলাটবাহাদুর একজন। এই দিবস সন্ধ্যাবেলা সিংহাসন-কক্ষে উপাধি বিতরণের আয়োজন হইয়াছিল। সম্রাট্ নিজে ৩৬ জনকে উপাধি ভূষিত করিলেন। অতঃপর এই কক্ষেই একটি রাজদরবার আহূত হইল; প্রায় ৫০০ মহিলা ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে অধিকাংশ এদেশীয় ছিলেন। এবারে সম্রাটের অঙ্গে নৌসেনাপতির পরিচ্ছদ ও "রিবন অফ্ দি গার্টার" চিহ্ন ছিল। শেষোক্ত চিহ্নটি সম্রাজ্ঞীও ধারণ করিয়াছিলেন। মুরশিদাবাদের নবাবপুত্র মুরশিদজাদা আশফ খাঁ সৈয়দ ওয়ারিস আলি মির্জ্জা এবং ময়ূরভঞ্জের মহারাজ-কুমার সম্রাজ্ঞীর কিশোর-পরিকররূপে উপস্থিত ছিলেন। ইহাঁদের পরিচ্ছদ স্বর্ণমণ্ডিত শ্বেতবর্ণে সুদর্শন হইয়াছিল। কার্য্যশেষ হইলে সম্রাট্দম্পতী নৃত্যাগারের মধ্য দিয়া আপন কক্ষে চলিয়া গেলেন।

উপাধি-বিতরণ ও রাজদরবার।

সম্রাট্দম্পতী পরদিন প্রাতে বেলভেডিয়ার পাটের কল দেখিতে বাহির হইলেন। কোম্পানীর এজেণ্ট স্যার ডেভিড ইউল তাঁহাদিগের পরিদর্শন-কালে উপস্থিত ছিলেন।

অপরাহ্নে কলিকাতার অধিবাসিগণ সম্রাট্দম্পতীর সম্বর্দ্ধনার্থ প্রকাণ্ড মিছিল বাহির করেন। দুইটি মিছিল বাহির হইয়াছিল তাহার একটি হিন্দু এবং অপরটি মুসলমানী। হিন্দুগণ মিছিলে সীতাসহ রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন দেখাইয়াছিলেন, মুসলমানগণ তাঁহাদের মিছিলে "নওরোজ" প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মিছিলদ্বয় রথ, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতিতে বিশেষ জমকালো হইয়াছিল। হিন্দু মিছিলে হিন্দুরাজগণ এবং মুসলমানী মিছিলে মুর্শিদাবাদের নবাববাহাদুর সাহায্য করিয়াছিলেন।

হিন্দু ও মুসলমানী মিছিল।

সম্রাট্ যে কয়দিন কলিকাতায় ছিলেন তন্মধ্যে মিছিলের দিন যত বেশী জন-সমাগম হইয়াছিল এত আর কোন দিন হয় নাই। মিছিল উপলক্ষে নির্দ্দিষ্ট বিশাল ভূখণ্ডে ন্যূনাধিক ১০ লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল। অতি প্রত্যূষ হইতে জনমণ্ডলী যার যার সুবিধা মত আসন গ্রহণ করিতেছিল। রাজপথে অবিশ্রান্ত জনস্রোতঃ—তাহারা কেবল মিছিল দেখিতে আসে নাই; তাহাদের মূল উদ্দেশ্য মিছিল উপলক্ষে সম্রাট্-দম্পতীকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবে। রাজদর্শনে তাহারা যে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল তাহা ভারতবর্ষেই

সম্ভবপর। বেলা আড়াইটার সময় সম্রাজ্ঞীকে লইয়া সম্রাট্ নির্দ্দিষ্ট তাঁবুতে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে ৮নং হুসারস্ এবং ৪নং অশ্বারোহী সৈন্য রক্ষক-স্বরূপ গিয়াছিল। রাজবাহিনী সম্মুখে উপস্থিত হইলেই বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর এবং মিছিলের কর্ত্তৃপক্ষগণ সম্রাট্-দম্পতীকে অভ্যর্থনা করিলেন। সস্ত্রীক বড়লাট বাহাদুর তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা পৌঁছিলে একটি ক্ষুদ্র রাজন্যদল ময়ূরের প্রতিমূর্ত্তি এবং ভারতনক্ষত্র চিহ্ন ভূষিত রক্তাভ আস্তরণ নিম্নে বিরাজিত সিংহাসনদ্বয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এই দলে মহারাজ প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর রাজছত্র, নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় সূর্য্যমুখী, ময়ুরভঞ্জের মহারাজকুমার এবং মুর্শিদা-বাদের মুর্শিদাজাদা ওয়ারিস আলি মির্জ্জা মোরছালদ্বয় ধরিয়াছিলেন।

সম্রাট্-দম্পতী সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে ছোটলাট বাহাদুর, নবাব স্যার ওয়াসিফ আলি মির্জ্জা মহোদয়কে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। নবাববাহাদুর বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসামের প্রজাবৃন্দের পক্ষ হইতে একশত একটি মোহর নজর প্রদান করিলেন। সম্রাট্-দম্পতী অনুগ্রহস্বরূপ তাহা স্পর্শ করিয়া প্রত্যর্পণ করিলেন।

যথাসময়ে মিছিল আরম্ভ হইল। মহারাজ স্যার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ প্রফেসার দক্ষিণা সেন মহাশয়ের যত্নে একটি দেশীয় বাদক-দল প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহাঁরা অগ্রসর হইয়া রাজমঞ্চের সম্মুখে একশত প্রকার প্রাচীন হিন্দু বাদ্যযন্ত্র বাদন করিলেন। এই উপলক্ষে দক্ষিণারঞ্জন ও প্রদ্যোৎকুমার বিরচিত কয়েকটি সঙ্গীত গীত হইয়াছিল।

মিছিলের বর্ণ বৈচিত্র্য এবং বহু হস্তী সমাবেশ বিশেষ দর্শনীয় হইয়াছিল। সম্রাট্ শিবিরের সম্মুখ দিয়া মিছিল চলিয়া যাইয়া পুনরায় সকলে দলবদ্ধ হইয়া শিবির সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, তখন ময়ুরভঞ্জের "পাইকগণ" সেখানে যুদ্ধের নাচ নাচিতে লাগিল। পাইকগণ উড়িষ্যার-সামরিক জাতি। তাহারা ঢাল তরোয়াল লইয়া নানারকম "কসরৎ" দেখাইয়াছিল। নানাপ্রকার আক্রমণ, আত্মরক্ষা ও প্রত্যাবর্ত্তনের ভঙ্গীতে পাইকগণের খেলা বিশেষ কৌতুকাবহ হইয়াছিল।

রাজভক্তির উচ্ছ্বাস।

এই সময় মিছিলের দল সমকণ্ঠে "রাজরাণী কি জয়" বলিয়া উচ্চ চীৎকারে দিগ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিল। মেজর জেনারাল এফ, এইচ, আর ড্রামণ্ড, ক্যাপটেন মেডোস এবং কতিপয় কর্ম্মচারী এই ব্যাপারের প্রশংসার্হ ভাবে

দ্বারবঙ্গের মহারাজ স্যার রামেশ্বর সিং

[২০৯ পৃঃ

স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি

(কলিকাতার শেরিফ) [২০৯ পৃঃ

মুর্শিদাবাদের নবাব ওয়াসিফ্ আলি মির্জ্জা

[২০৯ পৃঃ

বিজয়চাঁদ মহাতাব্

(বর্দ্ধমানের মহারাজ) [২০৯ পৃঃ

সমাধান করিয়াছিলেন। মিছিল শেষ হইলে ইহাঁরা সম্রাটের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন। অল্পক্ষণ পরেই সম্রাজ্ঞীসহ সম্রাট্ গাড়ীতে উঠিয়া গবর্ণমেণ্ট হাউস অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদের গমনকালে সমবেত জনবৃন্দ আনন্দধ্বনি করিয়া তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল। তাহাদের অনেকে সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী যে স্থানে সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, সেস্থানে যাইয়া শূন্য সিংহাসনদ্বয়কেই অভিবাদন করিয়া রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল; এমন কি সম্রাট্ পদচারণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে সেস্থানের ধূলি লইয়া ভক্তিভরে কপালে মাখিয়াছিল। রাজভক্তির এই দৃশ্য ভুলিবার নহে।

নাচ এবং সামরিক শিবির পরিদর্শন।

সন্ধ্যাকালে লেডী হার্ডিঞ্জ নাচের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; সম্রাট্-দম্পতী উপস্থিত থাকিয়া এই আমোদ আহ্লাদ সার্থক করিয়াছিলেন। পরদিন অতি প্রত্যূষে সম্রাট্ জঙ্গীলাটের সঙ্গে গড়ের মাঠে সামরিক শিবির পরিদর্শনে বহির্গত হইলেন। এই সময় তিনি ৮নং হুসার, রাজকীয় হর্স্য আরটিলারি, ইষ্ট ইয়র্কসায়ার বাহিনী, ৬৬নং পাঞ্জাবী এবং ১০নং গুর্খা রাইফেল্‌স্ সেনাদলের শিবিরসমূহ দেখিয়াছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত অভিনন্দন।

সেই দিন প্রাতে সাড়ে দশটার সময় গবর্ণমেণ্ট হাউসে আর একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান সমাহিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার প্রমুখ সদস্যগণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত উপাধিধারী ব্যক্তিগণ (রেজিষ্টার্ড গ্র্যাজুয়েট) সম্রাট্‌কে অভিনন্দনপত্র দান করেন। তিনশত তেত্রিশ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, তম্মধ্যে তিনটি বঙ্গরমণী।

অনুষ্ঠান আরম্ভ হইবার কিছু পূর্ব্বে সম্রাট্ ভাইস্‌চ্যান্সেল্যার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে তাঁহার সমীপে ডাকিয়া পাঠান। সেখানে কিছুকাল আলাপ করিয়া তিনি মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে নিজের এবং সম্রাজ্ঞীর চিত্র প্রদান করিয়া এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে তাঁহাদের কলিকাতায় আগমনের চিহ্নস্বরূপ চিত্র দুইটি যেন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত হয়।

অতঃপর বড়লাট বাহাদুর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলারের পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক ফেলোগণের সঙ্গে মিলিত হইলেন, ইহার অব্যবহিত পরেই সম্রাট্ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তখন চ্যান্সেল্যার,

রেক্টার এবং ভাইস্ চ্যান্সেলার মহোদয় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লইলেন। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তখন দণ্ডায়মান হইয়া সম্রাটের প্রতি সম্মান দেখাইয়াছিলেন। এদিকে সুস্বরে ব্যাণ্ডে জাতীয় মহাসঙ্গীত বাজিতেছিল। অতঃপর ভাইস্ চ্যান্সেলার মহোদয় নিম্নলিখিত ভাবের অভিনন্দন পত্রখানি পাঠ করিলেন :—

"অদ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে আপনাকে অভিনন্দন প্রদান করিবার সুযোগ ও সম্মান লাভ করিয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। ৬ই জুন লণ্ডনে যে অভিষেকোৎসব সম্পাদিত হয়, তাহাই ভারতবর্ষে অনুষ্ঠান করিবার জন্য রাজদম্পতী এদেশে পদার্পণ-পূর্ব্বক আমাদিগকে যেরূপ প্রীতিস্নেহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য ভারতবর্ষের অপরাপর দেশবাসীর সঙ্গে আমরা আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আমরা গৌরবের সহিত সেই দিনের কথা স্মরণ করিতেছি, ছয়বৎসর পূর্ব্বে যেদিন আপনি যুবরাজরূপে এই নগরীতে আগমন পূর্ব্বক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ডাক্তার অফ ল" উপাধি গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। আপনার স্বর্গগত পিতৃদেবও এইরূপ উপাধিগ্রহণপূর্ব্বক এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রাজসিংহাসনের যে শুভ সংযোগ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহা আপনাদের একরূপ বংশগত হইল, ইহা মনে করিয়া আমরা গৌরব অনুভব করিতেছি।

আমরা কেবল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নহে, সমগ্র ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ আপনার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। নিখিল ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের এই সার্ব্বজনীন প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করিয়া অদ্য আমরা আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের নিকট অগণিত সুখসৌভাগ্যের জন্য ঋণী। সেই ঋণের পরিমাণ করিয়া শেষ করা যায় না, এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একটি কথা বিশেষ উল্লেখার্হ, তাহা না বলিয়া পারিলাম না। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনে প্রাচ্যের জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের নিকট উন্মুক্ত হইয়াছে, এই মহা ঋণ আমাদের চিরস্মরণীয়। আমাদের দেশ প্রাচীন সময়ে যে জ্ঞানগরিমায় উদ্ভাসিত হইয়াছিল, অদ্যাপি আমরা সেজন্য গৌরবমহিমায় মণ্ডিত হইয়া আছি। কিন্তু আমাদের সুখসমৃদ্ধি ও সর্ব্বপ্রকার উন্নতিলাভ করিতে হইলে আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে ব্যুৎপন্ন হইতে হইবে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও কলাকৌশল আয়ত্ত করিতে পারিলেই শিক্ষাসম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন প্রতিষ্ঠা

অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং জগতের উন্নতিশীল জাতিসমূহের মধ্যে আমরা আসন লাভ করিতে পারিব। ভগবানের অনুকম্পায় জগতের শ্রেষ্ঠ উন্নতিশীল জাতির সঙ্গে মিলিত হইয়া এবং শিক্ষাসম্বন্ধে তাঁহাদের দূরদর্শী শাসন-কর্ত্তাগণের উদারনীতিজনিত সহানুভূতির ফলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আমাদের জনসাধারণের নিকট ধীরে ধীরে দ্বারোদ্‌ঘাটন করিতেছে, আপনি এই উভয়-জাতির মিলনলব্ধ সুফলের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহস্বরূপ, সুতরাং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে আমরা অতি গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত অদ্য আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আমরা এই উপলক্ষে আর একটা কথা নিবেদন করিবার অনুমতি ভিক্ষা করিতেছি। নবজাগরণের ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিত্তে যে অদম্য উৎসাহের ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে তাহা স্বকীয় আবেগে পথিভ্রষ্ট না হইয়া পড়ে, শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেই শিক্ষা সুপথে নিয়ন্ত্রিত করিবার গুরুতর দায়িত্ব আমরা সর্ব্বদা অনুভব করিতেছি। শিক্ষা যেন শৃঙ্খলা ও নিয়মের বহির্ভূত অথবা শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়, এজন্য আমরা সচেষ্ট। আমরা ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংলণ্ডের বন্ধন যাহাতে সুদৃঢ় হয়, যাহাতে অনন্তজ্ঞানপথের পথিক হইয়াও আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় চরিত্র-বল ও উন্নতির ভিত্তিস্বরূপ প্রধান ধর্ম্মগুলি আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই চেষ্টাই চিরদিন করিব। সমগ্র মানবজাতির কল্যাণার্থ পৃথিবীব্যাপী ব্রিটিশসাম্রাজ্য যে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, আমরাও যেন তাহাতে আমাদের নিয়োজিত ভার বহনে সমর্থ হই, ভগবানের নিকট এই মাত্র প্রার্থনা।"

অতঃপর ৮৯ নাম স্বক্ষরিত অভিনন্দন পত্রটি একটি রৌপ্যাধারে পুরিয়া সম্রাট্‌কে উপহার দেওয়া হইল।

এই অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে সম্রাট্ বলিলেন ;—

"ছয়বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে যে "ডাক্তার অফ ল" উপাধি দিয়াছিলেন আজ সে কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

আজ ভারতের উচ্চশিক্ষাসম্বন্ধে আমার সুগভীর সহানুভূতি জ্ঞাপনের সুযোগলাভ করিয়া প্রীত হইয়াছি। ভারতীয় ও ইউরোপীয় শিক্ষার সমন্বয় সাধনই এখন ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ কল্যাণের সোপান স্বরূপ। এ সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সমবেত চেষ্টাই আমার ভরসার স্থল। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ শিক্ষার ক্রমোন্নতির পক্ষে যে যত্ন করিতেছেন, তাহা আমি প্রীতির সহিত লক্ষ্য করিয়া থাকি। অবশ্য এখনও এই সম্বন্ধে আরও অনেক

চেষ্টা করিতে হইবে। এখনকার যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চবিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষার সাজসরঞ্জাম নাই বা যাহাতে গভীর ভাবে বিষয়গুলি পর্য্যালোচনা ও সাধনা করিবার সুযোগ দেওয়া না হয়, সেই সকল শিক্ষাকেন্দ্র সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা লাভ করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না। প্রাচীন বিদ্যাগুলি সংরক্ষণ করিয়া সেই সঙ্গে আপনাদিগকে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিজ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। শিক্ষাভিমানী যুবককে চরিত্র গঠনও করিতে হইবে, নতুবা শিক্ষার কোন ফল নাই। আপনারা জানাইয়াছেন যে আপনারা এই গুরুতর দায়িত্ব উপলব্ধি করিতেছেন। এই কল্যাণকর কার্য্যে ঈশ্বর আপনাদের সহায় হউন, ইহাই আমার কামনা। আপনাদের আদর্শ উচ্চ হউক এবং সেই আদর্শ অবলম্বনের চেষ্টা অক্ষুণ্ণ হউক, আপনারা অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবেন।

ছয়বৎসর পূর্ব্বে আমি ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষের প্রতি আমার প্রীতি ও আন্তরিক সহানুভূতির বার্ত্তা জানাইয়াছিলাম, আজ ভারতবর্ষে দাঁড়াইয়া আমি ভারতবাসীকে ভবিষ্যতের আশার কথায় উদ্বোধন করিতেছি। এ দেশের সর্ব্বত্র আমি নবজীবনের স্পন্দন ও প্রেরণা লক্ষ্য করিতেছি। শিক্ষাই আপনাদের আশার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে। শিক্ষার ক্রমোন্নতিতে আপনারা আশার উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিবেন।

দিল্লীতে আমার আদেশানুসারে ঘোষণা করা হইয়াছে, যে মন্ত্রণা-সভাধিষ্ঠিত আমার প্রতিনিধি ভারতবাসীর শিক্ষার জন্য প্রচুর অর্থ প্রদান করিবেন। আমার ইচ্ছা সমগ্র ভারতবর্ষে অসংখ্য কলেজ ও স্কুল স্থাপিত হউক, এই সকল বিদ্যালয় হইতে শত শত কর্ম্মক্ষম যুবক—বিশ্বাস ও চরিত্রবলে বলীয়ান্ হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ পূর্ব্বক কৃষিবাণিজ্য প্রভৃতি সর্ব্ববিভাগে সফলতা লাভ করুন। আমার আরও ইচ্ছা যে শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফললাভ করিয়া ভারতবর্ষের গৃহশ্রী উজ্জ্বলতর হউক, ভারতবাসীর শ্রম কর্ত্তব্যের অনুসরণ করিয়া মধুরতর হউক এবং তাঁহাদের জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য উচ্চতর ভিত্তিতে বিরাজিত হউক। আমার প্রতি এবং আমার বংশীয় রাজকুলের প্রতি আপনাদের অনুরাগের কথা শুনিয়া তৃপ্ত হইয়াছি, ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের প্রীতিবর্দ্ধনের জন্য আপনারা সচেষ্ট এবং ইংরাজশাসনের নানা সুফল আপনারা উপলব্ধি করিয়াছেন, শুনিয়া আমি বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। আপনাদের শ্রদ্ধাভক্তিপূর্ণ অভিনন্দন পত্রের জন্য আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।"

অতঃপর ফেলোগণ সিংহাসনের সম্মুখে যাইয়া একে একে অভিবাদন-পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। এইরূপে অনুষ্ঠানটি সমাহিত হইল।

সেই দিবসই অপরাহ্নে সম্রাটের উক্তিগুলি সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে ছাত্রমণ্ডলে উৎসাহের অবধি রহিল না। তাহারা সম্রাটের উক্তি পতাকায় লিপিবদ্ধ করিয়া তাহা লইয়া গর্ব্বের সহিত রাজপথে বিচরণ করিতে লাগিল। রাজকীয় আদেশানুযায়ী স্কুল কলেজ ১লা হইতে ৯ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত বন্ধ রহিল।

বিবিধ স্থান পরিদর্শন।

সম্রাটের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অভিনন্দন গ্রহণ সময়ে সম্রাজ্ঞী খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী কুমারীগণের সমিতি (Young Women's Christian Association) প্রেসিডেন্সী জেনারাল হাঁসপাতাল, মেডিকাল কলেজ প্রভৃতি পরিদর্শন করেন। প্রাগুক্ত দুই স্থানে মিসেস্ এফ নোয়েল প্যাটন, স্যার প্যারডি লুকিস যথাক্রমে তাঁহার পরিদর্শনের সহায়তা করেন।

অপরাহ্নে টালিগঞ্জে ষ্টিপ্‌ল্ চেজ, সেণ্ট ভিন্সেণ্টস্ হোম, সেণ্টপল্‌স্ নার্‌সারি দেখিয়া সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সম্রাট্‌দম্পতী অতঃপর টালিগঞ্জে কলিকাতা টার্ফ ক্লাবে ঘোড়দৌড় দেখিতে গিয়াছিলেন।

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা গবর্ণমেণ্টহাউসের উচ্চচূড়া হইতে তাঁহারা কলিকাতার আলোকসজ্জা দর্শন করেন। কলিকাতাবাসী ধনী ও দরিদ্র একত্র এই আলোর উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সম্রাট্‌দম্পতী ৭ই জানুয়ারী রবিবার দিন উপাসনা শেষ করিয়া পরে বারাকপুরে বড়লাট-বাহাদুরের প্রাসাদে নদীপথে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ছয়বৎসর পূর্ব্বেও তাঁহারা একবার বারাকপুরে আসিয়া তত্রত্য রমণীয় লাটভবনে আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে রাজদম্পতী বড়লাটবাহাদুরসহ কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এই সময়ে কলিকাতায় আর একটি স্মরণীয় অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ইহা দরিদ্রভোজনের মহোৎসব। সঙ্গীতসমাজ এ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া সকলের ধন্যবাদভাজন হইয়াছিলেন। সহৃদয় কুমার নগেন্দ্রনাথ মল্লিক তদীয় একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণ এই কার্য্যের জন্য ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন। হেতমপুরের রাজাবাহাদুর রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী এবং অন্যান্য কতিপয় সহৃদয়

মহোদয় সাধারণ হিতকার্য্যের উপযোগী প্রচুর অর্থ সম্রাজ্ঞীর হস্তে প্রদান করেন। সম্রাজ্ঞীর আদেশানুসারে এই অর্থ অনাথ আশ্রম, হিন্দু বিধবার আশ্রম, ডাফরীন হাঁসপাতাল, ওয়াই, ডবলিউ, সি এ, সেণ্ট ভিন্সেণ্টের আশ্রম, অ্যালবার্ট ভিক্টর হাঁসপাতাল, সেণ্ট এ্যাণ্ড্রুর কলোনিয়াল আশ্রম-সমূহ প্রভৃতি স্থানে বিতরিত হইয়াছিল।

কলিকাতা ত্যাগ।

৮ই জানুয়ারী সোমবার সম্রাট্‌দম্পতীর কলিকাতা ত্যাগের দিবস। বেলা ১১টার সময় তাঁহারা দলবলসহিত গবর্ণমেণ্ট হাউস ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। সিড়ি দিয়া নামিবার সময় তিনি অনেকের সঙ্গেই কিয়ৎক্ষণ আলাপ করিয়াছিলেন। এবারে মিড্‌ল্ সেক্স রেজিমেণ্ট সম্মানিত শরীররক্ষকের কার্য্য করিয়াছিল। প্রিন্সেপ ঘাটে যাইবার রাস্তায় অসংখ্য সৈন্য সুবিন্যস্ত পংক্তিতে দাঁড়াইয়া সম্রাট্‌কে অভিবাদন করিয়াছিল। প্রিন্সেপ ঘাটে উপস্থিত হইলে বড়লাট-বাহাদুর, লেডী হার্ডিঞ্জ এবং অপরাপর উচ্চরাজ-পুরুষগণ তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারা উপবেশন করিলে ছোটলাটবাহাদুরের ব্যবস্থাপক সভার সহকারী সভাপতি অনারেবল মিঃ স্লেক্ মহোদয় সিংহাসনদ্বয়সমীপে অগ্রসর হইয়া সভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত অভিনন্দনপত্রটি পাঠ করিলেন :—

ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার অভিনন্দন।

"আমরা বঙ্গের সর্ব্বশ্রেণীর প্রজার প্রতিনিধিগণ, সম্রাট্‌দম্পতীর বঙ্গে এবং কলিকাতা আগমনে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। কলিকাতা ও তদুপকণ্ঠের অধিবাসিগণের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও রাজভক্তির নিদর্শন এই ৮ দিনে আপনারা স্বচক্ষে দেখিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন; কেহ ভাষা দ্বারা ইহা এই পরিমাণে বুঝাইতে পারিত না। এই উপলক্ষে আমরা এই নিবেদন করিতে চাই, যে এই রাজভক্তি শুধু বঙ্গদেশের জনসাধারণের নিজস্ব নহে, ইহা সমস্ত পূর্ব্বোত্তর ভারতের আন্তরিকতার চিহ্ন। এ প্রদেশে এমন একজন কৃষক অথবা শ্রমজীবী নাই যে আপনাদিগের আগমনে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে রাজভক্তির প্রেরণা এবং সুখের আশা উপলব্ধি করে নাই। বিদায়কালে এ প্রদেশবাসিগণের সেই আন্তরিক প্রীতিভক্তির এই নিদর্শন আপনারা গ্রহণ করুন, ইহাই বিনীত নিবেদন।"

যে রৌপ্যাধারে অভিনন্দনপত্রখানি সম্রাট্‌দম্পতীকে দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে নিম্নলিখিত কথা কয়টি খোদিত ছিল।

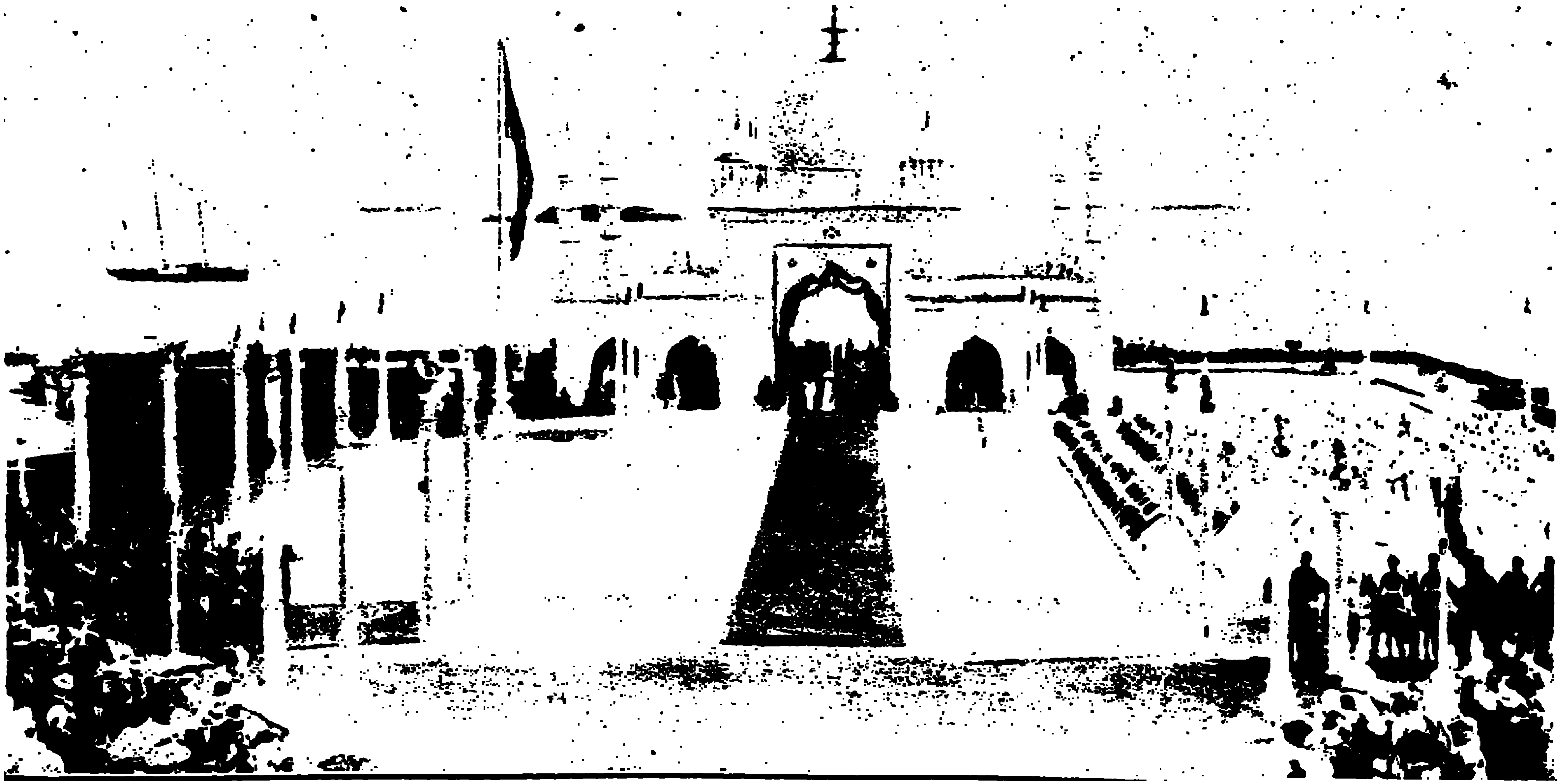

বিদ অভি

২১৩ পৃঃ

"১৯১২ সনের ৮ই জানুয়ারী সম্রাট্‌দম্পতীর কলিকাতা ত্যাগ উপলক্ষে বঙ্গের প্রজাবর্গের পক্ষ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ কর্ত্তৃক উপহৃত।"

বিদায়কালীন এই অভিনন্দনের উক্তি সম্রাটের মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছিল, তিনি ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে উত্তরে বলিলেন ঃ—

"আপনাদের অভিনন্দনে সম্রাজ্ঞী এবং আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। কলিকাতা এবং তদুপকণ্ঠের অধিবাসিগণের যে রাজভক্তির উচ্ছ্বাসের কথা আপনারা জ্ঞাপন করিলেন, তাহা আমরা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। আমাদের হৃদয়ে জীবনের অবশিষ্ট কাল পর্য্যন্ত বিগত ৮ দিনের স্মৃতি জাগরুক থাকিবে। এই কলিকাতার বহুদূরাগত বিপুল জনসংঙ্ঘের নীরব রাজভক্তি ও উচ্ছলিত প্রীতির যে বন্যা আমাদের চক্ষের সম্মুখে বহিয়া গিয়াছে, তাহা ভুলিবার বিষয় নহে। এই রাজভক্তি উত্তরপূর্ব্ব ভারতের সমগ্র প্রজাসাধারণের আন্তরিকতার নিদর্শন, আপনাদের এই বিশ্বাস; ইহা শ্রবণ করিয়া আমি নিরতিশয় প্রীত হইয়াছি। আমাদের আগমন উপলক্ষে এই নগরীতে যে সমস্ত আনন্দোৎসব হইয়াছে, তাহাও আমাদের স্মরণীয় ঘটনা।

সম্রাটের উত্তর।

বঙ্গবাসী আমাদের বিদায় উপলক্ষে উপহার স্বরূপ তাহাদের হৃদয়ের প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা দিতেছেন। আমাদের পক্ষে ইহা হইতে মূল্যবান্ উপহার আর কিছু হইতে পারে না। এই অমূল্য সম্পত্তিই আমরা গর্ব্বের সহিত স্বদেশে লইয়া চলিলাম। আপনারা আমাদের জন্য যাহা করিয়াছেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার শক্তি আমাদের এখন নাই; কারণ হৃদয় এখন আবেগে পূর্ণ।

বিদায়কালে আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি যেন আমার বঙ্গীয় প্রজাগণকে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভ্রাতৃপ্রেমের পবিত্রবন্ধনে বদ্ধ রাখেন এবং তাঁহারা যেন অতঃপর সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও উত্তরোত্তর উন্নতির পথে ধাবিত হন।"

সম্রাটের কথা শেষ হইলে সাম্রট্‌দম্পতী এবং পারিপার্শ্বিক উচ্চরাজ-পুরুষগণ একটি দল সংগঠন করিয়া পণ্টুনের দিকে অগ্রসর হইলেন, সে সময়ে কলিকাতা পোর্টের স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যগণ উহার দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল।

বিদায়।

হাওড়া জেটী ত্যাগ করিলে ইষ্টার্ণ-বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে সম্মানিত শরীররক্ষিদল দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে বিদায় অভিভাষণ আনন্দের সহিত বিজ্ঞাপিত করিতেছিল, সেই ধ্বনির সঙ্গে যোগদান করিয়া সমবেত জনমণ্ডলী নদীতীরে বিপুলকলরব উত্থিত করিয়াছিল। এই বিদায়কালে যে ভিড় হইয়াছিল, রাজদম্পতীর কলিকাতায় প্রবেশকালেও ততটা হয় নাই। হাওড়া জেটী হইতে ছাড়িলেই হাইফ্লেয়ার নামক রণপোত হইতে একশত একটি তোপধ্বনি হইল। অল্পক্ষণ মধ্যেই ষ্টিমার অপরপারে লাগিলে সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী অবতরণ করিলেন। নাগপুর রেলওয়ে স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যগণ প্রহরিরূপে প্রস্তুত ছিল। সম্রাট্ তাহাদিগের পরিদর্শন করিবার পর কলিকাতা পুলিশের কমিশনর স্যার ফ্রেডরিক হ্যালিডে মহোদয় পুলিশের কতিপয় উচ্চ কর্ম্মচারীকে সম্রাটের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। সম্রাট্দম্পতী প্ল্যাটফর্ম্মে প্রবেশ করিবার সময়ে বি, এন্, রেলওয়ের এজেণ্ট মহোদয়ের বালিকা কন্যা সম্রাজ্ঞীকে একটি ফুলের তোড়া উপহার দিয়াছিলেন। রাজকীয় ট্রেণ একটা বাজিবার কুড়ি মিনিট বাকী থাকিতেই ছাড়িয়া দিল। এদিকে ফোর্ট উইলিয়ম হইতে তখনই ১০১ বার রাজকীয় তোপধ্বনি হইয়া সম্রাট্দম্পতীর স্বদেশযাত্রা ঘোষণা করিল। ইহার অল্পক্ষণ পরেই বড়লাটবাহাদুর আর একটি স্পেসাল ট্রেনে বোম্বাই রওণা হইলেন।

রাজদম্পতীর আগমনে কলিকাতার সর্ব্বপ্রকার উৎসব সার্থক হইয়াছে। এই উৎসবের একটা বিশেষত্ব এই যে দিল্লীর মত ইহা শুধু আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে পর্য্যবসিত হয় নাই এবং তজ্জন্যই রাজদম্পতী সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে মিলিত হইবাব সুযোগ পাইয়াছিলেন। কলিকাতার ইংরেজ ও এদেশবাসী সম্মিলিত হইয়া যে গাঢ় আন্তরিকতা ও রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে এই মহানগরীর যোগ্য হইয়াছে।

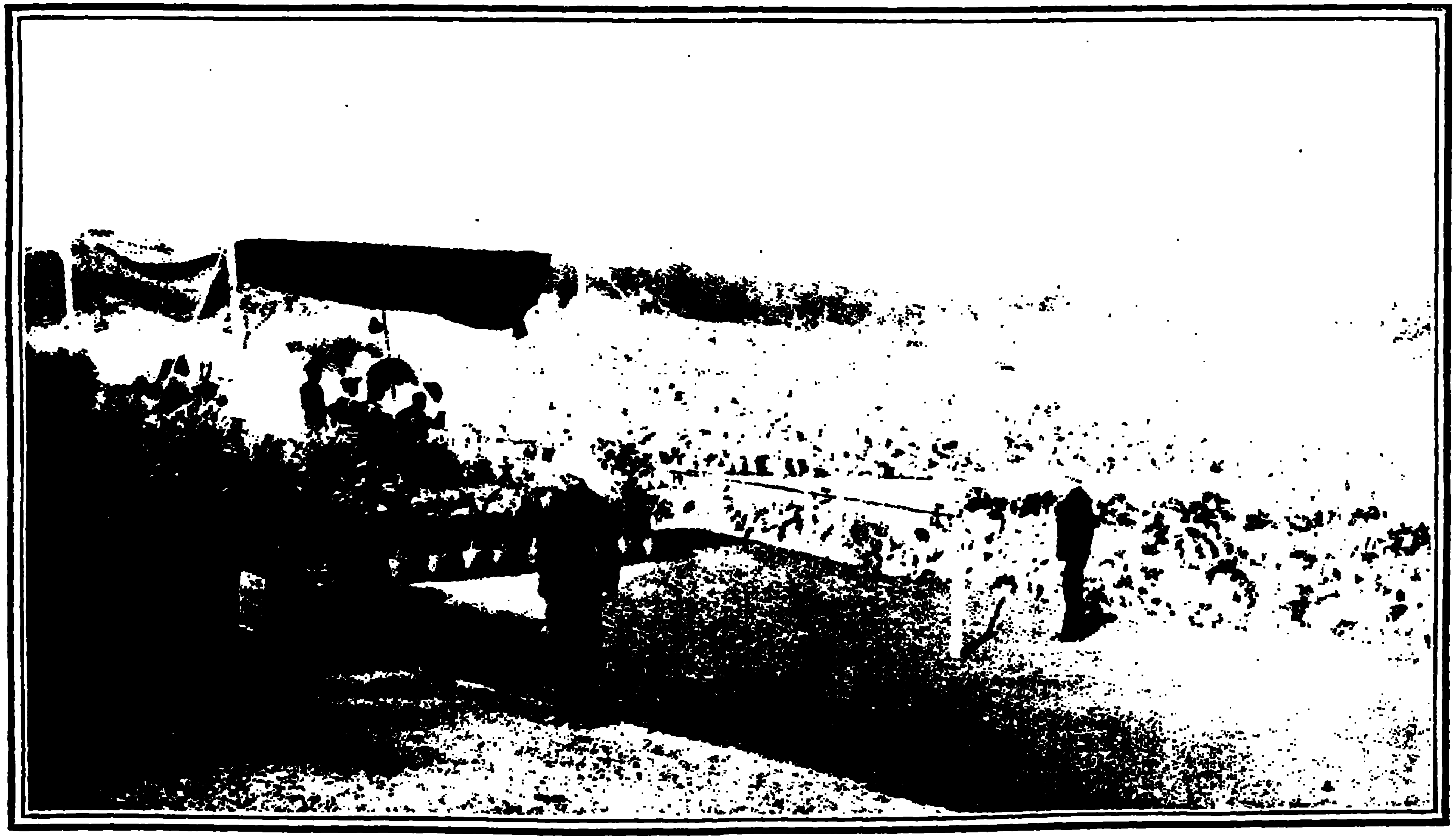

নাগপুরে সম্রাট্‌দম্পতী ২১৫ পৃঃ

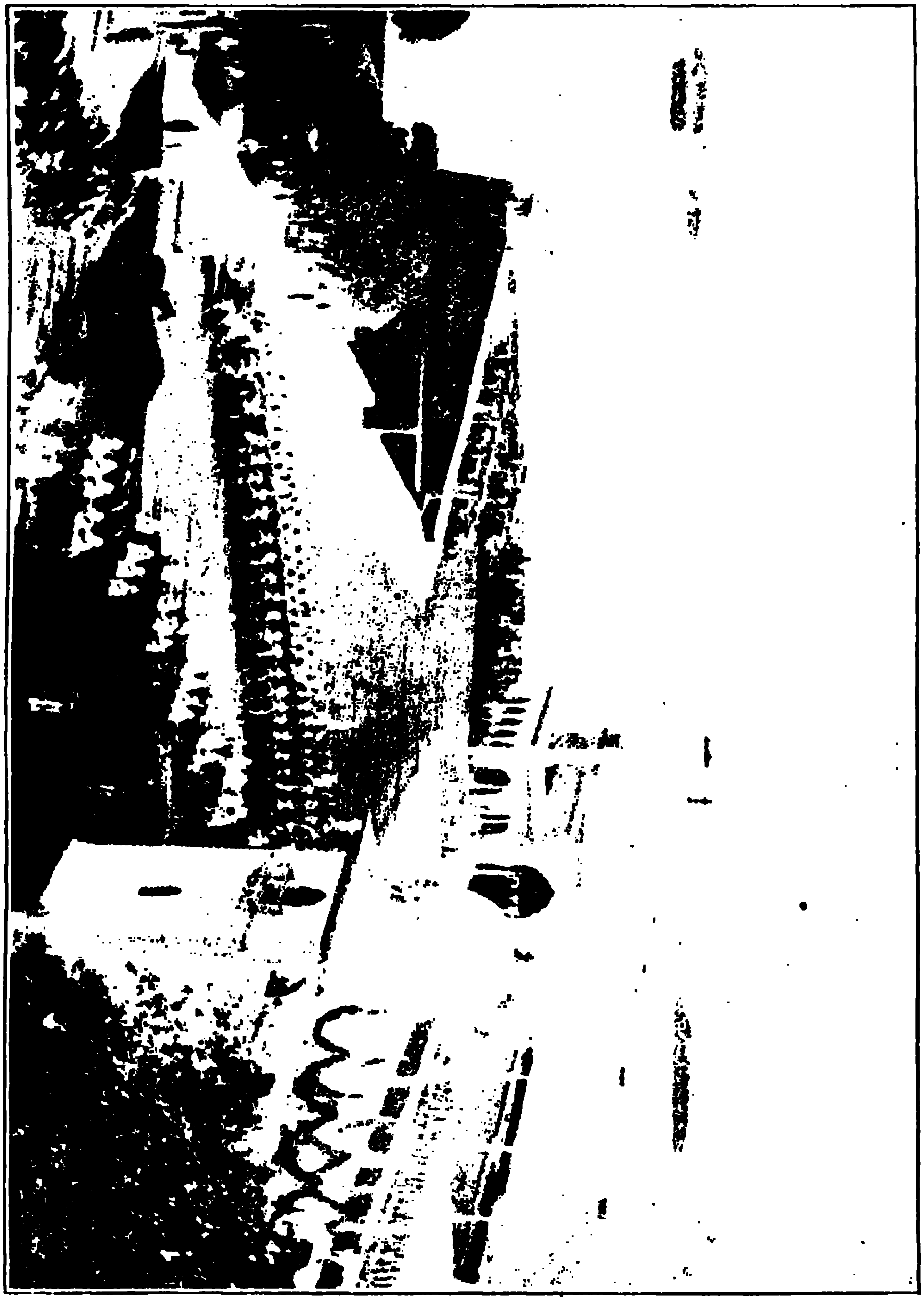

প্রত্যাবর্ত্তন।

সম্রাজ্ঞী সহ সম্রাট্ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কেবল পথে নাগপুরে এক ঘণ্টা ট্রেণ থামিয়াছিল।

নাগপুরে।

নাগপুর মধ্য-প্রদেশের প্রধান নগর। ৯ই জানুয়ারী ২টা ১৫ মিনিটের সময় গাড়ী নাগপুর পৌঁছিল। মধ্য প্রদেশের চীফ কমিশনার স্যার রেজিনাল্ড ক্র্যাডক মহোদয় স্থানীয় উচ্চরাজপুরুষ এবং অপরাপর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া সম্রাট্-দম্পতীকে অভ্যর্থনা করিলেন।

সম্রাট্ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া সম্মানিত রক্ষীর দল পরিদর্শনপূর্ব্বক সস্ত্রীক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সীতাবলদি দুর্গ পরিদর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। এখানেই ১৮১৭ সনে কর্ণেল হোপটন স্কট মহারাষ্ট্র সৈন্যের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়াছিলেন। ষ্টেশন হইতে দুর্গপর্য্যন্ত প্রায় ৩।৪ মাইল ব্যাপক পথ জুড়িয়া পংক্তিবদ্ধ সৈন্যগণ পাহারা দিয়াছিল। সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী দুর্গে উপস্থিত হইলে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ও পার্শীজাতীয় ৫টি বালিকা অগ্রসর হইয়া সম্রাজ্ঞীকে একটি ফুলের তোড়া উপহার দিয়াছিল। জব্বলপুর ব্রিগেডের সেনাপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারাল ওয়ালেস রাজদম্পতীকে দুর্গের সমগ্র দ্রষ্টব্য স্থান ভাল করিয়া দেখাইয়াছিলেন। গিরিসানুদেশে একটি উন্নত স্থানে চন্দ্রাতপরাজিত ক্ষুদ্র শিবির হইতে রাজদম্পতী প্রজাপুঞ্জকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে নিকটবর্ত্তী নানাস্থানাগত অগণিত লোকসংখ্যা নাগপুর নগরে ভিড় করিয়াছিল। সাত হাজার স্কুলের ছাত্র এই স্থানে উপস্থিত ছিল। অতঃপর এম্প্রেস কটন স্পিনিং মিল নামক তুলার কলের সম্মুখে রাজদম্পতী একবার গাড়ী থামাইয়াছিলেন। মিলের সহকারী অধ্যক্ষ মহাশয়ের পত্নী সম্রাজ্ঞীকে এইসময়ে একটি ফুলের তোড়া উপহার দিয়াছিলেন।

ট্রেণ ছাড়িবার পূর্ব্বে সম্রাট্ মিলের অধ্যক্ষ খাঁ বাহাদুর বিজোনিস মেটাকে "নাইট্" উপাধি এবং মেজর এ এইচ্ বিন্ষ্ট নামক সামরিক

কর্ম্মচারীকে "রয়াল ভিক্টোরিয়া অর্ডারের" চিহ্নে বিভূষিত করিয়াছিলেন।

উপাধি বিতরণ ও প্রীতি জ্ঞাপন।

এই সময় তিনি নাগপুর মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি স্যার জি, এম, চিৎনবিস মহোদয়কে ডাকিয়া তৎকৃত সমস্ত বিষয়ের সুব্যবস্থার জন্য প্রীতি প্রকাশ করেন।

পরদিবস (১০ই জানুয়ারী) রাজকীয় স্পেশাল ট্রেণ বোম্বাইর ভিক্টোরিয়া টারমিনাস্ নামক ষ্টেশনে পেঁাছিল। এখানে বড়লাটবাহাদুর এবং সস্ত্রীক বোম্বাইর গবর্ণর বাহাদুর সম্রাট্‌দম্পতীকে সাদর-সম্বর্দ্ধনা করিলেন। অতঃপর ইহাঁরা সৈন্যমালাপরিবৃত পথে এ্যাপোলো বন্দরে উপস্থিত হইলেন। এখানে যথাযোগ্য আদর আপ্যায়নের পরে বোম্বাইর ব্যবস্থাপক সভার পক্ষ হইতে সহকারী সভাপতি অনারেবল স্যার আর, ল্যাম্ব্ যে অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ :—

বোম্বাইএ অভিনন্দন।

"বোম্বাই প্রদেশের পক্ষ হইতে আমরা বোম্বাইর ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ, সম্রাট্‌দম্পতীকে তাঁহাদের এই স্মরণীয় ভারতপরিদর্শনের জন্য কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করিতেছি। এই শুভ ঘটনা ভবিষ্যতে অনেক প্রয়োজনীয় সুফলদায়ী হইবে। আমরাই এই ভারতসাম্রাজ্যে সর্ব্বপ্রথম আপনাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়াছি, আমরাই সর্ব্বশেষে আপনাদিগকে বিদায় দিতেছি। আপনারা মহান্ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া ভারতে পদার্পণ করিয়াছেন বলিয়া আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। গত ৫ সপ্তাহকাল এই দেশে অবস্থান করিয়া আপনারা ভারতবাসীদের অভিনন্দন গ্রহণোপলক্ষে যে সকল শ্রুতিসুখকর আশাভরসা প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমাদের হৃদয়ে চিরকাল জাগরুক থাকিবে এবং ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডের মধ্যে এক অপূর্ব্ব প্রীতিবন্ধনের সৃষ্টি করিবে। রাজাগমনে এতদ্দেশীয় সর্ব্বশ্রেণীর লোকে যে প্রকার আনন্দ ও প্রীতি প্রকাশ করিয়াছে তাহা ভবিষ্যতে অনেক মঙ্গলের হেতু হইবে।

আশা করি আপনারা স্বদেশে যাইয়াও ভারতবাসীর প্রীতি ও রাজভক্তি স্মরণ করিবেন। আপনারা দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া ভারতে উন্নতির সহায় হউন, ভগবানের নিকট আমরা সতত এই প্রার্থনা করি। আপনারা যেন সত্বর নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।"

ইহার উত্তরে সম্রাট্ বলিলেন :—

"আপনারা বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে

আমাদিগকে যে বিদায় অভিনন্দন প্রদান করিলেন তজ্জন্য সম্রাজ্ঞী, ও আমি ধন্যবাদ দিতেছি। আমরা এদেশে আসিয়াই প্রথমে আপনাদের সমাদর পাইয়াছিলাম। সেই অভিনন্দন পরবর্ত্তী পাঁচ সপ্তাহ ব্যাপক ভারতময় অপূর্ব্ব সম্বর্দ্ধনা ও রাজভক্তির প্রাক্‌সূচনা করিয়াছিল মাত্র। আপনাদের বিদায়কালের উক্তি গভীরভাবে আমাদের মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছে।

সম্রাটের প্রত্যুত্তর।

"আমাদের আগমনে ভারতের কল্যাণ সাধিত হইবে, আপনারা আশা করিতেছেন। আমরা বহুদিনের পোষিত এই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিয়া ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞ আছি। পুনর্ব্বার এদেশে আসিয়া এবং জনসাধারণের গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতিলাভ করিয়া আমরা কত সুখী হইয়াছি, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না।

"কিন্তু ভারতীয় রাজন্যবর্গ যাঁহারা আমাদের প্রীতির জন্য এত অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের রাজ্য এবং মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সী পরিদর্শন করিবার অবসর না পাইয়া আমরা বড়ই দুঃখ অনুভব করিতেছি।

এদেশের আদরযত্নের স্মৃতি চিরদিন আমাদের মনে থাকিবে, ভগবানের নিকট প্রর্থনা করি যেন, এদেশের প্রজাগণের সর্ব্ববিষয়ে মঙ্গল হয়। আমার অপরাপর দেশের প্রজাগণের সম্বন্ধেও যেরূপ, এদেশের প্রজাগণের সম্বন্ধেও সেইরূপ, আমি সকলেরই হিতকামী। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সমস্ত ভারতবাসী আমাদের যেরূপ অভ্যর্থনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সেই প্রীতির ভাব যেন চিরদিন বিরাজিত থাকে। তাহা হইলেই আমাদের ভারতাগমন সার্থক হইবে।

আপনাদের অভিনন্দনের উত্তরে আজ সমগ্র ভারতের নিকট বিদায়গ্রহণ করিতেছি। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ আমাকে এবং আমার বংশধরদিগকে প্রজাবর্গের সুখশান্তিবিধানে সাহায্য করুন।"

সম্রাটের প্রত্যুত্তরদান শেষ হইলে লাটসাহেব—স্যার জর্জ্জ ক্লার্ক মহোদয়, তাঁহার ব্যবস্থাপক সভার বেসরকারী সভ্যগণ, অপরাপর কয়েকটি সম্রান্ত ব্যক্তি এবং উপস্থিত কতিপয় করদরাজগণকে সম্রাটের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। এই সময়ে লেডী ল্যাম্ব সম্রাজ্ঞীকে একটি পুষ্পস্তবক উপহার দিয়াছিলেন।

অতঃপর সম্রাজ্ঞীসহ সম্রাট্ সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা

সিংহদ্বার দিয়া "মেদিনা" জাহাজের দিকে না যাইয়া সহসা প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক প্রজাবর্গের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া শত শত লোকের নমস্কার গ্রহণ করিলেন। তাহারা অধীর হইয়া ঘন ঘন জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল এবং অশ্বারোহী সৈন্যদল তাহাদের বর্শা এবং তরবারি তুলিয়া সেই আনন্দকলরবে যোগদান করিল। অতঃপর ধীরপদবিক্ষেপে সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী জাহাজে উঠিলে সম্মানসূচক তোপ ১০১ বার ধ্বনিত হইল, আর জাতীয় মহাসঙ্গীত প্রাণস্পর্শীতানে বাজিতে লাগিল।

'মেদিনায়' যাত্রা।

কলিকাতা ত্যাগের পূর্ব্বে সম্রাট্ মহোদয় বড়লাটবাহাদুরকে "রয়াল ভিক্টোরিয়ান অর্ডার' নামক উচ্চসম্মানে বিভূষিত করেন। আজ বিদায়ের দিনে বড়লাট বাহাদুর এই সম্মানের 'চেন' বক্ষে ধারণ করিয়া বোম্বাইর লাট সাহেব ও তদীয় পত্নী সহ "মেদিনা"য় গমন করিলেন। এখানে এসময়ে একটু জলযোগের আয়োজন হয়। তাহাতে বড়লাটবাহাদুর, সস্ত্রীক বোম্বাইর লাটসাহেব, হিস্ হাইনেস্ আগা খান ও ক্যাপ্টেন লাম্‌স্‌ডেন আর, এন এবং কতিপয় গণ্যমান্য ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

জলযোগের পর কতিপয় গণ্যমান্য ব্যক্তি সম্রাটের সহিত সাক্ষাতের সুযোগ পাইয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজ ভারতের বড়লাটবাহাদুর, বুন্দির মহারাও রাজা, পুলিশ কমিসনর মিঃ এস এন এডোয়ার্ডস্ এবং মিঃ এফ, এইচ, ভিন্সেণ্ট (ডেপুটি কমিসনার) তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। এ সময়ে মিঃ এম, এম, এডোয়ার্ডস্, রয়াল ভিক্টোরিয়ান অর্ডারের কম্যাণ্ডার, বুন্দির মহারাজ, গ্র্যাণ্ড অফ্ রয়াল ভিক্টোরিয়ান অর্ডার এবং কয়েকজন পুলিশ কর্ম্মচারী ভিক্টোরিয়ান অর্ডার পদবী লাভ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ দিল্লী, বোম্বাই, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে পুলিশের পরিশ্রম ও কার্য্যদক্ষতায় প্রীতি-লাভ করিয়াছিলেন। সম্রাটের এই প্রীতির কথা বড়লাটবাহাদুর তাহাদিগকে জানাইতে অনুজ্ঞাত হইয়াছিলেন। সম্রাট্দম্পতী সকলের নিকট বিদায়গ্রহণ পূর্ব্বক প্রাতে ছয়টার সময় রক্ষিজাহাজসমূহ-পরিবেষ্টিত "মেদিনা"য় স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যাত্রা করিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সম্রাট্ বিলাতে প্রধান মন্ত্রীর নিকট এই মর্ম্মে তড়িৎবার্ত্তা প্রেরণ করিলেন:—

"আমার রাজ্যের প্রধান সচিবস্বরূপ আপনি নিশ্চয়ই জানিয়াছেন, আমার ভারতাগমন আশাতীতরূপে সার্থক হইয়াছে। শুধু বোম্বাই, দিল্লী

এবং কলিকাতা নহে, সমগ্র ভারতের যে যে স্থানে আমরা উপস্থিত হইয়াছি সেইখানেই প্রজাসাধারণের অকপট রাজভক্তির উচ্ছ্বাস দর্শনে তৃপ্তিলাভ করিয়াছি, সুতরাং আমাদের ভারতাগমন সার্থক হইয়াছে। দিল্লীদরবারে যে অপূর্ব্ব সমারোহ হইয়াছে তাহাতে বড়লাট বাহাদুর এবং তদীয় কর্ম্মচারিবৃন্দের অসামান্য কর্ম্মকুশলতা সপ্রমাণ করিয়াছে। বড়লাট বাহাদুরের সহিত কলিকাতা অবস্থানকালে সমগ্রকলিকাতার অধিবাসিবৃন্দ আমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যাহা কিছু করা সম্ভব, তাহা করিয়াছিলেন। আমার প্রজাবৃন্দের সহিত আমার প্রীতির বন্ধন এরূপ সুদৃঢ় থাকাতেই আমি ভারতবর্ষে আগমনপূর্ব্বক আমার চির-অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিয়াছি। ভারতবর্ষ এবং আমার সমগ্র সাম্রাজ্য এ আগমনে স্থায়িরূপ সুফললাভ করিলেই আমার আশা পূর্ণরূপে সফল হইবে।"

প্রধান সচিবের নিকট তার।

প্রধানমন্ত্রী মহোদয় উত্তর জানাইলেন :—

"আপনার রাজ্য এবং প্রজার পক্ষ হইতে জানাইতেছি যে আপনাদের ভারতযাত্রা সর্ব্বতোভাবে সফল এবং নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইয়াছে, সংবাদে আমরা পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে আপনারা যেন নিরাপদে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।"

উত্তর।

ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সম্রাট্ রাজভক্তিপূর্ণ অগণিত 'তার' সংবাদ পাইয়াছিলেন। ভারতসীমা প্রায় অতিক্রম করার সময় "মেদিনা"তে বড়লাটবাহাদুরের নিম্নলিখিত তড়িতবার্ত্তা পৌঁছিল :—

"সমগ্র ভারত আপনাদের নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাবর্ত্তন কামনা করিতেছে। আপনাদের ভারতাগমন রাজভক্ত ভারতবাসী চিরকাল গৌরবের সহিত স্মরণে রাখিবে। ইহা ভারতের ইতিহাসে অমূল্য সম্পদরূপ বিরাজিত থাকিবে।"

বড়লাট বাহাদুরের তার।

উত্তরে সম্রাট্ জানাইলেন :—

"সম্রাজ্ঞী ও আমি আপনাদের আয়োজন উদ্যোগের কথা চিরদিন মনে রাখিব। ভারতবর্ষে স্বল্পস্থায়ী কিন্তু সুখকর অবস্থানের কথা আমরা জীবনে ভুলিতে পারিব না। আপনারা আমাদের জন্য প্রত্যেক ব্যাপারে যেরূপ সুব্যবস্থা করিয়াছেন, তজ্জন্য ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।"

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যগুলিরও অধিকাংশ হইতে সম্রাট্ তদীয় শুভকামনাসম্বলিত বার্ত্তা পাইয়াছিলেন।

বোম্বাইর গবর্ণর জানাইয়াছিলেন :—

"বোম্বাইপ্রদেশের পক্ষ হইতে আপনাদিগকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানাইতেছি। সম্রাট্‌দম্পতীর উপর যেন ভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হয়।"

প্রত্যুত্তরে সম্রাট্ জ্ঞাপন করিলেন :—

"সম্রাজ্ঞী এবং আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। আপনাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে কষ্ট বোধ করিতেছি। কিন্তু আপনাদের সৌহার্দ্দ্য ও প্রীতির স্মৃতি আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে।"

বঙ্গদেশ হইতে যে সংবাদ আসিয়াছিল, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—

বঙ্গদেশের ছোটলাট-বাহাদুরের তার।

"বঙ্গবাসীর পক্ষ হইতে ছোটলাটবাহাদুর বিদায়কালে রাজদম্পতীকে অভিবাদন করিতেছেন। আপনারা নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে পৌঁছিয়া সুখপূর্ণ সুদীর্ঘজীবন যাপন করেন, সেজন্য এ প্রদেশের সকলেই জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।"

উত্তরে নিম্নলিখিত সংবাদ আসিল :—

উত্তর।

"আপনাদের বিদায়-অভিবাদনে সম্রাট্‌দম্পতী প্রীত হইয়াছেন। ভবিষ্যতে বঙ্গদেশের অধিবাসিগণ সুখসৌভাগ্য লাভ করিবেন, তাঁহারা সর্ব্বদা এই আশা করিয়া থাকেন।"

কলিকাতা কর্পোরেশনের বিশেষ একটি প্রস্তাব সম্রাট্‌কে জানান হইয়াছিল। তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—

কলিকাতা করপোরেসনের তার।

"কলিকাতা কর্পোরেশন সম্রাট্‌দম্পতীর কলিকাতা-আগমন উপলক্ষে তাঁহাদের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন। তাঁহারা রাজদম্পতীর নির্ব্বিঘ্ন প্রত্যাবর্ত্তন এবং সুখময় দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছেন।"

এই প্রস্তাবের প্রত্যুত্তরে জানান হইয়াছিল :—

উত্তর।

"রাজদম্পতী ভারতত্যাগ করিতে দুঃখ অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ভারতবাসীকে আনন্দ দান করিতে পারিয়াছেন এবং সেই আনন্দে নিজেরাও আনন্দিত হইয়াছেন, ইহা স্মরণ করিয়া ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞ।"

"মেদিনা" রাস্তায় আলেক্‌জান্দ্রিয়া বন্দরে থামিল না; একেবারে সুদান বন্দরে পৌঁছিল। ১৭ই জানুয়ারী সম্রাট্‌-দম্পতী এখানে উপস্থিত হইলে ভাইকাউণ্ট কিচেনার এবং স্যার আর, উইন্‌গেট্‌ (সুদানের বড়লাট) তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। সুদানের অধিবাসিগণের রাজভক্তিপূর্ণ অভিনন্দনের উত্তরে সম্রাট্‌ যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই :—

সুদানের অভিনন্দনের উত্তর।

যদিও সময়ের অল্পতাবশতঃ এই সুন্দর দেশের অভ্যন্তরভাগ দেখিতে পাইলাম না তবুও যেটুকু দেখিয়াছি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতেছি। বহুদূর হইতে যে সমস্ত সর্দ্দারগণ কষ্ট স্বীকার করিয়া আমার নিকট আসিয়াছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। আমি এইমাত্র ভারত হইতে আসিতেছি। যেখানে কোটি কোটি প্রজা ইংরাজশাসনে সুখে বাস করিতেছে, তাহারা বিভিন্ন জাতীয় এবং বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী হইলেও পরস্পরের সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপন পূর্ব্বক একত্র অবস্থান করিতেছে। আশা করি হিস্‌ হাইনেস্‌ খেদিব এবং ব্রিটিশরাজপুরুষগণ সেইভাবেই সুশাসন করিতেছেন। ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীনতালাভ করিয়া এদেশবাসীগণ বেশ সুখে কাল কাটাইতেছেন। খার্‌টুম রক্ষা ব্যাপারে যে অপূর্ব্ব সাহস প্রদর্শিত হইয়াছিল, গর্ডনের বীরত্ব, টফিক বের অদ্ভুত আত্মরক্ষা এবং খারটুমে লর্ড কিচ্‌নারের নেতৃত্বে, ব্রিটিস, ঈজিপ্টবাসী এবং সুদানের সৈন্যবর্গের অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রভৃতির কথা আমি ভুলি নাই। বিগত তের বৎসর যাবত সুদান যে ভাবে শাসিত হইতেছে তাহাতে বোধ করি বুঝিতে বাকি নাই যে সুদানের সর্ব্ববিষয়েই উন্নতিই এ শাসনের একমাত্র উদ্দেশ্য। গভর্ণমেণ্ট প্রজাবর্গের সুখশান্তির জন্য এবং তাহাদিগকে পৃথিবীর সভ্যজাতিমণ্ডলের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কে আনয়ন করিয়া উত্তরোত্তর উন্নত করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহাদিগের নৈতিক এবং আর্থিক উন্নতি আমার বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় হইয়া আছে।"

অতঃপর তাঁহারা দশমাইল দূরবর্ত্তী সিন্‌কাট্‌ নামক স্থান দেখিতে যান। সেখানে সেনাপ্রদর্শনী দর্শন করিয়া সুদান ত্যাগ করেন।

সিন্‌কাট্‌।

"মেদিনা" ২০শে জানুয়ারী পোর্ট সইদে পৌঁছিল। সেখানে খেদিব মহাশয় নিজেই জাহাজে আসিয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ২৪শে জানুয়ারী "মেদিনা" মাল্টা দ্বীপে উপস্থিত হইল। সেখানে একটি

ফরাসীবহর সম্রাটের সম্মান করিতে আসিয়াছিল। ইংরাজ ও ফরাসী একযোগে সেখানে সম্রাটের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ৩০শে জানুয়ারী রাজকীয় জাহাজ জিব্রাল্টারে পৌঁছিলে ম্যাড্রিডের ব্রিটিশ রাজদূত সার মরিস, ডি বুনসেন, ট্যান্‌গিরে অবস্থিত ব্রিটিশ মন্ত্রী সার রেজিনাল্ড লিষ্টার এবং মরক্কোর সুলতানের প্রতিনিধিবর্গ রাজদম্পতীকে যথাবিহিত সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। পর্টুগালের প্রতিনিধিবর্গ এবং স্পেনের রাজবংশের হিস্‌ হাইনেস্‌ ডি ইন্‌ফ্যাণ্টি ডন্‌ কার্‌লস্‌ দুইরাজ্যের পক্ষ হইতে ইংলণ্ডের রাজদম্পতীকে অভিনন্দিত করিলেন। এখানে বন্ধুত্বের আদান প্রদান এবং উপাধি বিতরণ কার্য্য সমাধা করিয়া জিব্রল্টার ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পোর্ট সইদে।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী স্মরণযোগ্য দিবস। এই দিন ইংলণ্ডেশ্বর সস্ত্রীক স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রণতরীবহর পরিবেষ্টিত 'মেদিনা'কে পথে ইংলিশ প্রণালীতে দুরন্ত তুষারপাত ভোগ করিতে হইয়াছিল।

পোর্টস্‌মাউথে।

প্রাতে রাজদম্পতী পোর্টস্‌মাউথ বন্দরে নামিলেন। রাজ্ঞী আলেক্‌জাণ্ড্রা, রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া, টেকের ডাচেস্‌, প্রিন্স অফ্‌ ওয়েলস্‌, এবং কনটের প্রিন্স আর্থার এই সময়ে আসিয়া রাজদম্পতীর জাহাজে উপনীত হইলেন। পোর্টস্‌-মাউথের মেয়র, মহোদয় নিম্নলিখিত অভিনন্দনপত্র পাঠ করিয়াছিলেন :—

"আপনি প্রজাবাৎসল্যের বশবর্ত্তী হইয়া এই পরিশ্রমসাধ্য ভ্রমণব্যাপার সমাহিত করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ইহাতে ভারতের নৃপতিবৃন্দ এবং প্রজাপুঞ্জের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।"

সম্রাট্‌ তদুত্তরে বলিলেন :—

"পোর্টস্‌মাউথবাসিগণের পক্ষ হইতে আপনি যে সুন্দর অভিনন্দন পাঠ করিলেন, তাহাতে আমরা প্রীত হইয়া ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমাদের যাত্রার আরম্ভ ও শেষ সাম্রাজ্যের নৌশক্তির সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্রে সম্পন্ন হইল। ইহা উপযুক্তই হইয়াছে। ভারত এবং আমাদের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ হইতে আমরা ভক্তিপূর্ণ প্রীতির যে সকল মর্ম্মস্পর্শী কথা শুনিয়াছি, তাহা বিশেষ তৃপ্তিপ্রদ হইয়াছে। এখন আমাদের ভারতভ্রমণে তথাকার প্রজাপুঞ্জের মঙ্গল ও দুই রাজ্যের প্রীতিসংবর্দ্ধন হইলেই সমস্ত অনুষ্ঠান সার্থক হইল, মনে করিব।"

লণ্ডন, ভিক্টোরিয়া টারমিনাস ষ্টেশনে রাজকীয় ট্রেণ পৌঁছিলে, রাজপরিবার, রাজদূতবৃন্দ, মন্ত্রিগণ এবং অন্যান্য উচ্চরাজপুরুষগণ রাজদম্পতীকে সমুচিত অভ্যর্থনা করিলেন। সম্রাট্ সম্মানিত রক্ষিদলের পরিদর্শন করিলেন এবং সম্রাজ্ঞী লেডী গ্যেনেথ পন্সনবির নিকট হইতে একটি পুষ্পস্তবক গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর রাজকীয় যান রাজদম্পতীকে লইয়া বাকিংহাম প্রাসাদের অভিমুখে চলিল। সম্রাটের অঙ্গে এ সময় নৌসেনাপতির পরিচ্ছদ ছিল এবং সঙ্গে রক্ষকস্বরূপ ১ম লাইফ গার্ডস্ সৈন্যদল গিয়াছিল। সেই সময়ের তীব্র শীত ও তুহিনপাত সত্বেও অসংখ্য লোক রাজপথে দাঁড়াইয়া রাজদম্পতীকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। স্বীয় প্রাসাদে পৌঁছিবার পরেও সম্রাট্ কুশলকামী অগণিত তড়িৎবার্ত্তা পাইয়াছিলেন। কেবল স্বীয় সাম্রাজ্য নহে, ইউরোপের সমস্ত রাজধানী হইতেই রাজার নির্ব্বিঘ্ন প্রত্যাবর্ত্তন ও ভ্রমণ-সাফল্যের জন্য আনন্দজ্ঞাপক সংবাদ আসিয়াছিল। ক্যানাডা হইতে ডিউক অফ ক্যানট একটি তড়িৎবার্ত্তায় উক্তদেশের পক্ষ হইতে সম্রাট্‌কে অভিনন্দিত করিয়া জানান, "সুদূর ভারতীয় জনমণ্ডলী সম্রাট্‌কে যেরূপ রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া ক্যানাডাবাসী আনন্দিত হইয়াছে।"

রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন এবং সম্বর্দ্ধনা প্রভৃতি।

রাজদম্পতী লণ্ডনে পৌঁছিয়া তারপর দিনই সেণ্ট পল গির্জ্জায় উপাসনাদির অনুষ্ঠান করেন।

লর্ড মেয়রপ্রমুখ একদল তাঁহাদের অগ্রে গমন করেন, পথে প্রজাপুঞ্জের যেন আনন্দের উৎস ছুটিয়া গিয়াছিল। ক্যাণ্টারবারীর আর্কবিশপ উপাসনাকালে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সমস্ত ইংলণ্ডের মর্ম্মকথা। "আমরা এই দারুণ শীতকালে লণ্ডনে বাস করিয়া তিনমাস অবিরত রাজদম্পতীর নির্ব্বিঘ্ন প্রত্যাবর্ত্তন ও ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের প্রীতিলাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি। তিনি যে আমাদের প্রার্থনা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করিয়াছেন, তাহাতে কি কোন সন্দেহ আছে? সুতরাং আজ প্রার্থনার মহিমা বুঝিয়া আমরা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। পুরাকালে বিজয়ী সম্রাট্‌গণের প্রত্যাবর্ত্তনের সময় বিজিত বন্দী রাজগণ তাঁহার সঙ্গে আসিত। এখন সে দিন নাই, এখন বিজয়ী শত্রু জয় করিয়া আসেন নাই, বন্ধুর হৃদয় প্রেম ও ভালবাসা দ্বারা জয় করিয়া আসিয়াছেন।"

ভারতীয় রাজগণ সম্রাটের ভ্রমণশেষে তাঁহার নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মের বার্ত্তা প্রেরণ করেন :—

"রাজদম্পতীর ভারতাগমনের কথা চিরদিনের জন্য ভারতবাসীর হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। তাঁহাদের সৌম্যমূর্ত্তি, অপরিসীম সহানুভূতি, প্রজাবর্গের হিতাকাঙ্ক্ষা ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের প্রীতির সম্বন্ধ বর্দ্ধিত করিয়াছে এবং স্বভাবতঃ রাজভক্ত ভারতীয় প্রজার রাজভক্তিতে নূতন প্রেরণা আনয়ন করিয়াছে। এই উপলক্ষে ভারতবর্ষের রাজাপ্রজা সম্মিলিত হইয়া সমস্ত ইংরাজজাতির প্রতি তাঁহাদের সৌহার্দ্দ্য ও হিতকামনা জ্ঞাপন করিতেছেন ; ভারতবর্ষ সম্রাটের সুমহান্ সাম্রাজ্যের একাংশ, এই কথায় আজ সমস্ত ভারতবাসী বিশেষভাবে গৌরব অনুভব করিতেছে। ইংলণ্ডের সম্পর্কে আসিয়া ভারত অনেক সুখসৌভাগ্য লাভ করিয়াছে ; সেই মহা উপহারের প্রতিদান স্বরূপ ভারতীয় রাজাপ্রজা সাক্ষাৎসম্বন্ধে সম্রাট্দম্পতীকে আজ কৃতজ্ঞতা জানাইতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের বিশেষ গৌরবের বিষয়। ভারতবাসীরা আশা করিতেছেন, এই ঐতিহাসিক মহা ঘটনা ভারতভাগ্যের এক নব অধ্যায় উদ্ঘাটন করিবে এবং তাঁহাদিগকে নূতন উন্নতি ও সুখের পথে লইয়া যাইবে।"

ভারতীয় রাজগণের তড়িৎবার্ত্তা।

লণ্ডন ও ওয়েষ্টমিন্স্টার মহানগরীদ্বয় এবং লণ্ডন কাউণ্টি কাউন্সিল রাজদম্পতীর প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে যে অভিনন্দন পত্রদ্বয় পাঠ করেন, তাহার প্রথমটির উত্তরে সম্রাট্ বলিয়াছিলেন :—

"ভারত হইতে স্বদেশে প্রত্যাগত হওয়ার পর আপনাদের সাদর অভিনন্দনে প্রীত হইয়া ধন্যবাদ দিতেছি। ভারতে রাজাপ্রজানির্ব্বিশেষে সকলের রাজভক্তি প্রাপ্ত হইয়া যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছি। ইহা বিশ্বাস করা যায় যে আমাদের প্রতি ভারতবর্ষের এই অনুরাগের অভিব্যক্তি তাঁহাদের চিরন্তন রাজভক্তির সূচনা করিতেছে। ইংলণ্ডে প্রত্যাগমনের পর ব্রিটিশজাতির প্রতি ভারতবাসীর প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্যসূচক এক তড়িৎবার্ত্তা আমরা পাইয়াছি। তাঁহারা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ইহা পাঠাইয়াছেন। আশা করি, আপনারা এই প্রীতির আহ্বান আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করিয়া উত্তর প্রদান করিবেন। তাঁহাদের দৃঢ়ধারণা ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ড অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ,

সম্রাটের উত্তর।

এই ধারণার অনুকূল এবং সুহৃদনুচিত উত্তর দিয়া আপনারা তাঁহাদের সখ্য গ্রহণ করুন।"

ভারতবর্ষে আমরা যে সকল রাজনৈতিক ঘোষণা করিয়াছি, আশা করি, তাহাতে ভারতের কল্যাণ হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ভারতবর্ষের উন্নতিতে লণ্ডনবাসিগণ বিশেষরূপ আনন্দিত হইবেন, কারণ সেই দেশের সহিত লণ্ডনের ঐতিহাসিক সম্বন্ধ দীর্ঘব্যাপী এবং প্রাচীন। আধুনিক কালে লণ্ডনবাসীর বাণিজ্যের দ্বারা এসম্বন্ধ আরও দৃঢ়তর হইয়াছে।

আমার আত্মীয় ডিউক অফ্ ফাইফের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোক-সন্তপ্ত হইয়াছি। যাঁহারা তাঁহার চরিত্র এবং জীবনের মাহাত্ম্য অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই শোকে যোগদান করিবেন, সন্দেহ নাই।

আমাদের জন্য আপনারা যে প্রার্থনা করিয়াছেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ আছি। ভগবানের অনুগ্রহে দেশস্থ কি বিদেশস্থ সর্ব্বজাতীয় প্রজাবৃন্দের সুখ, উন্নতি ও কল্যাণের প্রতি আমার চেষ্টা সতত পরিচালিত থাকিবে।"

ওয়েষ্ট মিনিষ্টার হইতে প্রাপ্ত অভিনন্দনের উত্তরে সম্রাট্ বলিয়াছিলেন:—

"আপনারা আমাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর যে রাজভক্তিপূর্ণ অভিনন্দন দিয়াছেন সেজন্য ধন্যবাদ দিতেছি।

ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের অভিনন্দনের উত্তর।

বিখ্যাত দিল্লীদরবার উপলক্ষে আমি ভারতীয় সমস্ত রাজন্যবর্গকর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়াছি, সেই মহাদেশের যে স্থানে গমন করিয়াছি সেই স্থানেই সর্ব্বসাধারণের প্রীতি-ভক্তির বন্যা উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে।

বহু পথ অতিক্রম করিয়া পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি, কিন্তু আমার চিত্ত ভারতে পরিদৃষ্ট অচিন্তিতপূর্ব্ব বিরাট্ অনুষ্ঠান ও প্রীতির নিদর্শনগুলিতে পূর্ণ হইয়া আছে।

ভারতবর্ষে আমাদের সাম্রাজ্যের উন্নতির লক্ষণ দেখিয়া আসিয়াছি। এখন এই সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলস্বরূপ এ মহানগরীতে আসিয়া আশা করিতেছি যে ইহারও ঐক্য ও সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক।"

লণ্ডন কাউণ্টি মন্ত্রণাসভার অভিনন্দনের তিনি এইরূপ উত্তর প্রদান করেন:—

"আমরা ভারত প্রত্যাগত হওয়ার পর লণ্ডনবাসিগণ যেরূপ আনন্দ

প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য লণ্ডনের অধিবাসিগণকে আপনাদের দ্বারা আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। লণ্ডন প্রবেশকালে এবং তৎপরদিবস সেণ্টপলের গির্জ্জার পথে লণ্ডনের লোকবৃন্দ আমাদিগকে যেরূপ অভিনন্দিত করিয়াছেন, তাহাতে আমরা বিশেষরূপে আপ্যায়িত হইয়াছি।

বিগত তিন মাসে ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে সকল স্মরণীয় ঘটনার লীলাক্ষেত্র হইয়াছে, লণ্ডনবাসিগণ তাহা উৎসুকচিত্তে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, শুনিয়া সুখী হইলাম। আমার বিশ্বাস যে এই সহানুভূতির ফলে এ দেশের প্রজাবৃন্দের ভারতের প্রতি তাহাদের গভীর দায়িত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এই দীর্ঘ পথের সর্ব্বত্র আমরা যেরূপ উৎসাহিত রাজভক্তির নিদর্শন পাইয়াছি তাহা এই সাম্রাজ্যের প্রজাসাধারণের সর্ব্ববিধ হিতকর চেষ্টায় আমাকে নূতন প্রেরণা প্রদান করিবে।"

পার্লিমেণ্টে ভারতাগমনের উল্লেখ।

১৪ই ফেব্রুয়ারী পার্লিয়ামেণ্টের মহাসভার অধিবেশন হইল। এই দিবস সম্রাট্ সিংহাসন হইতে যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ ছিল :—

"আমাদের রাজ্যাভিষেকের কথা স্বয়ং জানাইতে দিল্লীতে যে দরবার আহ্বান করিয়াছিলাম, তাহাতে ভারতীয় রাজগণ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও প্রজাগণ যেরূপ অপূর্ব্ব রাজভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা ব্রিটিশ সিংহাসনের প্রতি তাঁহাদের প্রগাঢ় অনুরাগ প্রমাণিত করিয়াছে।

কলিকাতা ও বোম্বাইএর নাগরিকগণ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া যে আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা গভীরভাবে আমাদের হৃদয়স্পর্শ করিয়াছে।"

রাজ-দম্পতীর ভারতাগমন আশাতীতরূপ সফল হইয়াছে, অভিনন্দনগুলির উক্তি ও সম্রাটের প্রত্যুক্তি হইতে তাহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে; অন্য কোন প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। কলিকাতা ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে

মান্দ্রাজের তারবার্ত্তা।

নাগরিকগণ রাজাগমনের সংবাদ প্রাপ্তিতে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বহু সভা আহ্বান করিয়াছিলেন, সেই সভাসমিতির গৃহীত মন্তব্য তারযোগে প্রেরিত হইয়াছিল। মান্দ্রাজের তারবার্ত্তাটি উদাহরণস্থলীয় এবং এই শ্রেণীর বার্ত্তাগুলির সারকথার অভিব্যক্তিস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে, এজন্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"এই সভা ভারতবর্ষে সম্রাটের আগমনব্যাপক শুভফলের প্রত্যাশা করিতেছেন। সম্রাট্ যে শুভসংবাদ পাঠাইয়াছেন তাহাতে এ দেশীয় লোকের রাজভক্তি অশেষরূপে বর্দ্ধিত হইবে। সম্রাট্ শ্রেণীনির্ব্বিশেষে সমস্ত প্রজামণ্ডলীর প্রতি গভীর সহানুভূতি ও হিতাকাঙ্খার যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের সহিত ঘনিষ্ঠতর সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইবে এবং ব্রিটিশ রাজত্বে এদেশের উত্তরোত্তর উন্নতি সম্পদ্ বৃদ্ধির আশা বদ্ধমূল হইবে। রাজাগমন এদেশবাসী বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে ঐক্য ও সৌহার্দ্দ্য প্রবর্দ্ধিত করিয়া তাহাদিগকে শান্তি ও সন্তোষের পথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে।"

সমাপ্ত।

সূচী।

অক্টরলোনি ১৮০
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০৪
অচ্ছ্রা ৮৫, ১০১
অর্জ্জুনসিংহ ১০৯
অলিরাজপুর ৮৫, ১০৫, ১০৯
অষ্ট্রেলিয়া ৩৯
আইকমান, ডি, ডবলিউ ৯৬
আইরিন ৩৪
আকবর ৩, ১০৮
আগাখান ৫৩, ১১৩
আগ্রা ৫৭
আজমলখান ১৪৪
আজমীর ১৮৮, ১৮৯ ১৯০
আফগানিস্থান ১১, ৯৯, ১১৬
আফসার উদ্দৌল্লা (স্যার) ৮৩
আবদুল্লা খাঁ হাফিজ (স্যার) ১২৬
আরগিল ১২
আরঙ্গজেব ৩
আর্থার প্রিন্স, ২৯, ৩১
আরা ১৮১
আলাউদ্দিন ৩
আলিমান ফতে ১৪৪
আলিপুর ১০৯
আলেকজাণ্ডার ৬, ১৯
আলেকজান্দ্রা ৩১, ৩৩, ৪২, ২২২
আলোয়ার ৮৪, ১০৪, ১২১ ১২২
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (স্যার) ২০৪, ২০৭
আসলাম খাঁ এম্ (স্যার) ১২৬
আসাম ৮৭, ১১৯, ১৩৭, ১৭৮, ২০৬
অ্যালানি (লর্ড) ১২৬
অ্যাশবার্ণার, এল, ১২৬
ইউল ডেভিড (স্যার) ২০৫
ইতালী ৩৫
ইদর ৮৫, ১০১, ১৩০
ইলক্যারম্যান ১৫৩
ইন্‌ডমিটেবল ৩৪
ইন্‌ডিক্যাটিগেবল ৩৪
ইন্‌ভিন্‌সিবল ৩৪
ইন্দোর ১০৪, ১১১, ১২১, ১৪২
ইয়ং আর্থার (স্যার) ৯০
ইয়ংউই ৮৭
ইয়াংহি ১০২
একসেলেণ্ট ৩০
এডেন ৩৭, ৩৮, ৩৯, ১১৩
এডোয়ার্ড ৭ম, ৮, ১২, ১৩, ১৭, ২০, ২৫, ২৬, ৭৫
১০৮, ১১৫, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৮৯, ১৯৯
এডোয়ার্ডস মিঃ ৫৫, ২১৮
এনচ্যাণ্টেস্ ৩৪
এপেলো ৪৩, ৫১
এফ্‌ফিণ্‌ডি জিয়া এদ্দিন ৩৬
এমার্সন ডবলিউ (স্যার) ২০৪
এলিজাবেথ ২৭
এ্যানগাস আর জে ১৭০
এ্যানানডেল ডাক্তার ২০৪
ওর্টন (কাপ্তেন) ১৮২
ওসমান আলি ১১০
ওয়াইলি কার্জ্জন (স্যার) ১৯০
ওয়াটসন ডব্লিউ এ, ৮১, ১২৪, ১২৫
ওয়ার্ড (মেজর) ৯৪
ওয়ারিস আলি ২০৬
ওয়ালটার জে, এম, ১৫৩
ওয়ালটার লরেন্স ৩৩
ওয়াসিফ আলি (স্যার) ২০৬
ওড়ুয়ার, এম, এফ ১২৬

ওয়েষ্টমিনিষ্টার ২২৪, ২২৫
ওয়েলেসলি লর্ড ১১২
ওয়েলিংটন সি, ডবলিউ ১৮৮
কক্কর ৮৭
কচ্ছ ৮৫, ১০৪, ১৩০
কনট ২২২
কপূরথালা ৮৬, ১০৫, ১১২, ১২১, ১২২, ১৩১, ১৬১
করাচি ৫৯, ১৬৩
কলভিন, ই, জি, ১৮৮
কলিকাতা ৫০, ৫৯, ৬২, ৬৬, ১৬৩, ১৬৯, ১৯১, ১৯৬, ২১০, ২২৬
কাউপার মেটল্যাণ্ড ৩৭
কাজিলবাস ১৪৬
কালমিয়া ৮৬
কাল্সাত ৮৬, ১০৪
কালাহাড়ি ৮৬
কার্জ্জন ১২, ১৬, ৬৮, ৯১, ১১২, ১১৬
কাশী ১০৫, ১১৭
কাশীনরেশ ৮৬
কাশ্মীর ১০৪, ১২২, ১১৯, ১২১, ১২২, ১৪২
কাষ্ট চার্লস (স্যার) ১২৬
কিওনথাল ৮৬
কিচনার ৩৬, ২২১
কিটসন জি ৮১
কিশগড় ১০১, ২০২
কীঘলি (কাপ্তেন) ৮২
কুকসন মিঃ ১৯৮
কুচবিহার ৬, ১০৫, ১১৬
কুশলগড় ৮৪
কেংটাং ৮৭, ১০৫
কেম্পেল অ্যাডমিরাল ৩০, ৩২, ১২৫
কেশবচন্দ্র ১১৩
কোচিন ৮৫, ১০৪, ১০৯
কোটা ৮৪, ১০৫, ১০৯
কোল, এইচ, ডবলিউ, জি ৯৮
কোলাপুর ৮৫, ১০৪, ১১০
কোলিংউড ৩৪
কোয়াসজি কৈকবাদ ৩৯
কোয়েটা ৮৬
ক্রাডক রেজিনাল্ড (স্যার) ২১২
ক্রু (লর্ড) ৮২
ক্রুকম্যাক, এস, ডি, ১১৭
ক্লার্ক জর্জ্জ (স্যার) ৫৩
ক্যানিং (লর্ড) ৫
ক্যাড়েল মিঃ, ৫৫
ক্যাম্বে ৮৫, ১৩০
ক্যাড়োন, ডব্লিউ, ১২৬
খয়েরপুর, ১১০, ১২১, ১৪৪
খেদিব ৩৬,
খৈরপুর ৩৬, ৩৭
গঙ্গাসিংহ ১০৯
গড্ডার্ড ১১০, ১১১
গণ্ডাল ৮৫, ১০৫, ১৩০, ১৪২
গুডউইন, এফ ১২৬
গোলাপ সিংহ ১১২, ১২৫
গোয়ালিয়র ১০৪, ১২১, ১২২
গ্যাগ (মেজর) ২০০
গ্যাব্রিএল, ভি, ৬৪
গ্যালাসটান মিঃ ২০২
গ্রাইসউড (কাপ্তেন) ৯৪০
গ্রাণ্ট, এইচ, এফ ৩৮
গ্রাণ্ট সি ২৭২
গ্রাহাম সিসিল ২০০
গ্রিমষ্টন, আর, ই, ৩৩, ৪০, ৬৪, ১২৬
চন্দ্র সামসের জঙ্গ, ১৮২, ১৮৪, ১৮৫
চম্বা ১০৫, ১৩১
চলি, এ, ডি, জি, ৫৫
চারখরি ৮৫, ১০৫
চার্চ্চহিল উনষ্টন ৩০
চার্লস, আর, এইচ (স্যার) ২১৬
চার্লসফিল্ড মরিস ১২৪
চিৎনবীশ, জি, এম্ (স্যার) ২১৬
চিত্রল ৮৬
চীন ৮৮

চেম্বারলেন লর্ড ১২৬, ১৫২, ১৯৫
চৌহান ১০৯
চ্যাৎফিল্ড, এ, ই, এম ৩২
চ্যাটার্জি প্রতুলচন্দ্র (স্যার) ১০০
ছত্রপুর, ৮৫, ১০৫
জগদিন্দ্রনাথ রায় ২০৬
জনফরসী ৩১
কম্‌গন, জে ১৮১
জর্জ পঞ্চম, ২০, ২৫ ২৬, ১৬৭, ১৮০
জয়পুর ১০৪, ১২১, ১৪২, ১৮৭, ১৮৮
জাওয়ার ১০৫
জাভিরা ৮৫, ১০৫, ১৩০
জারবাল ৮৬
জিব্রালটার ৩৫
জেনকিন্স ৮৮
জেনসন, ই. ১৭২
জেলিকো, ৩৫
জ্যাকব, সুইনটন (স্যার) ১১৬
ঝবুয়া ১০৯
ঝালেয়োর ১০৫
ঝিন্দ ৮৬, ১০৫, ১১২, ১২১, ১২৫, ১৬১, ১৩১
টড (কর্নেল) ১৯০
টাগাম ৩৪
টালিগঞ্জ ২০৪, ২১১
টিপু সুলতান ১১২
টিহরি, ৮৬, ১০৫, ১২১, ১৩১
টুইডমাউথ (লর্ড) ২৯
টেক ২২২
টেমেরেইর ২২২
ট্যানগিয়ে ২২২
ট্যাভারনিয়ার ৬৯
ডরিয়ন, এইচ, স্মিথ (স্যার) ১১৬
ডালাস, সি, এম ৬৪
ডিউক উইলিয়ম (স্যার) ১৯৪
ডিকেন্স ৩৪, ৪৫,
ডুমেইন, ফ্রেডরিক (স্যার) ১৯৪
ডেভিস কর্নেল ৮০
ড্রামণ্ড, এফ, এইচ, আর ৭৫, ১২২, ১৬১, ২০৬
ড্রিংক মিঃ ৭৫, ১৯৪
ড্রেনট ৩৪
ঢোলপুর ১০৪
তক্ষশীলা ৫৮
তিস্তখানা উমার, হায়াৎখান ৮১
তেগ বাহাদুর ১৪৪, ১৪৫
তেয়াংপেং ৮৭
তৈমুর ১৮
ত্রিপুরা (পার্বত্য) ১০৫, ১১০, ১৩১
ত্রিবাঙ্কুর ৮৫, ১০৯
থর্ণহিল, এইচ, বি, ৯২
দক্ষিণ হয়েনসী ৮৭
দক্ষিণারঞ্জন সেন ২০৬
দিনসা হরমসজি কোয়াসজি ৭৮, ৭৯
দির ৮৬
দিল্লী ৪৩, ৪৮, ৬২, ৬৬, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৫
দুঙ্গারপুর ১০৪, ১০৮
দুজানা ৮৬
দেওয়াস ৮৫, ১০৪
ধর ৮৫, ১০৪
ধরমপুর ৯৫, ১০৫, ১০৮, ১৩০
ধানকেনেল ৮৬
ধ্রংগধ্রা ৮৫, ১০৫, ১৩০
নওয়াগাই ৮৬
নটবরসিং ১০৯
নবনগর ১০৪, ১২১, ১৩১
নরসিংহগড় ৮৫, ১০৫
নাগপুর (ছোট) ১৩৭, ২১১
নানক ১১১
নানকচাঁদ ১১১
নাভা ১০৪, ১১২, ১২১, ১২২, ১৩১
নাটোর ২০৬
নারোজী দাদাভাই ৫২
নেপচুন ৩৪
নেপাল ১৭৯, ১৮০, ১৮৪, ১৮৫
পদ্মকোটা ৮৫, ১০৫

পনসন, বি গুইনেথ (লেডী) ৩১
পর্টুগেল ৩৫
পরিহর ১০৯
পলিতানা ১০৫, ১৩০
পাইধোনী ৫০
পাঞ্জাব ১১৯, ১৪১, ১৭৮
পাতাউদি ৮৫
পাতিয়ালা ৮৬, ১০১, ১০৪, ১১২, ১২১, ১২২
পান্না ৮৫, ১০৫
পালানপুর ৮৬, ১০৫, ১৩০
পালার ৩
পিটন মিঃ ৮১, ১৭০
পিনহি মিঃ ৮৩
পিরি সি, পি ১৭৯
পিয়ারসন, এ এ (স্তার) ৭৫, ১২২
পিয়ারসন, জে, আর ১৪৮
পূর্ব্ববঙ্গ ১১৯, ১৭৮
পৃথ্বীরাজ ১০৭, ১০৯
পৃথ্বীসিংহ ৮২
পেশোয়ার ৫৯
পোর্টসমাউথ ৩১
প্যারামাটা ৭২
প্রতাপগড় ৮৪
প্রতাপসিংহ (স্তার) ৬৩, ৮২, ১০৯, ১১২. ১২৪. ১৬১
প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর ২০৬
প্রাইস, সি, এন ৮৯
ফগ্ন ৪১
ফটসে ভডফে ১২৬
ফতেপুর সিক্রি ৫৮, ৭০, ১৮৬
ফতেসিং (স্তার) ১০৮
ফরিদকোট ৮৬, ১০৫, ১১২, ১২১, ১৩১
ফটেস্ক জন ১২৬
ফাদথলি ১০৫
ফাদলি ৮৫, ১৩০
ফিক্স ৪২
ফিলিপস, পিকটন ৮৯
ফ্রেস, ই. এল, ৮০, ১৭৮
ফেল (কাপ্তেন) ১২৪
বংশদা ৮৫
বংশধরা ৮৪
বঙ্কনার ১০৫
বঙ্কানীর ৮৫, ১৩০
বঙ্গ ১১৯, ১৩৮, ১৭৮, ২০৬
বরদা ৫৫, ৮৩, ১০৪, ১১১, ১১২, ১৪২
বরিয়া ১০৫, ১৩০
বাকলি, আর, বি ১৯২
বাবর (জেনারাল) ১৮২
বামড়া ৮৬
বাকিংহাম ২১
বাঘেরলখণ্ড ১০৯
বাড, আর ১২৬
বার্ডেন, ডি, সি, ১৮২, ১৮৫
বারযানী ৮৫, ১০৫, ১০৮
বিকানীর ১০৪, ১২১, ১২২, ১২৫, ১৪২
বিজয়নগর ৫৮
বিজাওর ৮৫, ১০৫
বিজাপুর ১৪০
বিনষ্ট, এ, এইচ ২১৫
বিলাসপুর, ১০৫, ১৩১
বিশ্বনাথ সিংহ ১০৯
বিহার ১৩৭, ২০৬
বীটসন ষ্টুয়ার্ড ১২৬, ১৭৭
বীরসিংহ ১২৪
বীরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা (মহারাজ) ১১০
বুমসেন ডি, ২২২
বুন্দি ৮৪, ১০৪, ১০৯, ১৯১, ২১৮
বেঙ্কটরমান ১০৯
বেল জেমস ৩৮
বেলি, এম সি, বি ২০৪
বেলুচিস্থান ১১৯, ১৩১
বেয়ার্ড (কাপ্তেন) ১২৪
বোম্বাই ৪১, ৪৩, ৪৬, ৪৭, ৫১, ৫৯, ৬৬, ১১৯, ১৪০, ১৭৮, ২১৬, ২২০, ২২১ ২২২
বোর ৮৬

ব্যাটোবারা ১২৫
ব্যাক্তেরিয়া ১১০
ব্যাম্বার ৬৪, ৯৪
ব্যাবেট ডবলিউ ২০১
ব্যারো ৭৫
ব্যারোন, সি, এ, ১৭৩
ব্রকমান মিঃ
ব্রহ্মদেশ ১১, ১১৩, ১১৯, ১৪০, ১৭৮
ব্রহ্মা ১৮৯
ব্রাউন পি ৯৯
ব্রাউন, হেরল্ড ১৯৯, ২০৪
ব্রিজম্যান, আর, ও, বি ৮০
ব্রোমফিল্ড, সি ৭৫, ১৬১
ভবনগর ৮৫, ১০৫, ১২১, ১৩০
ভরতপুর ৮৪, ১০৪, ১২১, ১২২
ভাওয়ালপুর ৮৬, ১০৪
ভিনসেন্ট সেণ্ট ৩৪
ভিলিয়ারস পি ৮৯
ভিক্টোরিয়া (মহারাণী) ৪, ৭, ১৪, ১৭, ২৫, ৩০, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৫৮, ১৬৯, ১৭৩, ২০২, ২০৪, ২২২
ভীমসামসের জঙ্গ ১৮৪
ভূটান ১০৪, ১১৩, ১১৯
ভূপাল ১০৪, ১১০, ১২১, ১৪১
ভূপেন্দ্রনাথ সিংহ (স্যার) ১১২
ভেন্সেণ্ট, এফ, এইচ ২১৮
ভোণ্টথ মিঃ ৮৬
ভোর ১০৫, ১৩০
ভ্যানগার্ড ৩৪
মড ডবলিউ ১৮১
মধ্যপ্রদেশ ১১৯, ১৩১, ১৭৮
মণিপুর ৮৭, ১০৫, ১৩১
মনি (মেজর) ১২৬
মণ্ডি ৮৬, ১৩১
মনু ২
মরিগেট ৭০, ৭৫
মরিস ফিজ (স্যার) ৮২ ১২৫
ময়ূরভঞ্জ ৮৬, ২০৬
মহীশূর ১০৪, ১০৯, ১১৯, ১২১
মাকবাই ৮৭
মাধোরাও সিন্ধিয়া (স্যার) ১১১
মাদ্রাজ ৮৫, ৯৮, ১১৯, ১৪০, ১৭৮, ২২৬
মারংগড় ৮৭
মারসার, এফ ১২৫
মাল ১৩১
মিণ্টো (লর্ড) ১২, ৬২
মীরপুর ১২১
মুধোলা ৮৫, ১০৫, ১৩০
মুরে, এফ, টি ৬৪
মুর্শিদাবাদ ২০৬
মেটা ফিরোজসাহ ৪৬, ৫৩
মেটা বিজোলিস ২১৫
মেডোস (কাপ্তেন) ২০৬
মেদিনা ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৪২, ৪৩, ৪৫ ১২৫, ২১৮
মেরী (রাজ্ঞী) ২৫, ২৯
মোকালা ১১৩, ১৩০
মোনাহান, জি, জে ১৮১
মোহন, বি, টি ৭৫
ম্যাকমোহন মিঃ ৬৩, ৭৭, ৭৯, ১৮২
ম্যাক্লাগণ, আর, এস ৬৪, ১১৭
ম্যাক্সওয়েল, এফ, এ ৬৪, ৯৫
ম্যাডোয়, টীম, এম, এল ১৯৬
ম্যাহন (জেনারাল) ১৯৫, ২০১
যশল্মীর ৮৪, ১০৪
যুক্তপ্রদেশ ১১৯, ১৪০
যোধপুর ১০৪, ১২৫, ১৪২
য়ুরোপ ৫, ২৫
য়্যাসকুইথ ২৯
রৎলাম ১০৫, ২০২
রণজিৎ সিংহ ১১১
রাওলপিণ্ডি ১৫
রাজকোট ১৩০
রাজগড় ৮৫, ১০৫, ১০৯
রাজপিপলা ৮৫, ১০৫, ১৩০

রাজপুতানা ১৮৬, ১৯০, ১৯২
রাজস্থান ১১৯
রাটলাম ৫৫
রাধনপুর ৮০৫, ১৩০
রামপুর ৮৬, ১২১
রামেশ্বর ৮৮
রামসিং ৯৭, ১১৭
রিমিংটন, এম ১২৪
রুই ১৮২
রেওয়া ৮৫, ১০৪, ১৪২
রেওয়াকান্থা ১০৯
রেঙ্গুন ১৪১
র‍্যাবার্ন ১২৬
লজ (কাপ্তেন) ৫১
লফর্ড, এস, টি, বি ৭৫
লরিমার জে, জি ৯৯
লাইবা ৮৭
লাহেজ ৮৫, ১০৫, ১১৩, ১৩০
লিটন (লর্ড) ৭, ৮, ৬২, ৬৮, ৯১
লিভার, এইচ, পি ৮১
লিম্বদি ৮৫, ১০৫, ১৩০
লুকাস, এফ, এইচ ১২৬, ১৭৮
লেক মিঃ ৫৮, ৭৫, ১৬১
লোহারু, ৮৬, ১০৫, ১৩১
ল্যাম্ব, আর, (স্যার) ২১৬
শাচিন ১৩০
শিবাজী ৮৫, ১০৭, ১১০
শিশোদীয় ১০৮
সন্দুর ৮৫
সবি ৮৬
সমথর ৮৫, ১০৫
সাইলান ১০৫
সাদুল সিংহ ১০৯
সানদেশ ১৪১
সাপুর ৮৪, ১০৮
সাভ ১১১
সিকিম ৮৬, ১০৪, ১১৩, ১১৯
সিন্‌কাট ২২১
সিনিয়র (ম্যাজোর) ১৪৭
সিন্ধুদেশ ১৪১
সিপাই ৮৭, ১০৫
সিরমুর ৮৬, ১০৫, ১৩১
সিরোহী ৮৪, ১০৪, ১০৯
সীতামউ ৮৫, ১০৫, ১০৯
সুকেত ৮৬, ১০৫
সুদান ২২১
সুমের সিংহ ১০৯
সুরেজপাল ৩৬
সেড্‌ডন, সি, এন্‌ ৮৪
সের ৮৬, ১১৩, ১৩১
সেরমোকালা ১০৫
সেলিমগড় ৬৯, ৭৪, ৭৫, ১৭৯
সেসন, বি, টি ১৬১
সৈয়দবন্দর ৩৬
সোনপুর ৮৬
সোয়াবোয়া ১০৫
স্যালামান্‌বগ ১৫৩
হুকলি, এইচ, আর ১২৬
হ্যামটন কর্ণেল ১২৬
ট্রাঙ্কোর্ডহাম লর্ড ১২৩, ১২৬
হুইটফিল্ড ১৮২
হগ (কাপ্তেন) ১২৬
হবাজিক-উল-মুলক ১৪৪
হাইগ ডগলাস (স্যার) ৮১, ১৬১
হাইদর আলি ১১২
হাইদ্রাবাদ ১০১, ১০৪, ১১০, ১১৯, ১২১
হাইগ্লাউয়ার, এইচ, এ, এস ৪২, ২১৪
হাইট্রার্ড (লর্ড) ১৯৫, ২০১
হাওড়া ১৯৫
হান্টন (কর্ণেল) ১৪৮
হান্টার মিঃ ৩৫
হাম্ফ্রে বুক ৪৭
হিওরেট, জে, সি ৬৩, ৭৫, ১২৫
হিম্মত সিংহ ১২৪

হিল, এইচ ১২৬
হেনরী, ই, (স্যার) ১২৫
হেরল্ড ব্রাউন ১৯৯
হেলী ডবলিউ, এম ৬৪
হেষ্টিংস ওয়ারেণ ৮১
হ্যামিলটন. এল ২৯
হ্যারিস (লর্ড) ১২৫
হ্যালিডে মিঃ ১৯৮, ২১৪

Printed and published by J. C. Ghosh at the Cotton Press, 57, Harrison Road,
Calcutta, for Messrs. S. K. Lahiri & Co.—22-4-18—X2.